থেবস অ্যাট ওয়ার

নাগিব মাহফুজ

অনুবাদ | আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

থেবস অ্যাট ওয়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক নাগিব মাহফুজের

থেবস অ্যাট ওয়ার

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

ঐতিহ্য

www.pathagar.com

থেবস অ্যাট ওয়ার

মূল : নাগিব মাহফুজ

অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

প্রকাশক

আরিফুর রহমান নাইম

ঐতিহ্য

রুমী মার্কেট

৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল

মাঘ ১৪১৬

ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রচ্ছদ

ধ্রুবএষ

বর্ণবিন্যাস

আবির কম্পিউটার

মুদ্রণ

ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য

দুইশত পঞ্চাশ টাকা

THABES AT WAR a novel by Nobel Laureate Naguib Mahfooz.
Translated by Anwar Hossain Manju.
Published by Arifur Rahman Nayeem. oitijjhya.
Date of Publication February 2010.
Website : www.oitijjhya.com
Email : oitijjhya@gmail.com

Copyright @ 2010 Naguib Mahfooz. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

Price : 250.00 US $ 6

ISBN 978-984-8863-42-8

www.pathagar.com

সূচিপত্র

লেখক সম্পর্কে	৭
সেকেনেনরা	৯
দশ বছর পর	৬১
যুদ্ধে অবতীর্ণ আহমোসি	১১৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক সম্পর্কে

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নাগিব মাহফুজের অনুপ্রেরণা ছিল মিশরের বিখ্যাত রহস্যোপন্যাস লেখক হাফিজ নাজিব। দশ বছর বয়সী মাহফুজ তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহপাঠীর পরামর্শে নাজিবের 'জনসনের পুত্র' বইটি পাঠ করেন, যা তার জীবনকে বদলে দেয়। পরবর্তী সময়ে সাহিত্যিক তা'হা হোসাইন ও সালাম মুসার বিপ্লবী লেখা তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাগিব মাহফুজের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ নৈরাশ্যবাদের মাঝে হারিয়ে যায় এবং এর পর তার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে তার লেখক বন্ধুদের সাথে সাহিত্যের উদ্দেশ্যহীনতা নিয়ে আলোচনায়। পঞ্চাশের দশকে তিনি সুফিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিজ্ঞান যেসব বিষয়ের সমাধান দিতে পারেনি, তিনি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে চেষ্টা করেন সুফিবাদের মধ্যে।

নাগিব মাহফুজের জন্ম মিশরের কায়রো নগরীতে ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর। লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন সতেরো বছর বয়সে। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেই প্রথম চাকরিতে যোগ দেন। এসময়েই বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ করে বিশ্বসেরা উপন্যাসগুলো পাঠ করেন। তার প্রথম ছোট গল্প সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে নাগিব মাহফুজ একজন রাজনৈতিক নেতার পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি মিশরের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কিছুদিন মিশরের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'আল আহরাম'-এর আবাসিক লেখকের দায়িত্ব পালন করেন।

তিরিশটির অধিক উপন্যাস রচনা করেছেন নাগিব মাহফুজ। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'আবাথ আল আকদার' মিশরের ফারাওদের যুগের তিনটি ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর লিখিত। আরব বিশ্বের অন্যান্য অংশে খ্যাতি অর্জন করলেও ১৯৫৭ সালে 'কায়রো ট্রিলজি' প্রকাশের আগে মিশরে নাগিব মাহফুজের তেমন খ্যাতি ছিল না। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে কায়রোর মধ্যবিত্ত শ্রেণির

www.pathagar.com

জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে 'কায়রো ট্রিলজি'তে, যা দারুণভাবে মিশরীয় সমাজে সমাদৃত হয়। ষাটের দশকে তার বেশ কিছু উপন্যাস ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯৮৮ সালে নাগিব মাহফুজ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ২০০৬ সালের ৩০ আগস্ট ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

সেকেনেনরা

এক

বৃহদাকৃতির সুসজ্জিত জাহাজটি পবিত্র নদীর উজান বেয়ে চলেছে। এর পদ্মাকৃতির গলুই প্রাচীনকাল থেকে উত্থিত শান্ত ঢেউ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে সময়ের সীমাহীন ঝরনায় এক একটি পর্যায়ের মতো। নদীর উভয় পাশে প্রকৃতির মাঝে বিছানো গ্রাম, একক ও গুচ্ছভাবে দাঁড়ানো পাম গাছ। সবুজের বিস্তার পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত। সূর্য মধ্যগগনে, গাছপালার ওপর আলো ছড়াচ্ছে এবং যেখানে পানি স্পর্শ করছে সেখানে চকচক করে উঠছে। কিছু কিছু জেলে নৌকার আনাগোনা ছাড়া নদী শূন্য এবং তারা বড় জাহাজটির পথ ছেড়ে দিচ্ছে। নৌকাগুলোর আরোহীরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ও অবিশ্বাসে তাকাচ্ছে উত্তরের প্রতীক পদ্মের দিকে।

জাহাজের সম্মুখভাগের ডেকে খাটো, সুগঠিত দেহ, গোলগাল মুখ, দাড়ি বিশিষ্ট শ্বেতচর্মের একজন লোক আসীন। তার পরনে ঢিলেঢালা পোশাক, ডান হাতে সোনালি হাতলওয়ালা একটি পুরু লাঠি। তার সামনে তারই মতো সুগঠিত ও একই ধরনের পোশাক পরা আরো দুজন লোক—তিনজনের ভাবভঙ্গি অভিন্ন। প্রধান ব্যক্তির দৃষ্টি দক্ষিণে নিবদ্ধ, তার কালো চোখে ক্লান্তি ও নিরাসক্তি এবং জেলেদের প্রতি তার ঘৃণার দৃষ্টি। তিনি যেন নীরবতায় অস্থির হয়ে গেছেন। এমনভাবে তার লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "আমার অবাক লাগছে যে কাল কি ভেরী বাজবে এবং দক্ষিণাঞ্চলে যে ভারি স্তব্ধতা বিরাজ করছে তা কি ভাঙবে ? এই আচ্ছন্ন বাড়িগুলোর শান্তি কি খান খান হয়ে যাবে এবং এই নিরাপদ আকাশে কি যুদ্ধের শকুনি চক্রাকারে ঘুরবে ? এই জাহাজ তাদের ও তাদের মনিবের জন্য কী সতর্কবাণী বয়ে আনছে এই লোকগুলো যদি তা জানতে পারত !"

অপর দুজন তাদের নেতার কথায় সম্মতির প্রকাশ ঘটাল মাথা নেড়ে। "যুদ্ধ হোক, মহোদয়", তাদের একজন বলল, "যে লোকটিকে আমাদের প্রভু দক্ষিণের এলাকা শাসনের অনুমতি প্রদান করেছেন, তিনি এখন তার মাথায় মুকুট ধারণ করছেন, ফারাও-এর মতো প্রাসাদ নির্মাণ করছেন এবং পৃথিবীতে কাউকে

www.pathagar.com

তোয়াক্কা না করে অতি আনন্দে থেবসে ঘুরে বেড়ান।" নেতা দাঁতে দাঁত চেপে জাহাজের পাটাতনে লাঠি ঠুকে রাগে ও হতাশায় বললেন, "শুধুমাত্র থেবস ছাড়া আর কোথায়ও কোনো মিশরীয় শাসনকর্তা নেই। আমরা একবার তার কবল থেকে মুক্ত হতে পারলে মিশর চিরতরে আমাদের হবে এবং আমাদের প্রভু স্বস্তি লাভ করবেন। তাহলে আমাদের ভয় সঞ্চারের জন্য আর কোনো বিদ্রোহী অবশিষ্ট থাকবে না।"

দ্বিতীয় লোকটি, যিনি বড় একটি নগরীর শাসক হওয়ার আশায় দিন গুনছেন, তিনি বললেন, "এই মিশরীয়রা আমাদের ঘৃণা করে।"

নেতা মুখ বিকৃত করে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, ওরা তা করে। এমনকি আমাদের প্রভুর রাজ্যের রাজধানী মেম্ফিসের লোকজন পর্যন্ত আমাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও হৃদয়ে ঘৃণা পোষণ করে। প্রতিটি কৌশল দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখন চাবুক ও তরবারি ছাড়া আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই।"

প্রথমবারের মতো দুজন হাসল এবং দ্বিতীয়জন বললেন, "আপনার পরামর্শ আশীর্বাদধন্য হোক, মহোদয়! মিশরীয়রা একমাত্র চাবুকই বুঝতে পারবে।"

কিছু সময়ের জন্য তিনজনই নীরব হয়ে গেল। পানিতে দাঁড়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। একজনের চোখ পড়ল একটি নৌকার ওপর, যার ওপর পেশিবহুল হাতের অধিকারী এক তরুণ দণ্ডায়মান, পরনে কোমর থেকে ঝুলানো সংক্ষিপ্ত বস্ত্র, রোদে তার শরীর পুড়ে গেছে। লোকটি বিস্ময়ে বলল, "দক্ষিণের লোকগুলো যেন মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে।"

"বিস্ময়ের কিছু নেই," নেতৃস্থানীয় লোকটি ব্যঙ্গ করে বললেন। "তাদের কিছু কবি গাঢ় গাত্রাবরণের সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা রচনা করেছে!"

"আমাদের শরীরের রঙের পাশে তাদের রং যেন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণের পাশে কাদামাটির মতো।"

নেতা উত্তর দিলেন, "দক্ষিণের লোকদের সম্পর্কে আমাদের লোকজন আমাকে বলেছে যে তাদের শরীরের রং ও নগ্নতা সত্ত্বেও তারা অহংকারী ও দাম্ভিক। তাদের দাবি যে তারা 'ঈশ্বরের শরীর থেকে উদ্ভূত এবং তাদের দেশ সত্যিকারের ফারাওদের জন্মভূমি।' হে ঈশ্বর, আমি এসবের নিরাময় জানি। আমাদের প্রয়োজন শুধু তাদের দেশের সীমান্ত পর্যন্ত আমাদের হাত বিস্তার করা।"

তার বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র তার সঙ্গীদের বলতে শুনলেন, "দেখুন! ওটাই কি থেবস?" "হ্যাঁ, ওটিই থেবস।" পূর্ব দিকে তার অঙ্গুলি নির্দেশ করা। তারা সকলে সেদিকে তাকিয়ে দেখল উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত বিশাল এক নগরী, যার পিছনে

www.pathagar.com

স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতিসৌধ। উত্তর দিকে দক্ষিণের ঈশ্বর আমুনের মন্দিরের সুউচ্চ প্রাচীর দেখা যাচ্ছে যেন শক্তিশালী এক দানব আকাশ পানে আরোহণ করছে। লোকগুলো কম্পিত হলো এবং তাদের নেতা ভ্রু কুঁচকে বিড়বিড় করে বললেন, "হ্যাঁ, ওটিই থেবস। আমি আগেও এ শহর দেখেছি এবং সময়ের ব্যবধানে শুধুমাত্র আমার আকাঙ্ক্ষাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে কবে আমাদের প্রভুর কাছে এটি সমর্পণ করতে সক্ষম হব এবং এই নগরীর রাজপথ দিয়ে বিজয় মিছিল দেখব।"

একজন যোগ করল, "এবং আমাদের দেবতা সেথ-এর পূজা সেখানে হবে।"

জাহাজের গতি মন্থর হলো এবং ধীরে ধীরে নদী তীরের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। সবুজ শ্যামল উদ্যান দেখা যাচ্ছিল, যেগুলো নদী পর্যন্ত নেমে গেছে পবিত্র নদীর পানি পান করার জন্য। উদ্যানের পরই গর্বিত প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে, আর পশ্চিম দিকে নদী তীরে গড়ে উঠেছে 'অনন্ত নগরী', যেখানে অমর আত্মারা ঘুমিয়ে আছে পিরামিড, স্তূপ ও কবরে—সবই আচ্ছাদিত হয়ে আছে মৃত্যুর নিরাশার মাঝে।

থেবসের বন্দরের দিকে মোড় নিল জাহাজ। জেলে নৌকা, বণিকদের জাহাজের মাঝ দিয়ে পথ করে নিচ্ছিল। জাহাজের আকৃতি ও সৌন্দর্য এবং গলুই এ পদ্ম প্রতীক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। শেষ পর্যন্ত ঘাটের একপাশে থেমে বিশাল নোঙর ফেলল। প্রহরীরা এবং তাদের একজন অধিকর্তা এগিয়ে এল এবং জাহাজের একজনকে জিজ্ঞাসা করল, "কোথা থেকে আসছে এ জাহাজ ? এটি কি কোনো বাণিজ্যিক পণ্য বয়ে এনেছে ?"

লোকটি তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, "আমাকে অনুসরণ করুন", এবং তাকে সাথে নিয়ে জাহাজের ওপরের পাটাতনে গেল, যেখানে সে নিজেকে দেখতে পেল উত্তরের প্রাসাদের প্রধান কর্তার সামনে, যিনি এসেছেন পশুপালকদের রাজার প্রাসাদ থেকে। এ রাজাকে দক্ষিণের লোকেরা এ নামেই ডাকে। প্রহরী অধিকর্তা শ্রদ্ধার সাথে কুর্নিশ করে সামরিক কায়দায় তাকে সালাম জানাল। চাপা ক্রোধ বজায় রেখে প্রাসাদ প্রধান হাত তুলে সালামের উত্তর দিয়ে ভারিক্কি কণ্ঠে বললেন, "আমি উত্তর ও দক্ষিণের রাজা, সেথ দেবতার সন্তান, ফারাও অ্যাপোফিসের প্রেরিত দূত এবং আমি এসেছি থেবসের শাসক যুবরাজ সেকেনেনরার কাছে একটি ঘোষণা সম্পর্কে জানাতে।"

অধিকর্তা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনল এবং আরেকবার তাকে সালাম দিয়ে বিদায় নিল।

www.pathagar.com

দুই

এক ঘণ্টা অতিবাহিত হলো। এরপর মর্যাদাবান চেহারার, কিন্তু খাটো ও শীর্ণকায়, পুরু ভুরু বিশিষ্ট একটি লোক জাহাজে উপস্থিত হলো। শ্রদ্ধার সাথে দূতকে কুর্নিশ করে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "আপনাকে স্বাগত জানানোর সম্মান লাভকারীর নাম হুর, দক্ষিণের প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক।"

অন্যজন তার মাথা একটু ঝুঁকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "আমি খায়ান, ফারাও-এর প্রাসাদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

হুর বললেন, "আমাদের প্রভু আপনাকে অবিলম্বে অভ্যর্থনা জানাতে পারলে আনন্দিত হবেন।" দূত আসন থেকে উঠে বললেন, "চলুন, যাওয়া যাক।" তত্ত্বাবধায়ক হুর সামনে, অতিথির পিছনে তাকে অনুসরণ করছে ধীর পদক্ষেপে, লাঠির ওপর তার স্থূল দেহ ভর করে। অপর দুজন তাকে কুর্নিশ করল পরম শ্রদ্ধায়। হুরের আগমনে খায়ান সন্তুষ্ট নন। নিজেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপোফিসের দূতকে স্বাগত জানাতে কি স্বয়ং সেকেনেনরাই আসা উচিত ছিল না ?" তার আরো বিরক্তি লেগেছে যে তাকে রাজার তুল্য সম্মান দেয়া হয়নি। খায়ান জাহাজ ত্যাগ করলেন দুই সারি সৈনিকের মাঝ দিয়ে এবং দেখলেন রাজকীয় অশ্বারোহী দল একটি যুদ্ধরথ নিয়ে তীরে অপেক্ষমাণ। পিছনে আরো কিছু রথ আছে। সৈন্যরা তাকে সালাম জানালে তিনি দায়সারা গোছের হাত তুলে রথে আরোহণ করলেন, তার পাশে হুর। ছোটখাটো শোভাযাত্রাটি দক্ষিণের শাসকের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলো।

খায়ানের দৃষ্টি ডান ও বামে ঘুরাফিরা করছে, মন্দির, স্তম্ভ, প্রাসাদ ও মূর্তির ওপর, বাজার এবং সকল শ্রেণির মানুষের স্রোতের ওপর পড়ছে তার চোখ। সাধারণ মানুষের দেহ প্রায় নগ্ন, রাজ কর্মকর্তারা জাঁকজমকপূর্ণ আলখেল্লা পরিহিত, পুরোহিতদের পরনে ঢিলেঢালা দীর্ঘ পোশাক, অভিজাতদের পোশাক আরো ভারি, মহিলাদের আচ্ছাদন অতি চমৎকার। মনে হচ্ছে, সবকিছু নগরীর শক্তি ও দাপটের সাক্ষ্য ও মেম্ফিসের সাথে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমাণ দিচ্ছে। অথচ মেম্ফিস ফারাও আপোফিসের রাজধানী। প্রথম থেকেই খায়ান সতর্ক যে শোভাযাত্রার প্রতি সকলের লক্ষ এবং পথিপার্শ্বের লোকজন সমবেত হয়ে শীতল ও আবেগহীনভাবে তাকে দেখছে। তাদের কালো চোখ দিয়ে বিস্ময়, বিস্বাদ ও ঘৃণায় পরখ করছে তার সাদা মুখ ও দীর্ঘ দাড়ি। তিনি অতি ক্রুদ্ধ যে প্রবল প্রতাপশালী আপোফিসের দূতকে থেবসবাসী এমন শীতল অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এবং তার জাতি মিশরীয় ভূখণ্ডে দুশো বছর যাবৎ কবজা ও তাদের সিংহাসনের অধীনে মিশরবাসীকে আবদ্ধ করলেও এখানে তাকে সম্পূর্ণ আগন্তুক বলে ভাবা হচ্ছে। এ অবস্থা তাকে ক্রুদ্ধ ও বেপরোয়া করে তুলল যে দুশো বছর পরও মিশরের

www.pathagar.com

দক্ষিণের লোকজন এই অঞ্চলের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেছে—কারণ হিকসসদের একজন লোকও এখানে বাস করে না।

শোভাযাত্রা প্রাসাদের সামনের চত্বরে পৌঁছল। অত্যন্ত সুপরিসর চত্বরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্ব অনেকখানি। সরকারি ভবন, মন্ত্রণালয়, সেনা সদর দফতরগুলো চত্বরের পাশে। এর কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে সম্ভ্রম জাগানো একটি প্রাসাদ, যার চমৎকারিত্ব চোখ ঝলসে দেয়—প্রকাণ্ড অট্টালিকাটি মেক্ষিসের প্রাসাদের অনুরূপ। রক্ষীরা প্রাচীরের ওপরে দণ্ডায়মান এবং প্রধান ফটকে দুটি সারিতে তারা সতর্ক প্রহরায়। দূতের শোভাযাত্রা অতিক্রম করার সময়ে সম্ভাষণসূচক বাদ্য বেজে উঠল এবং এসময়ে খায়ান বিস্ময়ে নিজেকে বললেন, "সেকেনেনরা কি শ্বেত মুকুট ধারণ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন ? তিনি রাজার মতো বাস করেন, তাদের শিষ্টাচার অনুসরণ করেন এবং একজন রাজার মতোই শাসন কাজ চালান। তাহলে আমার সামনে তিনি কি দক্ষিণের মুকুট পরবেন ? তার পূর্বপুরুষরা এবং তার পিতা সেকেনেনেরা যা করেননি, তিনি কি তা করবেন ?" দীর্ঘ স্তম্ভসারির সামনে তিনি রথ থেকে অবতরণ করলেন এবং প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক, রাজ প্রহরীদের প্রধান এবং পদস্থ কর্মকর্তাদের দেখতে পেলেন তাকে স্বাগত জানাতে প্রতীক্ষারত অবস্থায়। সকলে তাকে সালাম জানিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অভ্যর্থনা কক্ষে। প্রধান দরজার বাইরের কক্ষটি সিংহমূর্তি দ্বারা সাজানো এবং কক্ষের প্রান্তভাগে সেনাপতি হাবু'র বাহিনীর বিশালদেহী কর্মকর্তারা দণ্ডায়মান। লোকগুলো খায়ানকে কুর্নিশ করে তাকে পথ করে দিল। প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক হুর তাকে সাথে নিয়ে গেলেন অভ্যর্থনা কক্ষে। খায়ান খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে লক্ষ করলেন সেখানে একটি রাজ সিংহাসনে দক্ষিণের মুকুট ধারণ করে আসীন একজন লোক, যার হাতে একটি দণ্ড। সিংহাসনের দুপাশে আরো দুজন করে লোক উপবিষ্ট। হুর দূতকে সাথে নিয়ে সিংহাসনের কাছে পৌঁছে শ্রদ্ধার সাথে নমনীয় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "প্রভু, রাজা আপোফিসের প্রেরিত দূত প্রধান তত্ত্বাবধায়ককে আপনার সমীপে পেশ করছি।"

খায়ান শুভেচ্ছা জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নত করলেন এবং রাজা তার শুভেচ্ছার উত্তর দিয়ে সিংহাসনের সামনে একটি আসনে বসতে ইশারা করলেন। হুর গিয়ে দাঁড়ালেন সিংহাসনের ডান পাশে। রাজা দূতের সাথে তার সভাসদদের পরিচয় করিয়ে দিতে হাতের দণ্ডটি তার সবচেয়ে কাছের লোকটির দিকে নির্দেশ করে বললেন, "ইনি উসের আমুন, মুখ্যমন্ত্রী।" এরপর তার পরের লোকের দিকে নির্দেশ করলেন, "নোফের আমুন, আমুনের প্রধান পুরোহিত।" অতঃপর বাম দিকে ঘুরে তার কাছের লোকটিকে দেখালেন, "নৌবহরের সেনাপতি কাফ", এবং পরের জনকে দেখিয়ে বললেন, "সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পেপি।" পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর রাজা দূতের দিকে ফিরে তার স্বাভাবিক আভিজাত্য ও

www.pathagar.com

মর্যাদার সাথে শোভনীয় এমন কণ্ঠে বললেন, "এমন এক স্থানে আপনার আগমন ঘটেছে, যা আপনাকে এবং যিনি আপনার ওপর তার আস্থা স্থাপন করেছেন তাকে স্বাগত জানাচ্ছে।"

দূত উত্তর দিলেন, "প্রভু আপনাকে রক্ষা করুন, মাননীয় শাসনকর্তা। ঐতিহাসিক খ্যাতির অধিকারী আপনার সুন্দর দেশে আমাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করার জন্য নির্বাচন করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।"

দূতের উচ্চারিত "মাননীয় শাসনকর্তা" শব্দ দুটি রাজার কান এড়ায়নি এবং এর তাৎপর্য উপলব্ধিতেও তার সমস্যা হয়নি। কিন্তু তার ভিতরের বিরক্তির কোনো প্রকাশ ঘটেনি। সে মুহূর্তে খায়ানও দ্রুত রাজার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখেছেন যে মিশরীয় শাসক সত্যিকার অর্থেই আকর্ষণীয় মানুষ, দীর্ঘাকৃতির, গোলগাল সুন্দর মুখ, গায়ের রং কালো এবং উপরের পাটির দাঁতগুলো একটু উঁচু। তিনি অনুমান করলেন যে রাজার বয়স চল্লিশের কোঠায় হবে। রাজা ধারণা করলেন যে, আপোফিসের দূত একই কারণে এসেছে, উত্তর থেকে আগে প্রেরিত দূতরাও যে কারণে এসেছিল। অর্থাৎ পাথর, খাদ্যশস্যের জন্য, যা পশুপালকদের রাজা কর হিসেবে বিবেচনা করতেন, আর থেবসের রাজারা এটিকে ভাবতেন ঘুষ হিসেবে, যার মাধ্যমে তারা হামলাকারীদের থেকে নিজেদের রক্ষা করতেন।

রাজা তার মর্যাদা অনুসারে শান্তভাবে বললেন, "আপনার কথা শুনে আমি আনন্দিত, পরাক্রমশালী আপোফিসের দূত।"

দূত তার আসনে নড়েচড়ে বসলেন, যা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি লাফ দিয়ে উঠে যুদ্ধ করবেন। কর্কশ কণ্ঠে তিনি বললেন, "দুশো বছর ধরে উত্তরের দূতরা কখনো দক্ষিণে তাদের আগমন বন্ধ করেনি এবং প্রতিবার সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেছে।"

রাজা উত্তর দিলেন, "আমি আশা করি এই সুন্দর প্রথা চালু থাকতে পারে।"

খায়ান বললেন, "আমি ফারাও-এর কাছ থেকে তিনটি অনুরোধ নিয়ে এসেছি, শাসনকর্তা। প্রথমটি আমার প্রভু ফারাও সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টি তার দেবতা সেথ সম্পর্কিত, আর তৃতীয়টি উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সন্তোষজনক বন্ধন সম্পর্কিত।

রাজা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দূতের কথা শুনলেন এবং তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। দূত বলে চলেছেন, "সাম্প্রতিককালে আমার প্রভু অভিযোগ করছেন যে প্রচণ্ড যাতনায় রাতের বেলায় তার স্নায়ু পীড়িত হয় এবং বমনযোগ্য কোলাহলে তার মহান কর্ণযুগল মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, যার ফলে তিনি নিদ্রাহীনতা ও স্বাস্থ্যহানির শিকার হয়ে পড়েছেন। তিনি তার চিকিৎসকদের তলব করে তার নৈশকালীন যাতনা বর্ণনা করার পর তারা সতর্কতার সাথে তাকে পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু সকল চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে এবং কারো পরামর্শই কোনো

www.pathagar.com

কাজে লাগেনি। তাদের সকলের অভিমত হচ্ছে রাজা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং ভালো আছেন। কিন্তু আমার প্রভু হতাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত সেথ মন্দিরের প্রধানের সাথে পরামর্শ করেছেন এবং এই বিজ্ঞ ব্যক্তি তার অসুস্থতার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে সক্ষম হয়ে বলেছেন, 'তার সকল ব্যথা বেদনার উৎস হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের জলহস্তীর গর্জন, যা তার হৃৎপিণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছে।' এবং তিনি বলেছেন যে জলহস্তীগুলোকে হত্যা না করা পর্যন্ত রাজার ব্যথার কোনো উপশম হবে না।

দূত খায়ান জানেন যে থেবসের হ্রদে যে জলহস্তীগুলো বাস করে সেগুলোকে পবিত্র বিবেচনা করা হয়, অতএব, তিনি আড় দৃষ্টিতে থেবস শাসকের দিকে দেখলেন তার বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করতে। কিন্তু তার মুখ প্রস্তরবৎ কঠিন, যদিও কিছুটা লাল হয়ে উঠেছে। তিনি অপেক্ষা করলেন তার কথা শোনার জন্য, কিন্তু রাজা একটি শব্দও উচ্চারণ না করায় মনে হলো তিনি শুনছেন ও অপেক্ষা করছেন। অতএব, দূত আবার বললেন, আমার প্রভু অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছেন যে আমাদের দেবতা সেথ তার সকল চমৎকারিত্ব নিয়ে তার কাছে হাজির হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করছেন 'দক্ষিণাঞ্চলে এমন একটি মন্দিরও নেই যেখানে আমার নাম উচ্চারিত হয় না, এটা কি যথার্থ ?' অতএব, আমার প্রভু তার কাছে শপথ করেছেন যে তিনি তার বন্ধু, দক্ষিণের শাসনকর্তাকে বলবেন যাতে তিনি আমুন দেবতার মন্দিরের পাশেই দেবতা সেথ-এর একটি মন্দির নির্মাণ করেন।"

দূত নীরব হলেন, কিন্তু সেকেনেনরা কিছুই বললেন না। তার চেহারা দেখে এটা স্পষ্ট যে তিনি চমকে গেছেন এবং বিস্মিত হয়েছেন। কারণ, এ প্রস্তাব তিনি আগে কখনো শোনেননি। রাজার চেহারায় যে প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে তা নিয়ে দূত খায়ানের মাথাব্যথা নেই, তিনি বরং তাকে আরো প্ররোচিত করার ইচ্ছা জাগ্রত হচ্ছে তার মনে। প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক হুর দাবিগুলোর বিপদ আঁচ করে রাজার কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু কণ্ঠে বললেন, "প্রভু যদি দূতের সাথে এখনই এ বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত না হন, তাহলেই সবচেয়ে ভালো হয়।"

রাজা তার সাথে একমত হয়ে মাথা নাড়লেন। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে হুর কী বুঝাতে চাচ্ছে। খায়ান ধারণা করেছেন রাজ তত্ত্বাবধায়ক আঁচ করতে পেরেছেন যে তার প্রভু কী বলতে পারেন। অতএব, তিনি সামান্য অপেক্ষা করলেন। এ সময়ের মধ্যে রাজা শুধু বললেন, "আপনার কি বলার মতো আরো কোনো বার্তা রয়েছে ?"

খায়ান উত্তর দিলেন, "শ্রদ্ধেয় শাসক, আমার প্রভুর কাছে খবর পৌঁছেছে যে আপনি মিশরের শ্বেত মুকুট আপনার মাথায় ধারণ করেন। এতে তিনি বিস্মিত এবং তিনি মনে করেন যে ফারাও এবং আপনার প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবারের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান, এ মুকুট সেই বন্ধনের পরিপন্থী।"

www.pathagar.com

সেকেনেনরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, "কিন্তু শ্বেত মুকুট তো দক্ষিণের শাসকের শিরস্ত্রাণ।" খায়ান অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন, "বরং এর বিপরীতে বলা যায়, এটি তাদেরই মুকুট, যারা রাজা ছিলেন এবং সে কারণে আপনার মহান পিতা কখনো এটি মাথায় ধারণ করার কথা ভাবেননি, কারণ তিনি জানতেন যে এই উপত্যকায় মাত্র একজন রাজা আছেন, যার একটি মুকুট ধারণের অধিকার রয়েছে। শ্রদ্ধেয় শাসক, আমি আশা করি যে আমার প্রভুর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যে থেবস ও মেম্ফিসের দুটি রাজবংশের মধ্যে সুসম্পর্কের কোনো ব্যাঘাত আপনার দ্বারা হবে না।"

দূত তার কথা বন্ধ করলে কক্ষে আবার নীরবতা নেমে এল। সেকেনেনরার বিষণ্নতা চেপে রাখার মতো ছিল না। পশুপালকদের রাজার রূঢ় দাবির প্রেক্ষিতে তার বুকে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা তার বিশ্বাসের ওপর একটি আঘাত এবং আত্মার অহংকারের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন। এসবের প্রতিফলিত হলো তার ফ্যাকাসে মুখে এবং তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখা সভাসদদের প্রস্তরবৎ মুখে। হুরের পরামর্শের প্রশংসা করতে হয় যে, সেকেনেনরা কোনো উত্তর দিলেন না, বরং সবকিছু সত্ত্বেও শান্তভাবে বললেন, "দূত খায়ান, আপনার বার্তায় একটি স্পর্শকাতর বিষয় রয়েছে, যা আমাদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। সে কারণে আমার মনে হয় যে, আমি আগামীকাল আপনাকে আমার অভিমত জানাব।"

দূত প্রত্যুত্তরে বললেন, "সেটিই উত্তম মতামত, যার ওপর সর্বপ্রথম পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।"

সেকেনেনরা প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়কের দিকে ফিরে বললেন, "দূতকে প্রাসাদের সেই অংশে নিয়ে যান, যেখানে তার বিশ্রামের স্থান প্রস্তুত রাখা হয়েছে।"

দূত তার বিশাল, খাটো শরীর আসন থেকে তুলে কুর্নিশ করে হুরকে অনুসরণ করে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

তিন

রাজা তার উত্তরাধিকারী যুবরাজ কামোসিকে তলব করলেন, যিনি দ্রুততার সাথে উপস্থিত হওয়ায় বোঝা গেল যে আপোফিসের দূত কী বার্তা বয়ে এনেছে তা জানার জন্য তিনি কতটা উদগ্রীব। পিতাকে শ্রদ্ধার সাথে কুর্নিশ করে তিনি তার ডান পাশে আসন গ্রহণ করলেন। রাজা তার দিকে ফিরে বললেন, "যুবরাজ, আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি উত্তরের দূত কী বার্তা এনেছে সে সম্পর্কে জানানোর জন্য, যাতে তুমি এ ব্যাপারে তোমার মতামত জানাতে পার।"

www.pathagar.com

দূত খায়ান কী বলেছেন রাজা তার বিস্তারিত সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে জানালেন। যুবরাজ গভীর উদ্বেগ নিয়ে পিতার কথা শুনছিলেন, যে উদ্বেগের প্রতিফলন তার সুদর্শন চেহারায় ঘটল, যে চেহারা গায়ের রং ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তার পিতার অনুরূপ। এরপর রাজা উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টি ফেলে বললেন, "মহোদয়গণ, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আপোফিসকে সন্তুষ্ট করতে হলে আমাকে মাথা থেকে মুকুট খুলে ফেলতে হবে, পবিত্র জলহস্তীগুলোকে হত্যা করতে হবে এবং সেথ দেবতার পূজার জন্য আমুন মন্দিরের পাশে একটি মন্দির নির্মাণ করতে হবে। আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন যে আমাদের কী করণীয় !"

সকলের চেহারায় যে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে তাদের বুকে উদ্বেগ কী যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছে। তত্ত্বাবধায়ক হুর প্রথমে মুখ খুললেন, "প্রভু, এই দাবিগুলোর চেয়েও আমি যা প্রত্যাখ্যান করি তা হচ্ছে যে মনোভাব ও উদ্দেশ্য নিয়ে দাবিগুলো করা হয়েছে। এ মনোভাব হচ্ছে মনিব কর্তৃক তার দাসকে নির্দেশনা দেয়ার মতো, একজন রাজা কর্তৃক তার জনগণের ওপর অপরাধ চাপিয়ে দেয়ার মতো। আমার মতে, এটি থেবস ও মেম্ফিসের মধ্যে প্রাচীন দ্বন্দ্বের নতুন রূপ মাত্র। মেম্ফিস চায় থেবসের দাসত্ব, যখন থেবস তার স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য সকল উপায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই যে পশুপালকরা ও তাদের রাজা এমন একটি থেবসের টিকে থাকার বিপক্ষে, যার দরজা তাদের শাসনকর্তার জন্য রুদ্ধ। সম্ভবত তারা নিজেরাও মেনে নিতে পারছে না যে এই রাজ্য শুধুমাত্র একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ, তাদের রাজার অধীন হওয়া সত্ত্বেও একগুঁয়েমি প্রদর্শন করছে, অতএব, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে থেবসের স্বাধীনতার অবসান ঘটিয়ে এর বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করার। একবার তারা এ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হলে থেবসকে ধ্বংস করা তাদের জন্য সহজ হবে।"

হুর অত্যন্ত জোরালোভাবে তার কথা বললেন এবং রাজার স্মরণ হলো যে পশুপালকদের রাজাদের ইতিহাস হচ্ছে থেবসের শাসকদের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং থেবস কীভাবে তাদের অশুভ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে সরল উত্তর দিয়ে, উপঢৌকন প্রদান করে এবং আনুগত্যের প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের চেষ্টা করেছে। তার পরিবার এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং সেকেনেনরা পিতা সেনেকনেনরা তার রাজ্যের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশে গোপনে একটি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং প্রকাশ্যে উত্তরের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এরপর সেনাপতি কাফ বললেন, "প্রভু, আমার বিশ্বাস, কোনো একটি দাবির প্রতিও আমাদের সাড়া দেয়া উচিত নয়। কী করে আমাদের পক্ষে সম্মত হওয়া সম্ভব যে

www.pathagar.com

আমাদের মহামান্য প্রভু তার মাথা থেকে মুকুট খুলে ফেলবেন ? অথবা কী করে আমরা পবিত্র জলহস্তীগুলোকে হত্যা করব আমাদের এক শত্রুকে সন্তুষ্ট করার জন্য ? তাছাড়া, একটি অশুভ দেবতা, যার পূজা পশুপালকেরা করে থাকে, কী করে আমাদের পক্ষে তার মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব ?"

প্রধান পুরোহিত নোফের আমুন মুখ খুললেন, "মহামান্য রাজা, আমুন দেবতা কিছুতেই অশুভের দেবতা সেথ-এর মন্দির তার মন্দিরের পাশে নির্মাণের ব্যাপারে সম্মতি দেবেন না। কিংবা তার পবিত্র ভূখণ্ড পবিত্র জলহস্তীর রক্তে সিক্ত করার অনুমতি দেবেন না। এমনকি এই রাজ্যের রক্ষকের মাথা থেকে মুকুট অপসারণের অনুমতিই বা আমুন দেবতা কী করে দেবেন, যখন তিনি দক্ষিণের শাসক হিসেবে প্রথম এই মুকুট পরেছেন। এ মুকুট দেবতা দ্বারা নির্দেশিত। না, প্রভু। আমুন এটি কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। বাস্তবে, তিনি এমন একজনের প্রতীক্ষায় আছেন, যিনি প্রভুর সন্তানদের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে উত্তরকে স্বাধীন করবেন এবং সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। তাহলেই আরেকবার আমরা আমাদের প্রথম দিকের রাজাদের দিনে ফিরে যাব।"

সেনাপতি পেপির শিরা দিয়ে যেন উত্তেজনা রক্তের মতো প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি দাঁড়ালে তার দীর্ঘ দেহ ও প্রশস্ত কাঁধ সকলের দৃষ্টিগোচর হলো। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমার প্রভু, আমাদের মহান ব্যক্তিবর্গ যথার্থ বলেছেন। আমি নিশ্চিত যে এই দাবিগুলো করা হয়েছে আমাদের স্নায়ুর শক্তি পরীক্ষা করতে এবং আমাদেরকে নিপীড়ন ও বশ্যতা স্বীকার করাতে। এই অসভ্য, বর্বরগুলো, যারা শুষ্ক মরুভূমির সুদূর প্রান্ত থেকে আমাদের উপত্যকায় আপতিত হয়েছে, তারা দাবি করছে যে আমাদের রাজাকে তার মুকুট খুলে ফেলতে হবে, অশুভের দেবতাকে পূজা করতে হবে এবং পবিত্র জলহস্তী হত্যা করতে হবে। অতীতে এইসব পশুপালকেরা আমাদের কাছে সম্পদ দাবি করেছে এবং সেসব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন তারা আমাদের স্বাধীনতা ও সম্মানের প্রতি লোভ দেখাচ্ছে। এ দাবি মানার পরিবর্তে মৃত্যুই বরং আমাদের জন্য সহজ ও আনন্দদায়ক। উত্তরাঞ্চলে আমাদের লোকজন দাস হিসেবে তাদের ভূমি চাষ করছে, তারা চাবুকের আঘাতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। তারা যে অত্যাচার সহ্য করছে আমরা তা থেকে তাদেরকে একদিন মুক্তি দেব বলে আশা করি। তা না হলে একদিন আমাদেরকে অনুরূপ দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

রাজা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। চোখ নিচু করে তাকে আবেগ দমন করতে দেখা গেল। যুবরাজ কামোসি তার মুখভাব পাঠ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। সেনাপতি পেপির বক্তব্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে বললেন, "প্রভু, আপোফিস লোভীর মতো আমাদের জাতীয় অহংকারের ওপর চোখ ফেলেছে এবং উত্তরের মতো

www.pathagar.com

আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের বশ্যতা চায়। কিন্তু দক্ষিণ এই অবদমন মেনে নেবে না, কারণ শত্রু যখন তাদের ক্ষমতার উত্তুঙ্গে ছিল তখনো আমরা কখনো তা গ্রহণ করিনি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন, সে কথা এখন কে বলবে ?"

মুখ্যমন্ত্রী উসের আমুন সবার চেয়ে পরিমিতভাবে কথা বলার মতো ব্যক্তিত্ব। তার নীতি হচ্ছে পশুপালকদের ক্রোধ এড়িয়ে চলা ও তাদের বর্বর শক্তির মুখোমুখি না হওয়া, যাতে তিনি দক্ষিণের জন্য সম্পদ আহরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন এবং নুবিয়া ও পূর্বদিকের মরুভূমি থেকেও সম্পদের প্রবাহ ঠিক রেখে একটি শক্তিশালী ও অজেয় সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারেন। যুবরাজ কামোসি ও সেনাপতি পেপি যে সুরে কথা বলেছেন সেভাবে এগুলে তার পরিণতি বিপর্যয়কর হতে পারে এবং সে কারণে তিনি শঙ্কিত। সভাসদদের পানে ফিরে তিনি বললেন, "মহোদয়গণ, পশুপালকেরা লুণ্ঠন করার লোক। যদিও তারা দুশো বছর যাবৎ মিশর শাসন করেছে, কিন্তু এখনো তাদের চোখ সোনার প্রতি আকৃষ্ট, যার লোভে তারা যে কোনো কিছু করতে পারে এবং মহান কাজ থেকে তাদের মনোযোগ একারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

সেনাপতি পেপি চকচকে শিরস্ত্রাণ পরিহিত মাথা নেড়ে বললেন, "মহামহিম, এই লোকগুলোকে ভালোভাবে জানার জন্য আমরা তাদের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। তারা এমন ধরনের লোক যে, যদি তারা কোনোকিছু পেতে চায় তাহলে কোনো রাখঢাক না করে তা চেয়ে বসে। অতীতে তারা আমাদের কাছে সোনা চেয়েছে এবং তারা তা নিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তারা আমাদের স্বাধীনতা চাচ্ছে।"

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "আমাদের সেনাবাহিনী পুরোপুরি সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।"

সেনাপতি উত্তর দিলেন, "আমাদের সেনাবাহিনী বর্তমান অবস্থাতেই শত্রুর মোকাবেলা করতে সক্ষম।"

যুবরাজ কামোসি পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তার চোখ নিচের দিকে নিবদ্ধ। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, "এসব আলোচনা করে কী লাভ ? আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজন কিছু লোক ও সরঞ্জাম। কিন্তু আপোফিস আমাদের প্রস্তুতির জন্য কোনোরূপ প্রতীক্ষায় থাকবেন না। তিনি আমাদের কাছে তার দাবি জানিয়েছেন, যদি আমরা সেসব দাবি মেনে নেই তাহলে তা আমাদের ধ্বংসের শামিল। দক্ষিণে এমন কোনো লোক নেই যে মৃত্যুর চেয়ে আত্মসমর্পণকে প্রাধান্য দেবে। অতএব, তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে আমরা ওইসব দীর্ঘ দাড়িবিশিষ্ট পশুপালকদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি, যাদের শ্বেত চর্ম কখনো রৌদ্র দ্বারা বিধৌত হবে না।"

www.pathagar.com

তরুণ যুবরাজের উৎসাহব্যঞ্জিত কথার প্রভাব পড়েছে উপস্থিত লোকগুলোর উপর। দৃঢ়তা ও ক্রোধ দেখা দিল তাদের মুখে এবং মনে হলো তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যথেষ্ট আলোচনা করেছে। রাজা তার মাথা তুললেন এবং যুবরাজের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "যুবরাজ, তুমি কি মনে করো যে আপোফিসের দাবি আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত ?"

কামোসি আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, "অবশ্যই এবং ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।"

"এই প্রত্যাখ্যান যদি আমাদেরকে যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তাহলে কী হবে ?"

কামোসি উত্তর দিলেন, "তখন আমরা যুদ্ধ করব, প্রভু।"

সেনাপতি পেপি যে উৎসাহে কথা বললেন তা যুবরাজের উৎসাহের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। "শত্রুকে আমাদের সীমান্ত থেকে বিতাড়ন না করা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করব এবং আমাদের মহামান্য প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে উত্তরাঞ্চল মুক্ত করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব এবং দীর্ঘ নোংরা দাড়িবিশিষ্ট শ্বেতকায় পশুপালকদেরকে নীল নদ বিধৌত ভূখণ্ড থেকে বিতাড়ন করব।"

অতঃপর রাজা ফিরলেন প্রধান পুরোহিত নোফের আমুনের দিকে। তাকে প্রশ্ন করলেন, "পরম পূজনীয়, আপনি কী বিবেচনা করেন ?"

বয়োবৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় লোকটি বললেন, "প্রভু, আমি মনে করি, যে পবিত্র আগুনকে নির্বাপিত করতে চায়, সে একজন বিদ্রোহী।"

রাজা সেকেনেনরা হাসলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "শুধুমাত্র আপনিই মতামত জানানোর জন্য রয়ে গেছেন।"

মুখ্যমন্ত্রী একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলেন, "মহামহিম, যুদ্ধের কারণে ভীতি অথবা এ ব্যাপারে আমার অপছন্দ আমার বক্তব্য দিতে বিলম্বের কারণ নয়। কিন্তু আমাদেরকে সেনাবাহিনীর সরঞ্জাম গোছানোর কাজ শেষ করতে হবে, যা আমাদের প্রভুর ঐতিহ্যবাহী পরিবারের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং এর ফলে পশুপালকদের লৌহ বেষ্টনী থেকে নীল উপত্যকাকে মুক্ত করা সহজ হবে। কিন্তু আপোফিস যদি সত্যি সত্যিই আমাদের স্বাধীনতার ওপর ভ্রুকুটি করে থাকে তাহলে প্রথমে আমিই যুদ্ধ ঘোষণা করব।"

সেকেনেনরা সকলের দৃষ্টি যাচাই করে সিদ্ধান্ত ও শক্তি সমন্বয়ে বললেন, "দক্ষিণের জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দ, আমি আপনাদের আবেগের অংশীদার এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সাথে ঝগড়া বাঁধানো এবং আমাদের ওপর শাসন চাপিয়ে দেয়াই আপোফিসের উদ্দেশ্য। ভয় দেখিয়ে বা যুদ্ধ করে সে এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। কিন্তু আমরা ভীতির কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা যুদ্ধকে

www.pathagar.com

স্বাগত জানানোর মতো লোক নই। মিশরের উত্তর ভূখণ্ড দুশো বছর ধরে পশুপালকদের শিকারে পরিণত হয়ে আছে। তারা এর ভূমি থেকে সম্পদ আহরণ করেছে ও জনগণের ওপর অত্যাচার চাপিয়ে দিয়েছে। আর আমাদের দক্ষিণাঞ্চল দুশো বছর যাবৎ সংগ্রাম করেছে, কখনো এর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি, যা প্রকৃতপক্ষে সমগ্র উপত্যকার স্বাধীনতা। আমাদেরকে প্রথম হুমকির দিকে খেয়াল করতে হবে, যা আমাদের অধিকার হরণ করতে চায় এবং আমাদের স্বাধীনতাকে অতৃপ্ত এক পদতলে নিক্ষেপ করতে চায়। না, দক্ষিণের লোকজন ! আমি আপোফিসের অবমাননাকর দাবি প্রত্যাখ্যান করে তার উত্তরের প্রতীক্ষা করব। তিনি যে কোনোভাবে সাড়া দিতে পারেন এবং এতে যদি শান্তি আসে, তাহলে তাই হোক, আর যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে যুদ্ধই হোক।"

রাজা আসন থেকে উঠে দাঁড়ালে অন্যান্যরাও একসাথে উঠলেন এবং শ্রদ্ধার সাথে তার সামনে অবনত হলেন। ধীর পায়ে তিনি কক্ষ পরিত্যাগ করলেন। যুবরাজ কামোসি ও প্রধান প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক তাকে অনুসরণ করলেন।

চার

রাজা প্রাসাদে রানি আহোটেপের কক্ষে প্রবেশ করলে তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে উত্তরের দূত ভারি কোনো বার্তা এনেছে। তার সুন্দর কালো মুখে সুস্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ। শীর্ণ ও দীর্ঘদেহী রানি তার মুখোমুখি দাঁড়ালেন প্রশ্ন চোখে নিয়ে এবং শান্ত কণ্ঠে রাজা তাকে বললেন, "আহোটেপ, আমার মনে হচ্ছে দিগন্তে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে।"

রানির চোখে ভীতি বিহবলতা ফুটে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "যুদ্ধ ! কী বলছেন, প্রভু !" তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে তাকে খায়ানের আনা বার্তার বিষয় খুলে বললেন এবং তিনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাও জানালেন। কথা বলার সময় তার চোখ রানির মুখের উপর থেকে অপসারিত হয়নি, যে মুখে তিনি পাঠ করলেন করুণা, আশা ও অনিবার্য মেনে নেয়ার ইচ্ছা, যা তার মাঝে জ্বলছিল।'

রানি তাকে বললেন, "আপনি সে পথই বেছে নিয়েছেন, যা আপনার মতো একজন মানুষ বেছে নিতে পারে।"

সেকেনেনরা হেসে রানির কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন, "চলো, আমরা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মায়ের কাছে যাই।"

তারা পাশাপাশি হেঁটে রানিমাতা টেটিশেরি অর্থাৎ রাজা সেকেনেনরা'র পত্নীর কক্ষে গেলেন এবং দেখতে পেলেন তিনি পাঠ করছেন, যা তিনি করে থাকেন। রানিমাতা টেটিশেরি ষাটোর্ধ্ব বয়সের। আভিজাত্য, জাঁকজমক ও মর্যাদা তার

www.pathagar.com

চেহারায় প্রতিফলিত। তার উদ্যম সীমাহীন এবং কর্মক্ষমতা বয়সকেও হার মানায়, যার ফলে সিঁথিতে সামান্য ক'টি পাকা চুল ও গালে সামান্য ভাঁজ পড়া ছাড়া তার মাঝে বয়সের আর কোনো প্রভাব পড়েনি। তার চোখ উজ্জ্বল এবং দেহ সুন্দর ও সরু। থেবসে তার পরিবারের সকল সদস্যের মতোই তার ওপরের পাটির দাঁত একটু উঁচু, যা দক্ষিণের লোকদের কাছে আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত এবং তারা তা পছন্দ করে। তার স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আইন অনুযায়ী রাজ্য শাসনে তার ভূমিকা পরিহার করেছেন এবং থেবসের শাসনভার অর্পণ করেছেন পুত্র সেকেনেনরা ও তার স্ত্রীর ওপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও জরুরি অবস্থায় তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়, কারণ তার হৃদয় এখনো আশায় অনুপ্রাণিত। অবসর জীবনে তিনি পড়াশোনায় নিয়োজিত থাকেন এবং মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন ফারাও খুফুর গ্রন্থাবলি, দার্শনিক কাগেমনি'র 'মৃতদের গ্রন্থ' এবং ফারাও মিনা, খুফু ও আমেনহোটেপের গৌরবময় যুগের ইতিহাস যা প্রবাদের মতো অমর হয়ে আছে। রানিমাতা সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে খ্যাতিমান, যেখানে এমন কোনো পুরুষ বা নারী নেই, যারা তাকে জানে না, ভালোবাসে না এবং তার নামে শপথ নেয় না, কারণ তার আশপাশে যারা বিচরণ করে তারা সকলে তার দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ করে তার পুত্র সেকেনেনরা এবং তার দৌহিত্র কামোসি, যাদের জন্য উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের লোকদের অফুরান ভালোবাসা এবং পশুপালক বর্বরদের প্রতি পোষণ করে ঘৃণা। কারণ পশুপালন করা এই ভূখণ্ডের ঐশ্বর্যের মধ্যে অশুভের পথ সৃষ্টি করেছে। রানিমাতা তার উত্তরসূরিদের শিখিয়েছেন যে অনিবার্য লক্ষ্যের বাস্তবায়ন করতে হলে তাদেরকে জীবন উৎসর্গ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্য হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী পশুপালকদের হাত থেকে নীল উপত্যকার মুক্তি। তাছাড়া তিনি সকল শ্রেণির পুরোহিতদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিধ্বস্ত উত্তরের লোকদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে কারা তাদের শত্রু, কারা তাদের ওপর জঘন্য নিপীড়ন চালিয়েছে ও জনগণকে দাসে পরিণত করেছে, তাদের জমি কবজা করে নিজেদেরকে বিত্তশালী করেছে এবং তাদেরকে নিজ দেশে পশুর পর্যায়ে অধঃপতিত করে ফসলের মাঠে পরিশ্রম করতে বাধ্য করছে। যদি দক্ষিণে তাদের হৃদয়ে পবিত্র আগুনের একটি অঙ্গার প্রজ্বলিত থাকা সত্ত্বেও আশা বেঁচে থাকে, তাহলে সে কৃতিত্ব রানিমাতা টেটিশেরির দেশপ্রেম ও বিজ্ঞতার। সেজন্য সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল তাকে 'পবিত্র মা টেটিশেরি' বলে ডাকে, ঠিক বিশ্বাসীরা যেভাবে দেবী আইসিসকে স্মরণ করে হতাশা ও পরাজয়ের গ্লানি থেকে তার নামে আশ্রয় খুঁজে পেতে চেষ্টা করে।

এই মহীয়সী নারীর কাছেই সেকেনেনরা ও আহোটেপের আগমন। রানিমাতা তাদের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করছিলেন, কারণ, তিনি পশুপালকদের রাজার পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

দূতের আগমনের খবর শুনেছেন এবং তার মনে হয়েছে যে, এই দূতের মতো আরো অনেক দূতকে তার স্বামীর কাছেও পাঠানো হয়েছে সোনা, খাদ্যশস্য ও পাথর দাবি করে, যা তারা চেয়েছে প্রজা কর্তৃক মনিবকে দেয় উপঢৌকন হিসেবে। তার স্বামী ওই বর্বর লোকদের অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে জাহাজ ভরতি পণ্য পাঠিয়েছেন এবং তার গোপন সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজ দ্বিগুণ করেছেন, যা তার পুত্র সেকেনেনরার উপর এবং তার উত্তরসূরিদের উপরও দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। পুত্র ও পুত্রবধূ যখন টেটিশেরির কক্ষে প্রবেশ করলেন তখন তিনি এসবই ভাবছিলেন। তিনি তাদের দিকে তার ক্ষীণ হাত বিস্তার করলে তারা তার হাতে চুম্বন করল। রাজা বসলেন রানিমাতার ডান পাশে, আর আহোটেপ বসলেন বামে। এরপর তিনি পুত্রকে হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, "আপোফিস কী চায় ?"

রাজা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, "মা, সে চায় থেবস এবং থেবসের যা কিছু আছে সবকিছু। বরং তার চেয়েও বেশি, এবার সে আমাদের সম্মান নিয়ে দরকষাকষি করতে চায়।"

তিনি দুজনের মুখের উপর দৃষ্টি ঘুরালেন, শঙ্কিত তার দৃষ্টি এবং তা সত্ত্বেও কণ্ঠকে যথাসম্ভব শান্ত রেখে বললেন, "তার পূর্বপুরুষেরাও লোভী ছিল এবং তারা পরিতৃপ্ত হয়েছে পাথর ও সোনা নিয়ে।"

রানি আহোটেপ বললেন, "কিন্তু মা, আপোফিস চায় আমরা যাতে পবিত্র জলহস্তীগুলো হত্যা করি, যাদের আওয়াজে তার নিদ্রার বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া সে চায় আমুন দেবতার মন্দিরের পাশে সেথ দেবতার মন্দির নির্মাণ করতে এবং রাজার মাথা থেকে শ্বেত মুকুট সরিয়ে দিতে।"

আহোটেপের বক্তব্য সমর্থন করলেন রাজা এবং মাকে দূতের আনা সকল বার্তা জানালেন। রানিমাতার পবিত্র মুখের উপর বিরক্তি দেখা দিল এবং তার ঠোঁট দিয়ে বের হলো বিরক্তির শব্দ। রাজার কাছে তিনি জানতে চাইলেন, "পুত্র, তুমি দূতকে কী উত্তর দিয়েছ ?"

"আমি এখনো তাকে আমার উত্তর দেইনি।"

"তুমি কি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ ?"

"জি হ্যাঁ, মা। তার দাবি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করব।"

"এসব দাবি যে করতে পারে সে উত্তর হিসেবে কখনো 'না' গ্রহণ করবে না।"

"এবং যে দাবিগুলো সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করার সামর্থ্য রাখে সে পরিণতির কোনো ভয় করে না।"

"সে যদি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে কী হবে ?"

"আমি তাকে যুদ্ধের বদলে যুদ্ধ দেব।"

www.pathagar.com

যুদ্ধের উল্লেখ তার কানে অদ্ভুতভাবে বাজল, হৃদয়ে জেগে উঠল পুরনো স্মৃতি। সেসব সময়ের কথা তার মনে পড়ল, যখন তার স্বামী বুঝে উঠতে পারতেন না যে বিরক্তিতে তিনি কোন দিকে ফিরবেন এবং তার কাছে তিনি তার দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করতেন এবং শত্রুকে দমন করার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন। এখন তার পুত্র সাহসের সাথে যুদ্ধের কথা বলছে, তার মনে দৃঢ়তা ও আস্থা রয়েছে। কারণ সময় পরিবর্তিত হয়েছে এবং আশা জেগে উঠেছে। তিনি রানির মুখের দিকে তাকালেন এবং উপলব্ধি করলেন যে রানি দ্বিধাগ্রস্ত। একজন রানির আশা ও একজন স্ত্রীর উৎকণ্ঠা তার মাঝে লড়াই করছে। টেটিশেরিও রানি এবং একজন মা ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের মাঝে তাকে বলার মতো কিছু দেখতে পেলেন না। শুধু মনে পড়ল যে জনগণের শিক্ষক ও তাদের পবিত্র মা হিসেবে তিনি কী বলতে পারতেন। পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, পুত্র ?"

দৃঢ়তার সাথে তিনি উত্তর দিলেন, "জি হ্যাঁ, মা। আমার একটি সাহসী সৈন্যবাহিনী আছে।"

"এই বাহিনী কি মিশরকে তার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারবে ?"

"এটি অন্তত পক্ষে দক্ষিণ থেকে পশুপালকদের আগ্রাসন হটিয়ে দিতে পারবে ?"

এর পর তিনি কাঁধ কুঞ্চিত করে ক্রুদ্ধভাবে ও ঘৃণার সাথে বললেন, "মা, আমরা বছরের পর বছর ধরে এই পশুপালকদের নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছি, কিন্তু তাতে তাদের লোভ দমাতে সফল হইনি। এখনো তারা লোভীর দৃষ্টিতে আমাদের রাজ্যের দিকে তাকায়। এখন অদৃষ্টই হস্তক্ষেপ করেছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে বিলম্বিত করার কৌশলের চেয়ে বরং সাহস প্রদর্শনেই ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। আমি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেখব যে এরপর কী ঘটে।"

টেটিশেরি হাসলেন, এবং গর্বিতভাবে বললেন, "আমুন দেবতা আশা ও সাহসে উদ্দীপ্ত এই মনকে আশীর্বাদ দিন।"

"তাহলে আপনি কী বলছেন, মা।"

"পুত্র, আমি বলতে চাই যে তোমার পছন্দনীয় পথে চলো, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন এবং আমি তোমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করব। ওটিই আমাদের লক্ষ এবং আমুন যে যুবককে এ কাজের জন্য পছন্দ করেছেন তার মাধ্যমে থেবসের অমর আশা পূর্ণ হবে।"

সেকেনেনরার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হলো এবং তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মাথা নিচু করে টেটিশেরির কপাল চুম্বন করলেন এবং তিনি পুত্রের বাম গালে ও রানির ডান গালে চুম্বন করে উভয়কে আশীর্বাদ করলেন। তারা আনন্দিত চিত্তে ফিরে গেলেন।

www.pathagar.com

পাঁচ

দূত খায়ানকে জানানো হলো যে পরদিন সকালে রাজা সেকেনেনরা তাকে স্বাগত জানাবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে রাজা দরবার কক্ষে গেলেন তার পদস্থ অভিজাত ও সভাসদদেরসহ। সেখানে তিনি অপেক্ষমাণ দেখতে পেলেন মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান পুরোহিত, সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবহরের সেনাপতিকে। তারা দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর পর কুর্নিশ করলেন এবং রাজা তাদেরকে আসন গ্রহণের অনুমতি দিলেন। একটু পরই প্রধান দ্বাররক্ষক উত্তরের দূত খায়ানের আগমন বার্তা ঘোষণা করল, যিনি তার মোটা, খাটো দেহ ও দীর্ঘ দাড়ি নিয়ে ভারি পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন। নিজেকে তিনি বললেন, "আমার বিস্ময় লাগছে যে এই সভার পিছনে কী আছে ? শান্তি না যুদ্ধ ?" সিংহাসনের কাছে পৌঁছে তিনি রাজাকে কুর্নিশ করলে রাজা তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, "আশা করি আপনার সুনিদ্রা হয়েছে।"

"জি হ্যাঁ, অত্যন্ত আনন্দদায়ক রাত ছিল। আপনার উদার আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ।"

দূত দ্রুত রাজার মাথার দিকে তাকিয়ে তাকে মিশরের শ্বেত মুকুট ধারণরত দেখলেন এবং এতে তার হৃদয় ভারি হয়ে গেল, ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল তার মনে। তিনি অনুভব করলেন যে দক্ষিণের শাসকের পক্ষে এ মুকুট ধারণ তার জন্য অসহনীয় একটি ব্যাপার এবং তার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানো। রাজা তার পক্ষ থেকে দূতের প্রতি তেমন শোভনীয়তা প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন বোধ করছেন না, কারণ তিনি ভালোভাবে জানেন যে দাবিগুলো তিনি প্রত্যাখ্যান করলে তার পরিণতি কী হতে পারে। তিনি সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে সরাসরি তার চূড়ান্ত মতামত ব্যক্ত করার ইচ্ছায় বললেন, "রাজদূত খায়ান, আপনি অতি বিশ্বস্ততার সাথে যে দাবিগুলো পেশ করেছেন, তা নিয়ে আমি আমার রাজ্যের জন্য যারা প্রয়োজনীয় তাদের সাথে আলোচনা করেছি। আমাদের সকলের মতামত হচ্ছে, দাবিগুলো প্রত্যাখ্যান করা।"

খায়ান এমন সরাসরি ও খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান আশা করেননি। তিনি স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং বিস্ময়ে তার বাকরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা। অবাক হয়ে অবিশ্বাসে তিনি সেকেনেনরার দিকে তাকালেন এবং তার মুখ প্রবালের মতো লাল বর্ণ ধারণ করল। রাজা বললেন, "আমি দেখতে পেয়েছি যে এই দাবিগুলো আমাদের বিশ্বাস ও আমাদের সম্মানের প্রতি সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আমরা কিছুতেই আমাদের একটি বিশ্বাস অথবা আমাদের সম্মানকে লঙ্ঘন করার অধিকার কাউকে দেব না।"

www.pathagar.com

দূত তার বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাওয়ার পর শান্ত ও গম্ভীরভাবে কথা বললেন, যেন রাজা কী বলেছেন তা তিনি শুনতে পাননি, "আমার প্রভু যদি জানতে চান যে, 'দক্ষিণের শাসনকর্তা সেথ দেবতার মন্দির নির্মাণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে কেন ?' তাহলে আমি তাকে কী বলব ?"

"তাকে বলবেন, দক্ষিণের লোকেরা শুধুমাত্র আমুন দেবতার পূজা করে।"

"আর তিনি যদি প্রশ্ন করেন, 'আমার নিদ্রা হরণ করে যে জলহস্তী, সেগুলোকে তারা কেন হত্যা করবে না ?' "

"তাকে বলবেন, দক্ষিণের লোকজন সেগুলোকে পবিত্র বলে বিবেচনা করে।"

"কী অদ্ভুত ! ফারাও কি জলহস্তীগুলোর চেয়ে অধিক পবিত্র নয় ?"

মুহূর্তের জন্য সেকেনেনরার মাথা ঝুলে থাকল, যেন তিনি এর উত্তর ভাবছেন। এরপর তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, "আপোফিস আপনাদের কাছে পবিত্র, আর জলহস্তী আমাদের কাছে পবিত্র।"

সভাসদদের মধ্যে স্বস্তির একটি আবহ সৃষ্টি হলো রাজার এমন দৃঢ় উত্তরে। অন্যদিকে খায়ান অতি ক্রুদ্ধ, যদিও তিনি তার ক্রোধের প্রকাশ চেহারায় ঘটাতে দেননি ও অনেক চেষ্টা করে নিজেকে দমিয়ে রেখেছেন। শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "শ্রদ্ধেয় শাসনকর্তা, আপনার পিতা দক্ষিণের শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি এই মুকুট ধারণ করেননি। আপনি কি মনে করেন যে আপনার পিতা যতটুকু অধিকার দাবি করতেন, আপনি তার চেয়ে অধিক অধিকারের দাবিদার ?"

"আমি দক্ষিণের উত্তরাধিকার তার কাছ থেকে লাভ করেছি এবং প্রাচীনকাল থেকে এখানকার মুকুট ছিল এটি। সে কারণে এ মুকুট পরার অধিকার আমার রয়েছে।"

"কিন্তু মেম্ফিসে আরেকজন লোক আছেন, যিনি মিশরের দ্বৈত মুকুট পরেন এবং নিজেকে মিশরের ফারাও বলেন। তার দাবি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ?"

"আমি মনে করি তিনি ও তার পূর্বপুরুষরা বলপ্রয়োগে রাজ্য দখল করেছেন।"

খায়ানের ধৈর্য এখন ফুরিয়ে গেছে, তিনি ক্রুদ্ধভাবে ও ঘৃণার সাথে বললেন, "দক্ষিণের শাসক, আপনি কি মনে করেন যে মুকুট ধারণ করে আপনি রাজার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছেন ? একজন রাজার প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শক্তি ও ক্ষমতা। আপনার কথায় সুসম্পর্কের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছে, যে সম্পর্কে আমাদের রাজার সাথে আবদ্ধ ছিল আপনার পিতা ও পূর্বপুরুষেরা। আপনি আমাদের রাজার প্রতি যুদ্ধের হুমকি ছুড়ে দিচ্ছেন, যার পরিণতি সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত নন।"

সভাসদদের মুখে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। কিন্তু রাজা শান্ত ভাব বজায় রেখে বললেন, "দূত, আমরা গায়ে পড়ে অশুভের পিছনে দৌড়াই না। কিন্তু

www.pathagar.com

কেউ যদি আমাদের মর্যাদায় আঘাত হানে, তাহলে আমরা তা নীরবে মেনে নেব না অথবা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজব না। এটা আমাদের একটি গুণ যে আমরা আমাদের শক্তি সম্পর্কে অতিরঞ্জন করি না। অতএব, আমার কাছ থেকে কোনো বাগাড়ম্বর শোনার আশা করবেন না। জেনে রাখুন যে আমার পিতা ও পূর্বপুরুষেরা এই রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যা কিছু সম্ভব তা করেছেন এবং ঈশ্বর ও জনগণ স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশে যে সিদ্ধান্ত ও পথ বেছে নেবে, আমি তার অন্যথা করব না।"

খায়ানের মুখে ব্যঙ্গাত্মক হাসি খেলল। কিন্তু তার ভিতরে চাপা রয়েছে ঘৃণা ও তিক্ততা। তিনি বললেন, "আপনার যেমন ইচ্ছা, শাসনকর্তা। আমার ভূমিকা শুধুমাত্র একজন দূতের এবং আপনার বক্তব্যের পরিণতি আপনাকেই বহন করতে হবে।"

রাজা তার মাথা অবনত করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। এরপর তিনি সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং সমাবেশ সমাপ্তির ইশারা দিলেন। সকলে তাকে সম্মান জানাতে আসন ছেড়ে উঠল এবং তিনি দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল।

ছয়

রাজা পরিস্থিতির বিপদ সম্পর্কে যথার্থই উপলব্ধি করেছেন। তিনি আমুন দেবতার মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, যেখানে তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দেবেন। সভাসদ ও মন্ত্রীদেরকে তার ইচ্ছার বিষয় জানানোর পর সকলে দলে দলে মন্দিরে হাজির হলেন, স্থানটিকে রাজার উপস্থিতির জন্য প্রস্তুত করতে। থেবসবাসী তখনো জানে না যে প্রাসাদ প্রাচীরের আড়ালে কী ঘটেছে। অনেকে পরস্পরের সাথে কানাঘুষা করছিল যে উত্তরের দূত ক্রুদ্ধ অবস্থায় থেবস ত্যাগ করেছেন। দ্রুত তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল যে সেকেনেনরা আমুনের মন্দিরে আসছেন তাকে সাহায্যের জন্য দেবতার নির্দেশনা কামনা করতে। নারীপুরুষ ও শিশুসহ বিপুল সংখ্যক জনতা মন্দিরে উপস্থিত হলো। উদ্বিগ্ন ও কৌতূহলী দৃষ্টিতে তারা একে অন্যকে প্রশ্ন করছিল, প্রত্যেকে যার যার মতো করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছিল। রাজ শোভাযাত্রা হাজির হলো প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে। সামনে একদল প্রহরী, তার পিছনে রাজার রথ এবং অন্যান্য রথে রানি, যুবরাজ ও রাজকন্যারা। উত্তেজনা ও আনন্দের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল জনতার মাঝে। তারা রাজার উদ্দেশে হাত নাড়ছিল, উল্লাস ধ্বনি করছিল। সেকেনেনরা তাদের দিকে ফিরে হাসছিলেন

www.pathagar.com

ও রাজদণ্ড উঁচু করছিলেন। কারো দৃষ্টি এড়ায়নি যে রাজার পরনে যুদ্ধসাজ, হাতে চকচকে ঢাল। যুদ্ধ আসন্ন উপলব্ধি করে লোকজনের আওয়াজ আরো বাড়ছিল। রাজা মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলেন। তাকে অনুসরণ করল তার পরিবারের সদস্যরা। মন্দিরের পুরোহিতরা, মন্ত্রীবৃন্দ ও সেনাপতিরা তাকে কুর্নিশ করে স্বাগত জানালেন। প্রধান পুরোহিত নোফের আমুন উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, "ঈশ্বর রাজাকে চিরঞ্জীব এবং থেবসকে রক্ষা করুন।" জনতা উৎসাহে তার ধ্বনিতে সাড়া দিল কথাটি বারবার উচ্চারণ করে। রাজা হাত নেড়ে তাদের শুভেচ্ছার উত্তর দিচ্ছিলেন। এরপর পুরো দলটি মন্দিরের যে কক্ষে বেদি সেখানে প্রবেশ করল, যেখানে আগে থেকে প্রস্তুত সৈন্যরা দেবতার উদ্দেশে একটি ষাঁড় বলি দিল। সকলে শ্রদ্ধার সাথে বেদি ও স্তম্ভশোভিত কক্ষ প্রদক্ষিণ করল দুটি সারিতে বিভক্ত হয়ে। অতঃপর রাজা তার হাতের দণ্ড অর্পণ করলেন যুবরাজ কামোসির কাছে এবং পবিত্র সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। পবিত্র চৌকাঠ পেরিয়ে তিনি ধীর পদক্ষেপে মন্দিরের পবিত্রতম কক্ষটিতে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মনে হলো গোধূলির অন্ধকার সেখানে নেমে এসেছে, তিনি তার মাথা নত করলেন, স্থানটির পবিত্রতার কারণে মাথা থেকে মুকুট খুলে রাখলেন এবং কম্পিত পায়ে দেবতার মূর্তি যে বেদিতে স্থাপিত সেখানে গিয়ে দেবতার পায়ের কাছে মাথা স্পর্শ, এরপর পায়ে চুম্বন করলেন। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এরপর কণ্ঠ অত্যন্ত নিচু করে, যেন কারো সাথে একান্তে আলাপ করছেন, এমনভাবে বললেন, "হে মহান প্রভু, ঐশ্বর্যশালী থেবসের দেবতা, নীল দেবতাদের দেবতা, আমাকে ক্ষমা করো এবং শক্তি দাও। কারণ, আজ আমাকে গুরুদায়িত্ব মোকাবেলা করতে হচ্ছে, যার সামনে তোমার সাহায্য ছাড়া আমি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় দেখতে পাচ্ছি। আমার সামনে দায়িত্ব হচ্ছে থেবসের প্রতিরক্ষা এবং তোমার ও আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যে শত্রু উত্তরের মরুভূমি থেকে আমাদের ওপর আপতিত হয়েছে বর্বরের মতো। আমাদের বাড়িঘর ধ্বংস করেছে, তোমার মন্দিরগুলোর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, আমাদের লোকদের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে এবং আমাদের সিংহাসন জবরদস্তি করে দখল করেছে। প্রভু, আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তাদের সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিতে পারি এবং এই উপত্যকাকে তাদের নৃশংস শাসনের যাঁতাকল মুক্ত করতে পারি, যাতে তোমার বাদামি ত্বকের সন্তানরা ছাড়া এ উপত্যকা আর কেউ শাসন করতে না পারে এবং তোমার নাম ছাড়া আর কারো নাম উচ্চারিত না হয়।"

রাজা নীরব হলেন, মুহূর্তখানেক অপেক্ষা করলেন এবং এরপর আরেকবার ভক্তিপূর্ণ দীর্ঘ প্রার্থনায় নিমগ্ন হলেন। তার কপাল মূর্তির পদপ্রান্তে স্থাপিত। শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

ও ভীতিতে তিনি ধীরে ধীরে মাথা তুলে দেবতার উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকালেন। তার মনে হলো সামনে একটি পর্দা টানানো, যার পিছনে অদৃষ্ট লুকিয়ে আছে।

প্রার্থনা সমাপ্ত করে রাজা তার ঘর্মাক্ত কপালে শ্বেত মুকুট স্থাপন করে জনগণের সামনে হাজির হলেন, যারা এক সাথে তার সামনে অবনত হলো। যুবরাজ কামোসি তার রাজদণ্ড ফিরিয়ে দিলেন। রাজা ডান হাতে দণ্ডটি নিয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "ঐশ্বর্যপূর্ণ থেবসের জনগণ ! হতে পারে যে দুশমন আমাদের রাজ্য দখলের উদ্দেশে আমাদের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে। যদি তা হয়, তাহলে আপনারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। প্রত্যেকের যুদ্ধের আওয়াজ তার কর্মপ্রচেষ্টায় পরিণত হোক, আমাদের সেনাবাহিনী দ্রুততা ও যুদ্ধের জন্য শক্তিশালী হয়ে উঠুক। আমুন দেবতার কাছে আমি প্রার্থনা করেছি এবং তার সাহায্য কামনা করেছি। দেবতা তার দেশ ও জনগণকে কখনো ভুলে যাবেন না।"

তার কণ্ঠে যেন মন্দিরে প্রাচীরকে প্রকম্পিত করল। সকলে আওয়াজ তুলল, "দেবতা আমাদের রাজা সেকেনেনরাকে সাহায্য করুন !" রাজা মন্দির ত্যাগের উদ্যোগ নিলেন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "প্রভু কি সামান্য একটু সময়ের জন্য অপেক্ষা করবেন, যাতে আমি তাকে একটি ছোট্ট উপহার দিতে পারি ?"

রাজা হেসে উত্তর দিলেন, "আপনি যেমন ইচ্ছা করেন মহামান্য পুরোহিত।"

প্রধান পুরোহিত উপস্থিত দুজন পুরোহিতকে ইশারা করলে তারা মন্দিরের ভাণ্ডার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং অল্পক্ষণ পরই ছোট একটি সোনার বাক্স নিয়ে এলেন, যার উপর সকলের দৃষ্টি পড়ল। নোফের আমুন অতি সতর্কতা ও যত্নের সাথে বাক্সটি খুললেন। এর ভিতরে একটি রাজমুকুট—মিশরের দ্বৈত মুকুট। সকলের চোখ বড় বড় হলো বিস্ময়ে এবং তারা দৃষ্টি বিনিময় করল। নোফের আমুন রাজার সামনে অবনত হয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "আমার প্রভু, এটি রাজা তিমাউসের মুকুট !"

উপস্থিতদের মধ্যে একে অন্যকে অভিভূত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "রাজা তিমাউসের মুকুট !"

নোফের আমুন প্রবল কণ্ঠে বললেন, "সত্যিই প্রভু ! এটি রাজা তিমাউসের মুকুট। পশুপালকেরা আমাদের দেশ দখল করে নেয়ার আগে যুক্ত মিশর ও নুবিয়ার শেষ ফারাওয়ের মুকুট। তার শাসনামলে দেবতা তার জ্ঞানে আমাদের দেশের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছেন এবং তার মাথা থেকে এই মর্যাদাপূর্ণ মুকুট মাটিতে পতিত হয়েছে তিনি দেশকে প্রতিরক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর। এভাবে এটি সিংহাসন ও এর মনিবকে হারিয়েছে। কিন্তু এটি মর্যাদার সাথে রক্ষিত আছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এটিকে মন্দিরে রেখেছেন, যাতে যোগ্য কোনো উত্তরসূরি এটির দায়িত্ব নিতে পারে। এর মালিক বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন এবং

www.pathagar.com

তিনি শহিদ হয়েছেন। অতএব, এটি একটি শক্তিশালী মাথার জন্য উপযুক্ত। আমি এটি আপনার মাথায় পরিয়ে দিচ্ছি— পবিত্র মাতা টেটিশেরির পুত্র রাজা সেকেনেনরাকে সমগ্র মিশর ও নুবিয়ার রাজা হিসেবে ঘোষণা করছি এবং মহাপ্রভু আমুনের নামে, রাজা তিমাউসের স্মরণে দক্ষিণের জনগণকে জেগে ওঠার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি— আপনারা দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে পবিত্র ও প্রিয় নীল উপত্যকাকে মুক্ত করুন।"

প্রধান পুরোহিত রাজার কাছে গিয়ে তার মাথা থেকে মিশরের শ্বেত মুকুট খুলে পুরোহিতদের একজনের হাতে দিলেন। এরপর মিশরের দ্বৈত মুকুট ঊর্ধ্বে তুলে ধরে জনগণের উল্লাসধ্বনির মধ্যে স্থাপন করলেন রাজার কোঁকড়া চুলের উপর এবং ধ্বনি তুললেন, "মিশরের ফারাও সেকেনেনরা দীর্ঘজীবী হোক।" জনগণ তার ধ্বনির সাথে কণ্ঠ মিলাল। একজন পুরোহিত দ্রুত মন্দির থেকে বের হয়ে ঘোষণা করলেন যে সেকেনেনরা এখন মিশরের ফারাও। থেবসবাসী বুনো আনন্দে বারবার ফারাওয়ের নামে ধ্বনি তুলে আকাশ বাতাস মথিত করল। এরপর তিনি আহ্বান জানালেন পশুপালকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং তারা বজ্রের মতো ধ্বনিতে সাড়া দিল। তারা আগে যা সন্দেহ করেছিল, এখন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। ফারাও পুরোহিতদের অভিবাদন জানালেন এবং সপরিবারে মন্দির ছেড়ে প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা হলেন।

সাত

প্রাসাদে ফিরে এসে ফারাও সেকেনেনরা তার মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান পুরোহিত, প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক এবং সেনা ও নৌবাহিনীর সেনাপতিদের একটি বৈঠক তলব করলেন। তাদেরকে তিনি বললেন, "খায়ানের জাহাজ দ্রুতগতিতে উত্তরে যাচ্ছে। দক্ষিণের সীমান্ত অতিক্রম করা মাত্রই আমাদের উপর হামলা চালানো হবে। অতএব, আমাদের সময় নষ্ট করলে চলবে না।"

নৌবাহিনীর সেনাপতি কাফ-এর দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আমি আশা করি আপনি পানিতে সহজে আপনার কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। কারণ, নৌযুদ্ধে পশুপালকরা আমাদের ছাত্রতুল্য। যুদ্ধের জন্য আপনার জাহাজ তৈরি করে উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করুন।"

সেনাপতি কাফ ফারাওকে অভিবাদন জানিয়ে প্রাসাদ পরিত্যাগ করলেন। সেকেনেনরা সেনাপতি পেপির দিকে ফিরে বললেন, "সেনাপ্রধান পেপি, আমাদের বাহিনীর মূল অংশ থেবসের শিবিরেই রয়েছে। এ বাহিনী নিয়ে আপনি উত্তরের দিকে রওনা দিন, আমি আমার রক্ষীবাহিনীকে নিয়ে আপনার সাথে যোগ দিচ্ছি।

www.pathagar.com

আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করছি যে আমার বাহিনী তাদের কাঁধে অর্পিত গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। সেনাপতি, আপনি আমাদের উত্তর সীমান্তে পেনোপলিসের কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করুন, যাতে তিনি সেখানকার বাহিনীকে প্রস্তুত রাখেন, যাতে দুশমনের হামলার মুখে তিনি হতচকিত হয়ে না পড়েন।"

সেনাপতি পেপি সেকেনেনরাকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন। রাজা তার মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান পুরোহিত ও প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়কের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মহোদয়গণ, আমাদের সেনাদলের পশ্চাৎভাগ রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর এবং এ দায়িত্ব পালন করতে হবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে, যা আপনাদের রয়েছে।"

তারা এক সাথে উত্তর দিলেন, "আমাদের রাজা ও থেবসের জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।"

সেকেনেনরা বললেন, "নোফের আমুন, আপনার লোকদের গ্রামে গ্রামে ও নগরীতে প্রেরণ করুন, যাতে তারা জনগণকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানায়। আর উসের আমুন, আপনি প্রদেশগুলোর শাসনকর্তাদের তলব করে তাদেরকে নির্দেশ দিন, তারা যাতে জনগণের মধ্য থেকে সবলদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য বাছাই করে। হুর, আমার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করছি। আপনি যেমন আমার কাছে আছেন, অনুরূপ আপনি কামোসির পাশেও থাকবেন।"

রাজা সকলকে বিদায় জানিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন এবং প্রাসাদের একান্ত অংশে গেলেন যাত্রা শুরু হওয়ার আগে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে। সকলকে ডেকে পাঠালেন তিনি। রানি আহোটেপ, রানিমাতা টেটিশেরি, যুবরাজ কামোসি ও তার স্ত্রী সেটকিমুস ও তাদের পুত্র আহমোসি ও ছোট্ট কন্যা নেফেরতারি এল। তিনি সকলকে স্বাগত জানালেন এবং তারা তাকে ঘিরে বসল। তাদের মুখের ওপর তার দৃষ্টি পড়তেই তার হৃদয়ে প্রবল ভালোবাসা জেগে উঠল। বয়সের ব্যবধান ছাড়া তিনি কোনো মুখে আর পার্থক্য দেখলেন না। টেটিশেরির বয়স ষাট বছর পেরিয়ে গেছে, আহোটেপ স্বামীর মতোই চল্লিশোর্ধ, কামোসি ও সেটকিমুসের বয়স পঁচিশ বছর। আহমোসির বয়স এখনো দশ বছর হয়নি, আর ওর বোন নেফেরতারির বয়স মাত্র দু বছর। প্রত্যেকের কালো চোখ জ্বলজ্বল করছে, তাদের সকলের একই বৈশিষ্ট্য, উপরের পাটির দাঁত সামান্য উঁচু। সকলের গায়ের রং সোনালি-বাদামি, যা তাদেরকে স্বাস্থ্যবান ও সুশ্রী ভাবতে বাধ্য করে। রাজার প্রশস্ত মুখে হাসি খেলে গেল, তিনি বললেন, "আমার যাওয়ার আগে খানিক সময় একত্রে বসা যাক।"

www.pathagar.com

টেটিশেরি বললেন, "আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করছি, যাতে তুমি চূড়ান্ত বিজয় আনতে পারো।"

সেকেনেনরা বললেন, "আমার বিজয় লাভের আশা আছে, মা।"

রাজা দেখলেন যে যুবরাজের পরনেও যুদ্ধসাজ এবং উপলব্ধি করলেন যে সে ধরে নিয়েছে সে তার সাথে যাবে। অজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি প্রশ্ন করলেন, "তুমি যুদ্ধের পোশাক পরেছ কেন ?"

কামোসির মুখে বিস্ময় দেখা দিল, কারণ তিনি এ ধরনের প্রশ্ন আশা করছিলেন না। অবাক হয়ে তিনি বললেন, "পিতা, আপনি যে কারণে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত, আমিও একই কারণে এ পোশাক ধারণ করেছি।"

"তুমি কি এ জন্য আমার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ লাভ করেছ ?"

"আমি মনে করিনি যে এ জন্য নির্দেশের কোনো প্রয়োজন রয়েছে।"

"তুমি ভুল করেছ, পুত্র।"

তরুণের চেহারায় আশঙ্কার ছাপ পড়ল। তিনি বললেন, "প্রভু, থেবসের যুদ্ধে অংশ নেয়া কি আমার জন্য নিষিদ্ধ ?"

"যুদ্ধক্ষেত্র অন্য স্থানের চেয়ে খুব সম্মানজনক নয়। কামোসি, তুমি আমার স্থানে অবস্থান করবে এবং আমাদের রাজ্যের সুখের দিকে খেয়াল রাখার পাশাপাশি সেনাবাহিনীর জন্য লোক ও রসদ সরবরাহ করবে।"

কামোসির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং মাথা অবনত হলো, যেন রাজার আদেশ তার উপর অত্যন্ত ভারি লাগছে। টেটিশেরি পরিবেশ সহজ করার জন্য বললেন, "সরকারের উপর এ কাজটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিংবা এটি কারো জন্য লজ্জাজনক কোনো কাজও নয়। তোমার মতো দায়িত্বশীলের উপযুক্ত কাজ এটি।"

রাজা তার পুত্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "কামোসি, শোন, আমরা ভয়াবহ একটি যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যা থেকে দেবতার আশীর্বাদে আমরা আশা করছি যে বিজয়ী হয়ে আসব এবং আমাদের প্রিয় ভূমিকে মুক্ত করতে সক্ষম হব। কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞজনেরাই সম্ভাব্য ফলাফল বিবেচনা করে। আমাদের দার্শনিক কাগেমনি বলেছেন, 'একটি তূণেই সকল তীর রেখো না।' "

রাজা নীরব হলেন। অন্যেরাও কিছু বলল না রাজা পুনরায় কথা বলার আগে। তিনি বললেন, "সর্বজ্ঞ দেবতা যদি বিবেচনা করেন যে সত্যের জন্য আমাদের যুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোক, তবুও এর সমাপ্তি ঘটা উচিত নয়। তোমরা সকলে মন দিয়ে আমার কথা শোন। যদি সেকেনেনরার পতন হয়, তাহলে কারো হতাশ হওয়া উচিত নয়। কামোসি তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং কামোসির পতন ঘটলে ছোট্ট আহমোসি তার স্থান দখল করবে। আমাদের সেনাবাহিনী যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে মিশরে পুরুষ মানুষের ঘাটতি নেই। টলেমাইসদের পতন হলে কোপটোসরা যুদ্ধ করবে। থেবস যদি শত্রুর করতলগত

www.pathagar.com

হয়, তাহলে ওমবোস, সেইন ও বিগা তাদের প্রতিরক্ষা জোরদার করবে। যদি সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল পশুপালকদের হাতে পড়ে, তাহলে নুবিয়া থাকবে, যেখানে আমাদের শক্তিশালী ও অনুগত লোকজন রয়েছে। টেটিশেরি আমাদের পুত্রদের জানাবেন, যা আমাদের পিতা ও পূর্বপুরুষরা আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আমি সকলকে একটিমাত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সতর্ক করছি, তা হচ্ছে হতাশা।"

উপস্থিত সবার হৃদয়ে রাজার বক্তব্যের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এমনকি ছোট্ট আহমোসি ও নেফেরতারি পর্যন্ত গভীর মনোযোগে তাদের পিতামহের কথা শুনছিল। তিনি প্রথমবারের মতো এমন গাম্ভীর্যের সাথে কথা বলছেন দেখে ওরাও বিস্মিত। রানি আহোটেপের চোখ অশ্রুতে পূর্ণ এবং সেকেনেনরা তা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করলেন, "কেঁদো না, আহোটেপ। আমার মা টেটিশেরির সাহস দেখে ধৈর্য ধারণ করো।"

এরপর তিনি আহমোসির দিকে ফিরলেন, যার প্রতি তিনি দারুণ আকৃষ্ট এবং সে দেখতে ঠিক তার দাদার মতো। তাকে নিজের কাছে টেনে হেসে প্রশ্ন করলেন, "কোন শত্রুর প্রতি আমাদের বেশি সতর্ক থাকা উচিত, আহমোসি ?"

ছেলেটি উত্তর দিল পরিপূর্ণভাবে তার নিজের কথা উপলব্ধি না করেই, "হতাশা !"

রাজা হেসে তাকে চুম্বন করলেন। দাঁড়িয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন, "এসো, আমরা আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই।" তিনি তাদের সকলকে আলিঙ্গন করলেন। টেটিশেরিকে প্রথমে এবং নেফেরতারিকে সব শেষে। এরপর কামোসির দিকে ফিরে তার হাতে জোরে চাপ দিলেন ও তার হাতে চুমু দিয়ে নিচু কণ্ঠে বললেন, "প্রিয় পুত্র, নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার ওপর।"

রাজা সকলের প্রতি হাত নেড়ে দৃঢ় পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করলেন। সাহস ও সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা তার চেহারায়।

সেকেনেনরা তার রক্ষী দলের সামনে স্থান নিলেন। প্রাসাদের সম্মুখভাগ থেবসের নরনারীতে পরিপূর্ণ, যারা এসেছে রাজাকে অভিবাদন জানাতে এবং যারা নীল উপত্যকা মুক্ত করার লড়াইয়ে অংশ নিতে যাচ্ছে, তাদেরকে চাঙ্গা করার জন্য ধ্বনি দিতে। জনতার ভিড়ের মাঝ দিয়ে রাজা ও তার সৈন্যরা উত্তরের ফটকের দিকে অগ্রসর হলেন। যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন পুরোহিত, মন্ত্রী, অভিজাত ও পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। তারা তাকে বিদায় জানাতে সমবেত হয়েছেন। তারা তার রথের সামনে অবনত হলেন এবং উপাধিসহ তার দীর্ঘ নাম উচ্চারণ করলেন। রাজা শেষ কণ্ঠস্বরটি শুনতে পেলেন প্রধান পুরোহিত নোফের আমুনের, যিনি তাকে বলছেন, "শিগগিরই আমি আপনাকে স্বাগত জানাব, প্রভু, আপনার মাথায় বিজয় মুকুট পরিয়ে দেব। দেবতা আমার প্রার্থনা শুনেছেন।"

www.pathagar.com

রাজা থেবসের ফটক দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেন নগর প্রাচীর পিছনে ফেলে। তিনি মনে মনে ভাবছেন যে তার উপর নির্ভর করছে তার জনগণের সুখ অথবা দুর্দশা। মিশরের অদৃষ্ট সঁপে দেয়া হয়েছে তার হাতে এবং তিনি ভীতিজনক বিপদের মুখোমুখি। যে বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে তার পিতাকেও। সেকেনেনরা দ্বিধাগ্রস্ত শাসক নন, তিনি সাহসী, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এবং প্রকৃতিগতভাবে ধার্মিক। তার জনগণের উপর আশা ও পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে। সন্ধ্যার আগেই তিনি মূল সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হলেন শানহুর শহরে। সেনাপতি পেপি তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। পথশ্রম ও ক্লান্তি তার চেতনা দুর্বল করেছে এবং তার অবস্থা রাজার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বললেন, "সেনাপতি, আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনি ক্লান্ত।"

সেনাপতি তার রাজাকে কাছে পেয়ে সন্তুষ্ট। তিনি বললেন, "প্রভু, আমরা হারমনথিস, হাবু ও থেবসের শিবিরের সকল সৈন্যকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। সব মিলিয়ে আমাদের বাহিনীতে যোদ্ধার সংখ্যা বিশ হাজারের কাছাকাছি।"

রাজা তার রথে উঠে সৈন্যদের তাঁবুর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করছেন। সৈন্যরা তাকে দেখে উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত এবং চারদিকে তার নামে ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। এর পর তিনি তার জন্য স্থাপিত তাঁবুতে গেলেন, সেনাপতি পেপি তার পাশে। তিনি বললেন, "আমাদের বাহিনীতে সাহসী যোদ্ধারা রয়েছে। আপনি সেনাপতিদের মনোবল কেমন দেখছেন ?"

"সকলে আশাবাদী, প্রভু এবং যুদ্ধ লড়ার জন্য আগ্রহী। আমাদের তীরন্দাজ বাহিনীর প্রশংসা করে না, এমন একজনও নেই। তাদের খ্যাতি ঐতিহাসিক।"

রাজা বললেন, "আমিও আপনার সাথে একমত। আমার কথা শুনুন, আমাদের নষ্ট করার মতো সময় নেই। বিশ্রামের জন্য যতটা সময় প্রয়োজন আমরা শুধু সেটুকু নেব। শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে আমাদেরকে। পেনোপলিস ও বাটলাসের মধ্যেকার উপত্যকায় আমরা মোকাবেলা করতে চাই। এখানে অনেক ছোট ছোট প্রবেশ পথ আছে। যারা উপত্যকার উপরিভাগ দখলে রাখতে পারবে, তারাই সুবিধাজনক সামরিক অবস্থানে থাকবে। এছাড়া সেখানে নীলনদের প্রস্থও কম এবং যুদ্ধে আমাদের নৌবাহিনীর জন্য সুবিধা হবে।"

"প্রভু, ভোরের আগেই আমরা যাত্রা শুরু করব।"

রাজা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললেন, "পেনোপলিসে পৌঁছে আমাদেরকে শিবির সংস্থাপন করতে হবে খায়ানের মেক্ষিসে উপনীত হওয়ার আগেই।"

অতঃপর সেকেনেনরা তার সেনাপতিদের তলব করলেন যুদ্ধের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনার জন্য।

www.pathagar.com

আট

সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হলো ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই। প্রথমে পথ প্রদর্শনকারী দল। যাদেরকে অনুসরণ করছিল রথ বাহিনী। দুশো রথের এই দলটির নেতৃত্বে স্বয়ং রাজা সেকেনেনরা, যার পিছনে বর্শাধারী সৈন্য এবং তাদের পর তীরন্দাজ বাহিনী। সকলের পিছনে অন্যান্য ছোটখাটো অস্ত্রধারী, রসদ, অস্ত্র ও তাঁবু বহনকারী গাড়ি। একই সাথে উত্তরদিকে যাত্রা শুরু করেছে থেবসের নৌবাহিনী। অন্ধকার তখনো গাঢ় এবং তারকার ক্ষীণ আলো ও মশাল অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা গেসি শহরে উপনীত হলে সকলে ফারাও এবং তার সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে জাগ্রত হয়েছে। দূরের শস্য ক্ষেত থেকে কৃষকরা মিষ্টিগন্ধী লতাপাতা ও পানীয় নিয়ে হাজির হলো এবং তারা সৈন্যদের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তাদেরকে উৎসাহ জোগানোর পাশাপাশি তাদের উপর বর্ষণ করছিল ফুল এবং হাতে তুলে দিচ্ছিল পান পাত্র। বেশ দূরত্ব পর্যন্ত তারা সৈন্যদের সাথে ছিল এবং রাতের আঁধার ফিকে হয়ে ভোরের শান্ত নীল আলো পূর্ব দিগন্তকে আলোকিত করার পূর্ব পর্যন্ত তারা সেনাবাহিনীকে পরিত্যাগ করল না। সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে নতুন একটি দিনের সূচনা হলো, আলোয় স্নাত হলো পৃথিবী। কাতুতে পৌঁছে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে বিশ্রাম করল সৈন্যরা। রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন, সেনাবাহিনী রাত্রিযাপন করবে দেনদারায়, সে জন্য কাতুতে বিশ্রাম বিলম্বিত করলেন না। দেনদারায় নিদ্রার কোলে আত্মসমর্পণ করল সৈন্যরা।

এভাবে প্রতিদিন সেনাবাহিনী ভোরের আগে রওনা হয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। এক পর্যায়ে তারা শিবির স্থাপন করল আবিডোসে। একদল সৈন্য নগরীর উত্তরদিকে টহল দিচ্ছিল এবং তাদের এক কর্মকর্তা দূরে কিছু লোকের তৎপরতা লক্ষ করলেন। তিনি টহল দলের নেতৃত্ব দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং উপত্যকার ঢালুর দিকে পৌঁছে দেখতে পেলেন বহুসংখ্যক কৃষক তাদের মালামাল ও পশুর পাল নিয়ে দলে দলে পালাচ্ছে। তাদের চেহারায় দুর্দশার ছাপ পরিস্ফুট। সৈন্যরা তাদের কাছে উপনীত হলে কৃষকদের একজন চিৎকার করে বলল, "আমাদের রক্ষা করুন ! ওরা আচমকা আমাদের উপর হামলা চালিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।"

উদ্বিগ্ন সেনা কর্মকর্তা জানতে চাইলেন, "তোমরা কার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছ ?"

একযোগে অনেকগুলো কণ্ঠ বলল, "পশুপালক, পশুপালকদের দ্বারা।"

প্রথম লোকটি বলল, "আমরা পানোপলিস ও টলেমাইসের বাসিন্দা। সীমান্ত রক্ষীদের একজন আমাদের কাছে এসে বলেছে যে পশুপালকদের বিপুল বাহিনী সীমান্তে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং শিগগিরই আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে তারা

www.pathagar.com

অতিক্রম করবে। সে আমাদেরকে দক্ষিণে পালাতে বলেছে। গ্রাম ও ফসলের ক্ষেতে চাষিদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমরা তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে আমাদের নারী ও শিশুদের ডেকে যা কিছু বহন করা সম্ভব তা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে এসেছি। গতকাল সকাল থেকে আমরা কোনো বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পাইনি।"

তাদের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। সেনা কর্মকর্তা তাদের পরামর্শ দিলেন, "তোমরা কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে নিজেদের পথে যাও। খুব শিগগিরই এই উপত্যকা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে।"

এর পর তিনি ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে আবিডোসে গিয়ে সেনাপতিকে পরিস্থিতি জানালেন। সেনাপতি পেপি তা অবহিত করলেন ফারাওকে। তিনি বিস্ময় ও বিরক্তির সাথে চিৎকার করে বললেন, "কী করে তা সম্ভব ? খায়ান কি এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মেম্ফিসে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে ?"

পেপি উত্তর দিলেন, "প্রভু, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের কাছে দূত প্রেরণের আগেই দুশমন আমাদের সীমান্তে সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। তারা তাদের দাবি করার মাধ্যমে আমাদের জন্য একটি ফাঁদ পেতেছিল মাত্র এবং অপেক্ষায় ছিল আমরা কখন তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করব। খায়ান ফিরে যাওয়ার পথে আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করার পরই সীমান্তে অপেক্ষমাণ সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছে হামলা করার। এমন দ্রুত হামলার যৌক্তিক ব্যাখ্যা এটাই হতে পারে।"

সেকেনেনরার মুখ রাগে বিবর্ণ হলো, তিনি বললেন, "তাহলে পানোপলিস ও টলেমাইসের পতন ঘটেছে ?"

"হ্যাঁ, আমার প্রভু। সেখানে আমাদের ক্ষুদ্র বাহিনীর সাহসিকতা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল না।"

রাজা মাথা নাড়লেন বিষাদে, "আমরা আমাদের সর্বোত্তম যুদ্ধক্ষেত্র হারিয়েছি।"

"এর ফলে আমাদের যোদ্ধাদের সাহসিকতার উপর কোনো প্রভাব পড়বে না।"

রাজা মুহূর্তের জন্য ভাবলেন এবং সেনাপতিকে বললেন, "আমাদের অবিলম্বে আবিডোস ও দেনদারা সম্পূর্ণ খালি করে ফেলতে হবে।"

পেপি প্রশ্ন করার জন্য রাজার দিকে তাকালে তিনি বললেন, "আমাদের পক্ষে এই শহরগুলো রক্ষা করা সম্ভব হবে না।"

সেনাপতি অনুমান করতে সক্ষম হলেন যে তার প্রভু কী বলতে চান। তিনি প্রশ্ন করলেন, "প্রভু কি কপটোস উপত্যকায় শত্রুর মোকাবিলা করতে চান ?"

"হ্যাঁ, আমি তাই ইচ্ছা করছি। সেখানে বহু দিক থেকে শত্রুর উপর হামলা করা সম্ভব হবে। উপত্যকার পাশে প্রাকৃতিক দুর্গ আছে। আমি শহরগুলোতে কিছু

www.pathagar.com

লোক রেখে যাব, যারা শহর খালি করার কাজে সাহায্য করবে। আমরা এগিয়ে গিয়ে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করব। সেনাপতি পেপি, আপনি আপনার দূতদের শহর খালি করার বার্তা দিয়ে পাঠান এবং সেনাপতিদের নির্দেশ দিন এখনই পিছু হটার। কোনো সময় নষ্ট করবেন না, কারণ কোনো একটি রশির মাথায় ঝুলছে আমাদের জনগণের অদৃষ্ট, যার উপর এখন নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আপোফিসের।

নয়

ঘোষকেরা আবিডোস, বারফা ও দেনদারার লোকদের উদ্দেশে বলতে লাগল, "আপনাদের মালামাল ও অর্থ নিয়ে দক্ষিণের উদ্দেশে রওনা হোন। আপনাদের বাড়িঘর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, যা থেকে কোনো নিস্তার নেই।" লোকজন পশুপালকদের ও তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে জানত। তারা ঘোষণা শুনেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠল এবং অর্থ ও মালামাল জড়ো করে গরুর গাড়িতে তুলতে লাগল। গৃহপালিত পশুপাখি সাথে নিয়ে সেগুলোকে দ্রুত তাড়িয়ে নিতে শুরু করল। পিছনে বাড়িঘর, ভূমি ফেলে ভগ্ন হৃদয়ে তারা ছুটে চলেছে দক্ষিণের দিকে। তারা যত সামনে যাচ্ছিল তত অন্ধকার দৃষ্টি ফেলছিল পিছনের দিকে। তাদের হৃদয় পড়ে আছে নিজেদের বাড়িতে। অতঃপর আতঙ্ক তাদের পেয়ে বসল এবং সামনে অজানা বিপদের অপেক্ষায় পথ অতিক্রম করতে লাগল। পথে যখন সেনাবাহিনীকে অতিক্রম করছিল, তখন হৃদয়ে কিছুটা স্বস্তি জেগে উঠল। তাদের বেদনাপূর্ণ স্বপ্নে আশার সঞ্চার ঘটল এবং মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল, যা মেঘে পূর্ণ আকাশে সহসা মেঘ কেটে গেলে সূর্যের রশ্মির ঝলকানির মতো। সৈন্যদের উদ্দেশে তারা হাত নাড়ল এবং সৈন্যদের চাঙ্গা করতে ধ্বনি তুলল।

কপটোস উপত্যকায় ফারাও তার সেনা সন্নিবেশ তদারক করছিলেন। বিষণ্ন চোখে দেখছিলেন বাড়িঘর ছেড়ে পলায়নপর জনস্রোতের দিকে। এসময় তার কাছে খবর এল, দুশমন আবিডোসের উপর হামলা করেছে এবং সেখানে মোতায়েন থেবসের সৈন্যরা বীর বিক্রমে তাদের প্রতিরোধ করেছে। এ খবর এনেছে বেঁচে থাকা একমাত্র সৈন্যটি। পরদিন সকালে দূত খবর নিয়ে এল যে হিকসস বাহিনী বারফা শহরে হামলা চালিয়েছে এবং সেখানকার প্রতিরোধকারী সৈন্যরা শত্রুর অগ্রাভিযান বিলম্বিত করতে তাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। দেনদারার প্রতিরোধ বাহিনীও শত্রুর অভিযান ঠেকিয়ে রাখতে প্রবল যুদ্ধ করেছে এবং এর ফলে শত্রুকে আরো অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে হামলা চালাতে বাধ্য করেছে। খবর সংগ্রহকারী সৈন্যরা জানাল যে শত্রুবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ

www.pathagar.com

থেকে সত্তর হাজারের মধ্যে। এছাড়া রথ সংখ্যা এক হাজারের কম নয়। রাজা শেষ খবরটি পেয়ে বিস্মিত ও হতাশ হলেন। কারণ তিনি কিংবা তার বাহিনীর কেউ ধারণা করেনি যে আপোফিসের বাহিনীতে এত অধিক সংখ্যক সৈন্য আছে। তিনি তার সেনাপতিকে বললেন, "আমাদের রথ বাহিনী কী করে এত বিপুল সংখ্যার মোকাবেলা করবে ?"

পেপি নিজেও বিস্মিত এবং নিজেকে একই প্রশ্ন করছেন। রাজাকে বললেন, "তীরন্দাজ বাহিনী এর মোকাবেলা করবে, প্রভু।"

রাজা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "পশুপালকরা এখন রথ ব্যবহার করছে, যা আগে তাদের যুদ্ধের অংশ ছিল না। তাহলে কীভাবে তারা আমাদের চেয়েও অধিক সংখ্যক রথ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো ?"

"প্রভু, আমার কাছে বেদনাদায়ক বিষয় হচ্ছে, যারা রথগুলো তৈরি করেছে তারা মিশরীয়।"

"বাস্তবেও এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু তীরন্দাজরা কি এই রথের বন্যা ঠেকাতে সক্ষম হবে ?"

"প্রভু, আমাদের তীরন্দাজদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আগামীকাল আপোফিস দেখতে পাবে যে আমাদের তীরন্দাজদের বাহু তার রথের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, সংখ্যায় তারা যত বেশিই হোক না কেন।"

সেই সন্ধ্যায় ফারাও একা কাটালেন। নিজেকে অসহায় ও বিধ্বস্ত ভাবছিলেন তিনি। দেবতার উদ্দেশে দীর্ঘ সময় নিবিষ্টচিত্তে প্রার্থনা করলেন। তার কাছে নিবেদন করলেন তাকে ও তার বাহিনীকে বিজয়ী করার প্রয়োজনীয় মনোবল দেয়ার জন্য। প্রত্যেকে শত্রুর নৈকট্য অনুভব করতে পারছিল। উৎকণ্ঠার মাঝে তারা রাত কাটাল। তারা অপেক্ষা করছিল রাত্রির অবসানের, যাতে সকালে তারা মৃত্যুর যুদ্ধে নিজেদের নিক্ষেপ করতে পারে।

দশ

ভোরের আগে সৈন্যরা জেগে উঠল। বীর তীরন্দাজরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করল, তাদের সাহায্যের জন্য ছিল রথবাহিনী। রাজা সেকেনেনরা তার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেনাপতি পেপির সাথে। তাকে ঘিরে আছে তার রক্ষীদলের সৈন্যরা। তিনি তাদেরকে বললেন, "আমাদের রথ বাহিনীকে এমন একটি বাহিনীর সাথে লড়তে যেতে দেয়া উচিত হবে না, যাকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। এই বিক্ষিপ্ত রথগুলো আমাদের তীরন্দাজদের

www.pathagar.com

সাহায্য করতে পারবে শত্রুর অশ্বারোহী ও প্রাণীগুলোকে আহত করতে। সন্দেহ নেই আপোফিস রথবাহিনী নিয়ে হামলা শুরু করবে। কারণ রথবাহিনীর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ না করে অন্যান্য বাহিনীকে যুদ্ধে লিপ্ত করবে না। অতএব, আমাদের লক্ষ্য হতে হবে পশুপালকদের রথ, যাতে আমাদের অজেয় বাহিনী যুদ্ধে অংশ নিয়ে শত্রুকে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।"

শত্রুবাহিনীর রথগুলোকে ধ্বংস করাই তার স্বপ্ন। তিনি হৃদয় দিয়ে দেবতা আমুনের কাছে প্রার্থনা করলেন, "হে দেবতা, আমরা যাতে এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারি, সে জন্য আমাদের শক্তি দাও। তোমার বিশ্বস্ত পুত্রদের পক্ষাবলম্বন করো, আজ যদি তুমি আমাদের পরিত্যাগ করো, তাহলে তোমার মহৎ আশ্রয়ে তোমারই নাম আর উচ্চারিত হবে না এবং তোমার মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।"

রাজা ও সেনাপতি পেপি তাদের রথে আরোহণ করলেন এবং রাজকীয় রক্ষীরা তাদের ঘিরে ধরল। তাদের পিছনে আরো দুশো যুদ্ধ রথ। এরপর বর্শাধারী বাহিনী এগিয়ে এসে দুটি সারিতে বিভক্ত হয়ে একটি রাজার ডান পাশে, আরেকটি বাম পাশে অবস্থান নিল। সকলে অপেক্ষা করছে তিনি কখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার হাঁক দিবেন। তীরন্দাজ ও রথবাহিনী দ্বারা সমর্থিত হয়ে তারাই প্রথম হামলা চালাবে।

ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠতে শুরু করলে একদল সৈন্য এসে জানাল যে, কপটোসের উত্তরে মিশরীয় নৌবাহিনী পশুপালকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। রাজা তার সেনাপতিকে বললেন, "আপোফিস সন্দেহাতীতভাবে ধারণা করেছে যে সে প্রবল প্রতিরোধ মোকাবেলা করবে। সে জন্য সে নির্দেশ দিয়েছে নৌবাহিনীর ওপর হামলা করতে, যাতে সে আমাদের অবস্থানের পিছনে তার সৈন্য মোতায়েন করতে পারে।"

পেপি উত্তর দিলেন, "প্রভু, পশুপালকরা জাহাজে যুদ্ধ করার কৌশল ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি। পবিত্র নীল নদ তাদের সৈন্যদের লাশ দ্বারা পূর্ণ হবে এবং আমাদেরকে অবরুদ্ধ করার আশা আপোফিসের পূর্ণ হবে না।"

থেবসের নৌবাহিনীর উপর সেকেনেনরার দারুণ আস্থা সত্ত্বেও অনুসন্ধানী দলের সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন তিনি যাতে সর্বক্ষণ নৌযুদ্ধের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন। অন্ধকার পরিপূর্ণভাবে বিদূরিত হলে পুরো যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সকলের দৃষ্টিপথে এল। সেকেনেনরার তীরন্দাজরা ধনুক হাতে তৈরি, তাদের পাশে কিছু সংখ্যক যুদ্ধরথ। বিপরীত দিকে তিনি লক্ষ করলেন পশুপালকদের সেনাবাহিনী ধূলির আস্তরণের মতো ছড়িয়ে আছে। তাদের কিছু সংখ্যক সামনে এগিয়ে এসে অবস্থান নিল। তীর নিক্ষিপ্ত হলো, হ্রেষাধ্বনি ও সৈন্যদের চিৎকার

www.pathagar.com

আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। অন্যান্য বাহিনীও সামনে এগুচ্ছে। মিশরীয় তীরন্দাজ ও রথবাহিনী ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। সেকেনেনরা চিৎকার করে বললেন, "এখন থেবসের জন্য যুদ্ধ শুরু হলো।" পেপিও তার সাথে কণ্ঠ মিলালেন, "যথার্থই প্রভু। আমাদের সৈন্যরা চমৎকারভাবে সূচনা করেছে।"

সকল চোখ যুদ্ধক্ষেত্রের উপর নিবদ্ধ, যুদ্ধের অগ্রগতি দেখছেন তারা। তারা দেখলেন পশুপালকদের রথ একটি সারির উপর আঘাত হেনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তীরন্দাজদের উপর দ্রুততার সাথে আপতিত হয়েছে এবং অন্যদিকে মিশরীয় রথবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। উভয়পক্ষে সৈন্যরা ভূপাতিত হচ্ছে, কারো মাঝে যেন মৃত্যুভীতি কাজ করছে না। তীরন্দাজরা দৃঢ়ভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। অশ্বারোহীরা ও রথবাহিনী আর এগোতে পারছে না। পেপি বলে উঠলেন, "এভাবে যদি যুদ্ধ চলতে থাকে তাহলে কয়েক দিনের মধ্যে তাদের রথবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করবে।"

ইতিমধ্যে পশুপালকদের বাহিনীর একটি অংশ আঘাত হেনে তাদের শিবিরে চলে যাচ্ছে, আবার নতুন একটি দল এসে তাদের স্থান দখল করছে, যাতে তাদের শক্তি বেশি ক্ষয় না হয়। অন্যদিকে মিশরীয়রা কোনো ধরনের বিশ্রাম করা ছাড়াই নিজেদের অবস্থান প্রতিরক্ষায় সচেষ্ট। সেকেনেনরা যখনই দেখতে পাচ্ছেন যে তার একজন অশ্বারোহী অথবা রথ অকেজো হয়ে যাচ্ছে, তখনই আর্তনাদ করে উঠছেন, "হায়!" তিনি শুধু হিসাব করছেন, তার বাহিনীর কী পরিমাণ লোক ক্ষয় হলো। পশুপালকরা তাদের হামলাকারী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করল। প্রথমে তিনটি দলে, পরে ছয়টি দলে এবং শেষে দশটি দলে হামলা করল। যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। হিকসসদের রথ সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেকেনেনরা উদ্বিগ্ন হয়ে পেপিকে বললেন, "আমাদেরকে কোনোভাবে শত্রুদের সংখ্যাবৃদ্ধি মোকাবেলা করতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য।"

"কিন্তু প্রভু, যুদ্ধের শেষ পর্যায় পর্যন্ত আমাদের সংরক্ষিত রথগুলোকে অক্ষত রাখতে হবে।"

"আপনি কি দেখতে পারছেন না যে, শত্রু কিছুক্ষণ পর পর নতুন সেনাদল পাঠাচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে?"

"আমি তাদের পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাদের সাথে তাল মিলাতে পারছি না। তাদের রথ সংখ্যা অগণন, আর আমাদের রথ সামান্য সংখ্যক।"

রাজা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "আমরা কখনো ধারণা করিনি যে রথের দিক থেকে তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব আছে। যা কিছু ঘটুক, আমি আমার তীরন্দাজদের বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে পারব না। কারণ, তারাই আমার বাহিনীর মূল শক্তি।"

তিনি বিশটি রথকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে হামলার নির্দেশ দিলেন। তারা শিকারি ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন জীবন সঞ্চারিত

www.pathagar.com

হলো। কিন্তু আপোফিস প্রতিপক্ষের নতুন কৌশল মোকাবেলায় রথের বিশটি দল প্রেরণ করলেন, প্রতিটি দলে পাঁচটি করে রথ। রথের চাকার ঘর্ষণে মাটি কেঁপে উঠতে লাগল, উড়ন্ত ধূলির মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলল, যুদ্ধ চরম পর্যায়ে উন্নীত হলো, নদীর মতো বয়ে চলল রক্তের প্রবাহ। সময় বয়ে চলল, কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা হ্রাস পেল না সূর্য মধ্যগগনে উঠার পূর্ব পর্যন্ত। গুপ্তচরেরা খবর আনল পশুপালকদের জাহাজ পিছু হটেছে দুটি জাহাজকে আটক ও একটি জাহাজ ডুবে যাওয়ার পর। বিজয়ের এ খবর এল ঠিক এমন এক মুহূর্তে, যখন মিশরীয়দের হৃদয়ে সাহস সঞ্চারের প্রয়োজন ছিল। সেনাপতিরা অবিলম্বে খবর পৌঁছে দিল যুদ্ধরত সৈন্যদের কাছে, এবং যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের অপেক্ষায় ছিল। সকলের বুক আনন্দে ভরে উঠল। একই সংবাদ আপোফিসের কানেও পৌঁছাল এবং তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কালবিলম্ব না করে যুদ্ধ পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনলেন ও সমগ্র রথবাহিনীকে একযোগে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দিলেন প্রতিশোধ স্পৃহায়। সেকেনেনরা দেখলেন যে রথ বন্যার মতো তার অমিত সাহসী তীরন্দাজদের উপর জলোচ্ছ্বাসের গতিতে আছড়ে পড়ছে। তিনি শঙ্কিত হয়ে রাগে চিৎকার করে উঠলেন, "আমাদের সৈন্যরা অবিশ্রাম যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের পক্ষে রথের এই বন্যার মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।"

সেনাপতির দিকে ফিরে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার কণ্ঠে বললেন, "আমরা আমাদের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হব। আমাদের সাহসী কর্মকর্তাদের আদেশ দিন তাদের নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং তাদেরকে জানান যে আমি চাই অমর থেবসের সৈনিক হিসেবে প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে।"

সেকেনেনরা ভালোভাবে জানেন যে তার ও তার বাহিনীর জন্য কী ভয়াবহতা অপেক্ষা করছে। কিন্তু তিনি অসম সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী। মুহূর্তের জন্য দ্বিধা না করে তিনি আকাশের পানে তাকিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন, "প্রভু আমুন, তোমার বিশ্বাসী সন্তানদের ভুলে যেয়ো না।" তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখা রথবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন শত্রুর উপর হামলা চালানোর জন্য। তারা সামনে এগিয়ে গেল বিদ্যুৎ গতিতে।

এ পর্যায়ে ভয়াবহতম যুদ্ধ শুরু হলো, মানুষ ও ঘোড়ার চিৎকার একাকার হয়ে গেল। শিরস্ত্রাণ আকাশে উড়ল, মাথা গড়িয়ে পড়ল, রক্তের বন্যা বইল। কিন্তু দ্রুতগতিসম্পন্ন রথের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের সাহস কোনো কাজে লাগল না। মিশরীয়রা ফসলের মতো কর্তিত হতে লাগল। সেকেনেনরা ভয়ংকরভাবে লড়ছেন, কখনো হতাশ হচ্ছেন না বা পিছিয়ে পড়ছেন না। কখনো কখনো তাকে মৃত্যুদূতের মতো মনে হচ্ছে, শত্রুর যাকে সামনে পাচ্ছেন তাকেই ধরাশায়ী করছেন। পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত যুদ্ধ চলল এবং দেখা গেল বিজয় পশুপালকদের

www.pathagar.com

অনুকূলে। তারা চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত। এ সময়ে দেখা গেল, দীর্ঘ চকচকে দাড়িশোভিত নির্ভীক এক অশ্বারোহীর নেতৃত্বে বেশ কিছুসংখ্যক সৈন্য পরিবেষ্টিত বড় আকৃতির একটি রথ সেকেনেনরার রথের উপর হামলার জন্য এগিয়ে আসছে প্রবল বেগে। রাজা সাহসী অশ্বারোহীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আঁচ করে সমান দৃঢ়তায় অগ্রসর হলেন। তারা বর্শার দুটি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন, কিন্তু দুটি আঘাতই ঢাল দিয়ে প্রতিহত করা হলো। সেকেনেনরা দেখলেন, তার প্রতিপক্ষ খাপ থেকে তরবারি বের করছে এবং বুঝতে পারলেন যে প্রথম আঘাত তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনিও তরবারি হাতে নিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। এই চরম মুহূর্তে একটি তীর তার হাতে বিদ্ধ হলো, হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল। রাজার রক্ষীরা চিৎকার করে উঠল, "সাবধান প্রভু, সাবধান !" কিন্তু সতর্কতার চেয়ে দ্রুত তার কাছে পৌঁছাল শত্রু এবং ভীষণভাবে তার গলায় তরবারির আঘাত হানল। তার মুখে অসহনীয় ব্যথার প্রকাশ প্রকট হলো। রুদ্ধ হয়ে গেল তার গতি। তিনি প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পড়লেন। প্রতিপক্ষ ডান হাতে একটি বর্শা বাগিয়ে এমন বেগে আঘাত হানল যে বর্শা বিদ্ধ হলো রাজার দেহের বাম পাশে। তার নিথর দেহ পতিত হলো মাটিতে। চারদিক থেকে আওয়াজ উঠল এবং মিশরীয়রা বলল, "প্রিয় দেবতা ! রাজা পড়ে গেছেন ! তাকে রক্ষা করো।" অন্যদিকে শত্রু সেনাপতি বিজয়ের হাসি হেসে চিৎকার করল, "অবাধ্য বিদ্রোহীকে খতম করো এবং তার একটি লোককেও ছেড়ে দিয়ো না।" রাজার ভূপাতিত দেহ ঘিরে প্রচণ্ড লড়াই বেঁধে গেল। একজন অশ্বারোহী বিদ্বেষে উন্মত্ত হয়ে রাজার মাথার উপর কুঠার দিয়ে কোপ বসাল। মিশরের দ্বৈত মুকুটসহ রাজার মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘাড় থেকে ঝরনাধারার মতো রক্ত ছুটল। এ অবস্থায় লোকটি বিচ্ছিন্ন মাথার উপর আরেকবার আঘাত হানল, ডান চোখের ঠিক উপরে এবং এর ফলে মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে ঘিলু ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই, যারা এই রক্তাক্ত উৎসবে অংশ নিয়ে তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে আগ্রহী তারা রাজার মৃতদেহের কাছে ছুটে এল। নিষ্ঠুর উন্মত্ততায় তারা আঘাত হানতে হানতে দেহটি টুকরো টুকরো করে ফেলল।

সেনাপতি পেপি তার অবশিষ্ট সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে লড়তে লড়তে যেখানে তাদের রাজার দেহ পতিত হয়েছে সেখানে পৌঁছে গেল। যুদ্ধে কোনো কিছু লাভের আর আশা নেই তা নিশ্চিত হওয়ায় সৈন্যদের জীবনের আর কোনো অর্থ ছিল না। যেখানে তাদের সার্বভৌম শাসক তার জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেখানেই তারাও তাদের জীবন দিতে সংকল্পবদ্ধ। এক এক করে তারা লড়ে মৃত্যুবরণ করল। রাতের অন্ধকার নেমে না আসা পর্যন্ত এবং পৃথিবী শোকাচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করেছে। শ্রান্তি ও আঘাতে দুর্বল হয়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করল।

www.pathagar.com

এগারো

রাতে থেবসের সৈন্যরা মশাল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এল তাদের হতাহত সহযোদ্ধাদের খুঁজতে। সেনাপতি পেপি তার রথের পাশে দণ্ডায়মান। তিনি বিধ্বস্ত, কিন্তু তার সৈন্যদের মৃতদেহগুলো তাকে ভাবাচ্ছে, যাদের নিরপরাধ রক্তে পুরো এলাকা স্নাত। তিনি একজন সেনাপতির কণ্ঠ শুনতে পেলেন, "কী অদ্ভুত ! কী করে এত দ্রুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল ? কে বিশ্বাস করবে যে আমরা আমাদের সৈন্যের সিংহভাগ মাত্র একদিনের যুদ্ধে হারিয়েছি ? কী করে থেবসের সাহসী যোদ্ধাদের পরাজিত করা সম্ভব হলো ?"

আরেকটি কণ্ঠ, এত কাতরভাবে সাড়া দিল, যেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে বলছে, "সৈন্যরা, তোমরা কি সেকেনেনরার মরদেহের প্রতি তোমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করেছ ? চলো, আমরা লাশের মধ্যে তাকে অনুসন্ধান করি।"

তাদের ক্লান্ত শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো এবং প্রত্যেকে মশাল হাতে নীরবে পেপিকে অনুসরণ করল। বিষাদে তাদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। যে স্থানে রাজার পতন হয়েছে, সেখানে পৌঁছে তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হলো। আহতদের গোঙানি তাদের কানে আসছে। দুঃখ ও বেদনায় পেপি দেখতে পারছেন না যে তার সামনে কী আছে এবং নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না যে তিনি আসলেই সেকেনেনরার মৃতদেহ খুঁজছেন। তার জন্য সহ্য করা কঠিন যে ওই দুঃখপূর্ণ দিনে থেবসের জন্য যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। তার চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বইছে। তিনি বললেন, "কপটোসের ভূমি, তুমি সাক্ষী। তোমার ধূলিকণার মাঝে সেকেনেনরার মৃতদেহ অনুসন্ধান করছি। এই দেহের প্রতি কোমল হয়ে তার আহত অস্থির জন্য নরম বিছানা তৈরি করো। এই দেহ কি তোমার ও থেবসের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল না ? হায়, প্রভু, আপনি চলে যাওয়ার পর কে এখন থেবসের জন্য উঠে দাঁড়াবে ?" একটি কণ্ঠ শোনার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিষণ্ন ছিলেন। কণ্ঠটি বলে উঠল, "সহযোদ্ধারা, এখানে এসো। আমাদের প্রভুর মৃতদেহ এখানে।" সেনাপতি দৌড়ে সেখানে গেলেন মশাল হাতে। ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে হবে আশঙ্কায় তার চোখ বিস্ফারিত। যখন তিনি মৃতদেহের কাছে পৌঁছলেন ক্রোধ ও বেদনার একটি চিৎকার তার মুখ থেকে বের হলো। দেখলেন, থেবসের রাজা বিকৃত এক মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, অস্থি বের হয়ে আছে, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে রক্ত এবং মাথার মুকুট একদিকে পড়ে আছে। রাগে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "জঘন্য বিদেশিরা ! সিংহের মৃতদেহের সাথে হায়েনারা যে আচরণ করে ওরা এই পবিত্র দেহের সাথে অনুরূপ আচরণ করেছে। কিন্তু আপনার দেহ ছিন্নভিন্ন করে ওরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ, থেবসের রাজার যেভাবে থাকা উচিত ছিল আপনি সেভাবেই ছিলেন, এবং মৃত্যুবরণ করেছেন সাহসী বীরের মতো !" তাকে ঘিরে যারা স্থির দাঁড়িয়ে ছিল, তিনি তাদের

www.pathagar.com

উদ্দেশে বললেন, "রাজকীয় উন্মুক্ত পালকি নিয়ে এসো !" কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা পালকি নিয়ে এল এবং সকলে রাজার দেহ তাতে স্থাপন করতে সাহায্য করল। পেপি মিশরের দ্বৈত মুকুটটি তুলে রাজার মাথার পাশে স্থাপন করলে মৃতদেহটি একটি বস্ত্রে আবৃত করা হলো। বেদনাদায়ক নীরবতায় তারা পালকি তুলে ছত্রভঙ্গ শিবিরের উদ্দেশে চলল। সেখানে পৌঁছে তারা সেই তাঁবুতে পালকি রাখল যেটি এর রক্ষক ও প্রভুকে চিরতরে হারিয়েছে। জীবিত সেনাপতি ও কর্মকর্তারা মাথা নিচু করে পালকি ঘিরে দাঁড়াল। তাদের সকলের চেহারা বিষাদে ভারাক্রান্ত। পেপি তাদের উদ্দেশে বললেন, "সহযোদ্ধারা, তোমরা নিজেদেরকে জাগিয়ে তোলো ! বিষাদের কাছে আত্মসমর্পণ কোরো না। দুঃখ, যাতনা সেকেনেনরাকে আমাদের কাছে আর ফিরিয়ে আনবে না, বরং বিষাদ তার মৃতদেহের প্রতি, তার পরিবার এবং দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য ভুলিয়ে দেবে, যেসব কারণে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। যা ঘটার তা ঘটেছে, কিন্তু বিয়োগান্তক নাটকের অবশিষ্ট অধ্যায়গুলো এখনো অভিনীত হতে বাকি। আমাদেরকে স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে যেতে হবে, যাতে আমরা পরিপূর্ণভাবে আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারি।"

সৈন্যরা তাদের মাথা তুলে দাঁতে দাঁত চাপল এবং নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে তাদের নেতার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন তারা তার কাছে নতুন করে মৃত্যু স্বীকার করে নেয়ার শপথ নিচ্ছে। পেপি বললেন, "যারা সত্যিকার অর্থেই সাহসী তারা কোনো বিপর্যয়ে তাদের কর্তব্য বিস্মৃত হয় না। এটা সত্য হতে পারে যে আমাদেরকে থেবসের যুদ্ধে পরাজয়ের ঘটনা স্বীকার করতে হবে, কিন্তু আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। আমাদেরকে এখন প্রমাণ করতে হবে যে আমরা মহান মৃত্যুর জন্য উপযুক্ত, ঠিক জীবিত অবস্থায় আমরা যেমন মহান।"

সকলে একযোগে ধ্বনি তুলল, "আমাদের রাজা জীবন দিয়ে আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আমরা তার পদাংক অনুসরণ করব।"

সেনাপতি পেপির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দচিত্তে তিনি বললেন, "তোমরা সাহসী বীরদের বংশধর। এখন আমার কথা শোনো, আমাদের সেনাবাহিনীর অল্পসংখ্যক লোকই জীবিত আছে। কাল আমরা তাদেরকে নিয়ে শেষ সৈন্যটি বেঁচে থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করব এবং যুদ্ধ করেই আপোফিসের অগ্রযাত্রাকে বিলম্বিত করব, যাতে ওই সময়ের মধ্যে সেকেনেনরার পরিবারকে নিরাপদে অন্যত্র পাঠিয়ে দিতে পারি। এই পরিবারের সদস্যরা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পশুপালকদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শেষ হবে না, যদিও যুদ্ধক্ষেত্র কিছু সময়ের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। আমি কয়েক প্রহরের জন্য তোমাদেরকে ছেড়ে যাব এই মৃতদেহের প্রতি ও তার সাহসী পরিবারের প্রতি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে। কিন্তু ভোরের আগেই আমি ফিরে আসব, যাতে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে একসাথে মৃত্যুবরণ করতে পারি।"

www.pathagar.com

তিনি সৈন্যদের বললেন, সেকেনেনরার মৃতদেহের সামনে প্রার্থনা করতে। তারা একত্রে হাঁটু গেড়ে বসে নিজেদেরকে গভীর প্রার্থনায় মগ্ন করলেন। পেপি প্রার্থনা পরিচালনা করছিলেন, "ক্ষমাশীল দেবতা, আমাদের সাহসী শাসককে ওসিরিসের আশ্রয়ে গ্রহণ করো এবং আমাদেরকে তার মতো সুখময় মৃত্যুর অদৃষ্ট দাও, যাতে আমরা পরলোকে মাথা উঁচু করে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি।"

অতঃপর তিনি কয়েকজন সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন রাজকীয় পালকি জাহাজে তুলতে। সহযোদ্ধাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "প্রভুর মৃতদেহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত করছি। আমরা শিগগিরই মিলিত হব।" জাহাজের উপর পালকি তোলা পর্যন্ত পেপি সাথেই থাকলেন এবং বললেন, "জাহাজ যখন থেবসে উপনীত হবে, তখন রাজার মৃতদেহ আমুন দেবের মন্দিরে নিয়ে পবিত্র মিলনায়তনে স্থাপন করবে এবং আমার পৌঁছার পূর্বে তার সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবে না।" সেনাপতি পেপি তার রথে ফিরে গিয়ে চালককে নির্দেশ দিলেন, থেবসের দিকে অগ্রসর হতে। রথ বিপুল বেগে চলল।

অন্ধকারের পর্দার আড়ালে থেবস নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছে এবং নগরীর মন্দির, স্তম্ভ ও প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে না। এর প্রাচীরের বাইরে কী ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে সে সম্পর্কে নগরবাসী কিছু জানে না। সেনাপতি পেপি রাজপ্রাসাদে উপনীত হয়ে রক্ষীদেরকে তার আগমন জানালে প্রধান প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক দ্রুত এসে উৎকণ্ঠিতভাবে জানতে চাইলেন, "কী খবর, সেনাপতি ?"

ভারি ও বিষাদের কণ্ঠে পেপি উত্তর দিলেন, "আপনি যথাসময়ে সব কিছু জানতে পারবেন, প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। আমি যুবরাজের সাথে সাক্ষাতের জন্য আপনার অনুমতি চাই।"

তিনি গম্ভীর মুখে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে সেনাপতিকে বললেন, "মহান যুবরাজ তার কক্ষে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।" সেনাপতি উত্তরাধিকারী যুবরাজের অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করে তাকে অভিবাদন জানালেন। সন্দেহ নেই যে যুবরাজ সেনাপতির আকস্মিক আগমনে বিস্মিত। তিনি মাথা তুললে যুবরাজ তার বিধ্বস্ত চেহারা, ক্লান্ত চোখ, বিবর্ণ ঠোঁট দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করলেন, "সেনাপতি পেপি, কী খবর এনেছেন ? এ সময়ে আপনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আসায় মনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ আছে।"

দুঃখে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সেনাপতি উত্তর দিলেন, "প্রভু, দেবতাদের জ্ঞান আমার অজ্ঞাত— কিন্তু মনে হয় মিশর ও মিশরবাসীর প্রতি তারা এখনো ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন।"

www.pathagar.com

কথাগুলো যুবরাজের আত্মায় এমনভাবে লাগল যেন তার ঘাড়ে কোনো আঘাত লেগেছে। সংবাদের ভয়াবহতা তিনি আঁচ করতে সক্ষম হচ্ছেন, আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমাদের সেনাবাহিনী কি কোনো বিপর্যয়ের মোকাবেলা করেছে ? আমার পিতা কি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন ?"

পেপি মাথা নিচু করে ততোধিক নিচু কণ্ঠে বললেন, "হায়, প্রভু, এই দুর্ভাগ্যজনক সন্ধ্যায় মিশর তার চালককে হারিয়েছে।"

যুবরাজ কামোসি সন্ত্রস্ত আর্তনাদ করে উঠলেন, "আমার পিতা কি সত্যি সত্যিই আহত হয়েছেন ?"

পেপি অধিকতর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলল, "আমাদের মহান রাজা শক্তিশালী বীরের মতো তার বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে জীবন দিয়েছেন। আপনার মহান পরিবারের ইতিহাসের মহান ও অমর পৃষ্ঠা উল্টে গেছে।"

কামোসি মাথা তুলে চিৎকার করে বললেন, "প্রিয় দেবতা, তুমি কী করে তোমার শত্রুদের বিজয় দিলে তোমার বিশ্বস্ত পুত্রের উপর ? হে দেবতা, মিশরের উপর এটি কী ধরনের বিপর্যয় আপতিত হলো ? কিন্তু অভিযোগ করে কী লাভ ? এখন তো কান্নার সময় নয়। আমার পিতা নিহত হয়েছেন, আমার উচিত এখন তার স্থান নেয়া। সেনাপতি, আমার যুদ্ধসাজ পরে আসা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন।"

সেনাপতি পেপি যুবরাজকে নিরস্ত করে বললেন, "প্রভু, আমি আপনাকে যুদ্ধ করার জন্য নিয়ে যেতে আসিনি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।"

কামোসি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কী বলতে চান ?"

"যুদ্ধ করে আর কোনো লাভ নেই।"

"আমাদের অমিত বিক্রম সেনাবাহিনী কি ধ্বংস হয়ে গেছে ?"

পেপি মাথা নিচু করে চরম দুঃখে বললেন, "এই চরম যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছি। যে যুদ্ধে আমরা মিশরকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম সে যুদ্ধে আমাদের মূল বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। যুদ্ধ করে আমাদের পক্ষে আর কোনো কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। এখন আমরা আমাদের মহান প্রভুর পরিবারকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতেই শুধু যুদ্ধ করব।"

"আমরা যাতে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যেতে পারি, আপনি সে জন্য যুদ্ধ করবেন ?" আমরা আমাদের সৈন্যদের ও দেশকে শত্রুর শিকারে পরিণত হতে দিয়ে পলায়ন করব ?"

"না, আমি আপনাকে পালাতে বলছি, জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন তাদের কাজের পরিণতি দেখার জন্য করেছেন। আপনি ভবিষ্যতের পানে তাকান, পরাজয় মেনে নিয়ে কিছু সময়ের জন্য যুদ্ধ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিন। আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া সৈন্যদের নতুন করে সংঘবদ্ধ করতে কোনো সময় নষ্ট করব না।

www.pathagar.com

প্রভু, অনুগ্রহ করে রানিকে আহ্বান করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।"

যুবরাজ কামোসি প্রাসাদরক্ষীদের একজনকে তলব করে রানি ও রানিমাতাকে খবর দিতে বললেন। তিনি উত্তেজনা উদ্বেগের সাথে পায়চারি করছিলেন। দুঃখ ও রাগ তাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। সেনাপতি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং কোনোরূপ শব্দ উচ্চারণ করছেন না। টেটিশেরি, আহোটপ ও সেটকিমুস অবিলম্বে চলে এলেন এবং তাদের চোখ পড়ল সেনাপতির উপর। সেনাপতি তাদেরকে কুর্নিশ করলেন। তারা দেখল, কামোসির দৃশ্যত শান্তভাব সত্ত্বেও তার মুখে ক্রোধের ছাপ পরিস্ফুট। তারা শঙ্কিত হয়ে তার উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কামোসি তাদেরকে আসন গ্রহণ করতে বলে বললেন, "আমি আপনাদের তলব করেছি দুঃখজনক খবর দিতে।" তিনি যে মুহূর্তের জন্য থামলেন, তা তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তারা শঙ্কিত, টেটিশেরি উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন, "কী খবর পেপি ? আমাদের প্রভু কেমন আছেন ?" কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন কামোসি, "দাদিমা, আপনার হৃদয় সজাগ ও সংবেদনশীল। আপনি যা ধারণা করেন তা সত্যে পরিণত হয়। ঈশ্বর আপনার হৃদয়কে শক্তিশালী করুন এবং আপনাকে বেদনাদায়ক খবর সহ্য করার শক্তি দিন। আমার পিতা সেকেনেনরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন এবং যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি।"

তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, যাতে তাকে তাদের দুঃখ দেখতে না হয় এবং যেন নিজে হতাশ হৃদয়কে বলছেন, এমনভাবে বললেন, "আপনার পিতা নিহত হয়েছেন, আমাদের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং আমাদের জনগণকে এখন প্রতিটি যাতনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে— দক্ষিণ থেকে দূর উত্তর পর্যন্ত।'

টেটিশেরি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। যেন তার হৃদয়ের খণ্ড খণ্ড টুকরা বমন করছেন। বুকের বাম দিকে হাত রেখে বললেন, "এই বৃদ্ধ হৃদয় কত তীব্র আঘাত সহ্য করতে পারে।"

আহোটেপ ও সেটকিমুস মাথা নিচু করে বসেছেন। তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে তাদের চোখ দিয়ে। সামনে যদি সেনাপতির উপস্থিতি না থাকত, তাহলে তারা উচ্চস্বরে কাঁদতেন।

বিষাদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় পেপি নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, তার হৃদয় ভারি হয়ে আছে, কোনো বোধ কাজ করছে না। অর্থহীনভাবে সময় নষ্ট করতে তিনি ঘৃণা করেন। কিন্তু তিনি ভয় করছেন যে তার প্রভুর পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব, তিনি বললেন, "প্রভু কামোসির পরিবারের মহান রানিগণ, আপনারা ধৈর্য ধরুন এবং সাহসী হয়ে উঠুন। পরিস্থিতি যদিও সান্ত্বনা লাভের অতীত, কিন্তু এ মুহূর্তে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে এবং দুঃখের

www.pathagar.com

কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করা যাবে না। আমি আমার প্রভু সেকেনেনরার নামে আপনাদের কাছে নিবেদন করছি যে ধৈর্য ধরে অশ্রু সংবরণ করুন এবং আপনাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন। কারণ, আগামীকাল থেবস আর কোনো নিরাপদ আশ্রয় থাকবে না।"

টেটিশেরি তাকে প্রশ্ন করলেন, "সেকেনেনরার মরদেহের কী হবে ?"

"আপনি নিশ্চিত থাকুন রানিমাতা। আমি এর প্রতি আমার কর্তব্য পুরোপুরি পালন করব।" রানিমাতা আবার জানতে চাইলেন, "আমাদেরকে কোথায় যেতে বলছেন আপনি ?"

"রানিমাতা, থেবস কিছুদিনের জন্য হামলাকারীদের অধীনে থাকবে। কিন্তু নুবিয়ায় আমাদের আরেকটি নিরাপদ আবাস রয়েছে। পশুপালকেরা কখনো নুবিয়ার দিকে যাবে না। কারণ, জীবন সেখানে কঠোর, যা তাদের পক্ষে সামাল দিয়ে উঠা সম্ভব হবে না। নুবিয়াকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করুন। সেখানে আমাদের নিজস্ব লোকদের মধ্য থেকেই অনেক সমর্থক পাবেন। আমাদের প্রতিবেশীদের অনুসারীরাও সেখানে আছে এবং সেখানে আপনারা শান্তিতে অবস্থান করে ভবিষ্যতের নতুন আশা ধরে রাখতে পারবেন এবং সেই লক্ষ্যে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে কাজ করাও সম্ভব হবে। অন্ধকার চিরে উজ্জ্বল আলো দেবতারা আমাদের জন্য দান করবেন।"

যুবরাজ কামোসি সেনাপতির কথা শান্তভাবে শুনছিলেন, তিনি বললেন, "আমাদের পরিবার নুবিয়ায় চলে যাক। আমি আমার সেনাবাহিনীর সামনে অবস্থান করে তাদের সাথে বেঁচে থাকতে বা মৃত্যুবরণ করাকেই প্রাধান্য দেব।"

সেনাপতি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মিনতি করার সুরে যুবরাজকে বললেন, "প্রভু, আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা থেকে আপনাকে কখনো আমি নিবৃত্ত করতে পারি না। আপনার বিচক্ষণতার উপরই সবকিছু ছেড়ে দিচ্ছি। আমি শুধু আমার সামান্য ক'টি কথা শোনার জন্য অনুরোধ জানাব।

"প্রভু, আজ যুদ্ধ করা নিজেকে অর্থহীনভাবে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়ার শামিল, যার অনিবার্য পরিণতি হবে ধ্বংস। আপনার মৃত্যু থেকে মিশর কোনোভাবে উপকৃত হবে না, কিংবা আপনার মৃত্যুতে মিশরের দুর্দশা লাঘবও হবে না। কিন্তু মিশর যদি আপনাকে হারায়, তাহলে দেশটি এমন কিছু হারাবে, যা কিছুতেই পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হবে না। আপনার জীবনের উপর নির্ভর করছে মুক্তির আশা। মিশর সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর আপনি মিশরের আশা এভাবে অস্বীকার করবেন না। আপনি আপনার লক্ষ্য স্থির করে যাত্রা করুন। আপনার লক্ষ্য নাপাতা, যেখানে আপনি পরিকল্পনা তৈরির সুযোগ পাবেন এবং প্রতিরোধ ও সংগ্রামে প্রস্তুতি নেয়ার উপায় খুঁজে পাবেন। আপোফিস যেভাবে চায়, যুদ্ধের

www.pathagar.com

সমাপ্তি সেভাবে ঘটবে না। কারণ, আমাদের জনগণ সার্বভৌম জাতি হিসেবে টিকে আছে এবং দীর্ঘদিনের জন্য নিপীড়ন সহ্য করবে না। অল্পদিনের মধ্যেই থেবস মুক্ত হবে, প্রভু। আপনার দৃঢ়তা কখনো দুর্বল হবে না এবং এই জঘন্য পশুপালকদের তাড়া করে আপনি তাদের দেশ থেকে বিতাড়নে সক্ষম হবেন। আমার চোখের সামনে বিষণ্ন বর্তমানের অন্ধকারের মাঝে দুলছে অদ্ভুত আনন্দময় দিনের উজ্জ্বলতা। অতএব, আর দ্বিধা করবেন না, আপনার বিচক্ষণতা দ্বারা সিদ্ধান্ত নিন। আমি আপনাকে উপযুক্ত রাস্তা প্রদর্শন করেছি। আপনি যা উপযুক্ত মনে করবেন সে সিদ্ধান্ত নিন।"

পেপি তার কথা বন্ধ করলেও তার চোখ ভরা আকুতি ও আশা। টেটিশেরি কামোসির দিকে ফিরে নিচু কণ্ঠে বললেন, "সেনাপতি যা বললেন, তা সত্য। তার উপদেশ গ্রহণ করো।"

অসুখী সেনাপতি আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পেলেন এবং তার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হলো। কামোসি ভ্রু কুঁচকে রেখেছেন, কিছু বলছেন না। জীবনে প্রথমবারের মতো মিথ্যা বলেন পেপি, "আমিও অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার সাথে যোগ দেব। আমাকে দুটি পবিত্র কর্তব্য পালন করতে হবে— প্রভুর মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং থেবসের প্রাচীর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভবত সেভাবেই সফল প্রতিরোধের মাধ্যমে আত্মসমর্পণের সর্বোত্তম শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হব।"

তিন রানি নিজেদেরকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন তারা। পেপিও আর সামলাতে পারছেন না নিজেকে। কোনো মতে তিনি বললেন, "এই বিরূপতার মাঝেও আমাদেরকে সাহসী হতে হবে। আমরা সেকেনেনরাকে আমাদের আদর্শ হিসেবে নিয়ে তাকে সবসময় স্মরণ করতে পারি। আমাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল যুদ্ধরথ। আপনি যদি কোনোদিন শত্রুর বিরুদ্ধে নতুন করে হামলা পরিচালনা করেন, তাহলে রথকে আপনার অস্ত্র হিসেবে নেবেন। আমি দাসদের তলব করছি প্রাসাদে যেসব সোনার মূল্যবান জিনিসপত্র-অস্ত্র আছে সেগুলো জাহাজে তুলতে। এগুলো কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত নয়।

এ কথা বলে পেপি চলে গেলেন।

বারো

সহসা রাজপ্রাসাদ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। আলো জ্বলে উঠল সকল কক্ষে এবং ভৃত্যরা কাপড় চোপড়, অস্ত্রশস্ত্র, সোনা ও রুপার অলংকার ও তৈজসপত্র গুছিয়ে তা জাহাজে তুলছিল নীরবে। সবকিছুর তদারক করছিলেন প্রধান রাজ

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক। ইত্যবসরে রাজপরিবার অপেক্ষা করছিল কামোসির কক্ষে, সবাই বিষণ্ন, মাথা নিচু করে রাখা, হতাশা ও দুঃখে চোখ অন্ধকার। তত্ত্বাবধায়ক সবকিছু প্রস্তুত করে তাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, "প্রভু, সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে।"

শরীরে তীরবিদ্ধ হবার মতো তাদের কানে প্রবেশ করল তত্ত্বাবধায়কের শব্দগুলো। তাঁদের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হলো, তারা মাথা তুলে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সবকিছুই কি আসলে সম্পন্ন হয়েছে ? বিদায়ের প্রহর কি উপস্থিত হয়েছে ? ফারাও, ঐশ্বর্যমণ্ডিত থেবস এবং অমর মিশরের প্রাসাদের যুগের অবসান কি এখানেই ? তারা কি আমেনহোটেপের স্তম্ভ, আমুন দেবতার মন্দির এবং শত ফটকের প্রাচীরের দৃশ্য এখন থেকে বিস্মৃত হবে ? আগামীকাল আপোফিসের জন্য ফটক উন্মুক্ত করে থেবস কি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে, যাতে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে নগরবাসীর জীবন ও মৃত্যুর অধীশ্বর হতে পারেন ? নির্দেশকরা কী করে হারিয়ে যেতে পারে, প্রভুরা কী করে পলাতক হতে পারে, বাড়িঘরের মালিক কী করে উদ্বাস্তু হতে পারে ?

কামোসি দেখতে পেলেন যে কেউ উঠছেন না, তখন তিনিই ধীরে উঠে প্রায় অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, "আমার পিতার কক্ষকে আমরা বিদায় জানিয়ে আসি।" পুরো পরিবার ভারি পায়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলল পরলোকগত রাজার কক্ষের দিকে এবং কক্ষের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। অনুমতি ছাড়া কীভাবে সার্বভৌমের পক্ষে প্রবেশ করবে অথবা কক্ষে শূন্যতা কীভাবে মোকাবেলা করবে, তারা তা জানে না। প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক হুর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন। তারা প্রবেশ করলেন, তাদের নিশ্বাস শুধু সাথে, তাদের দৃষ্টিতে কোমল ভালোবাসা। একে একে সবার দৃষ্টি পড়ছে কক্ষের বিশালতায়, বিলাসবহুল আসনে, জাঁকজমকপূর্ণ টেবিলে এবং তাদের চোখ স্থির হলো রাজার প্রার্থনার জায়গাটিতে, যেখানে আমুন দেবতার সামনে প্রণত অবস্থায় তার একটি মূর্তি। সকলে যেন দেখতে পাচ্ছেন সেকেনেনরা তার আসনে উপবিষ্ট, তাদের দিকে তাকিয়ে মধুর করে হাসছেন এবং তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বসতে। তারা অনুভব করছেন যে রাজার আত্মা তাদেরকে আবিষ্ট করে আছে এবং তাদের দুঃখপূর্ণ চেতনা স্বর্গে উন্নীত হয়েছে— একজন মা, একজন স্ত্রী এবং একজন পুত্রের স্মৃতি দীর্ঘনিশ্বাস ও অবিরল অশ্রুর ধারার মধ্যে মিশে যাচ্ছে।

কামোসি তার পিতার মূর্তি পানে এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন মূর্তির সামনে এবং মূর্তিতে চুম্বন দিয়ে একপাশে ফিরলেন। টেটিশেরিও মূর্তিটির কাছে গিয়ে তাতে চুমু দিলেন, যাতে মনে হলো যে তার হৃদয়ের সকল ব্যথার অংশীদার করছেন পুত্রকে। পুরো পরিবার রাজার মূর্তিকে বিদায় জানিয়ে বিষণ্নভাবে কক্ষ থেকে বের হয়ে এল।

www.pathagar.com

কামোসি দেখলেন, রাজ তত্ত্বাবধায়ক তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কী করবেন, হুর ?"

"প্রভু, আমার কর্তব্য হচ্ছে বিশ্বস্ত কুকুরের মতো আপনাকে অনুসরণ করা।"

যুবরাজ হুরের কাঁধে হাত রাখলেন এবং একসাথে গেলেন স্তম্ভশোভিত কক্ষে। সেনাপতি পেপি ও কামোসি পরিবারের সামনে। তারা স্তম্ভ সারির মাঝ দিয়ে হেঁটে উদ্যানে এলেন, যেখানে ভৃত্যরা মশাল হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং কয়েকজন পথ দেখিয়ে চলছে। ঘাটে ভিড়ানো জাহাজে তারা একজন একজন করে উঠলেন। বিদায়ের মুহূর্ত উপস্থিত হলো, তাদের সবার দৃষ্টি থেবসের উপর, যে নগরী শোকের চাদরে আচ্ছাদিত বলে তাদের মনে হলো। পেপি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নির্বাক হয়ে। কামোসি তার কাছে শেষ বিদায়ের জন্য এগিয়ে এলে তিনি আবেগজড়িত কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "প্রভু, নিজেকে এ অবস্থায় দেখার আগে যদি আমার মৃত্যু হতো। আপনি প্রভু আমুন ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত থেবসের পথ পরিভ্রমণ করবেন, এটিই আমার সান্ত্বনা হোক। আমি দেখতে পাচ্ছি যে বিদায়ের মুহূর্ত সত্যিই উপস্থিত হয়েছে। আপনি যান, দেবতা তার পরম ক্ষমাশীলতায় আপনাকে রক্ষা করুন এবং আপনার উপর তার সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। আমি আশা করি যে আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমার জীবন দীর্ঘ হবে, যাতে আমার দৃষ্টি আরেকবার থেবসের উপর পড়ে সুখী হতে পারে। বিদায় প্রভু, বিদায়।"

"বলুন— পুনরায় সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত বিদায়।"

"যথার্থ প্রভু ; আবার সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত।"

কামোসির হাতে চুম্বন করলেন পেপি। তখনো তিনি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন, যাতে তার অশ্রুতে যুবরাজের হাত সিক্ত না হয়ে যায়। এরপর তিনি টেটিশেরি, আহোটেপ, সেটকিমুস, আহমোসি ও নেফেরতারির হাতে চুমু দিলেন। সবশেষে তিনি হাত মিলালেন তত্ত্বাবধায়ক হুরের সাথে। সকলের উদ্দেশে মাথা নত করে জাহাজ থেকে বিদায় নিলেন।

উদ্যানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি লক্ষ করছেন জাহাজ যাত্রা শুরু করেছে পানিতে বৈঠার স্পর্শে। জাহাজের রেলিং ধরে সকলে তাকিয়ে আছেন থেবসের দিকে। পেপি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তার দেহ কাঁপছিল। রাতের অন্ধকারে জাহাজ দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। হৃদয়ের গভীর থেকে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। স্থান ত্যাগ করতে পর্যন্ত অক্ষম তিনি। নিজেকে তার এত একা লাগছে যে তিনি যেন গভীর কবরে জীবন্ত পতিত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরলেন, মন্থর পদক্ষেপে ফিরে

www.pathagar.com

এলেন প্রাসাদে। মুখে বিড়বিড় করছেন, "প্রভু, প্রভু ! আপনি কোথায় ? থেবসের বাসিন্দারা, তোমাদের মাথার উপর যখন মৃত্যু ঝুলছে তখন কীভাবে তোমরা ঘুমোচ্ছ ? জেগে উঠো ! সেকেনেনেরা মারা গেছেন এবং তার পরিবার পৃথিবীর আরেক প্রান্তে পালিয়ে গেছে, আর তোমরা ঘুমাচ্ছ ? জেগে উঠো ? প্রাসাদ মনিব শূন্য। থেবস তার রাজাকে বিদায় জানিয়েছে। আগামীকাল শত্রু দখল করবে এর সিংহাসন। কী করে তোমরা ঘুমে থাক। প্রাচীরের বাইরে অপেক্ষা করছে অপমান ও নিপীড়ন !"

একটি মশাল হাতে নিয়ে সেনাপতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রাসাদের শূন্য কক্ষগুলোতে ঘুরছিলেন। একপর্যায়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন সিংহাসনের সামনে এবং অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন প্রভু বিনা অনুমতিতে এখানে প্রবেশ করার জন্য।" মশালের আলোতে স্খলিত পদে দুই সারি আসনের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলেন এখানেই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। সিংহাসনের একেবারে কাছে গিয়ে তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং মেঝেতে চুম্বন করলেন। অতঃপর সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "সত্যিকার অর্থেই একটি চমৎকার ও অমর পৃষ্ঠা উল্টানো হয়েছে। আমরা আগামীকালের মৃতরা এই উপত্যকার সবচেয়ে সুখী মানুষ যারা আগে কখনো রাত দেখেনি। হে সিংহাসন, তোমাকে বলতে আমার দুঃখ হচ্ছে যে তোমার মালিক আর কখনো ফিরে আসবে না এবং তোমার উত্তরাধিকারী দূরের এক ভূখণ্ডে গেছেন। যেখানে আগামীকাল মিশরের দুর্দশা নির্ধারিত হবে, সেখানে তোমাকে থাকতে দেব না আমি। আপোফিস কখনো তোমার উপর বসতে পারবে না। তোমার প্রভু যেমন হারিয়ে গেছে, তুমিও অনুরূপ হারিয়ে যাও।'

পেপি সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাসাদরক্ষীদের তলব করে সিংহাসনটি প্রাসাদ থেকে অপসারণ করে অন্য কোনো স্থানে নিরাপদে রাখতে।

তেরো

সৈন্যরা সিংহাসনটি বহন করে বড় একটি গাড়িতে উঠালেন। সেনাপতি গাড়ির সামনে অবস্থান নিয়ে আমুন দেবতার মন্দিরে গেলেন এবং সৈন্যরা সিংহাসন আবার বয়ে সেনাপতিকে অনুসরণ করল। পুরোহিতরা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল পবিত্র কক্ষে। রাজার মৃতদেহ রাখা পালকি ঘিরে দাঁড়াল পুরোহিত ও সৈন্যরা। সিংহাসনটি রাখল পালকির পাশে। পুরোহিতদের চোখে বিস্ময়, যারা ঘটনা সম্পর্কে কিছু আঁচ করতে পারছেন না। পেপি সৈন্যদের চলে যেতে বলে

www.pathagar.com

প্রধান পুরোহিতকে নিয়ে আসতে বললেন। একজন পুরোহিত অল্প সময়ের জন্য বাইরে গিয়ে প্রধান পুরোহিতকে অনুসরণ করে ফিরে এল। প্রধান পুরোহিত পরিস্থিতির ভয়াবহতা আন্দাজ করতে পেরেছেন, সেনাপতির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে স্বভাবসুলভ শান্ত কণ্ঠে বললেন, "শুভ সন্ধ্যা, সেনাপতি।"

পেপি তার সম্ভাষণের উত্তর দিয়ে বললেন, "পবিত্র আত্মা, আমি কি আপনার সাথে একান্তে কথা বলতে পারি ?" অন্য পুরোহিতরা সেনাপতির কথা শুনতে পেরেছেন, তারা তাদের কৌতূহল সত্ত্বেও দ্রুত কক্ষ পরিত্যাগ করলেন। প্রধান পুরোহিত পালকি ও সিংহাসন দেখতে পেলেন, তার চেহারায় হতাশা ফুটে উঠল এবং সেনাপতিকে বললেন, "গাড়িতে করে কী বয়ে আনা হয়েছে ? পালকিতে কী আছে এবং রাতের বেলায় আপনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে এসেছেন কেন ?"

সেনাপতি উত্তর দিলেন, "আমার কথা শুনুন, পবিত্র আত্মা। বিলম্ব করে অথবা আমাদের পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে কোনোকিছু পাবার আশা নেই। কিন্তু আপনাকে আমার কথা শুনতে হবে, যাতে আমি আমার সব কথা জানিয়ে কর্তব্য পালনের জন্য ছুটে যেতে পারি। যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তা চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে, সেই বেদনাপূর্ণ ও মহিমান্বিত যুদ্ধ। বিস্ময়ের কিছু নেই যে আমরা মিশরের মুক্তির যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। আমাদের সার্বভৌম শাসক দেশ রক্ষার যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন। জঘন্য হাত তার পবিত্র দেহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, আমাদের রাজ পরিবার থেবস ছেড়ে চলে গেছেন এবং থেবসবাসী যখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবে তখন তারা রাজা বা তার ঐশ্বর্য দেখতে পাবে না। মহামহিম, এখন প্রায় মধ্যরাত এবং কর্তব্য আমাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করেছে। এই পালকিতে আমাদের রাজা সেকেনেনরার মরদেহ শায়িত এবং তার মুকুট ও সিংহাসন এখানে। এটি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য, যার দায়িত্ব আমি আপনার উপর ন্যস্ত করছি, আমুনের মহান পুরোহিত। আপনি এই মরদেহ ও ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলো নিরাপদ স্থানে রাখবেন। থেবসের পুরোহিতের কখনো মৃত্যু হবে না।"

প্রধান পুরোহিত এত উত্তেজিত যে তিনি সেনাপতির কথায় বাদ সাধতে পারতেন, কিন্তু সেনাপতি তাকে সে সুযোগ না দেয়ায় তিনি প্রস্তরবৎ নীরবতায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেন তিনি তার সকল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছেন। পেপি আবার বললেন, 'মহামহিম পুরোহিত, আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি প্রভুর নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং আমি আস্থাশীল যে আপনি এই পবিত্র জিনিসগুলোর প্রতি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।"

সেনাপতি তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাজ পালকির উপর দৃষ্টি স্থির করে অবনত হয়ে মরদেহ আবৃতকারী চাদরের উপর ঠোঁট স্পর্শ করে সোজা হয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়ালেন এবং সামরিক কায়দায় সালাম দিলেন। তিনি কয়েক পা পিছু হটলেন, তার চোখের পানিতে পালকি আড়াল হয়ে গেছে। তিনি পিছন ফিরে দ্রুত মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তিনি জানেন এখন তার সৈন্যদের সাথে যোগ দেয়া, যাতে তিনি তাদের সাথে শেষ হামলায় অংশ নিতে পারেন তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। কিন্তু কর্তব্য চিন্তা তাকে তার পরিবার— স্ত্রী এবানা ও শিশুপুত্র আহমোসির কথা ভুলিয়ে দিতে পারেনি। তারা থেবসের উপকণ্ঠে তার কৃষি খামারে অন্যান্য আত্মীয়ের সাথে একত্রে বাস করে। রাতের অবশিষ্ট সময়ে তার পক্ষে খামার পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়, আর তিনি যদি তা করেন তাহলে সৈন্যদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারবেন না এবং সৈন্যরা ধরে নেবে যে তিনি পালিয়ে গেছেন। এবানা ও আহমোসির উপর বিদায়ের দৃষ্টি না ফেলেই তাকে জীবন শেষ করতে হবে। তার বুকের উপর আরো একটি বিষয় গুরুতরভাবে চেপে বসেছে। নিজেকে তিনি বললেন, "পশুপালকেরা কি তার জমির মালিকদের নিজ নিজ জমিতে রাখবে, অথবা শুধু তাদেরকেই রাখবে যারা তাদেরকে সম্পদ দিতে পারবে ? আগামীকাল মালিকদের রাস্তায় বের করে দেয়া হবে অথবা নিজ নিজ বাড়িতে হত্যা করা হবে এবং সেই ডামাডোলে এবানা ও আহমোসিকে দেখার মতো কেউ থাকবে না।" দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি মানসিক টানাপড়েনের মধ্যে থাকলেন। হৃদয় তাকে টানছে বাড়ি ও পরিবারের দিকে, আর ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা টানছে অন্যদিকে। বিষাদে গভীর নিশ্বাস ছেড়ে তিনি মনে মনে বললেন, "ঠিক আছে, তাহলে আমি একটি চিঠি লিখছি।" তিনি রথের উপর একটি কাগজ বিছিয়ে এবানাকে লিখলেন তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, দেবতার কাছে তার ও পুত্রের নিরাপত্তার আশীর্বাদ কামনা করে। এর পর তিনি পুরো পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন যে সেনাবাহিনী ও রাজার ভাগ্যে কী ঘটেছে এবং তাকে জানালেন যে রাজপরিবার অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশে চলে গেছে (তিনি সতর্কতার কারণে নুবিয়ার নাম উল্লেখ করলেন না) এবং তাকে পরামর্শ দিলেন যতটা সম্ভব সম্পদ গুছিয়ে পুত্র, পরিবার ও প্রতিবেশীদের নিয়ে থেবসের বাইরে পালিয়ে যেতে অথবা দরিদ্র কোনো এলাকায় বাস করতে, যাতে তার পক্ষে সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা করা সম্ভব হয় এবং তাদের সাথে ভাগ্য বরণ করে নিতে পারে। চিঠির শেষাংশে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে আশীর্বাদ জানালেন এই বলে, "আমরা নিশ্চিতই মিলিত হব এবানা, এখানে অথবা পরলোকে।" চিঠি তিনি তার রথচালকের হাতে দিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এর পর তার রথে লাফ দিয়ে উঠে আমুন দেবতার মন্দির ও ঘুমন্ত নগরীর উপর দৃষ্টি ফেলে হৃদয়ের গভীর থেকে বলে উঠলেন, "হে দেবতা, তোমার নগরীকে নিরাপদে রেখো ! বিদায় থেবস !"

ঘোড়াকে ইশারা করা মাত্র রথবাহী ঘোড়া ছুটে চলল উত্তরের দিকে।

www.pathagar.com

চৌদ্দ

মধ্যরাতের পর সেনাপতি পেপি শিবিরে পৌঁছলেন। ক্ষতবিক্ষত সেনাবাহিনী ঘুমে নিমগ্ন ; তিনি নিজ তাঁবুতে গিয়ে বিছানায় ক্লান্ত শরীর ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, "সামান্য সময় বিশ্রাম করে নিই, যাতে সেকেনেনরার বাহিনীর সেনাপতির তুল্য মৃত্যুবরণ করতে পারি।" এবং চোখ বন্ধ করলেন। অবাধ্য ভাবনা তার ও নিদ্রার মধ্যে পুরু পরদা টেনে দিয়েছে। আগের দিন যুদ্ধে যে ভয়ংকর দৃশ্যগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন সেগুলো তার সামনে ভেসে উঠছে। তিনি দেখছেন তীরন্দাজরা রথবাহিনীর মোকাবেলা করছে সেগুলো তাদের উপর হামলা চালাচ্ছে বন্যার তোড়ের মতো। তার প্রভু সেকেনেনরা ভূপাতিত হয়েছেন, শরীর এক পাশে বর্শাবিদ্ধ। কামোসি রাগে কাঁপছেন, এর পর দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। টেটিশেরির পুরনো হৃদয়ে আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি আর্তনাদ করে উঠছেন। এবানা ও আহমোসির কাছ থেকে বিদায় নিতে চিঠি লেখা এবং দক্ষিণ দিগন্তের উপর মেঘের ঘনঘটা। ভাবনাগুলো যেন একত্রে একটি তরঙ্গের মতো উঠে তা আছড়ে পড়ছে। এক সময় নিদ্রা তার চোখের পাতাকে ভারি করল।

ভেরীর শব্দে ভোরে তার নিদ্রা ভঙ্গ হলো। ক্লান্তি, দুর্বলতা ও নিদ্রার ঘাটতি সত্ত্বেও অদ্ভুত শক্তি অনুভব করলেন তিনি। তাঁবু ত্যাগ করলেন সেনাপতি এবং শিবির জুড়ে তৎপরতা দেখতে পেলেন। সৈন্যরা তার দিকে আসছে এবং উষ্ণতার সাথে অভিবাদন জানাচ্ছে। তার অনুপস্থিতিতেও সৈন্যরা নিশ্চেষ্ট ছিল না। একজন বলল, "আমরা আহতদের দুটি নৌকায় উঠিয়ে থেবসে পাঠিয়ে দিয়েছি, যারা সামান্য আহত তাদেরকেও পাঠিয়েছি, যাতে তারা নগর প্রাচীর রক্ষাকারীদের সাথে যোগ দিতে পারে। আত্মসমর্পণের উপযুক্ত শর্ত নিয়ে দরকষাকষি করতে অবশ্যই প্রাচীর রক্ষা করতে হবে।"

আরেকজন উৎসাহে বলে উঠল, "আমরা দক্ষিণের লোকজন সংকট মুহূর্তে জীবনের প্রতি সামান্য মনোযোগ দিয়ে থাকি। আমাদের মধ্যে এমন একজন লোকও নেই, শেষ যুদ্ধ লড়ার জন্য যার ধৈর্য ফুরিয়ে যাচ্ছে না।"

তৃতীয়জন বলল, "যেখানে আমাদের রাজার পবিত্র রক্ত ঝরেছে সেই পবিত্র স্থানে জীবন উৎসর্গ করতে আর কত বিলম্ব হবে ?"

পেপি তাদের আগ্রহের প্রশংসা করে থেবসের ঘটনাবলি তাদেরকে বললেন। কিন্তু রাজপরিবার কোন দিকে অগ্রসর হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানালেন না। এ সংবাদ তাদেরকে বিষণ্ন করলেও তারা নতুন রাজা কামোসির উদ্দেশে ধ্বনি তুলল। যুবরাজ আহমোসি ও রানিমাতা টেটিশেরির জন্য প্রার্থনা করল।

রাতের ছায়া কেটে উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠেছে পূর্ব দিগন্তে। মৃত্যুর যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সৈন্যরা নিজেদের সজ্জিত করল। পশুপালকদের রাজা ভালোভাবে

www.pathagar.com

উপলব্ধি করেছেন যে সেকেনেনরার মৃত্যুর পর মিশরের বাহিনীর কী অবস্থা হয়েছে। তিনি অবশিষ্ট সৈন্যের উপর আচমকা হামলা চালাতে চান, যার প্রতিরোধ করা মিশরীয় বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। রথ ও তীরন্দাজ বাহিনী প্রস্তুত আপোফিসের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ানো সামান্য কিছু সৈন্যের উপর হামলা চালানোর জন্য। দুই পক্ষ নিকটবর্তী হলে যুদ্ধ শুরু হলো। সাগর যেন আছড়ে পড়েছে শান্ত, ক্ষীণ ঝরনার উপর। আপোফিসের বাহিনী মিশরের বাহিনীকে প্রায় বেষ্টনীর মধ্যে এনে ফেলেছে এবং মৃত্যুর চক্র ঘুরতে শুরু করেছে। সাহসিকতা ও বীরত্বের সকল দিক দিয়ে মিশরীয়রা মোকাবেলা করলেও দ্রুত তাদের পতন ঘটতে লাগল। প্রতিপক্ষের ঘোড়ার পায়ের নিচে দলিত মথিত হতে লাগল থেবসের বীর সৈনিকদের মৃতদেহ। পেপির মনে হয়েছিল যে শিগগিরই যুদ্ধের অবসান ঘটবে, বিশেষ করে তিনি যখন দেখতে পেলেন যে তার সেনাপতি ও কর্মকর্তারা ভূপাতিত হচ্ছে। তিনি দেখলেন, তার ডান অংশ প্রায় নিঃশেষিত এবং শত্রুবাহিনী তাদেরকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যত মহৎভাবে সম্ভব নিজের জীবনের সমাপ্তি ঘটানোর। তিনি প্রতিপক্ষ বাহিনীর উপর চোখ ঘুরিয়ে তা স্থির করলেন যেখানে আপোফিস ও তার সেনাপতিদের উপর হিকসস পতাকা উড়ছিল। সন্দেহ নেই যে ওই লোকগুলোর মধ্যেই সেকেনেনরার ঘাতকও রয়েছে। পতাকাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে তিনি রক্ষীদের নির্দেশ দিলেন তার পিছনের দিক রক্ষা করতে। রথচালককে নির্দেশ দিলেন সামনে অগ্রসর হতে। এটি আকস্মিক একটি উদ্যোগ ছিল, যা শত্রু বাহিনী আশা করেনি। যারা পেপির পথে বাধা হতে চেয়েছিল, তিনি তাদের সকলকে এড়িয়ে তীর ছুড়তে ছুড়তে আপোফিসের নিকট থেকে নিকটতর হতে সক্ষম হলেন। প্রতিপক্ষের প্রধানরা ভয় ও রাগে চিৎকার করতে লাগল। পেপি ও তার সঙ্গীরা লড়ছিল মৃত্যুর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে। মৃত্যু দীর্ঘক্ষণ তাদের প্রতীক্ষায় ছিল। আপোফিসের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে ফেলেছেন পেপি, কিন্তু অচিরেই তিনি নিজেকে দেখতে পেলেন পরিবেষ্টিত অবস্থায়। অশ্বারোহী ও পদাতিকরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ভয়ংকরভাবে লড়লেন তিনি, তার মুখ, গলা ও দেহের অন্যান্য অংশ দিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ তার দেহে জীবন আছে শত্রু সৈন্যরা উপর্যুপরি তার উপর আঘাত হানছে সব ধরনের অস্ত্র দিয়ে। হিংস্র কুকুরের মতো ছিন্নভিন্ন করছে তার দেহ। সেকেনেনরা যেমন পতিত হয়েছিলেন ঠিক একইভাবে পতন ঘটল সেনাপতি পেপির। তার প্রচণ্ড আক্রমণে আপোফিসের বাহিনী কিছু সময়ের জন্য হলেও কম্পিত হয়েছিল। মাঠের লড়াই শেষ হয়েছে এবং মিশরীয়রা তাদের অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করছে। আপোফিস তার সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন যে সৈনিক তার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা বেষ্টনী ভেদ করেছিল তার মৃতদেহের কাছ থেকে পিছু হটার।

www.pathagar.com

রথ থেকে তিনি অবতরণ করলেন এবং মৃতদেহটি পর্যন্ত গিয়ে দেখলেন তার শরীরের প্রতিটি অংশে সজারুর কাঁটার মতো তীর বিদ্ধ হয়েছে। তিনি মাথা নেড়ে হাসলেন এবং তাকে ঘিরে রাখা লোকদের বললেন, "আমাদের সাহসী লোকদের উপযুক্ত মৃত্যু হয়েছে তার।"

পনেরো

অন্য যেকোনো দিনের মতোই থেবস জেগে উঠল, ভাগ্যের ললাটে কী লিখা আছে সে সম্পর্কে কোনো কিছু না জেনেই। গ্রামবাসীদের আবির্ভাব ঘটল, যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহতদের বয়ে আনছিল। লোকজন তাদের ঘিরে ধরল এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। চাষিরা তাদের জানাল যে প্রকৃত ঘটনা কী। তাদেরকে বলল, সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে এবং ফারাও নিহত হয়েছেন এবং তার পরিবার অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গেছে। জনতা স্তব্ধ হয়ে শঙ্কা ও অবিশ্বাসের দৃষ্টি বিনিময় করল। নগরীতে খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গোলযোগ ও কোলাহলে পূর্ণ হলো চারদিক। লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে রাজপথ ও বাজারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারা সরকারি দফতর ও আমুনের মন্দিরে সমবেত হতে লাগল তাদের নেতাদের কথা শুনতে ও সান্ত্বনা পেতে। অভিজাত ও বিত্তবান, যারা খামার ও বিলাসবহুল প্রাসাদের মালিক তারা আতঙ্কিত হয়ে দলে দলে পালাতে শুরু করল দক্ষিণের দিকে এবং দরিদ্র এলাকায় নিজেদের আড়াল করতে।

আরো দুঃখজনক খবর এল— গেসই ও শানহুর শহরের পতন ঘটেছে এবং পশুপালকদের বাহিনী থেবসকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে ধেয়ে আসছে। মন্ত্রী ও পুরোহিতবৃন্দ এবং তিরিশ জন বিচারক আমুন মন্দিরের স্তম্ভশোভিত কক্ষে সমবেত হয়ে আলোচনা করলেন। সকলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন এবং অনুভব করছেন যে পতন অতি নিকটে এবং প্রতিরোধ প্রচেষ্টা অর্থহীন। তবুও তারা শর্তহীন আত্মসমর্পণের পক্ষে নন, তাদের বিশ্বাস যে তারা নগরীর দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে থাকতে পারবেন নগরবাসীদের রক্তপাত না ঘটানোর প্রতিশ্রুতি আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী উসের আমুন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখতে অসমর্থ হয়ে সকলের উদ্দেশে বললেন, "থেবস কখনো আত্মসমর্পণ করতে পারে না। থেবসের প্রাচীরে ফাটল ধরানো যাবে না এবং প্রাচীর যদি হুমকির সম্মুখীনও হয়, তাহলে আমরা নগরীতে আগুন ধরিয়ে দেব। আমরা আপোফিসের জন্য এমন কিছু রাখব না, যা দ্বারা তিনি লাভবান হতে পারেন।"

www.pathagar.com

ক্রুদ্ধ উসের আমুন হাত নেড়ে কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু অন্যেরা তার ধারণার সাথে সম্মতি প্রকাশ করল না। প্রধান পুরোহিত নোফের আমুন বললেন, "থেবসের জনগণের জীবনের জন্য আমরা দায়িত্বশীল। নগরী ধ্বংস হলে হাজার হাজার মানুষ তাদের বাড়িঘর হারাবে এবং ক্ষুধা ও দুর্দশার মধ্যে কাটাবে। আমরা যদিও যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে ও ধ্বংস নিয়ন্ত্রণে রাখা।"

ইতিমধ্যে পশুপালকদের বাহিনী নগরীর উত্তর প্রাচীরে হামলা শুরু করেছে। রক্ষীরা সাহসিকতার সাথে তাদের প্রতিরোধ করছে এবং দু পক্ষেই প্রচুর হতাহত হচ্ছে। মন্ত্রীবর্গ প্রাচীর পরিদর্শন করলেন এবং প্রতিরোধের ব্যাপারে আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু শত্রু শক্তি বৃদ্ধি করে, বিশেষ নৌসেনা বাড়িয়ে যুদ্ধের গতি তাদের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করল। ভয়াবহ যুদ্ধে মিশরীয় নৌবাহিনী কাবু হয়ে পড়লে পশুপালকদের নৌবাহিনী থেবসের পশ্চিমাংশে অবরোধ গড়ে তুলল এবং বহু সৈন্য নগরীর দক্ষিণ দিকেও অবতরণ করল। এভাবে নগরীর অবরোধ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলল। তারা উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিক থেকে ভয়াবহ আক্রমণ চালিয়ে নগরীকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার হুমকির মুখোমুখি নিয়ে গেল। একটি অনিবার্য বিপর্যয় এড়াতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া নেতৃবৃন্দ আর কোনো বিকল্প দেখতে পেলেন না। তারা একজন কর্মকর্তাকে পাঠালেন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের আগে শর্ত আলোচনা করার জন্য নগরী থেকে একজন দূত প্রেরণের অনুমতি লাভের জন্য। কর্মকর্তা তাদের সম্মতি নিয়ে ফিরে এল এবং সকল দিকের প্রাচীরে যুদ্ধ বন্ধ হলো। নেতৃবৃন্দ তাদের দূত হিসেবে নির্বাচন করলেন আমুন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নোফের আমুনকে।

অনিচ্ছুকভাবে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নোফের আমুন রথে আরোহণ করে পশুপালকদের শিবির পানে চললেন ভগ্নহৃদয়ে ও চোখ নিচু করে। পথিমধ্যে তিনি বহু সৈন্য দেখলেন সারিবদ্ধ হয়ে আছে তাদের শক্তি, ঔদ্ধত্য ও অহমিকা নিয়ে। তিনি কিছু কর্মকর্তাকে দেখলেন, যারা তার অপেক্ষায় ছিল। তাদের নেতৃত্বে খর্বাকৃতির ঘন দাড়িবিশিষ্ট লোককে, দেখে প্রধান পুরোহিত চিনতে পারলেন যে এটিই দূত খায়ান, যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যের বার্তা বয়ে এনেছিল এবং এখন থেবসের ধ্বংস এনেছে। চোখের কোনা দিয়ে নোফের আমুনকে দেখে এবং তাকে শুভেচ্ছা না জানিয়ে খায়ান বললেন, "পুরোহিত, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনার যুবরাজের দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের কোথায় নিয়ে গেছে ? আপনি তো উত্তেজিত হয়ে চমৎকার ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি যুদ্ধ করতে পারেননি এবং আপনাদের রাজ্য চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে।"

খায়ান কোনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে আপোফিসের তাঁবুর পানে এগিয়ে গেলেন। নোফের আমুন দেখলেন তাঁবুটি পর্দা দ্বারা শোভিত, যার সামনে

www.pathagar.com

শ্মশ্রুমণ্ডিত শ্বেতকায় রক্ষীরা প্রহরায় নিয়োজিত। অনুমতি লাভের পর তিনি ভিতরে প্রবেশ করে ফারাও পোশাক ও মিশরের দ্বৈত মুকুট মাথায় পরিহিত আপোফিসকে দেখতে পেলেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসহ তার চেহারা আতঙ্ক সৃষ্টিকর। গাত্রবর্ণ লালচে মিশেলে শ্বেতকায় এবং সুন্দর দীর্ঘ দাড়ি। তিনি বসে আছেন তার সেনাপতি, তত্ত্বাবধায়ক, উপদেষ্টা পরিবৃত হয়ে। প্রধান পুরোহিত মাথা অবনত করে আপোফিসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তার নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন নীরবে। রাজা ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললেন, "স্বাগতম, আমুনের পুরোহিত। আজকের পর মিশরে আর কখনো যার প্রার্থনা হবে না।"

পুরোহিত এ কথা মানেন না, অতএব তিনি নীরবতা বজায় রাখলেন। রাজা সশব্দে হেসে তাকে ঘৃণার সাথে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি আমাদের কাছে এসেছেন আপনাদের শর্ত সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে ?"

নোফের আমুন উত্তর দিলেন, "তা নয়, আমি বরং এসেছি আপনার শর্তগুলো শুনতে। আমি এসেছি জনগণের নেতা হিসেবে, যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে এবং তাদের শাসককে হারিয়েছে। আমার শুধু একটি অনুরোধ আছে যে আপনি জনগণের রক্তপাত ঘটাবেন না, যারা অস্ত্র তুলে নিয়েছিল শুধু নিজেদের রক্ষার জন্য।"

রাজা তার বিশাল মাথা নাড়িয়ে বললেন, "পুরোহিত, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাই আপনার জন্য কল্যাণকর হবে। হিকসসদের আইন দিন বা বংশের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। এটি চিরদিনের জন্য যুদ্ধ ও ক্ষমতার পথ ও পদ্ধতি। আমরা শ্বেতকায়, আপনারা কালো। আমরা মনিব, আপনারা চাষা। সিংহাসন, সরকার ও হুকুম আমাদের। আপনার লোকদের বলুন যে, আমাদের ভূমিতে যারা কাজ করবে তারা দাস হিসেবে পারিশ্রমিক পাবে, আর যারা তা পারবে না, তারা অন্য যেকোনো রাজ্যে তাদের ইচ্ছামতো চলে যেতে পারে। এবং তাদেরকে আরো বলে দিন, আমার একজন লোকেরও যদি কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে আমি একটি পুরো শহরে রক্তপাত ঘটাব। আর আপনি যদি চান যে সেকেনেনরার পরিবার ছাড়া আর কারো রক্তপাত করব না, তাহলে আপনার মনিবদেরকে খেবসের চাবি হাতে আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসতে বলুন। এছাড়া পুরোহিত, আপনাকে বলছি যে আপনার মন্দিরে ফিরে গিয়ে চিরদিনের জন্য এর দরজা বন্ধ করে দিন।"

আপোফিস বৈঠক আর দীর্ঘায়িত করতে আগ্রহী নন এবং তিনি উঠে দাঁড়ালেন এটা বুঝাতে যে বৈঠক শেষ হয়েছে। প্রধান পুরোহিত পুনরায় কুর্নিশ করে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

থেবস তার পানপাত্রের তলানিসহ পান করে ফেলেছে। মন্ত্রী ও বিচারকবৃন্দ নগরীর চাবি নিয়ে আপোফিসের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন। থেবসের দরজা উন্মুক্ত হলো এবং আপোফিস তার বিজয়ী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। সেদিনই আপোফিস যেকোনো লোকের দ্বারা থেবসের শাসকের পরিবারের সদস্যদের জীবন বিনাশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে মিশর ও নুবিয়ার সীমান্ত বন্ধ করার আদেশ দিলেন। অতঃপর মহা জাঁকজমকের সাথে তিনি বিজয় উৎসব পালন করলেন এবং দক্ষিণের ভূমি ও সম্পদ নিজের লোকদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

www.pathagar.com

দশ বছর পর

এক

অন্ধকারের মেঘ কেটে গিয়ে ভোরের ঘুমন্ত নীলের প্রকাশ ঘটল দিগন্তে। নীল নদের উপরিভাগ প্রথম আলোর মৃদুমন্দ বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছে। এক সারি জাহাজ নদীর ভাটি বেয়ে মিশরের সীমান্ত হয়ে উত্তরদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজের নাবিকেরা নুবিয়ান, আর তাদের দুজন অধ্যক্ষ, যারা প্রথম জাহাজটির সামনের ডেকে উপবিষ্ট, তারা মিশরীয়। তাদের বাদামি চেহারা ও সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য দেখেই তা বোঝা যায়। প্রথম জন তরুণ, বয়স বড় জোর বিশ বছর, বেশ দীর্ঘ, সরু দেহ, দর্শনীয় আকৃতি এবং সুদৃঢ় প্রশস্ত বুক। তার গোলগাল মুখে যৌবনের লালিমা ও সৌন্দর্যে ভরা, তার কালো চোখে পবিত্রতা ও মার্জিত ভাব। তার সুন্দর, খাড়া নাক দেখে শক্তি ও সামঞ্জস্যপূর্ণতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এটি এমন একটি মুখ, যাকে প্রকৃতি তার নিজস্ব রূপ ও সৌন্দর্য সমভাবে অর্পণ করেছেন। তার পরনে ধনী বণিকের পোশাক, একহারা শরীর দামি আলখিল্লা দিয়ে মোড়ানো, যা তার গঠনের সাথে চমৎকারভাবে মানিয়েছে। তার সঙ্গী ষাটোর্ধ্ব বয়সের একজন লোক, কিছুটা দুর্বল ও খাটো, লক্ষণীয়, উঁচু কপাল। তার চেহারায় শান্ত সমাহিত একটি ভাব, যা বার্ধক্যে দেখা যায় এবং তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু জাহাজের বয়ে আনা পণ্যের চেয়ে বরং স্বয়ং তরুণটি এবং জাহাজ সারি যখন সীমান্তের অতি নিকটে তখন তারা আসন ছেড়ে গলুই-এর কাছে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে কামনাময় চোখে তাকাচ্ছিলেন। উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় তরুণ প্রশ্ন করল, "আপনি কি মনে করেন যে আমরা মিশরের মাটিতে পা রাখব ? আমাকে বলুন, আমরা কী করতে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "আমরা এখানে জাহাজ নোঙর করব এবং নৌকাযোগে একজন দূতকে সীমান্তে পাঠাব সামনের পথের খোঁজ নিতে, যা সে জেনে নেবে সোনার টুকরার বিনিময়ে।"

"সব কিছু নির্ভর করবে ঘুষ নেয়ার ব্যাপারে তাদের খ্যাতি এবং সোনার প্রতি লোভের উপর। কিন্তু আমাদের আশা যদি নিরাশায় পর্যবসিত হয়... ।"

www.pathagar.com

তরুণ কথা বন্ধ করল, তার চোখে উদ্বেগ। বৃদ্ধ লোকটি বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এসব লোকের কাছে মন্দ ছাড়া আর কোনো কিছু আশা করে না, তার আশা সে কারণে হতাশ হতে পারে না।"

জাহাজ তীরমুখী হলো এবং অন্য জাহাজগুলোও প্রথমটিকে অনুসরণ করে নোঙর ফেলল। তরুণ নিজেকে জাহাজগুলোর প্রতিনিধি বিবেচিত হতেই পছন্দ করল। সে এত উত্তেজিত ও সংকল্পবদ্ধ যে বৃদ্ধ লোকটি তাকে বাধা দিল না। তরুণ একটি নৌকায় উঠে, পেশিবহুল হাতে দাঁড় টেনে জাহাজ ছেড়ে সীমান্তের দিকে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ লোকটি তাকে লক্ষ করে একাগ্রতার সাথে বললেন, "হে প্রভু আমুন, তোমার এই ছোট্ট পুত্র এক মহৎ উদ্দেশে তোমার রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি চায়, তোমার কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করতে চায়, তোমার নামকে মহিমান্বিত ও তোমার পুত্রদের মুক্ত করতে চায়। তাকে সাহায্য করো, প্রভু। তাকে বিজয় দান করো এবং নিরাপদে রাখো।"

তরুণ জোরে দাঁড় টানছে। তার পিছন দিকেই তার লক্ষ্য, সে জন্য বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে। তার বুকে জ্বলছে আকাঙ্ক্ষার আগুন। সে এগিয়ে যাচ্ছে, তার দেশের বাতাস যেন নতুন আস্বাদ লাভ করছে, যার প্রতি তার হৃৎপিণ্ড সাড়া দিচ্ছে প্রবলভাবে স্পন্দিত হয়ে। একবার যখন সে পিছনে ফিরেছে, তখন তার চোখে পড়ল একটি টহল নৌকা উজানে আসছে তার দিকে এবং এটা সুস্পষ্ট যে তাকে বাধা দিতে। সে উপলব্ধি করল যে সীমান্ত রক্ষীরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসছে। টহল নৌকার কাছে সে তার নৌকাটি ভিড়াল। রক্ষীদের কর্মকর্তা তাকে প্রশ্ন করল, "তুমি এখানে কী করছ ? সংরক্ষিত ও নিষিদ্ধ এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছ ?"

টহল নৌকার গায়ে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তরুণ চুপ ছিল। এরপর শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে রক্ষী কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং বলল, "সেথ দেবতা আপনার সহায় হোন, সাহসী কর্মকর্তা ! আমি মূল্যবান কিছু পণ্য নিয়ে আপনার দেশে এসেছি।"

কর্মকর্তা ভুরু কুঁচকে রুক্ষভাবে বলল, "আহম্মক, এখান থেকে চলে যাও। তুমি কি জানো না যে গত দশ বছর যাবৎ এ পথ বন্ধ ?"

সুদর্শন যুবক বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "তাহলে আমার মতো একজন লোক, যে মূল্যবান জিনিসপত্র সংগ্রহ করে মিশরের মহান ফারাও এবং তার দেশের লোকদের জন্য এনেছে, তার উপায় কী হবে ? আপনি কি আমাকে বিগার মহান শাসনকর্তার সাথে আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন ?"

কর্মকর্তা আরো রুক্ষভাবে বলল, "তোমার জীবন থাকতে, তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে চলে যাও, তা না হলে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, সেখানেই পুঁতে ফেলা হবে।"

www.pathagar.com

যুবক তার আলখিল্লার ভিতর থেকে একটি ছোট্ট থলে বের করল, যা সোনার টুকরায় ভরতি, সেটি ছুড়ে দিল কর্মকর্তার পায়ের কাছে এবং বলল, "আমাদের দেশে আমরা উপঢৌকন দিয়ে দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আপনি আমার শুভেচ্ছা ও অনুরোধ গ্রহণ করুন।"

লোকটি থলে খুলে আঙুল দিয়ে সোনার টুকরা তুলল। তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল এবং সামনে পিছনে তাকিয়ে তরুণের উপর দৃষ্টি স্থির করল। সে তার মাথা নাড়ল, যেন নিজের বিস্ময় আড়াল করতে অক্ষম এবং তার সিদ্ধান্তটি জানাতে পুনরায় বললেন, "মিশরে কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু তোমার সৎ উদ্দেশ্য সেই নিষেধাজ্ঞা তোমার উপর থেকে রহিত করতে পারে। ঠিক আছে, আমার সাথে দ্বীপের শাসনকর্তার কাছে চলো।"

তরুণ আনন্দিত হলো এবং তার নৌকায় আবার বসে জোরে দাঁড় টানতে লাগল বিগার দিকে। প্রথমে টহল নৌকাটি নোঙর ফেলল, এরপর তরুণের নৌকা। সে অত্যন্ত যত্নে ও ভালোবাসায় তীরে পা ফেলল, যেন খাঁটি ও পবিত্র কোনোকিছুর উপর পা রাখছে। রক্ষী কর্মকর্তা তাকে বলল, "আমাকে অনুসরণ করো।" এবং সে তার পদক্ষেপ অনুসরণ করল। অনেক চেষ্টা করেও সে তার আবেগ দমন করতে পারছিল না। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত লাফাচ্ছিল। তার অনুভূতি এত উন্মত্ত হয়ে উঠল যে সে নিজেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছে। সে মিশরীয় ভূখণ্ডে ! মিশরের কত চমৎকার স্মৃতি যে ধারণ করে আছে, অপূর্ব সব দৃশ্য তার মনে ভাসছে এবং কত সুখস্মৃতি ! হৃৎপিণ্ডকে কোমল বাতাসে পরিপূর্ণ করতে তাকে একা ছেড়ে দিলেই সে ভালো অনুভব করত এবং সে পছন্দ করত এর ধূলি গালে ঘষতে। সে মিশরে উপনীত হয়েছে।

কর্মকর্তার অচেনা কণ্ঠ তাকে স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনল। কণ্ঠটি আবার তাকে বলছিল, "আমাকে অনুসরণ করো !" এবং সে দেখল যে দ্বীপের শাসনকর্তার প্রাসাদের সামনে উপনীত হয়েছে। লোকটি ভিতরে প্রবেশ করল এবং সে তাকে অনুসরণ করল, চারদিক থেকে তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রতি কোনো মনোযোগ না দিয়ে।

দুই

তাকে অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলে রক্ষী কর্মকর্তা তার আগে আগে গেল। এটি সেই স্থান, যেখানে দ্বীপের শাসনকর্তা সেইসব লোকদের স্বাগত জানান, যাদের অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয় সোনার বিনিময়ে। যুবক অগ্রসর

www.pathagar.com

হতে হতে শাসককে দেখে নিল। পুরু দীর্ঘ দাড়ি, তীক্ষ্ণ আয়ত চোখ, নৌকার পালের মতো বাঁকা দর্শনীয় নাক তার। শাসনকর্তা অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখলেন। যুবক পরম শ্রদ্ধার সাথে তার সামনে অবনত হলো এবং অত্যন্ত মার্জিতভাবে বলল, "ঈশ্বর মহান শাসনকর্তার সকালকে আশীর্বাদধন্য করুন !"

রক্ষী কর্মকর্তা যুবকের আগমন সম্পর্কে শাসককে অবহিত করেছিল এবং যুবক অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে সোনা ও উপহার ভরতি সোনার থলে তার সামনে নিক্ষেপ করল, যার সাথে মিশরের প্রভুদের পরিচিত হওয়া উচিত। শাসনকর্তা শুভেচ্ছার উত্তর দিলেন হাত নাড়িয়ে এবং ভারি কণ্ঠে বললেন, "তুমি কে, আর তোমার দেশই বা কোথায় ?"

"প্রভু, আমার নাম ইসফিনিস। আমার দেশের নাম নাপাতা, যেটি নুবিয়ায় অবস্থিত।"

লোকটি সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুমি নুবিয়ান নও। আর আমার চোখের যদি বিভ্রান্তি না ঘটে থাকে, তাহলে তুমি একজন কৃষক।"

এ বর্ণনায় ইসফিনিসের হৃৎস্পন্দন তীব্র হলো। কারণ দ্বীপের শাসক এমন কণ্ঠে কথাগুলো বলেছেন, যার সাথে মিশ্রিত ছিল ঘৃণা। সে উত্তর দিল, "মানুষ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান আপনাকে ধোঁকা দেয়নি প্রভু। আমি বাস্তবিকপক্ষেই একজন কৃষক, যার পরিবার বহু প্রজন্ম আগে মিশর থেকে নুবিয়ায় চলে গিয়েছিল এবং মিশর ও নুবিয়ার মধ্যে সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক আগে থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু সীমান্ত বন্ধ হওয়ার কারণে আমাদের জীবিকা বন্ধ হয়ে গেছে।'

"তুমি কী চাও ?"

"আমার সাথে জাহাজের একটি বহর আছে, যাতে আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানকার ভালো কিছু জিনিস আছে। আমি মিশরের প্রভুদের আমার পণ্যের সাথে পরিচিত করিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশা করি।"

শাসক তার দাড়িতে অঙ্গুলি চালনা করে যুবকের প্রতি সন্দেহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললেন এবং বললেন, "তুমি কি বলতে চাও এই দীর্ঘ নৌযাত্রার কঠোরতা তুমি সহ্য করে এসেছ তোমার পণ্যের সাথে মিশরীয় প্রভুদের পরিচয় করিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে ?"

"মহামান্য শাসনকর্তা, আমরা এমন এক ভূখণ্ডে বাস করি, যেখানে বন্য প্রাণী এবং সম্পদ আছে। যেখানে জীবন অত্যন্ত কঠোর এবং ক্ষুধা ও খরা তাদের নখর মানুষের কণ্ঠ আঁকড়ে ধরেছে। আমরা সোনা আহরণে দক্ষ হলেও এক পাত্র শস্য

www.pathagar.com

সংগ্রহ করতে আমাদের প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়। মহামহিম যদি আমার উপহার গ্রহণ করে দক্ষিণ ও উত্তরের মধ্যে বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে আপনার বাজারগুলো মূল্যবান পাথর ও প্রাণীতে পরিপূর্ণ হবে এবং আমি আমার লোকদের চরম দুর্দশাকে আশীর্বাদে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হব।"

শাসনকর্তা হাসলেন এবং বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমার মাথা স্বপ্নে পূর্ণ ! তোমার কি উচিত ছিল না অনুনয় বিনয় ও ভিক্ষার মাধ্যমে শুরু করা ? কিন্তু না, তুমি চাও যে তোমার প্রচেষ্টাকে রাজ আজ্ঞা দ্বারা বাস্তবে রূপ দেয়া হোক, যাতে তোমার সুবিধা হয় ! তাই হোক ! আহম্মক অনেক আছে। আমাকে বলো যে তোমার জাহাজে তুমি কী মালামাল এনেছ ?"

ইসফিনিস শ্রদ্ধাভরে মাথা নোয়াল এবং চতুর ব্যবসায়ীর মন ভুলানো সুরে বলল, "প্রভু কি আমার জাহাজগুলো পরিদর্শন করে স্বয়ং সম্পদগুলো দেখে তার পছন্দমতো কিছু মূল্যবান পাথর নির্বাচন করতে আগ্রহ প্রদর্শন করবেন না ?"

শাসকের আত্মায় লোভ নড়েচড়ে উঠল। যুবকের কথা তার কাছে চমকপ্রদ মনে হলো এবং তিনি উঠে তার সাথে অগ্রসর হতে হতে বললেন, "আমি তোমাকে সেভাবে সম্মানিত করছি।"

ইসফিনিস তাকে নিয়ে টহল নৌকায় উঠে জাহাজে গেল এবং চুড়ি, অলংকার এবং অচেনা পশু দেখাল। লোভাতুর দৃষ্টিতে শাসনকর্তা সম্পদগুলো দেখলেন। যুবক তাকে হাতির দাঁতের একটি দণ্ড উপহার দিল যার হাতল সোনার এবং হাতলটি মূল্যবান পাথর দ্বারা খচিত। ধন্যবাদ প্রদান করা ছাড়াই তিনি উপহার গ্রহণ করলেন এবং কোনোকিছু না বলেই তুলে নিলেন অমূল্য বালা, আংটি ও কানের দুল এবং নিজেকে বলতে লাগলেন, "কেন আমি এই ব্যবসায়ীকে মিশরে প্রবেশ করতে দেব না ? এটা তো ব্যবসা নয়। এই মনোমুগ্ধকর উপহারগুলো ফারাও নিঃসন্দেহে স্বাগত জানাবেন। তিনি যদি এসবের মালিকের ইচ্ছা পূরণ করেন, তাহলে তার উদ্দেশ্য তো পূরণ হলো, আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলেও আমার কোনো লোকসান নেই। আমার সামনে যে চমৎকার সুযোগ এসেছে তা আমাকে কাজে লাগাতে হবে। দক্ষিণের শাসক, খাঞ্জার এসব মূল্যবান জিনিস পছন্দ করেন। তার কাছে কেন এই ব্যবসায়ীকে পাঠিয়ে দেই না ? এমন সম্পদ তাকে উপহার দিতে পারলে তিনি আমাকে স্মরণ করবেন এবং তার জন্যেও সুযোগ সৃষ্টি হবে তার মনিবের সাথে বোঝাপড়া করতে। তিনি যদি কখনো বড় অঞ্চলগুলোর কোনো একটির শাসনকর্তা নিয়োজিত হন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা ভাববেন।"

ইনফিনিসের দিকে ফিরে বললেন, "তোমার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আমি তোমাকে একটি সুযোগ দেব। সোজা থেবসে চলে যাও। দক্ষিণের শাসনকর্তার

www.pathagar.com

জন্য তোমাকে একটি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। এটি তার কাছে নিয়ে যাবে যাতে তুমি তোমার মালামাল তাকে দেখাতে পারো এবং তোমার অনুরোধের ব্যাপারেও তার মধ্যস্থতা কামনা করতে পারো।" ইসফিনিস অত্যন্ত আনন্দিত। সে ধন্যবাদ জানাতে ও স্বস্তি প্রকাশ করতে শাসনকর্তাকে কুর্নিশ করল।

তিন

দ্বীপের শাসনকর্তা জাহাজ ত্যাগ করার পর ইসফিনিস তার সঙ্গী বৃদ্ধ লোকটিকে বলল, "এ মুহূর্ত থেকে এখানে কোনো আহমোসি অথবা হুর নেই, বরং আছে বণিক ইসফিনিস ও তার প্রতিনিধি লাতু।"

বৃদ্ধ হেসে বললেন, "তুমি বিজ্ঞের মতো কথা বলেছ, বণিক ইসফিনিস।"

জাহাজ পাল তুলল, দাঁড় নড়েচড়ে উঠল এবং পুরো বহর এগিয়ে গেল ভাটির দিকে মিশরের সীমান্তের উদ্দেশে। কোনো ঘটনা ছাড়াই জাহাজগুলো সীমান্ত অতিক্রম করল। ইসফিনিস ও লাতু সামনের জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে মিশরের শোভা দেখছে, আর তাদের অতৃপ্ত চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। ইসফিনিস বলল, "আমাদের সূচনা ভালোভাবে হয়েছে।"

লাতু উত্তর দিলেন, "বাস্তবিক পক্ষেও তাই। চলুন, আমরা দেবতা আমুনকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করি, যাতে তিনি আমাদেরকে প্রতি পদক্ষেপে নির্দেশনা দান করে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেন।"

জাহাজের পাটাতনে হাঁটু গেড়ে বসে তারা একত্রে প্রার্থনা করল, এরপর আগের মতো দাঁড়াল। ইসফিনিস বলল, "আমরা যদি নুবিয়ার সাথে অতীতের মতো সম্পর্ক পুনস্থাপনে সফল হই, তাহলে আমরা যুদ্ধে বিজয়ী হব। আমরা তাদেরকে সোনা দেব এবং তাদের লোকদের নিয়ে নেব।"

"আপনি চিন্তা করবেন না— সোনার লোভ তারা সংবরণ করতে পারবে না। দশ বছর ধরে যে সীমান্ত বন্ধ ছিল, তা কি আমাদের জন্য খুলে যায়নি ? পশুপালকদের রাজা উদ্ধত এবং সাহসী লোক, কিন্তু তিনি অলস, অন্যদের কাজে লাগাতে পছন্দ করেন, নিজেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উর্ধ্বে মনে করেন এবং নুবিয়ার জীবন তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। অতএব, সোনা পাওয়ার জন্য তার একমাত্র উপায় বণিক ইসফিনিসের মতো কারো উপর নির্ভর করা, যে স্বেচ্ছায় তার কাছে সোনা আনবে।"

তারা উভয়ে দূর দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছে, যা নীল উপত্যকায় হারিয়ে গেছে। কখনো দৃষ্টি ফিরিয়ে আনছে সবুজের চাদরে ঢাকা গ্রাম ও জনপদগুলোতে। যেখানে আকাশে পাখি চক্রাকারে ঘুরছে, নিচে গরুর পাল চড়ে

www.pathagar.com

বেড়াচ্ছে। এখানে ওখানে কৃষকরা কাজে ব্যস্ত, তারা প্রায় উলঙ্গ, ফসলের মাঠ থেকে তারা মাথা উপরে তুলে দেখছে না। তাদেরকে দেখে যুবকের হৃদয়ে ভালোবাসা ও রাগ আলোড়ন সৃষ্টি করল, পাশাপাশি সে হতাশও হলো। বৃদ্ধকে বলল, "দেখুন, আমেনহোটেপের সৈন্যরা কীভাবে ওই জঘন্য বদমাশগুলোর জন্য কাজ করছে।"

জাহাজ বহর এগিয়ে চলেছে। ওমতোস, সালাসালিস, মাগানা, নেকেব ও টার্ট পেরিয়ে গেল তারা। থেবসের দূরত্ব যখন আর মাত্র এক ঘণ্টার পথ, ইসফিনিস বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইল, "আমরা কোথায় জাহাজ নোঙর করব ?"

লাতু হেসে উত্তর দিলেন, "থেবসের দক্ষিণ দিকে, যেখানে দরিদ্র লোকজন ও জেলেরা বাস করে। তাদের সকলেই খাঁটি মিশরীয়।"

যুবক তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে সামনের দিকে তাকাল এবং দেখল যে একটি জাহাজ তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সেটি নিকটে এলে সে দেখল জাহাজটি বেশ বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ এবং কেন্দ্রস্থলে উঁচু সুসজ্জিত পাটাতন, যার উপরিভাগ কারুকার্যখচিত। তার মনে হলো, আগেও সে অনুরূপ জাহাজ দেখেছে। লাতু হাত তুলে সেদিকে দেখিয়ে বললেন, "দেখুন !"

যুবক দ্রুত উত্তর দিল, "হে ঈশ্বর, এটা তো একটি রাজকীয় জাহাজ !" এরপর বলল, "কিন্তু কোনো প্রহরী ছাড়াই চলছে, মনে হয় কোনো রাজ কর্মচারী অথবা কোনো যুবরাজ এর আরোহী, নিঃসঙ্গতা উপভোগ করছে।"

জাহাজটি আরো নিকটবর্তী হয়ে বহরের প্রায় গায়ে গায়ে উপনীত হলে দৃশ্যটি যেহেতু স্বাভাবিক নয়, সেজন্য পাটাতনে যারা ছিল তারা কৌতূহলী হয়ে উঠল। একদল ক্রীতদাসী পরিবৃত হয়ে এক রমণীকে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, যেন একটি আলোকচ্ছটা চোখ ঝলসে দিল— তার সাদা ঢেউ খেলানো পরিচ্ছদের প্রান্ত বাতাসে খেলা করছে, তার সোনালি চুল নাচছে। তারা নিশ্চিত যে এ রমণী নিশ্চয়ই থেবসের প্রাসাদের শাহজাদী, নদীর মৃদুমন্দ বায়ু উপভোগে বের হয়েছে।

তারা দেখল যে তারা তাদের পিছনের একটি জাহাজকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, রাজ রমণীর মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে, ক্রীতদাসীদের বিস্মিত মুখের ছাপ তার মুখেও। ইসফিনিস পিছনে তাকিয়ে দেখল যে তার আনা বামন মানুষদের একজন জাহাজের পাটাতনে হাঁটছে, তখন সে শাহজাদীর বিস্ময়ের কারণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো। সে লাতুর পানে তাকিয়ে হেসে বোঝাল যে তার আনা একটি উপহার তার প্রাপ্ত প্রশংসা লাভ করেছে। কিন্তু শাহজাদীকে দেখে লাতুর চোখ কঠিন ভাব ধারণ করেছে, মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে। শাহজাদী একজন মাঝিকে ডেকে কিছু বললে মাঝি লাতুকে চিৎকার করে বলল, "তোমরা থামো এবং নোঙর ফেলো।"

www.pathagar.com

ইসফিনিস তার নির্দেশ মেনে নিয়ে জাহাজ বহরকে থামতে ইঙ্গিত করল। রাজ তরুণী বামনবাহী জাহাজটির কাছ ঘেঁষে থামল এবং মাঝি জানতে চাইল, "এ জাহাজ বহর কী বহন করছে ?"

"এগুলো বাণিজ্যিক পণ্যবাহী জাহাজ।"

মাঝি বামন মানুষের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "এই জীবটি কি বিপজ্জনক ?" বামন তখন জাহাজের খোলের দিকে পালাচ্ছিল।

ইসফিনিস বলল, "না, আদৌ বিপজ্জনক কিছু নয়।"

"মহামান্যা রাজ রমণী কাছে থেকে এটিকে দেখতে চান।"

লাতু বললেন, "উনি ফারাও এর কন্যা।" ইসফিনিস মাথা নুইয়ে রাজকন্যাকে শ্রদ্ধা জানালেন, "আমি পরমানন্দে আদেশ পালন করছি।"

ইসফিনিস রাজকীয় জাহাজে আরোহণ করে রাজকন্যাকে স্বাগত জানিয়ে তার দলবলসহ নিজের জাহাজে নিয়ে এলেন এবং পুনরায় তার উদ্দেশে অবনত হলেন। সে নিজেকে দ্বিধান্বিত ও বিব্রত হওয়ার ভান করে ভেঙে ভেঙে বলল, "আপনার আগমনে আমি ধন্য হয়েছি। মহামান্য রাজকন্যা।" সে মাথা তুলল এবং একপলকে রাজকন্যাকে দেখে নিল। দেখল সৌন্দর্য ও অহংকার দুটিই তার মুখ দেখে বোঝা যায়। তার মাঝে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা কাউকে তার প্রতি আগ্রহী করে তোলার মতো, আবার পাশাপাশি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার মতো। তার নীল চোখের স্বচ্ছ চাহনিতে জ্বলজ্বল করছে দাম্ভিকতা ও সাহস। রাজকন্যা ইসফিনিসের শুভেচ্ছার প্রতি কোনো মনোযোগ না দিয়ে আশপাশে দৃষ্টি ফেললেন, সন্দেহ নেই, তার দৃষ্টি বামন মানুষটিকে খুঁজছে। সুরেলা কণ্ঠে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, "এখানে যে অদ্ভুত জীবটি ছিল সেটি কোথায় ?" উপস্থিত সকলের মনে হলো যে তারা কোনো সংগীত শুনছে।

যুবক উত্তর দিল, "সে নিজেই এখানে উপস্থিত হবে।" সে জাহাজের খোলের একটি মুখের কাছে গিয়ে ডাকল, "জোলো !"

বামুন মানুষের মাথা দেখা গেল, আস্তে আস্তে তার শরীরও উপরে উঠে এল। এরপর সে তার মনিবের কাছে এলে সে হাতে ধরে তাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে গেল। বামন বুক চিতিয়ে এবং মাথা পিছন দিকে নিয়ে এমনভাবে হাঁটছিল যে তার অহংকার চাপা ছিল না। তার উচ্চতা চার বিঘতের বেশি নয়, গায়ের রং ঘোর কালো, এবং পা বাঁকানো। ইসফিনিস তাকে বলল, "জোলো, তোমার মালিককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করো।"

কোঁকড়ানো চুল ভূমি স্পর্শ না করা পর্যন্ত বামন অবনত হয়ে রইল। তার উপর দৃষ্টি স্থির রেখে রাজকন্যা প্রশ্ন করলেন, "সে কি পশু, না মানুষ ?"

"মানুষ, মহামান্যা রাজকন্যা !"

www.pathagar.com

"তাকে পশু বলে কেন ভাবা হয় না ?"

"তার নিজস্ব ভাষা এবং নিজস্ব ধর্ম রয়েছে।"

"অবাক ব্যাপার ! ওখানে কি ওর মতো আরো অনেকে আছে ?"

"অবশ্যই, রাজকন্যা। সে অসংখ্য লোকের একজন। পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে একজন। তাদের একজন রাজা আছে এবং তারা বিষাক্ত তীর ছুড়ে বুনো জন্তু ও তাদের উপর হামলাকারীদের ঘায়েল করে। তা সত্ত্বেও যারা জোলোর মতো তারা দ্রুত মানুষের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে এবং বন্ধুদের প্রতি তাঁরা অতি নিষ্ঠাবান থাকে এবং বিশ্বস্ত কুকুরের মতো তাদেরকে অনুসরণ করে।"

বিস্মিত হয়ে রাজকন্যা তার মাথা নাড়লেন এবং ঠোঁট ফাঁক হওয়ায় তার মুক্তার মতো দাঁত বিকশিত হলো। তিনি জানতে চাইলেন, "জোলো'র লোকজন কোথায় থাকে ?"

"নুবিয়া থেকে আরো দূরের জঙ্গলে, যেখানে পবিত্র নীলনদের উৎপত্তি।"

"তুমি যদি পারো, তাহলে ওকে বলো আমার সাথে কথা বলতে।"

"সে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। বড়জোর কিছু নির্দেশ বুঝতে পারে। কিন্তু সে আপনাকে তার নিজ ভাষায় শুভেচ্ছা জানাবে।"

ইসফিনিস বামনকে বলল, "আমাদের মহামান্যা রাজকন্যার মাথায় সুন্দর একটি আশীর্বাদ বর্ষণ করো।"

বামনের বড়সড় মাথা নড়ে উঠল, যেন সে কাঁপছে, এরপর অদ্ভুত কিছু শব্দ উচ্চারণ করল, যা গবাদিপশুর ডাকের মতো মনে হলো। রাজকন্যা তার মধুর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না, বললেন, "সত্যিই সে অদ্ভুত। কিন্তু সে কুৎসিত। ওকে সংগ্রহ করে আমি খুব আনন্দিত হতে পারব না।"

যুবক বিমর্ষ হয়েছে বলে মনে হলো, কিন্তু ধূর্ত বণিকের বাগ্মিকতায় বলল, "রাজকন্যা, আমার জাহাজে জোলোই উত্তম বস্তু নয়। হৃদয় মনকে বিমোহিত করার মতো অনেক সম্পদ আমার কাছে আছে।"

তিনি জোলোর উপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে মুখর বণিকের দিকে তাকালেন এবং প্রথমবারের মতো ভালো করে দেখলেন তাকে। তার সামনেই দণ্ডায়মান দীর্ঘাকৃতির প্রস্ফুটিত তরুণকে দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ীর এমন পৌরুষ অবয়ব। তাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কাছে কি আসলেই এমন কিছু আছে, যা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে ?"

"অবশ্যই, মহামান্যা রাজকন্যা ?"

"তাহলে আমাকে একটি নমুনা দেখাও... তোমার পণ্যগুলো দেখা যাক।" ইসফিনিস হাততালি দিলে একজন ভৃত্য কাছে এল এবং সে তাকে অনুচ্চকণ্ঠে কিছু নির্দেশনা প্রদান করল। কিছু সময়ের জন্য লোকটি অনুপস্থিত থেকে

www.pathagar.com

আরেকজন ভৃত্যের সহযোগিতায় হাতির দাঁতে তৈরি একটি বাক্স নিয়ে এল এবং রাজকন্যার সামনে স্থাপন করে সেটি খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল। রাজকন্যা বাক্সের ভিতরে তাকালেন, ক্রীতদাসীরাও তাদের গলা লম্বা করে দেখতে চেষ্টা করল। তিনি বাক্সে দেখতে পেলেন চকচকে মুক্তা, কানের দুল ও বাজুবন্ধ। অভ্যস্ত চোখে দেখে তার কোমল কমনীয় হাত বাড়িয়ে অতুলনীয় সরলতায় তুলে নিলেন একটি কণ্ঠহার। খাঁটি সোনার হারের উপর পান্নার একটি হৃৎপিণ্ড। সেটির উপর আঙুল বুলিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "এই রত্নপাথরটি তুমি কোথায় পেয়েছ ? মিশরে তো এটির মতো কিছু নেই !"

যুবক গর্বের সাথে বলল, "নুবিয়ার সম্পদের মধ্যে এটি সেরা !"

রাজকন্যা বিড়বিড় করলেন, "নুবিয়া... জোলোর দেশ। এটি কী চমৎকার !"

ইসফিনিস হাসল এবং রাজকন্যার আঙুলের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখে বলল, "আপনার কাছে যেহেতু ভালো লেগেছে, অতএব আমি আশা করব যে এটি আর বাক্সে ফেরত যাবে না।"

বিব্রত না হয়ে রাজকন্যা বললেন, "ঠিক বলেছ। কিন্তু এর মূল্য পরিশোধের অর্থ আমার কাছে নেই। তুমি কি থেবসে যাচ্ছ ?"

"জি হ্যাঁ, মহামান্যা !"

"তাহলে তোমাকে প্রাসাদে এসে এর মূল্য নিয়ে যেতে হবে।"

যুবক শ্রদ্ধাভরে কুর্নিশ করল। রাজকন্যা বামন মানুষটির দিকে একবার দেখে ঘুরে দাঁড়ালেন ফিরে যাওয়ার জন্য, দাসী বালিকারা তাকে অনুসরণ করল। জাহাজের পাশে তার দেহ আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ইসফিনিস এক দৃষ্টিতে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিল। এরপর সে তার আগের জায়গায় ফিরে এল, যেখানে বৃদ্ধ লাতু অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যুবক তাকে কিছু বলার আগেই তিনি জানতে চাইলেন, "খবর কী ?"

সে বৃদ্ধকে বিস্তারিত বলল এবং হেসে প্রশ্ন করল, "আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে সে আসলেই আপোফিসের কন্যা ?"

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দিলেন, "সে একটি শয়তান। শয়তানের কন্যা !"

বৃদ্ধের রুক্ষ ভাষা ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যুবককে দিবাস্বপ্ন থেকে ফিরিয়ে আনল। তার মনে হলো যে তার প্রশংসার পাত্রী প্রকৃতপক্ষে তার দেশবাসীর উপর নিপীড়ন চালনাকারীর কন্যা এবং তার দাদার হত্যাকারী ছিল মেয়েটির পিতা। রাজকন্যার উপস্থিতিতে তার যে ক্ষোভ ও ঘৃণা অনুভব করার কথা ছিল তা সে করেনি। নিজের সাথেই সে ক্রুদ্ধ হলো এবং তার মনে ভয় সৃষ্টি হলো যে তার কথার সুরে রাজকন্যার প্রতি প্রশংসা ঝরে পড়েছে তা এই সৎ বৃদ্ধের মনে আঘাত দেয়ার মতো হয়েছে। নিজেকে সে বলল, "আমি যে কর্তব্য পালনের জন্য এসেছি তার প্রতি আমাকে

www.pathagar.com

নিষ্ঠাবান থাকতে হবে।" সে রাজকন্যার জাহাজের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দিগন্তের পানে তাকিয়ে তার প্রতি ঘৃণা অনুভব করার চেষ্টা করল। সে ভাবল মেয়েটি যদিও আকর্ষণীয় একটি ক্ষমতা, কিন্তু তাকে তা প্রতিহত করতে হবে। তার জীবন থেকে মেয়েটির অস্তিত্ব চিরতরে দূর হয়ে যাক, কিন্তু, হে ঈশ্বর, তার সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করেছে এবং তাকে দেখার দুর্ভাগ্য যার হয়েছে, তাকে এর আলোর ক্ষমতা না দেখার জন্য চোখ বন্ধ করে রাখতেই হবে।

এ মুহূর্তে তার , তার তরুণী স্ত্রী নেফেরতারির কথা ভাবল। তার একহারা শীর্ণ দেহ, সোনালি-বাদামি বর্ণের মুখ, আকর্ষণীয় কালো চোখ মনে পড়ল এবং আপন মনে বলল, "দুটি সুন্দর অবয়বের একটি আরেকটি থেকে কত ভিন্ন।"

চার

অতি জাঁকালো ফটকশোভিত থেবসের দক্ষিণ প্রাচীর দেখা গেল। প্রাচীরের ওপারে মন্দির, স্তম্ভগুলো চমৎকারভাবে দৃশ্যমান। জাহাজ থেকে দু'জন নগরীর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে ভালোবাসা ও বিষাদ।

লাতু বললেন, "মহান থেবস, ঈশ্বর তোমাকে জীবন দান করুন।"

ইসফিনিস সাড়া দিল, "অবশেষে থেবসে এলাম, কত দীর্ঘ বছর নির্বাসনে থাকার পর।"

তীরের দিকে ঘুরল জাহাজের মুখ। অন্য জাহাজগুলোও প্রথমটিকে অনুসরণ করল। পাল গুটিয়ে দাঁড়গুলো উপরে তোলা হলো। মাছভরতি অনেক নৌকার মধ্য দিয়ে পথ করে নিচ্ছিল জাহাজ। নৌকার মাছ তখনো লাফাচ্ছে, অর্ধ উলঙ্গ জেলেরা তাদের পিতল পেশিবহুল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইসফিনিসের মধ্যে একটি আনন্দ বয়ে গেল তাদেরকে দেখে এবং সঙ্গীকে বলল, "তাড়াতাড়ি চলুন ! আমি কোনো মিশরীয়র সাথে কথা বলতে উতলা হয়ে পড়েছি।"

আবহাওয়া চমৎকার, আকাশ স্বচ্ছ নীল, উদীয়মান সূর্য নীল নদের পানিতে পতিত রশ্মির মাঝে নদী তীরে, ফসলের মাঠে ও নগরীতে সাঁতার কাটছে। দীর্ঘ পোশাক শরীরে জড়িয়ে তারা তীরে অবতরণ করল। তাদের মাথায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের অনুরূপ মিশরীয় টুপি। জেলে পল্লির উদ্দেশে তারা পা বাড়াল। যেতে যেতে তারা দড়ি হাতে ধরে থাকা জেলেদের দেখছে। জেলেরা নদীর গভীরে তাদের জাল ফেলেছে। অনেকে কোরাসে কণ্ঠ মিলিয়েছে। কেউ কেউ গরুর গাড়িতে মাছ তুলছে, ষাঁড়ের পিঠে আঘাত করছে দ্রুত বাজারে পৌঁছার জন্য। তীর থেকে কিছুক্ষণ হাঁটার পর তাদের চোখে পড়ল খেজুর পাতায় ছাওয়া ছোট ছোট মাটির ঘর, একটি জনপদ।

www.pathagar.com

ইসফিনিস সতর্কতার সাথে চোখ খোলা রেখে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে নিবিড়ভাবে লক্ষ করছিল, তাদের গতিবিধি দেখছিল এবং তাদের গাওয়া কোরাস শুনছিল। তাদের প্রতি সে যুগপৎ ভালোবাসা ও দুঃখবোধ করল, তাদের প্রতি প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অনুভব করল। তাদের মাঝ দিয়ে চলার সময় সে পরিচিতি, আস্থা ও ভালোবাসা পোষণ করছিল এবং সে তাদেরকে থামিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে এবং শ্রম ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুখে চুম্বন করতে চাইছিল। টেটিশেরি তাদের সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা মনে পড়ল তার, "তারা কী শক্তিশালী ও দীর্ঘ যাতনা ভোগকারী মানুষ !"

যুবকের আবেগের সম অংশীদার লাতু। তিনি বললেন, "ভুলে যাবেন না যে এই জেলেরা কৃষকদের চাইতে ভালো অবস্থায় আছে। পশুপালকেরা তাদের পল্লিতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। তারা এদেরকে তাদের হিসেবের বাইরে রেখে দিয়েছে।"

রাগ ও বেদনায় যুবক ভ্রু কুঁচকালো। তারা যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের অভিজাত চেহারা ও মূল্যবান পোশাক লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। ইসফিনিস লক্ষ করল কিশোর বয়সী একটি ছেলে একটি ঝুড়ি বয়ে তাদের দিকে আসছে। কোমরে সংক্ষিপ্ত বস্ত্র ছাড়া পুরো শরীর উদোম। সে দীর্ঘ এবং একহারা গড়নের এবং মুখ সুদর্শন। লাতুকে সে বলল, "এই ছেলেটিকে দেখুন, ওর বয়স যদি কম না হতো, তাহলে কি রথ বাহিনীর একজন ভালো যোদ্ধা হতে পারত না ?"

ছেলেটি তাদের পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করার সময় ইসফিনিস তার সাথে কথা বলার সুযোগ নিল হাত তুলে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, "ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, যুবক। তুমি কি আমাদেরকে এমন কোনো জায়গার খোঁজ দিতে পারো, যেখানে আমরা বিশ্রাম নিতে পারি ?"

ছেলেটি থামল এবং উত্তর দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু তাদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে মুখ বন্ধ করে চেহারায় রাগ ও ঘৃণার অভিব্যক্তি ঘটিয়ে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তারা দু'জন অবাক হয়ে একে অন্যকে দেখল এবং ইসফিনিস ছেলেটিকে অনুসরণ করে তার পথরোধ করে বলল, "ভাই, আমাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিলে কেন ?"

ছেলেটি চিৎকার করল, "আমার পথ ছাড়ো, পশুপালকদের ভৃত্য !" এবং রাগতভাবে হাঁটতে শুরু করল আগের চেয়েও দ্রুত পায়ে। ইসফিনিস বিস্মিত ও হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইল। লাতু তার কাছে এসে বললেন, "আমি নিশ্চত, সে পাগল !"

"সে পাগল নয়, লাতু। কিন্তু সে আমাকে পশুপালকদের ভৃত্য বলল কেন ?"

"সত্যিই, হাস্যকর অভিযোগ !"

"সত্যিই ! কিন্তু পশুপালকদের দ্বারা শাসিত হয়ে সে আমাদের সামনে এমন রুখে দাঁড়াবার সাহস পেল কোথা থেকে ? সত্যিকার অর্থেই সে সাহসী।

www.pathagar.com

আমাদের সাথে তার আচরণেই প্রমাণিত হয়েছে যে পশুপালকদের দশ বছরের কঠোর শাসনে মানুষের মধ্য থেকে মহৎ চেতনা নির্মূল হয়ে যায়নি।"

একটি কোলাহলের প্রতি তাদের মনোযোগ না যাওয়া পর্যন্ত তারা হাঁটছিল। তারা ডানদিকে ফিরে একটি বিশাল অট্টালিকা দেখতে পেল, যার ছোট একটি প্রবেশপথ এবং উপরের প্রাচীরে ছোট ছোট জানালা। দলে দলে লোক সেখানে প্রবেশ করছে ও বের হচ্ছে। যুবক তার সঙ্গীকে বলল, "এটি কিসের অট্টালিকা। চলুন, দেখে আসি।"

লাতু হেসে বললেন, "চলুন, যাওয়া যাক।"

তারা সরাইখানায় প্রবেশ করে নিজেদেরকে দেখতে পেল বিশাল একটি খোলা জায়গায়, যার ছাদ থেকে ধূলি ধূসরিত বাতি ঝুলছে এবং কক্ষের মাঝখানে কিছু পাত্র রাখা আছে, যা প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রাচীরের উপর সারিবদ্ধ মাটির পানপাত্র রাখা। জায়গাটি ঘিরে বসেছে অনেক লোক, যারা পান করছে। বেষ্টনীর ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে পানশালার মালিক, তাকে বেষ্টন করে রাখা লোকগুলোকে পানীয় দিচ্ছে অথবা একটি পরিবেশনকারী বালকের মাধ্যমে পাঠাচ্ছে, যারা কক্ষটির অন্য জায়গায় বসেছে। পানীয় সরবরাহকারী যখনই তার মাথা তুলছে তখন মাতালরা তাকে লক্ষ্য করে গালি দিচ্ছে, অপমানজনক ও নোংরা রসিকতা করছে। দুজন জায়গাটি ভালোভাবে দেখল। ইসফিনিস ভিড় ঠেলে বেষ্টনীর লোকটির কাছে গেল বিস্মিত ও বিরক্ত দৃষ্টির সামনে দিয়ে। একটু ক্লান্ত হয়েছে সে, পানশালার মালিককে বলল, "আপনি কি আমাদের বসার জন্য আসন দিতে পারেন ?"

তার কথায় আশপাশের লোকগুলোর বিরক্তি বর্ধিত ও তার অনুরোধে বিস্মিত হলো। পানশালার মালিক তার দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন অনুভব না করে উত্তর দিল, "দুঃখিত, রাজপুত্র। আমার পানশালার অতিথিরা তাদের মধ্য থেকেই আসে, যারা ধরিত্রী মাতাকেই তাদের আসন হিসেবে পেতে পছন্দ করে।"

ইসফিনিস ও তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে সমবেত মাতালরা হেসে উঠল। খর্বাকৃতির কুৎসিত চেহারা ও বিপুল বপুধারী একজন লোক তাদের কাছে এসে নাটকীয় ঢঙে বলল, "ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের উপবেশনের জন্য আমি আমার উদর পেতে দিতে পারি।"

ইসফিনিস তার ভুল বুঝতে পারল এবং সে নিজের ও তার সঙ্গীর যে ক্ষতি করে ফেলেছে তা কাটিয়ে উঠাতে বলল, "আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করছি, কিন্তু তোমার উদর ছাড়া তুমি কী করে এমন চমৎকার মদিরা পান করবে ?"

যুবকের উত্তর মাতালদের তৃপ্ত করেছে এবং তাদের একজন মোটা লোকটিকে বলল, "উত্তর দাও, টুনা, এখন তুমি উত্তর দাও। তুমি যদি ভদ্রলোকদের তোমার পেট দিয়ে দাও, তাহলে তুমি পান করবে কীভাবে ?"

www.pathagar.com

লোকটি ভ্রু কুঁচকে ভাবল এবং মাথা চুলকাল, তার ঠোঁট রক্তমাখা কলিজার টুকরার মতো ঝুলে পড়েছে। এর পর তার লাল বর্ণের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন সে একটি ভালো উত্তর খুঁজে পেয়েছে এবং বলল, "আমি হজম করার আগে পান করব।"

লোকগুলো হেসে উঠল। ইসফিনিসও উত্তরটি পছন্দ করেছে, তাকে সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল, "তোমার বিশাল উদরের উপর আসন গ্রহণের প্রস্তাব নিচ্ছি না, যে উদর মদিরার আধার হতেই সৃষ্টি হয়েছে, আসন হতে নয়।"

ইসফিনিস পানশালার মালিকের দিকে ফিরে বলল, "ভদ্র মহোদয়, তিনটি পাত্র ভরে দুটি আমাদেরকে এবং একটি আমাদের রসিক বন্ধু টুনাকে দিন।"

লোকটি পাত্র ভরে ইসফিনিসকে দিল। টুনা নিজেরটি নিয়ে এক চুমুকে সাবাড় করে দিল, নিজের ভাগ্যকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মুখ মুছে সে ইসফিনিসকে বলল, "মহোদয়, আপনি নিশ্চয়ই ধনবান লোক!"

ইসফিনিস হেসে উত্তর দিল, "ঈশ্বরকে তার আশীর্বাদের জন্য প্রশংসা করো।"

টুনা বলল, "কিন্তু তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে, তুমি মিশরীয়?"

"তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ! মিশরীয় ও ধনী হওয়ার মধ্যে কি কোনো পারস্পরিক বিরোধিতা আছে?"

"অবশ্যই আছে, যদি তুমি শাসকদের সুদৃষ্টিতে না থাকো।"

মাতালদের একজন মাঝখানে বলে উঠল, "ওরকম লোক তাদের মনিবদের অনুকরণ করে এবং আমাদের মতো লোকদের সাথে মিশে না।"

ইসফিনিসের মুখ কালো হয়ে গেল এবং যে ছেলেটি তাকে 'পশুপালকদের ভৃত্য' বলে ভর্ৎসনা করেছিল তার চেহারা ভেসে উঠল। সে বলল, "আমরা নুবিয়া থেকে আগত মিশরীয় এবং সম্প্রতি আমরা মিশরে উপনীত হয়েছি।"

নীরবতা নেমে এল। 'নুবিয়া' শব্দটি লোকগুলোর কানে অদ্ভুতভাবে বেজেছে। কিন্তু তারা সকলে মাতাল এবং পানজনিত কোলাহলে বিষয়টি তাদের মনে ভালোভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। বিচ্ছিন্ন ভাবনাকে তারা একত্রিত করতে অক্ষম। তাদের একজন দু'জনের পানপাত্রের দিকে তাকিয়ে ছিল, যা তখনো তারা স্পর্শ করেনি এবং আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, "তোমরা পান করছ না কেন? স্বর্গের মদিরা দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের ধন্য করুন।" লাতু উত্তর দিলেন, "আমরা সবসময় পান করি না, আর পান করলেও ধীরেসুস্থে করি।"

টুনা বলল, "ওটাই নিয়ম। একটি সুখী জীবন থেকে চটজলদি পালিয়ে যাওয়ার কী আছে? আর আমাকে দেখ, আমার কাজের প্রতি আমি বিরক্ত, পরিবার, সন্তান নিয়েও আমি হতাশ, নিজের প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে আমার। সেজন্য আমি কখনো আমার ঠোঁট থেকে পানপাত্র সরিয়ে নিতে চাই না।"

www.pathagar.com

টুনার কথায় মজা পেয়ে এক মাতাল হাততালি দিয়ে উঠল এবং মাথা নেড়ে বলল, "তাদের জীবনে কোনো আশা নেই, যারা ক্ষুধার সময় খাবার পায় না, বিলাসবহুল পোশাক বুনে যাদের উলঙ্গ থাকতে হয় এবং যারা ভগ্ন হৃদয় মন নিয়ে তাদের মনিবদের উৎসবে লোকদের হাসাতে ভাঁড়ের অভিনয় করে, এই পানশালা তাদের আশ্রয়।"

আরেকজন বলল, "নুবিয়ার লোকেরা, শোন ! একজন মদিরা পানকারী কখনো সুখী হতে পারে না, যদি না পা তাকে পথ দেখায়। কারণ সে শুধু চেতনা হারিয়ে থাকতে চায়। আমার কথাই ধরুন, প্রতি রাতে এখান থেকে আমাকে বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেতে হয়।"

ইসফিনিস উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে সে সবচেয়ে বিধ্বস্ত মানবতার মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। তাদেরকে সে প্রশ্ন করল, "তোমরা কি জেলে ?"

টুনা উত্তর দিল, "আমাদের সবাই জেলে।"

পানশালার মালিক তার কাজের উপর থেকে চোখ না তুলেই বলল, "জনাব, আমি জেলে নই, আমি এই পানশালার রক্ষক।"

অট্টহাসি হেসে টুনা একটি খাটো কৃশ লোককে দেখিয়ে বলল, "তুমি যদি আরো স্পষ্ট জানতে চাও, তাহলে এই লোকটি একটি চোর !"

কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকাল ইসফিনিস। লোকটি বিব্রত হলো এবং নিজেকে আশ্বস্ত করার ঢঙে বলল, "আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না, মহোদয়। আমি কখনো এই পাড়ায় চুরি করি না।"

টুনা মন্তব্য করল, "সে বলতে চায় যে আমাদের পাড়ায় চুরি করার মতো মূল্যবান কিছু নেই। অন্যদের মতোই সে আমাদের সাথে থাকে এবং থেবসের শহরতলিতে তার কৌশল চর্চা করে, যেখানে সর্বত্র অর্থ আছে এবং প্রত্যেকে ধনী।"

চোর নিজেও মাতাল হয়ে পড়েছিল, ক্ষমা চাওয়ার মতো সে বলল, "আমি চোর নই, আমি সবখানে ঘুরে বেড়াই, পূর্ব ও পশ্চিমে যেখানে পা আমাকে বয়ে নিয়ে যায়। আমার পথে যদি কোনো হারানো হাঁস বা মুরগি পড়ে, তাহলে আমি সেটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই, সাধারণত আমার কুটিরে !"

"তুমি কি সেটি খাও ?"

"ঈশ্বর না করুন। ভালো খাবার আমার পেটে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যে কিনতে চায়, আমি তার কাছে বেচে দেই।"

"তুমি কি রক্ষীদের ভয় করো না ?"

"আমি তাদের ভয়ে থাকি, জনাব। কারণ, এদেশে শুধুমাত্র ধনী লোক ও শাসকেরাই চুরি করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত !"

www.pathagar.com

চোরের কথার সাথে টুনা যোগ করল, "মিশরে শাসনের নিয়ম হচ্ছে ধনীরা দরিদ্রদের কাছ থেকে চুরি করে, কিন্তু দরিদ্ররা ধনীদের কোনোকিছু চুরি করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়।" কথা বলার সময়ে তার লোভাতুর দৃষ্টি ঘুরছিল মদিরাপূর্ণ পানপাত্র দুটির উপর। সে আলোচনার গতি পাল্টে অভিযোগের সুরে বলল, "তোমরা তোমাদের পানপাত্র স্পর্শ করছ না কেন ? মাতালদের মধ্যে একটি গোলযোগ সৃষ্টির অপেক্ষা করছ ?"

ইসফিনিস হেসে বলল, "ওগুলো তোমার, টুনা।"

বিলম্ব না করে টুনা তার মোটা হাতে পানপাত্র দুটি নিয়ে চারদিকে হুঁশিয়ারির দৃষ্টি ফেলে পরপর দুটি পাত্র শেষ করে পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলল। ইসফিনিস টুনার সতর্কতার অর্থ বুঝেছিল এবং কাছাকাছি যারা ছিল তাদের সকলকে তাদের চাহিদা মতো মদিরা পরিবেশনের নির্দেশ দিল। প্রত্যেকে পান করল এবং আনন্দে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। তারা গান গাইল, হাসল। দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম তাদের মুখের ভাঁজে লেখা, কিন্তু সে মুহূর্তে তাদেরকে সুখী মনে হচ্ছিল, আগামীকালের জন্য তাদের কোনো ভাবনা নেই। ইসফিনিস তাদের আনন্দে শরিক হয়েছে, কিন্তু তার মনোবেদনা মাঝে মাঝেই তাকে ঠেকিয়ে রাখছে। বেশ কিছু সময় তারা দু'জন তাদের সাথে কাটাল। এরই মাঝে একজন লোক পানশালায় প্রবেশ করল, যাকে তাদের মতোই মনে হচ্ছিল। সে হাত তুলে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পানীয় দেয়ার নির্দেশ দিল। এরপর সে তার আশপাশের লোকদেরকে বলল, "ওরা এবানাকে পাকড়াও করে আদালতে নিয়ে গেছে।"

অধিকাংশ লোক এমন মাতাল হয়ে পড়েছিল যে তার কথায় মনোযোগ দেয়নি, যাদের হুঁশ ছিল তারা জানতে চাইল, "কিন্তু কেন ?"

"ওরা অভিযোগ করছে যে নীল নদের তীরে পশুপালকদের পদস্থ এক কর্মকর্তা তাকে দেখে এবং তাকে তার রমণীদের একজনে পরিণত করতে চায়। কিন্তু সে তাকে প্রতিহত করে তাকে ঠেলে চলে এসেছে।"

লোকগুলোর মধ্যে অনেকে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল। ইসফিনিস প্রশ্ন করল, "আদালত তার কী করবে ?"

লোকটি অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে উত্তর দিল, "আদালত তাকে এমন জরিমানা করবে যে সে তা পরিশোধ করে মুক্তি নিশ্চিত করতে পারবে না। তখন তাকে বেত্রাঘাত করে কয়েদখানায় প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হবে।"

ইসফিনিসের মুখভাব পরিবর্তিত হলো। ফ্যাকাসে মুখে সে লোকটিকে বলল, "তুমি কি আমাদেরকে আদালতের পথ দেখিয়ে দিতে পারো ?"

টুনা তোতলাতে তোতলাতে বলল, "তার চেয়ে তুমি যদি এখানেই পান করো, তাহলেই ভালো। কারণ, এই মহিলার পক্ষে যে যাবে সে সেই পদাধিকারীর বিরাগভাজন হবে এবং নিজেকে শাস্তির মুখোমুখি ফেলবে।"

www.pathagar.com

যে লোকটি খবর এনেছে সে ইসফিনিসকে বলল, "তুমি কি এখানে নতুন এসেছ ?"

"হ্যাঁ", ইসফিনিস উত্তর দিয়ে বলল, "আমি এই বিচারে উপস্থিত থাকতে চাই।"

"তুমি চাইলে আমি তোমাকে আদালতের পথ দেখিয়ে দিতে পারি।"

তারা পানশালা ত্যাগ করলে লাতু তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "সতর্ক থাকবেন, এবং এমন কোনো কিছুতে জড়িত হবেন না, যার ফলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।"

ইসফিনিস উত্তর দিল না। বরং লোকটিকে অনুসরণ করে দ্রুত পা চালাল।

পাঁচ

আদালত বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীদের ভিড়ে পরিপূর্ণ এবং আদালত কক্ষের আসনগুলোতে সব শ্রেণির মানুষ উপবিষ্ট। উঁচু মঞ্চে বসেছেন ঘন চাপদাড়ি বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের বিচারকরা। বিচারকমণ্ডলীর প্রধানের বুকে ঝুলছে বিচারের দেবী থামির একটি ছোট্ট মূর্তি। ইসফিনিস ও লাতু পাশাপাশি বসেছে। লাতু ফিসফিসিয়ে বললেন, "ওরা আমাদের ব্যবস্থার বাইরের অংশটুকুর অনুকরণ করছে।"

উপস্থিত লোকদের মুখ দেখে তারা বুঝতে পারল যে অধিকাংশই হিকসস। বিচারকরা অভিযুক্তদের তলব করলেন, দ্রুততার সাথে তাদের জেরা করে দ্রুত ও নির্দয়ভাবে শাস্তির রায় দিচ্ছিলেন। অভিযোগ ও বিলাপধ্বনি শোনা যাচ্ছিল পিতল বর্ণের দেহ ও বাদামি রঙের মুখবিশিষ্ট অর্ধনগ্ন লোকগুলোর কাছ থেকে। এবানার বিচারের পালা এলে আদালতের ঘোষক ডাকল, "বিবাদী এবানা।"

তারা উৎকণ্ঠিতভাবে তাকাল এবং একজন মহিলাকে মাপা পা ফেলে কাঠগড়ার দিকে যেতে দেখল। তার চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট, কিন্তু বিষাদক্লিষ্ট। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি উপনীত হওয়া ছাড়া তার সকল বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যের। তার পিছনেই দামি পোশাক পরিহিত এক হিকসস পুরুষ, সে প্রধান বিচারককে কুর্নিশ করে বলল, "শ্রদ্ধেয় বিচারক, আমি সেনাপতি রুখের প্রতিনিধি, যার উপর এই মহিলা হামলা চালিয়েছিল। আমার নাম খুম। আমি আমার মনিবের পক্ষে আদালতে বক্তব্য রাখব।"

বিচারক সম্মত হয়ে মাথা নাড়লেন। লাতু ও ইসফিনিস বিস্মিত। বিচারক প্রশ্ন করলেন, "এই মহিলার বিরুদ্ধে তোমার মনিবের অভিযোগ কী ?"

লোকটি বিরক্তির সাথে বলল, "আমার মনিব বলেছেন যে, আজ সকালে এই মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে তার হারেমে নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

কিন্তু সে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতার সাথে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, যাকে তিনি তার মর্যাদার উপর আঘাত বলে মনে করেন।"

লোকটির বক্তব্যে উপস্থিত লোকদের মধ্যে নিন্দাসূচক গুঞ্জন উঠল এবং তারা কানাঘুষা করতে লাগল। বিচারক তার দণ্ড উঁচু করে লোকদের চুপ থাকতে ইঙ্গিত করার পর পরিবেশ শান্ত হলো। এরপর তিনি মহিলাকে বললেন, "তোমার কী বক্তব্য রমণী ?"

মহিলা তার প্রশান্ত ভাব বজায় রেখেছেন, যদিও সুবিচার পাবেন, এমন আশা তিনি করেন না। তিনি শান্তভাবে বললেন, "এই লোকটির বক্তব্য অসত্য।"

বিচারক তাকে ভর্ৎসনা করলেন, "সতর্ক থেকো, তুমি এমন কিছু বোলো না, যাতে সম্মানিত বাদীর মর্যাদায় স্পর্শ লাগতে পারে। তাহলে তোমার অপরাধ দ্বিগুণ বিবেচিত হবে। তোমার কাহিনী বলো, আর বিচারের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দাও।"

মহিলা বিব্রত হলেন এবং তার মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু শান্তভাব বজায় রেখে বললেন, "আমি জেলে পল্লির দিকে যাচ্ছিলাম, এ সময় একটি গাড়ি এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায়, একজন সেনা কর্মকর্তা গাড়ি থেকে নেমে আমাকে বলেন গাড়িতে অবিলম্বে উঠতে। আমি আতঙ্কিত হয়ে তার কাছ থেকে সরে যেতে চাই। কিন্তু লোকটি আমাকে বলে যে আমাকে তার রমণীদের একজন হিসেবে গণ্য করে আমার প্রতি অনুগ্রহ পোষণ করছে। আমি তাকে বলি যে আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি। কিন্তু সে আমাকে গালমন্দ করে এবং বলে যে যখন কোনো মহিলা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসলে তখন সে 'হ্যাঁ' বলে।

বিচারক মহিলাকে বক্তব্য থামাতে ইঙ্গিত করেন, যেন বিস্তারিত শুনলেও উক্ত কর্মকর্তার মর্যাদার ক্ষতি হবে। তিনি মহিলাকে বলেন, "উত্তর দাও যে তুমি তাকে আঘাত করেছিলে কি না ?"

"অবশ্যই আঘাত করিনি। আমি প্রস্তাব বারবার প্রত্যাখ্যান করে তার কবল থেকে ছাড়া পেতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি তাকে আমার হাত অথবা জিহ্বা দিয়ে কোনো আঘাত করিনি। জেলে পল্লির লোকজনও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে।"

"তুমি কি জেলেদের কথা বলছ ?"

"জি হ্যাঁ। হুজুর।"

"এই পবিত্র স্থানে ওই ধরনের লোকদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় না।"

মহিলা নীরবতা পালন করলেন। তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। বিচারক প্রশ্ন করলেন, "এটিই তো তোমার বক্তব্য ?"

"জি হুজুর। আমি কসম কেটে বলছি যে আমার কথা বা কাজ দ্বারা তার কোনো ক্ষতি করিনি।"

www.pathagar.com

"যিনি তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, তিনি এক মহান ব্যক্তি, ফারাও এর রক্ষীদলের সেনাধ্যক্ষ এবং অন্যভাবে প্রমাণিত না হলে তার কথাই সত্য।"

"কিন্তু আমি কী করে অন্যভাবে প্রমাণ করব, যেখানে আদালত আমার সাক্ষীদের কথা শুনতে অস্বীকার করছে ?"

বিচারক রাগত কণ্ঠে বললেন, "জেলেরা সন্দেহভাজন আসামি না হলে এখানে আসতে পারবে না।"

মহিলার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বিচারক তার সহযোগীদের দিকে ঝুঁকলেন তাদের মতামত নিতে। এরপর সোজা হয়ে বসে এবানার উদ্দেশে বললেন, "মহিলা, সেনাপতি তোমার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তুমি অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে তাকে বিনিময় দিয়েছ। আদালত তোমাকে সুযোগ দিচ্ছে পঞ্চাশ টুকরা স্বর্ণ প্রদান অথবা বেত্রাঘাতসহ তিন বছর কারাবাসের মধ্যে একটি বেছে নিতে।"

লোকজন মনোযোগ দিয়ে রায় শুনল এবং তাদের চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পেল। একজন মাত্র লোক এর ব্যতিক্রম ছিল, যে তার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল, "মাননীয় বিচারক, মহিলা ভুল করেছে, কিন্তু সে নির্দোষ। তাকে ক্ষমা করে যেতে দিন।"

বিচারক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এবং সেই কণ্ঠের মালিককে শনাক্ত করে কঠোর দৃষ্টি হেনে তাকে চুপ থাকতে বাধ্য করলেন। অন্য সকলের দৃষ্টিও তার উপর। ইসফিনিস তাকে চিনতে পারল এবং বিস্মিত হয়ে লাতুকে বলল, "এটি সেই যুবক, যে আমাদের কথায় রেগে গিয়ে আমাদেরকে পশুপালকদের ভৃত্য বলে অভিযুক্ত করেছিল।"

ইসফিনিস আদালতের রায়ে ক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত। সে লাতুকে আবার বলল, "ওই মহিলাকে আমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে দেব না।"

লাতু উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, "মহিলার পক্ষাবলম্বন করার চেয়েও অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি এসেছেন। এমন কিছু করে বসবেন না যা আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে !"

কিন্তু ইসফিনিস তার সঙ্গীর কথায় কান দিল না। বিচারক যতক্ষণ মহিলাকে "তুমি কি আদালতের ধার্য অর্থ দিতে পারবে ?" বলা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। সে উঠে দাঁড়িয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, "জি হ্যাঁ, মাননীয় বিচারক।"

সকল দৃষ্টি তার দিকে ঘুরল। শেষ মুহূর্তে মহিলাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা সাহসী ও উদার মানুষটিকে তারা পরখ করল। মহিলাও তার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছে এবং সেই যুবকটিও যে তাকে অশ্রু ও নিবেদন দিয়ে রক্ষা করতে চেয়েছে। সেনাপতির প্রতিনিধি ক্রুদ্ধ ও হুমকিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলল ইসফিনিসের উপর।

www.pathagar.com

কিন্তু সে কোনোদিকে না তাকিয়ে বিচারকদের মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল তার একহারা আকর্ষণীয় দেহ ও কমনীয় মুখ নিয়ে এবং প্রয়োজনীয় জরিমানা পরিশোধ করল।

বিচারক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "এই কৃষক স্বর্ণ পেল কোথা থেকে, আর সাহসই বা পেল কোথায় ?" কিন্তু আর কিছুই করার ছিল না তার। মহিলার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "মহিলা, তুমি মুক্ত। যে অবস্থা থেকে তুমি অল্পের জন্য বেঁচে গেছ, তা তোমার জন্য শিক্ষা হয়ে থাকুক।"

ছয়

একসাথে তারা আদালত ত্যাগ করল। লাতু, ইসফিনিস, এবানা এবং সেই অজ্ঞাত ছেলেটি। এবানা ইসফিনিসের দিকে তাকিয়ে প্রায় অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, "মহোদয়, আপনার মহত্ত্ব আমাকে কারাগারের অন্ধকার থেকে রক্ষা করেছে। আপনি আমার প্রতি যে আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন, সে কারণে আমার কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে আপনার দাসী হিসেবে বিবেচনা করা। আপনি আমাকে যে ঋণে আবদ্ধ করেছেন তা আমি কখনো পরিশোধ করতে পারব না।"

ছেলেটি ইসফিনিসের হাত ধরে চুম্বন করল, তার চোখে অশ্রু টলমল করছে। কম্পিত কণ্ঠে বলল, "আপনার সম্পর্কে আমি যে বাজে মন্তব্য করেছি, ঈশ্বর আমাকে সেজন্য ক্ষমা করুন এবং কারাগারের অন্ধকার ও বেত্রাঘাতের বেদনা থেকে আমার মাকে রক্ষা করে আমাদের যে কল্যাণ করেছেন সেজন্য সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।"

ইসফিনিস আবেগে অভিভূত হয়ে ভদ্রভাবে বলল, "আপনি কোনোভাবেই আমার কাছে ঋণী নন। আপনি অবিচার সহ্য করেছেন, যদিও সে অবিচার শুধু আপনাকে আঘাত করেছে, কিন্তু এ বেদনা সকলকে স্পর্শ করেছে। আমি যা করেছি তা শুধু আমার ভিতরে যে ক্রোধ সঞ্চারিত হয়েছিল তার প্রকাশ ঘটিয়েছি— অতএব, কোনো ঋণের প্রশ্ন নেই এবং আপনার তা পরিশোধেরও প্রয়োজন নেই।"

তার কথায় এবানা আশ্বস্ত নন। তিনি আবেগতাড়িত এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বে তার কথা ভেঙে যাচ্ছে। তবু তিনি বললেন, "কী মহৎ কর্ম ! এটা তো বর্ণনার অতীত এবং প্রশংসারও অতীত।"

তার পুত্রের মাঝেও ঘটনার অপরিসীম প্রভাব পড়েছে। ইসফিনিসকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, "আমাদের যখন সাক্ষাৎ হয় তখন আমার মনে হয়েছিল যে আপনারা পশুপালকদেরই সৃষ্টি, কারণ

www.pathagar.com

আপনাদের অত্যন্ত ধনবান মনে হয়েছে। এখন দেখছি যে আপনারা দুজন উদার মিশরীয়, যদিও আপনারা কোথা থেকে এসেছেন, তা আমি জানি না। কিন্তু আপনারা আমাদের ছোট্ট কুটিরে না গেলে আমরা অত্যন্ত দুঃখ পাব। সেখানে আপনাদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবাদে সামান্য এক পাত্র পানীয় নেবেন। আমার আমন্ত্রণে আপনি কী মনে করেন ?"

ছেলেটির আমন্ত্রণে ইসফিনিস আনন্দিত। কারণ সে তার দেশবাসীর সাথে মেলামেশার সুযোগ খুঁজছিল এবং ছেলেটির তারুণ্য ও সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করেছিল। সে বলল, "আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি।"

সে ও তার মা উচ্ছ্বসিত। এবানা বললেন, "কিন্তু আমাদেরকে মার্জনা করতে হবে, কারণ কুটির আপনার মতো মর্যাদাবান লোকের উপযোগী নয়।"

লাতু মুখ খুললেন, "আপনার মতো আমন্ত্রণকারীর কাছে আমাদের কোনোকিছু প্রয়োজন নেই। তাছাড়া আমরা ব্যবসায়ী, জীবনের নানা বিঘ্ন ও পথের কঠোরতার সাথে আমরা অভ্যস্ত।"

তারা এগিয়ে যাচ্ছিল, সকলের অনুভূতি প্রায় অভিন্ন, যেন তারা বহু বছর ধরে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা যখন হাঁটছিল, ইসফিনিস এবানার পুত্রকে বলল, "তোমাকে কী নামে ডাকব, বন্ধু ? আমার নাম ইসফিনিস, আর আমার সঙ্গীর নাম লাতু।"

ছেলেটি শ্রদ্ধাভরে মাথা অবনত করে বলল, "আমাকে আহমোসি বলে ডাকবেন।"

ইসফিনিসের মনে হলো যে কেউ তাকে ডেকেছে। কৌতূহলী হয়ে সে ছেলেটির মুখের পানে তাকাল।

আধ ঘণ্টা পর তারা কুটিরে পৌঁছল। সাধারণ জেলে কুটির, ছোট দুটি কক্ষ এবং বাইরে ছোট্ট আঙিনা। কিন্তু এর সাদাসিধে অবস্থা ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও পরিচ্ছন্ন ও গোছানো। আহমোসি ও দুই অতিথি আঙিনায় বসল। কুটিরের দরজা নীল নদমুখী। যার ফলে নদীর দৃশ্য ও বাতাস উপভোগ্য। এবানা পানীয় আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারা কিছুক্ষণ নীরব থেকে পরস্পরকে দেখছিল। এরপর আহমোসি নীরবতা ভেঙে দ্বিধার সাথে বলল, "এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মিশরীয়দের দেখে আমার মাঝে বিস্ময় জাগছে। কী করে এমন হতে পারে যে তাদের লোক না হওয়া সত্ত্বেও পশুপালকরা আপনাদেরকে ধনী হওয়ার সুযোগ দিয়েছে ?"

ইসফিনিস উত্তর দিল, "আমরা নুবিয়া থেকে আগত মিশরীয়। আজই আমরা থেবসে এসেছি।"

www.pathagar.com

বিস্ময় ও আনন্দে আহমোসি হাততালি দিয়ে বলল, "নুবিয়া ! পশুপালকরা যখন আমাদের দেশে হামলা চালায় তখন বহু লোক নুবিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিল। আপনারাও কি পালিয়ে যাওয়া লোকদেরই কেউ ?"

লাতু প্রকৃতিগতভাবেই অতি সতর্ক। ইসফিনিস কিছু বলার আগেই তিনি মুখ খুলেন, "না, আমরা ব্যবসায়িক কারণে অনেক আগে সেখানে চলে গিয়েছিলাম।"

"কিন্তু আপনারা কী করে মিশরে প্রবেশ করলেন ? পশুপালকরা তো সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছে ?"

তারা দুজন উপলব্ধি করল যে, বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও আহমোসি খবরাখবর রাখে। তার প্রতি মমত্ব অনুভব করল ইসফিনিস এবং তাকে বলল যে কীভাবে তারা মিশরে প্রবেশ করেছে। এবানা পানীয় ও ভাজা মাছ নিয়ে ফিরে সেগুলো তাদের সামনে রেখে বসলেন ইসফিনিসের কাহিনী শুনতে। সে তার কথার শেষ পর্যায়ে ছিল, "সোনা এই লোকগুলোকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। আমরা দক্ষিণের শাসকের কাছে গিয়ে আমাদের সেরা পণ্যগুলো তাকে দেখাব এবং আশা করছি যে তিনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে মিশর ও নুবিয়ার মধ্যে বাণিজ্য করার সুযোগ দেবেন, যাতে আমরা আমাদের পুরনো কাজ ও ব্যবসায় ফিরে যেতে পারি।" এবানা তাদের দিকে ভাজা মাছ ও পানপাত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনারা আপনাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হলে আপনাদের নিজেদেরকে প্রচুর কাজ করতে হবে। কারণ পশুপালকরা ব্যবসা পছন্দ করে না, আর মিশরীয়রা ব্যবসা করার অবস্থায় নেই। কারণ তারা হতদরিদ্র এবং চরম দুর্দশার মধ্যে রয়েছে।"

এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু নীরব থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করল। তারা মাছ খাওয়ার পাশাপাশি পানপাত্রে চুমুক দিচ্ছিল এবং তাদেরকে আপ্যায়ন করার জন্য মহিলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল। একসময়ে এবানা বললেন, "যে মুহূর্তে আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তখন আপনি উদারভাবে আমার দিকে প্রসারিত করেছেন। কিন্তু অসংখ্য দুর্দশাগ্রস্ত মিশরীয় আছে, যারা সর্বক্ষণ নিপীড়িত হচ্ছে অত্যাচারীর যাঁতাকলে। তাদের সাহায্য করার মতো কেউ নেই।"

মায়ের এই কথাগুলোর সাথে আহমোসিও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার মুখ রাগে জ্বলে উঠেছে। আত্মগতভাবে সে বলল, "মিশরীয়রা দাসে পরিণত হয়েছে, যাদের সামনে সামান্য খাবার ছুড়ে দেয়া হয়, যারা চাবুক দ্বারা প্রহৃত হয় ! রাজা, মন্ত্রিবর্গ, সেনাপতি, বিচারক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা, সম্পত্তির মালিক সকলেই পশুপালকদের মধ্য থেকে। আজ শ্বেতকায়রা সকল কৃতিত্বের অধিকারী, আর মিশরীয়রা নিজ ভূমিতেই দাস।" আহমোসির ক্ষুব্ধতা ইসফিনিসকে মুগ্ধ ও সহানুভূতিশীল করেছে। লাতু তার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে মাথা নিচু করে মাটির

www.pathagar.com

দিকে তাকিয়ে আছেন। ইসফিনিস প্রশ্ন করল, "যারা শাসকের অবিচারে ক্ষুব্ধ, তারা কি সংখ্যায় অনেক ?"

"অবশ্যই ! কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষোভ চেপে রেখে নিপীড়নের শিকার হচ্ছি। কারণ যারা দুর্বল তাদের কোনো বিকল্প থাকে না। আমি নিজেকে বলি, এই রাতের কি কখনো অবসান ঘটবে না ? দশ বছর হয়ে গেছে যখন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ ঈশ্বর আমাদের রাজা সেকেনেনরার মাথা থেকে মুকুট পড়ে যেতে দিয়েছেন।"

দুজনের হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে। ইসফিনিসের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। লাতু বিস্মিত হয়ে আহমোসির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার বয়স এত কম হওয়া সত্ত্বেও তুমি এই ইতিহাস কী করে জানো ?"

"আমার স্মৃতিকে কিছু দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে— স্বচ্ছ ও অমলিন। বিশেষ করে আমাদের দুর্ভাগ্যের প্রথম বছরগুলো। কিন্তু থেবসের দুঃখের কাহিনী আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছি, যিনি বারবার আমাকে এ কাহিনী শুনিয়েছেন।"

লাতু কৌতূহলী দৃষ্টিতে এবানার পানে তাকালে তিনি বিব্রত হলেন। তাকে আশ্বস্ত করতে তিনি বললেন, "আপনি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের মহিলা, আর আপনার পুত্র মহৎ এক তরুণ।"

লাতু নিজেকে বললেন, "সবকিছু সত্ত্বেও মহিলা এখনো সতর্ক।" তিনি কিছু বিষয়ে কথা বলতে চান, যা তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো মুহূর্তের জন্য একপাশে সরিয়ে রেখে তিনি আলোচনা প্রসঙ্গ পাল্টে জটিল বিষয়ের পরিবর্তে সাধারণ বিষয়ের অবতারণা করলেন, যাতে সকলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে এবং আন্তরিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। দুই বণিক যখন বিদায় নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন আহমোসি ইসফিনিসকে বলল, "আপনি কখন দক্ষিণের শাসকের কাছে যাবেন ?"

ইসফিনিস তার প্রশ্নে বিস্মিত হলেও উত্তর দিল, "সম্ভবত, আগামীকাল।"

"আমার একটি অনুরোধ আছে।"

"সেটি কী ?"

"আপনার সাথে আমি তার প্রাসাদে যেতে পারি।"

ইসফিনিস আনন্দিত হয়ে আহমোসিকে বলল, "তুমি কি সেখানকার পথ জান ?"

"খুব ভালোভাবে জানি।"

এবানা আপত্তি জানাতে চেষ্টা করলে তার পুত্র হাতের ইশারায় তাকে নিবৃত করল। ইসফিনিস হেসে বলল, "আপনার কোনো আপত্তি না থাকলে আহমোসি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

সাত

পরবর্তী দিবসের অর্ধেকটা কাটল দক্ষিণের শাসকের উদ্দেশে যাওয়ার প্রস্তুতিতে। সেখানে যাওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে ইসফিনিস ভালোভাবে অবহিত এবং সে জানে যে এর ফলাফলের উপর নির্ভর করছে তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার ভবিষ্যৎ। যাদেরকে সে নাপাতায় ছেড়ে এসেছে, যাদের আত্মায় হতাশা ও আশার মধ্যে নিয়ত সংঘর্ষ হচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে তার পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর। সে তার জাহাজে মূল্যবান সব সামগ্রী তুলল— ধাতব ও মুক্তার অলংকার, অদ্ভুত জীবজন্তুর খাঁচা, বামন জোলো এবং বেশ কিছুসংখ্যক দাস। আহমোসি শেষ বিকেলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাল, "এই মুহূর্ত থেকে আমি আপনার দাস।"

ইসফিনিস তার হাত নিজের হাতে নিল এবং তিনজন জাহাজের পাটাতনে গেল। স্বচ্ছ আকাশ ও অনুকূল আবহাওয়ায় জাহাজ উত্তরের উদ্দেশে পাল তুলল। তিনজনই নীরবতা পালন করছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবনায় মগ্ন। ইসফিনিসের চোখ থেবসের উপর নিবদ্ধ। জাহাজ দরিদ্র মানুষের পল্লি পেরিয়ে গাছপালার আড়ালে থাকা বিলাসবহুল প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে। সব ধরনের ও সব রঙের পাখি এক গাছ থেকে উড়ে আরেক গাছের ডালে বসছে। এগুলো ছাড়িয়ে ফসলের ক্ষেতের সবুজ বিস্তার এবং খেতের মাঝ দিয়ে বয়ে বলেছে রুপালি ঝরনা, উপত্যকা, খেজুর বীথি, দ্রাক্ষা কুঞ্জ চোখে পড়ছে। গরুর পাল চড়ে বেড়াচ্ছে, অর্ধনগ্ন চাষিরা ঝুঁকে কাজ করছে। নদী তীরে কাজ চলছে পানি সিঞ্চনের যন্ত্র স্থাপনের, শ্রমিকদের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে গানের সুর। গাছের সাথে খেলছে বাতাস, শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। ছোট ছোট পাখির কিচিরমিচিরে চারদিক মুখরিত, গরুর হাম্বা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, ফুল ও মিষ্টিগন্ধী পাতার সুবাস নাকে আসছে। ইসফিনিসের মনে হলো স্মৃতির আঙুল তার তপ্ত কপালে স্পর্শ দিচ্ছে, যখন তার মনে পড়ছে বসন্তের দিনগুলোতে সে রাজ শকটে ফসলের মাঠে যেত, ভৃত্য ও রক্ষীরা সামনে থাকত এবং তাকে দেখে কৃষকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, তাকে শুভেচ্ছা জানাত, তার পথে ছড়িয়ে দিত ফুলের পাপড়ি।

আহমোসির কথায় সে জেগে উঠল, "ওই যে শাসনকর্তার প্রাসাদ।"

ইসফিনিস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল এবং আহমোসির দেখানো প্রাসাদের দিকে তাকাল।

লাতুও দেখছেন। তার চোখে বিতৃষ্ণা দেখা গেল।

জাহাজের মুখ প্রাসাদের দিকে ঘুরল এবং দাঁড়টানা বন্ধ হলো। সৈন্যবাহী একটি ছোট তরী জাহাজের পথ রোধ করে দাঁড়াল এবং রুক্ষভাবে একজন কর্মকর্তা বলে উঠল, "ওহে চাষিরা, তোমাদের নোংরা জাহাজ এখান থেকে সরিয়ে নাও।"

www.pathagar.com

ইসফিনিস জাহাজের পাশে গিয়ে কর্তকর্তাকে শ্রদ্ধার সাথে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, "আমি দক্ষিণের শাসকের কাছে একটি ব্যক্তিগত পত্র নিয়ে এসেছি।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে ইসফিনিসকে দেখে বলল, "পত্রটি আমার হাতে দিয়ে তুমি এখানেই অপেক্ষা করো।"

ইসফিনিস তার দীর্ঘ জামার পকেট থেকে চিঠি বের করে লোকটির হাতে দিলে সে খুব সতর্কতার সাথে সেটি দেখে তার লোকদের নির্দেশ দিল নৌকা উদ্যানের ঘাটে ভিড়াতে। একজন রক্ষীকে ডেকে চিঠিটি তার হাতে দিল। প্রহরী কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে গেল এবং ফিরে এসে উক্ত কর্মকর্তার কানে কানে কিছু বলার পর সে ইসফিনিসকে ইঙ্গিত করল জাহাজ ভিড়াতে। যুবক তার জাহাজ প্রাসাদের ঘাটে ভিড়ানোর পর লোকটি বলল, "মহান শাসনকর্তা, আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। অতএব, আপনি আপনার মালামাল নিয়ে তার কাছে যেতে পারেন।"

ইসফিনিস তার লোকদের নির্দেশ দিল জাহাজ থেকে মাল নামাতে। আহমোসির উপর দায়িত্ব ছিল অলংকারের বাক্সগুলো নামানোর, আর অন্যেরা নামাল জীবজন্তুর খাঁচা। ইসফিনিস যখন প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিল তখন লাতু বললেন, "ঈশ্বর তোমাকে সাফল্য দিন।"

ইসফিনিস তার দলবলসহ নীরবে মনোরম উদ্যান অতিক্রম করল।

আট

একজন ভৃত্য প্রাসাদে পথ দেখিয়ে নিচ্ছিল। মালামালসহ তাকে অনুসরণ করছে ভৃত্যরা। সে একসময় নিজেকে দেখল বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ এক কক্ষে, তার মেঝে, প্রাচীর ও ছাদ কারুকার্যখচিত। কক্ষের এক প্রান্তে দক্ষিণের শাসক কোমল একটি আসনে উপবিষ্ট। ঢিলা আলখিল্লা তার পরনে। তার মুখের বৈশিষ্ট্য দৃঢ় ও স্বচ্ছ, তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সাহস ও বিচক্ষণতার ইঙ্গিত দেয়। ইসফিনিস তার লোকদের ইশারা করলে তারা যার যার বাক্স ও খাঁচা সামনে নামিয়ে রাখল এবং সে কক্ষের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে ভক্তির সাথে শাসককে কুর্নিশ করে বলল, "দেবতা সেথ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, পরাক্রমশালী শাসক।"

দক্ষিণের শাসক অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ইসফিনিসের দিকে তাকালেন। যুবকের অভিজাতসুলভ চেহারা এবং দীর্ঘাকৃতি তাকে সন্তুষ্ট করেছে। তিনি জানতে চাইলেন, "তুমি কি সত্যি সত্যি নুবিয়া থেকে এসেছ?"

"অবশ্যই, মাননীয় প্রভু।"

www.pathagar.com

"তোমার কষ্টকর সফর থেকে তুমি কী লাভ করবে বলে আশা করছ ?"

"আমি মিশরের প্রভুদের কিছু পণ্য উপহার দিতে চাই, যেগুলো নুবিয়ায় পাওয়া যায় এবং আশা করি এগুলো তাদেরকে আনন্দ দেবে এবং তারা আরো পেতে চাইবেন।"

"আর বিনিময়ে তুমি কী চাও ?"

"মিশরের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু খাদ্যশস্য।"

শাসনকর্তা তার বিরাট মাথা নাড়লেন এবং তার চোখে রসিকতার ঝলক দেখা গেল, তিনি বললেন, "তুমি তরুণ হলেও দুঃসাহসী ও অভিলাষী। তোমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো আমি দুঃসাহস পছন্দ করি। এখন আমাকে দেখাও যে তুমি কী এনেছ ?"

ইসফিনিস আহমোসিকে তলব করলে সে শাসনকর্তার দিকে অগ্রসর হয়ে তার বয়ে নেয়া বাক্সটি তার পায়ের কাছে রাখল। বণিক সেটি খুললে দেখা গেল তাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান রত্নপাথরের কাজ করা অলংকার। তিনি সেগুলো পরখ করলেন, তার চোখে প্রশংসা ও লোভ এবং অলংকার হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। এরপর ইসফিনিসকে প্রশ্ন করলেন, "নুবিয়ায় কি এমন অলংকার পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় ?"

"প্রভু, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু এই মূল্যবান পাথরগুলো পাওয়া যায় নুবিয়ার গভীর জঙ্গলে, যেখানে হিংস্র জীবজন্তুর বাস এবং সর্বত্র রোগব্যাধির থাবা প্রসারিত।"

সে শাসনকর্তাকে বাক্সভরতি সবুজ পান্না, রক্ত প্রবাল, সোনা ও মুক্তা প্রদর্শন করল। লোকটি সময় নিয়ে সেগুলো দেখলেন প্রায় রুদ্ধশ্বাসে। যখন দেখা শেষ হলো সে সময়ের মধ্যে মনে হলো তিনি পানীয়ের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। এরপর ইসফিনিস তাকে দেখাল খাঁচায় আবদ্ধ হরিণ, বানর, জিরাফ এবং বলল, "প্রাসাদ উদ্যানে এই সুন্দর প্রাণীগুলোকে কত চমৎকার মানাবে।"

শাসক হাসলেন এবং নিজেকে বললেন, "এই তরুণের কথার বাইরে যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য।" তার বিস্ময় চরমে পৌঁছল ইসফিনিস যখন একটি খাটিয়ার পর্দা তুলে বামনাকৃতির জোলোকে দেখাল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সেটির কাছে গিয়ে উচ্চারণ করলেন, "কী বিস্ময়কর ব্যাপার ! এটি কি কোনো জন্তু না মানুষ ?"

ইসফিনিস হেসে উত্তর দিল, "অবশ্যই মানুষ, প্রভু এবং অসংখ্য মানুষের একজন।"

"আমার দেখা বা শোনার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বিস্ময়কর !"

শাসনকর্তা একজন ভৃত্যকে ডেকে বললেন, "রাজকন্যা আমেনরিদিস এবং আমার স্ত্রী ও ভাইদের ডেকে আনো।"

www.pathagar.com

নয়

শাসক যাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তারা সকলে দরবার কক্ষে উপস্থিত হলে ইসফিনিস শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে চোখ নিচু করে রাখাই উত্তম বিবেচনা করল। কিন্তু সে মধুর একটি কণ্ঠ শুনতে পেল, যা তার ভিতরের অনুভূতিকে কম্পিত করেছে। কণ্ঠটি বলছিল "আমাদের আড্ডাকে আপনি বিনষ্ট করলেন কেন, শাসনকর্তা ?"

ইসফিনিস আড়চোখে নবাগতদের দিকে তাকিয়ে দেখল, সকলের আগে আছেন রাজকন্যা, যিনি একদিন আগে তার জাহাজ পরিদর্শন করেছেন এবং পান্নার হার নিয়ে এসেছেন। তার আবির্ভাবে, সে যা আশা করেছিল, সকলের চোখ উজ্জ্বল হলো। যুবকের মনে আর কোনো সন্দেহ নেই যে শাসনকর্তা খানজার ও তার স্ত্রী রাজ পরিবারেরই অংশ। একই সাথে আরেকটি মুখ তার চোখে পড়ল, যা তার কাছে অপরিচিত নয়, সেই লোকটির মুখ যে রাজকন্যা ও শাসকের স্ত্রীকে অনুসরণ করেছে— সেই বিচারক, যিনি মাত্র একদিন আগে এবানার শাস্তির রায় শুনিয়েছেন। বিচারক ও শাসকের চেহারায় যে মিল আছে তা তার চোখ এড়ায়নি। রাজকন্যা ও বিচারকও তাকে চিনতে পারলেন এবং দুজনই অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকে দেখলেন। শাসনকর্তার সামনে যে নির্বাক বিনিময় চলছে, সে সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। তিনি রাজকন্যাকে বললেন, "আসুন, পৃথিবীর গর্ভে পাওয়া সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস এবং ভূপৃষ্ঠে পাওয়া অদ্ভুত জিনিসের একটি দেখুন।" মূল্যবান রত্নপাথরে পূর্ণ বাক্সগুলো এবং জীবজন্তু খাঁচা ও জোলোর খাটিয়ার দিকে ফিরলে তারা কাছে এসে জিনিসগুলো দেখে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হলো। বামন মানুষটি সকলের অপরিমিত কৌতূহল উদ্রেক করছিল। শাসনকর্তার স্ত্রী প্রশংসায় মুখর এবং মুগ্ধতায় তিনি হাতির দাঁতের বাক্সগুলোর কাছে গেলেন। বিচারক ইসফিনিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার সম্পদের উৎসের কথা ভেবে গতকাল আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এখন আমি সবকিছু বুঝতে পারছি।"

শাসনকর্তা তাদের দিকে ফিরলেন এবং ভাইকে বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ, বিচারক সামনুত ? তুমি কি এই তরুণকে আগে দেখেছ ?"

"জি হ্যাঁ, অবশ্যই দেখেছি, মাননীয় শাসনকর্তা। গতকাল আমি তাকে আদালতে দেখেছি। মনে হয় যে সে নিজের জন্য ও তার সম্পদের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে। কারণ সে সেনাপতি রুখকে অপমানকারী এক চাষি রমণীকে কয়েদ ও বেত্রাঘাত থেকে রক্ষা করতে পঞ্চাশ খণ্ড সোনা দান করেছে।"

রাজকন্যা আমেনরিদিস হাসলেন অনেকটা ব্যঙ্গ করে এবং যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এতে এমন বিস্ময়ের কী আছে বিচারক সামনুত ? এটাই তো স্বাভাবিক যে একজন কৃষক আরেক কৃষক রমণীকে রক্ষার জন্য জামার হাতা গুটাবে।"

www.pathagar.com

"মহামান্যা, ঘটনা হচ্ছে, কৃষকদের করার মতো কিছু নেই। পুরো ব্যাপারটি হচ্ছে সোনা ও এর ক্ষমতা। তার কথাই সত্য, যিনি বলেছেন, তুমি যদি কোনো কৃষকের কাছ থেকে কিছু পেতে চাও, তাহলে প্রথমে তাকে দারিদ্র্যে নিপতিত করো, এরপর তাকে চাবুক দিয়ে পিটাও।"

শাসনকর্তা প্রকৃতিগতভাবে দুঃসাহসিক কাজের প্রতি আকৃষ্ট, তিনি বললেন, "বণিক অতি সাহসী যুবক। আমাদের সীমান্ত ভেদ করে আসা তার সাহসিকতার একটি দৃষ্টান্ত। সাবাস ! সাবাস ! সে যদি যোদ্ধা হতো তাহলে আমি তার সাথে লড়তাম। কারণ, দীর্ঘদিন খাপের মধ্যে থেকে আমার তরবারিতে জং ধরে গেছে !"

রাজকন্যা আমেনরিদিস ব্যঙ্গাত্মক সুরে বললেন, "বিচারক সামনুত, আপনি তাকে মার্জনা না করে কীভাবে পারলেন, যেখানে আমি তার কাছে ঋণী ?"

"তার কাছে ঋণী ? কী বলছ তুমি !" শাসনকর্তা অবাক হয়ে বললেন।

রাজকন্যা হেসে উঠলেন শাসনকর্তাকে বিস্মিত হতে দেখে এবং তাকে বললেন যে কীভাবে তিনি জাহাজ বহর দেখেন, জোলো কীভাবে তাকে জাহাজের দিকে আকৃষ্ট করে, যেখানে তিনি যান ও একটি সুন্দর কণ্ঠহার গ্রহণ করেন। যেভাবে তিনি কথাগুলো বললেন তাতে তার অবাধ স্বাধীনতা, সাহসিকতা ও রসিকতা করার ব্যাপারে তার আগ্রহ প্রকাশ পেল। শাসক খানজারের বিস্ময় বিদূরিত হলো এবং কৌতুক করে জানতে চাইলেন, "তা তুমি একটি সবুজ হৃদয় পছন্দ করলে কেন ? আমরা খাঁটি সাদা হৃদয়, দুষ্ট কালো হৃদয়ের কথা শুনেছি, কিন্তু সবুজ হৃদয়ের অর্থ কী হতে পারে ?"

রাজকন্যা হেসে উত্তর দিলেন, "আপনার প্রশ্ন তাকেই করুন যে হৃদয় বিক্রি করেছে।"

ইসফিনিস মন দিয়ে কথাগুলো শুনলেও বিরক্ত হচ্ছিল, সে উত্তর দিল, "মহান শাসনকর্তা, সবুজ হৃদয় হচ্ছে উর্বরতা ও কোমলতার প্রতীক।"

রাজকন্যা বললেন, "এমন একটি হৃদয় আমার প্রয়োজন হবে কেন ? কখনো আমার মনে হয় যে আমি এত নিষ্ঠুর যে এই বৈশিষ্ট্য আমাকে নিজের প্রতি নিষ্ঠুর হতেও আনন্দ দেয়।"

বিচারক সামনুত গভীর মনোযোগে এতক্ষণ ধরে জোলোকে দেখছিলেন এবং তার প্রতি তার শালিকার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট ছিলেন, যদিও মূল্যবান পাথরে পূর্ণ বাক্সগুলো থেকে তার চোখ সরাতে চাননি। বিচারক বামনের মুখ দেখে বিরক্ত। মুখে উচ্চারণ করলেন, "কী কুৎসিত সৃষ্টি।"

ইসফিনিস উত্তর দিল, "সে বামন জাতির সদস্য, যে আমাদেরকে বিরক্তিকর বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে বিকৃত বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন।"

www.pathagar.com

শাসক খানজার পরিতৃপ্তির সাথে হাসলেন এবং বললেন, "তোমার কথা স্বয়ং জোলোর চাইতেও অদ্ভুত। তোমার আনা বাদবাকি প্রাণীও তোমার কথার তুলনায় কিছু নয়।"

ইসফিনিসের দিকে সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে বিচারক সামনুত বললেন, "আমার মনে হয় যে এই যুবক আমাদেরকে তার কথার জাদু দ্বারা পরিচালিত করছে। কারণ, এ ধরনের বামনদের সৌন্দর্য অথবা কদর্যতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।"

রাজকন্যা আমেনরিদিস বামনের দিকে তাকিয়ে ক্ষমাসুলভ সুরে বলল, "জোলো, তুমি কি আমার মুখটাকে খুব কুৎসিত বলে মনে করছ?"

খানজার জোরে হেসে উঠলেন, আর ইসফিনিসের বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে রাজকন্যার সৌন্দর্যের সামনে। এ মুহূর্তে সে তার দিকে চিরতরে তাকাতে চাইল। হঠাৎ নীরবতা নেমে এল এবং সে ভাবল, এখন বিদায়ের সময়। তার ভয় হলো, যে কাজ নিয়ে সে এসেছে তার অবতারণা করার আগেই শাসনকর্তা তাকে বিদায় জানাবেন। সে বলল, "দক্ষিণের মহান শাসক, আমি কি সাহস করে আশা করতে পারি যে আমার আকাঙ্ক্ষা আপনার উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে?"

শাসক ভাবছেন, তার হাত খেলছে তার ঘন দাড়ি নিয়ে। এরপর বললেন, "আমাদের লোকজন যুদ্ধ ও অবরোধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথ বেছে নিয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে ব্যবসার ঊর্ধ্বে মনে করে। সেজন্য তোমার মতো দুঃসাহসী লোকদের মাধ্যমেই তাদের পক্ষে এমন মূল্যবান রত্নপাথর সংগ্রহ করা সম্ভব। যাহোক, আমি এখনই তোমাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাতে পারছি না। এর আগে আমাকে অবশ্যই রাজার সাথে কথা বলতে হবে। আমি তাকে এসব সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটি উপহার দেব এই আশায় যে তিনি আমার মতামতকে অনুমোদন দেবেন।"

ইসফিনিস বলল, "সম্মানিত শাসক, আমাদের মহামান্য ফারাও এর জন্য আমি এক মূল্যবান উপহার রেখে যাচ্ছি, যা বিশেষভাবে তার জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে।"

শাসক মুহূর্তের জন্য তার মুখের দিকে দেখলেন এবং মনিবকে তুষ্ট করে অনুগ্রহ লাভের একটি ধারণা তার মাথায় উদয় হয়ে থাকতে পারে। তিনি বললেন, "এ মাসের শেষ দিকে ফারাও ভোজ উৎসব পালন করবেন। গত দশ বছর যাবৎই তিনি এ উৎসব পালন করে আসছেন। হতে পারে যে আমি তোমাকে ও তোমার বামন মানুষটিকে তার সামনে হাজির করতে পারি তাকে বিস্মিত করে দিতে এবং তখন তুমি তোমার উপহার তাকে অর্পণ করতে পারো। সন্দেহ নেই, এটিই উপযুক্ত পদ্ধতি হবে। তোমার নাম ও অবস্থান আমাকে বলো।"

www.pathagar.com

"প্রভু, আমার নাম ইসফিনিস। থেবসের দক্ষিণে জেলেপল্লির কাছে আমার জাহাজ বহর নোঙর করেছে। সেখানেই আমি থাকি।"

"আমার দূত শিগগিরই সেখানে যাবে।"

যুবক পরম ভক্তির সাথে অবনত হয়ে তার দাসদেরসহ প্রাসাদ ত্যাগ করল। সে যখন শাসকের সাথে তার ইচ্ছা সম্পর্কে বলছিল, তখন রাজকন্যা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। নিবিড়ভাবে তার কথা শুনছিলেন। ইসফিনিসের বিদায় নেয়ার সময়ও তিনি তার গমনপথের দিকে চোখ মেলে ছিলেন। তার চেহারায় আভিজাত্য এ দেহাবয়ব তাকে সন্তুষ্ট করেছে, কিন্তু তিনি দুঃখ বোধ করলেন যে ভাগ্য তাকে বণিক ও বামন মানুষ বয়ে বেড়াবার কাছে নিয়োজিত করেছে। হায়, সে যদি তার নিজের মর্যাদার মতোই একজন হয়ে আসতে পারত। একটু মোটা ও খর্বাকৃতির হতো। কিন্তু সে দেখল বাদামি ত্বকের মিশরীয়কে যে বামনের ব্যবসা করে। তিনি অনুভব করলেন যে এই সুন্দর যুবক তার মাঝে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করছে, মনে মনে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন এবং শাসক ও তার পরিবারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

দশ

ইসফিনিস ও তার দাসেরা পথ প্রদর্শনকারীকে অনুসরণ করে উদ্যানে এল। থেবসের বাতাস তার জ্বলন্ত উত্তেজনাকে প্রশমিত করেছে, গভীর দম নিল সে, কারণ তার বিবেচনায় এই সফরের ফলাফল অত্যন্ত সফল। একই সাথে তার মনে খেলা করছিল রাজকন্যা আমেরিদিস। তার উজ্জ্বল কমনীয় মুখ, সোনালি চুল, লাল ঠোঁট এবং বুকের উপর ঝুলে থাকা পান্নার হৃৎপিণ্ড তার মনের চোখে ভাসছিল। হে ঈশ্বর, তার কাছ থেকে অর্থ চাওয়ার বিষয়টি অগ্রাহ্য করতে হবে, যাতে এটি তাদের দুজনের হৃদয়েই চিরদিনের জন্য থাকে। নিজেকে সে বলল, "তিনি এমন এক নারী, যিনি বিলাসিতার কোলে লালিত হয়েছেন এবং সন্দেহ নেই পুরো পৃথিবী তার আঙুলের ইশারায় তার ইচ্ছা পূরণ করবে বলে ভাবতে তিনি ভালোবাসেন। তিনি সাহসী, হাসিখুশি, কিন্তু তার হাসি বিদ্রূপতায় পূর্ণ এবং নিষ্ঠুর। শাসনকর্তার সাথে তিনি রসিকতা করেন, অজ্ঞাত ব্যবসায়ীর সাথে মজা করেন, যদিও এখনো তার বয়স আঠারো বছর হয়নি। আগামীকাল আমি যদি তাকে একটি ঘোড়ায় আসীন হয়ে ধনুকে তীর তাক করতে দেখি, তাহলেও আমি বিস্মিত হব না।"

সে নিজেকে বলল রাজকন্যার ভাবনার মাঝে আত্মসমর্পণ না করতে এবং নিজের উপদেশের প্রতি মনোযোগী হয়ে তার সাফল্যের চিন্তায় ফিরে গেল।

www.pathagar.com

শাসক খানজারের কথা ভাবল সপ্রশংসভাবে, লোকটি ক্ষমতাধর শাসক, শক্তিশালী ও সাহসী, কিন্তু দয়ার্দ্রচিত্তের এবং হতে পারে কিছুটা লোভী। তার জাতির অধিকাংশ লোকের মতো তিনিও সোনার প্রতি আকৃষ্ট। তিনি কোনোরকম ধন্যবাদ না দিয়েই সোনা, মুক্তা, রত্নপাথর, জীবজন্তু ও বেচারি জোলোকে গ্রহণ করেছেন। যাহোক, এই লোভই তার কাছে মিশরের ফটক খুলে দিয়েছে এবং তাকে শাসনকর্তার প্রাসাদে এনেছে, এবং শিগগিরই ফারাও-এর প্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ হবে তার। আহমোসি তার কাছাকাছি ছিল, সে তাকে ফিসিফিস করে বলতে শুনল "শারেফ !" তার মনে হলো সে তার সাথেই কথা বলছে। কিন্তু তার দিকে ফিরে দেখতে পেল সে দেখতে পেল আহমোসি বৃদ্ধ এক লোকের দিকে তাকিয়ে আছে, যিনি একটি ফুলের ঝুড়ি নিয়ে দুর্বল পায়ে উদ্যানে হাঁটছেন। বৃদ্ধ তার উচ্চারিত নাম শুনতে পেয়ে তাদের দিকে ফিরলেন, দুর্বল চোখে অনুসন্ধান করলেন কে তাকে ডাকছিল। আহমোসি লোকটির দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালে ইসফিনিস বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কিন্তু সে কোনো কথা না বলে চোখ নামিয়ে নিল।

তারা জাহাজে উঠল, লাতু অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় তাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ইসফিনিস হেসে বলল, "প্রভু আমুনের কৃপায় আমরা সফল হয়েছি।" জাহাজ চলতে শুরু করলে ইসফিনিস লাতুকে বিস্তারিত বলছিলেন। কিন্তু তার কথা বাধাগ্রস্ত হলো কান্নার শব্দে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আহমোসি জাহাজের প্রান্তে হেলান দিয়ে শিশুর মতো কাঁদছে। উদ্যানে তার অদ্ভুত আচরণের কথা ইসফিনিসের মনে পড়ল। তারা সেখানে গিয়ে আহমোসির কাঁধে হাত রেখে বলল, "কী হয়েছে আহমোসি, তুমি কাঁদছ কেন ?"

আহমোসি উত্তর দিল না এবং ইসফিনিসের কথা সে শুনতে পেয়েছে বলেও মনে হলো না। সে আরো প্রবলভাবে কাঁদতে লাগল, যেন নিজেকে বিষাদের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তারা বিচলিত হয়ে তাকে জাহাজের প্রকোষ্ঠে নিয়ে তাদের মাঝখানে তাকে বসিয়ে পানি পান করতে গিয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি কাঁদছ কেন। তুমি কি ওই বৃদ্ধ লোকটিকে চেন, যাকে তুমি শারেফ বলে ডেকেছ ?"

আহমোসি আরো জোরে কেঁদে উঠে বলল, "কী করে আমি তাকে না চিনে পারি ? কেন আমি তাকে চিনব না ?"

ইসফিনিস অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "উনি কে ? আর তুমি এভাবে কাঁদছ কেন ?"

বিষাদ যেন কম্পিত করল তাকে এবং সে তার ভিতরে জমে থাকা ক্ষোভ ঝেড়ে দিল,

"প্রভু ইসফিনিস, আজ যে প্রাসাদে আমি আপনার ভৃত্যদের একজন হয়ে প্রবেশ করেছি সেটি আমার পিতার !"

www.pathagar.com

ইসফিনিস বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে। লাতু অতি আগ্রহে ছেলেটিকে দেখছিল। আহমোসি আবার বলল, "শাসক খানজার যেখানে বাস করছে সে প্রাসাদ ছিল আমার শৈশবের দোলনা, আমার খেলার স্থান। এর উঁচু প্রাচীরের মাঝে আমার মা তার যৌবনের দিনগুলো কাটিয়েছেন, এবং আমার পিতার বাহুতে সচ্ছন্দ জীবনযাপন করেছেন মিশর হামলাকারীদের পদানত হওয়ার আগে।"

"তোমার পিতা কে ছিলেন, আহমোসি ?"

"আমার পিতা আমাদের শহিদ রাজা সেকেনেনরার সেনাপতি ছিলেন।"

লাতু বলে উঠলেন, "সেনাপতি পেপি ! হে ঈশ্বর ! সত্যিই, এটি আমাদের বীর সেনাপতির প্রাসাদ।"

আহমোসি অবাক হয়ে লাতুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কি আমার পিতাকে চিনতেন, মাননীয় লাতু ?"

"আমাদের প্রজন্মের এমন কে থাকতে পারে যে তাকে জানবে না ?"

"আমার হৃদয় বলছে, আপনারা সেইসব অভিজাতদের অংশ হামলাকারীরা যাদেরকে বিতাড়ন করেছে।"

লাতু কিছু বললেন না। সেনাপতি পেপির পুত্রকে তিনি মিথ্যা বলতে চান না। বরং তাকে প্রশ্ন করলেন, "সেই বীর সেনাপতির জীবনাবসান কীভাবে হলো ?"

"থেবস রক্ষার চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি শহিদ হয়েছে। আমার মা তার শেষ কথা স্মরণ করে আরো অনেক অভিজাতের সাথে শহরের দরিদ্র অংশে পালিয়ে যান, যেখানে আমরা এখন বসবাস করছি। থেবসের পুরনো অভিজাত লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে এবং কিছুসংখ্যক ছিন্ন বস্ত্রে, ভিন্ন পরিচয়ে জেলে পল্লিতে স্থান নিয়েছে। আমাদের রাজার পরিবার একটি জাহাজে উঠে অজ্ঞাত গন্তব্যে চলে গেছেন। আমুন দেবতার মন্দিরের দরজা রুদ্ধ। সেখানকার পুরোহিত ও পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন। দাড়িওয়ালা শ্বেতকায় বিদেশিরা এখন সবকিছুর মালিক, যারা কারো তোয়াক্কা না করে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। খানজার এ পরিস্থিতির ভালো সুযোগ নিতে সক্ষম হয়েছেন। তার বোন রাজার স্ত্রী এবং রাজা খানজারকে আমার পিতার ভূমি ও প্রাসাদ দান করেছেন, তাকে দক্ষিণের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছেন, তিনি নিজ হাতে যে অপরাধ করেছেন তার পুরস্কার হিসেবে।"

লাতু জানতে চাইলেন, "খানজার কী অপরাধ করেছে ?"

আহমোসি কান্না থামিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলল, "তার অপরাধী হাত আমাদের শাসক রাজা সেকেনেনরাকে হত্যা করেছে।

আহমোসির কথা শুনে ইসফিনিস কুঁকড়ে গেল যেন আগুনের শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। সে বসে থাকতে পারছিল না, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাগে তার

www.pathagar.com

এমন অবস্থা যেন হৃৎপিণ্ড তার মুখে উঠে এসেছে। অন্যদিকে লাতু চোখ বন্ধ করেছেন, বিবর্ণ হয়ে গেছে তার মুখ এবং হাঁসফাঁস করে দম নিচ্ছেন। আহমোসি দুজনের মুখের দিকেই তাকিয়ে তাদের অবস্থা দেখে মনে করল যে তারা তার জ্বলন্ত আবেগকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। সে স্বর্গের পানে মুখ তুলে বিড়বিড় করল, "ঈশ্বর, এই পবিত্র ক্রোধকে আশীর্বাদ দিন।"

জাহাজ যখন থেবসের দক্ষিণে আগের জায়গায় পৌঁছল তখন সূর্য নীল নদে অস্ত যাচ্ছিল এবং দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল লাল আভা। তারা এবানার বাড়িতে গিয়ে দেখল তিনি আলো জ্বালিয়েছেন। তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। লাতু ও ইসফিনিস তার কাছে এসে শ্রদ্ধায় অবনত হলো এবং লাতু বললেন, "ঈশ্বর মহান সেনাপতি পেপির বিধবা পত্নীর সন্ধ্যা আশীর্বাদ ধন্য করুন।"

এবানার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল এবং বিস্ময় ও শঙ্কায় তার চোখ বিস্ফারিত হলো। তার পুত্রের উপর ভর্ৎসনার দৃষ্টি ফেলে তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। অশ্রুতে ভরে উঠল তার চোখ। আহমোসি মায়ের কাছে গিয়ে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মা, তুমি ভয় পেয়ো না অথবা দুঃখিত হয়ো না। তুমি জানো, উনারা দুজন আমার প্রতি কেমন দয়া প্রদর্শন করেছেন। আমি যা ভেবেছিলাম, তা সত্যি যে, তারা পুরনো অভিজাতদের অংশ, যারা থেবসের বাসিন্দা। স্বেচ্ছাচারিতা তাদেরকে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করেছিল। মিশরকে পুনরায় দেখার আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে এখানে এনেছে।"

এবানা স্বস্তি ফিরে পেয়ে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সকলে বসলে ইসফিনিস বলল, "সাহসী সেনাপতি পেপির বিধবা স্ত্রীর সাথে বসতে পারা আমাদের জন্য বিরাট গৌরবের ব্যাপার।"

এবানা বললেন, "আজ আমি সত্যিকার অর্থেই সুখী যে ঘটনাচক্রে পুরনো ধারার দুজন মহৎ লোকের সাথে আমি মিলিত হতে পেরেছি। চলুন, আমরা একত্রে অতীতের স্মৃতিচারণ করি এবং বর্তমানের ব্যাপারে আমাদের অভিন্ন অনুভূতি ব্যক্ত করি। আহমোসি তারুণ্যের শক্তিতে উজ্জীবিত। আমাদের রাজা কামোসির পুত্র ও সেকেনেনরার নাতি আহমোসির সম্মানে ওর পিতা ওকে এই নাম দিয়েছেন। কারণ তাদের দুজনের জন্ম একই দিনে। যুবরাজ আহমোসি যেখানেই থাকুন না কেন, ঈশ্বর তাকে তার আশীর্বাদ দ্বারা ধন্য করুন।"

লাতু তার কথার প্রতি সম্মতি জানিয়ে আন্তরিকতার সাথে বললেন, "ঈশ্বর আমাদের বন্ধু আহমোসিকে ভালোভাবে রাখুন এবং তার নামের মর্যাদা সংরক্ষণ করুন।"

www.pathagar.com

এগারো

দুই বণিক ও এবানার পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক এত দৃঢ় হলো যে তারা এক সাথে এক পরিবারের মতো থাকছিল। শুধু সন্ধ্যাগুলোতে তারা বিচ্ছিন্ন থাকত। তারা জানতে পারল যে জেলেপল্লিতে অনেকে আত্মপরিচয় গোপন করে বাস করছে, যাদের মধ্যে আছে থেবসের ব্যবসায়ী ও সাবেক ভূমি মালিকরা। তারা বিষয়টি জেনে খুশি হলো এবং তাদের মধ্যে যারা গুরুত্বপূর্ণ তাদের সাথে পরিচিত হতে ইচ্ছা করে তা আহমোসিকে জানাল। লোকগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে তারা জানতে আগ্রহী। যুবক আহমোসি এ ধারণায় উৎফুল্ল হয়ে তার মায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ চার ব্যক্তি— সেনেব, হাম, কোম ও দীবকে নির্বাচন করল। তাদের কাছে বণিকদের পরিচিতির গোপনীয়তা প্রকাশ করে একদিন সে তাদেরকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল, যেখানে লাতু তাদেরকে স্বাগত জানালেন। দরিদ্র মানুষের পোশাক পরে তারা এসেছে— কোমরে সংক্ষিপ্ত পরিধেয় এবং গায়ে ছিন্ন জামা। তারা উষ্ণতার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করল। আহমোসি বলল, "যাদেরকে আপনারা দেখছেন, তারা আপনাদেরই মতো, মিশরের পুরনো অভিজাতদের অংশ। এখন তারা অতি দুর্দশার মধ্যে কাটাচ্ছে, অবহেলিত জেলে হিসেবে, আর পশুপালকেরা তাদের সম্পত্তির মালিকে পরিণত হয়েছে।"

হাম জানতে চাইলেন, "মহোদয়গণ, আপনারা কি থেবসের ?"

লাতু উত্তর দিলেন, "না, কিন্তু একসময় আমরা ওমবোসের ভূমি মালিক ছিলাম।"

সেনেব বললেন, "আপনাদের মতো অনেকেই নুবিয়ায় চলে গিয়েছিলেন।"

লাতু বললেন, "সত্যিই বলেছেন। বিশেষ করে নাপাতায় শত শত মিশরীয় আছে। তারা ওমবোস, সাইন, হাবু, এমনকি থেবস থেকেও গেছে।"

লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আদালতে ইসফিনিস আহমোসির মায়ের জন্য কী করেছিল তা জানার পর তাদের কারো মনে বণিকদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। হাম প্রশ্ন করলেন, "শ্রদ্ধেয় লাতু, নাপাতায় আপনারা কীভাবে থাকেন ?"

"নুবিয়ানরা যেমন কঠোরতার মধ্যে থাকে, আমরাও অনুরূপ কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে বাস করি। নুবিয়ায় প্রচুর সোনা থাকলেও খাদ্যশস্য নেই।"

"তবুও আপনারা ভাগ্যবান যে পশুপালকদের হাত আপনাদের স্পর্শ করতে পারে না।"

"সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সে কারণে আমরা সারাক্ষণ মিশরের কথা ভাবি এবং এখানে দাসত্বে আবদ্ধ অধিবাসীদের নিয়ে চিন্তা করি।"

"দক্ষিণে কি আমাদের কোনো সামরিক শক্তি আছে ?"

www.pathagar.com

"আমাদের সৈন্য আছে, কিন্তু অল্পসংখ্যক। দক্ষিণের শাসনকর্তা রাউম শহরে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তাদের ব্যবহার করেন।"

"আমাদের ব্যাপারে নুবিয়ানরা কী ভাবে, বিশেষ করে পশুপালকদের হামলার পর ?"

"নুবিয়ানরা আমাদের ভালোবাসে এবং স্বেচ্ছায় আমাদের শাসন মেনে নিয়েছে। সে কারণে রাউম অল্প কিছু সৈন্য দিয়েই শহরে শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে পারছেন। শহরবাসী বিদ্রোহি করলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো না।"

লোকগুলোর চোখ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হলো। আহমোসি তাদেরকে বলল যে কীভাবে দুই বণিক সীমান্ত অতিক্রম করেছে, শাসনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং ভোজ উৎসবে ইসফিনিস কীভাবে আপোফিসকে উপহার প্রদান করার উদ্দেশে যাচ্ছে। হাম একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আপোফিসকে উপহার দিয়ে আপনি কী লাভ করবেন বলে আশা করছেন ?"

ইসফিনিস বলল, "আমি তার মাঝে লোভ জাগ্রত করব, যাতে তিনি নুবিয়া ও মিশরের মধ্যে ব্যবসা চালানোর অনুমতি প্রদান করেন এবং সোনার বিনিময়ে খাদ্যশস্য বিনিময়ে সম্মত হন।"

তারা চুপ করল এবং ইসফিনিসও কিছুক্ষণ কথা না বলে ভাবছিল। শেষ পর্যন্ত সে তার উদ্দেশের পথে নতুন এক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, "মহোদয়গণ, শুনুন, আমরা যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই তা ব্যবসা নয়। মহান সেনাপতি পেপির বিধবা পত্নীর ঘরে উপস্থিত হয়ে ব্যবসায়িক লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। আমরা আমাদের নৌবহরের কল্যাণে মিশর ও নুবিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং আপনাদের কিছু লোককে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করতে চাই। এবং এভাবে আপনাদেরকে দক্ষিণে আমাদের ভাইদের কাছে পাঠাতে চাই। আমরা মিশরে সোনা বয়ে আনব এবং ফিরে যাব খাদ্যশস্য ও লোক নিয়ে। হতে পারে যে একদিন আমরা শুধু লোকজন নিয়েই ফিরে আসব...।"

প্রত্যেকে আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে তার কথা শুনল এবং তাদের চোখ উজ্জ্বল হলো। এবানা প্রায় চিৎকার করে বললেন, "ঈশ্বর, কী সুন্দর বক্তব্য, যা আমাদের হৃদয়ের মৃত আশাকেও জাগিয়ে তুলছে।"

হাম বলল, "যুবক, কার কণ্ঠ আমাদের মৃত হৃদয়কে পুনরুজ্জীবিত করছে ? আশাহীনতার মাঝে আমরা এতদিন কাটিয়েছি— আমাদের চরম দুর্দশাগ্রস্ত এবং এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের কোনো উপায় না দেখে আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা স্মরণ করে দিনযাপন করছি। এখন আপনি চমৎকার ভবিষতের উপর থেকে পরদা তুলে নিচ্ছেন।"

www.pathagar.com

ইসফিনিস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, আশায় পূর্ণ হলো তার হৃদয়। মধুর কণ্ঠে সে বলল, "মহোদগণ, কেঁদে কোনো লাভ নেই। অতীত হারিয়ে যাবে প্রাচীন যুগে। শোক প্রকাশ ছাড়া স্মৃতি কোনো কাজে লাগবে না। আপনারা পূর্ণোদ্যমে কাজ করলে এর গৌরব আপনাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকবে। আপনারা আজ ব্যবসায়ী, এ ভাবনা যাতে আপনাদের বিষাদগ্রস্ত না করে। শিগগিরই আপনারা সৈনিকে পরিণত হবেন, যাদের মুঠির মধ্যে থাকবে বিশ্ব এবং শত্রুর দুর্গ আপনাদের পদানত হবে। আমাকে একটি কথা বলুন যে, আপনাদের সকল ভাইয়ের উপর আপনাদের আস্থা রয়েছে কি না ?"

একসাথে তারা সাড়া দিলেন, "আমরা আমাদের বিশ্বাস করি।"

"আপনারা কি গুপ্তচরের ভয় করেন ?"

"পশুপালকরা নির্বোধ স্বেচ্ছাচারী। দশ বছর যাবৎ আমাদের দাসে পরিণত করে রাখার সামর্থ্যে তারা সন্তুষ্ট। কোনো সতর্কতা অবলম্বনের কথা তারা ভাবে না।"

ইসফিনিস আনন্দিত হয়ে হাততালি দিয়ে বলল, "আপনারা আপনাদের বিশ্বস্ত ভাইদের কাছে যান এবং নতুন আশার সুখবর শোনান। যখন সম্ভব আমাদের কাছে আসুন, যাতে আমরা আমাদের মতামত বিনিময় করতে পারি এবং দক্ষিণের বার্তা দিতে পারি। নাপাতার মিশরীয়রা যদি তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকেও ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের ক্রুদ্ধ হওয়ার আরো অনেক বেশি কারণ আছে।"

লোকগুলো ইসফিনিসের কথার সাথে পূর্ণ সম্মতি জানালেন। এবার দিব বললেন, "মহান যুবক, আমরাও ক্রুদ্ধ। আমাদের কাজেই প্রমাণিত হবে যে আমরা আমাদের নাপাতার ভাইদের চেয়ে অনেক বেশি ক্রুদ্ধ।"

মাথা অবনত করে দুই বণিককে শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা বিদায় নিলেন। এবানা বললেন, "মহোদয়, কে আমাদেরকে আমাদের শহিদ রাজার পরিবারের কাছে নিয়ে যাবে ? এ পৃথিবীতে তিনি কোথায় আছেন ?"

দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হলো এবং এ সময়ের মধ্যে ইসফিনিস ও তার বৃদ্ধ সঙ্গী বিশ্রাম নেননি। তারা থেবসের আত্মপরিচয় গোপন করে রাখা লোকদের সাথে মিলিত হচ্ছিল এবানার কুটিরে এবং নির্বাসিত মিশরীয়দের আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে তাদের মাঝেও আশা ও নতুন জীবনের বীজ বপন করছিল। তাদের মাঝে শক্তি সঞ্চার করছিল, যুদ্ধের জন্য উন্মুখ করে তুলছিল। পুরো জেলেপল্লি অধৈর্য ও উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল সেই মুহূর্তের যখন ইসফিনিসকে রাজপ্রাসাদে তলব করা হবে।"

www.pathagar.com

একদিন দক্ষিণের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে একজন অধিকর্তা জেলে পল্লিতে এসে ইসফিনিসের বহরে গিয়ে তার কাছে একটি চিঠি পেশ করল, যাতে ভোজ উৎসবের দিনে নির্দিষ্ট একটি সময়ে তাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অনেকে রাজদূতকে দেখে আনন্দিত হলো, তাদের হৃদয়ে আশা নতুন রূপে জেগে উঠছিল।

সেই রাতে বহরের সকলে যখন নিদ্রামগ্ন, ইসফিনিস একা জাহাজের পাটাতনে চুপচাপ বসে ছিল। চাঁদের আলো তার মুখকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সে হালকা অনুভব করল নিজেকে। নিকট অতীত এবং অদ্ভুত বর্তমানের মধ্যে তার কল্পনা বিচরণ করছিল। তার মনে পড়ল যে সে যখন নাপাতা ত্যাগ করছিল তখন তার দাদি টেটিশেরি তাকে সুখবর দিলেন যে আমুন দেবতার আশ্বাস তিনি পেয়েছেন যে মিশরের যাত্রা শুভ। তার পিতা কামোসি নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তিনি তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। মায়ের কথা মনে পড়ল তার, যিনি তার কপালে চুম্বন করলেন এবং তার পত্নী নেফেরতারি অশ্রুভেজা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ ও পবিত্র একটি মুখ ভেসে উঠল তার চোখে। সতেজ অনুভব করল সে। ঐশ্বরিক অমৃতের আস্বাদ যেন তাকে আচ্ছন্ন করেছে। পাশাপাশি তার কল্পনায় অনুপ্রবেশ করল আলো ও জাঁকজমকপূর্ণ এক প্রতিমূর্তি, যা তার দেহকে কম্পিত করল। সে চোখ বন্ধ করল এই অবয়ব থেকে পালানোর জন্য, নিজেকে ফিসফিসিয়ে বলল, "ঈশ্বর আমার যতটা ভাবা উচিত, তার চেয়েও বেশি ভেবেছি তাকে এবং আমার উচিত তাকে আর কল্পনা না করা।"

বারো

ভোজ উৎসবের কাঙ্ক্ষিত দিনটিতে ইসফিনিস সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত জাহাজেই ছিল। রাজপ্রাসাদে যাওয়ার আগে সে সুন্দর পোশাক পরল। তার দীর্ঘ চুল আঁচড়াল, সুগন্ধি ব্যবহার করে ভৃত্য পরিবৃত হয়ে রওনা হলো। ভৃত্যরা বয়ে নিচ্ছিল হাতির দাঁতে নির্মিত বাক্সগুলো এবং কাপড়ে ঢাকা একটি পালকি। থেবস উৎসবের আনন্দে মেতেছে। বাতাস ঢাকের শব্দ ও গানের সুরে মুখরিত। অধিক মদিরা পানে মাতাল সৈন্যরা চাঁদের আলোতে আলোকিত রাস্তায় নেমে এসেছে। অভিজাত ও বিশিষ্টজনেরা নানা ধরনের বাহনে উঠে প্রাসাদের উদ্দেশে চলেছে। তাদের সামনে ভৃত্যরা বহন করছে মশাল। ইসফিনিস বিষাদগ্রস্ত এবং মনে মনে বলছে, "থেবসের পতন ও সেকেনেনরার হত্যাকাণ্ডের স্মরণে আয়োজিত ভোজ উৎসবে এই লোকগুলোর সাথে শরিক হওয়ার চাইতে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আর

www.pathagar.com

কী হতে পারে।" কোরাসে যোগ দেয় সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে সে দার্শনিক ও চিকিৎসক কাগেমনির কথা স্মরণ করল, "যখন সৈন্যরা মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়, তখন তাদের হাত দুর্বল হয়ে যায় এবং যুদ্ধে অক্ষম হয়ে পড়ে।"

প্রাসাদের সামনের চত্বরে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে জনস্রোত অনুসরণ করল। প্রাসাদ প্রাচীর ও জানালাগুলো তার কাছে মনে হলো আলোর উপর আলোর ঝলকের মতো। এ দৃশ্য তার হৃদয়কে মথিত করল, হৃৎপিণ্ড প্রবলভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল এবং সুবাসিত বাতাস তাকে স্মরণ করিয়ে দিল তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। সবকিছু যেন তার তপ্ত মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপে তার বিষাদ বেড়ে চলছিল এবং সে উপনীত হলো শৈশবের দোলনা ও কৈশোরের খেলার মাঠে।

প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়কদের একজনের কাছে গিয়ে সে শাসনকর্তা খানজারের চিঠি প্রদর্শন করল। লোকটি মনোযোগ দিয়ে চিঠি দেখে সেটি এক প্রহরীর হাতে দিয়ে ইসফিনিসকে নির্দেশ দিল প্রহরীকে অনুসরণ করতে। উদ্যানে অপেক্ষা করতে বলল তার ভৃত্যদের। মূল রাস্তায় মানুষের ভিড়, অতএব তাকে যেতে হচ্ছিল পাশের এক পথ দিয়ে। ইসফিনিসের মনে হলো যেন গতকালই সে প্রাসাদ ছেড়ে গেছে। বিশাল ও সারিবদ্ধ স্তম্ভগুলোর কাছে পৌঁছার পর তার স্পন্দন আরো দ্রুত হলো এবং সে এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল যে নিজেকে সামলাতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। সে যে এই স্থানে নেফেরতারির সাথে খেলা করেছে তা স্মৃতিতে উজ্জ্বল। নেফেরতারি বিশাল স্তম্ভগুলোর একটির আড়ালে লুকানোর আগে সে নিজের চোখ কাপড়ে বেঁধে নিত, এরপর খুঁজে পাওয়ার জন্য চোখের বাঁধন খুলত। এখনো সে যেন তার ছোট ছোট পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, তার মধুর হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। যে স্তম্ভগুলোকে সে তাদের নাম লিখত... সেগুলো কি এখনো আছে ? প্রহরীর উপস্থিতি ভুলে সে তার অতীতের নিশানা খুঁজে পেতে চায়। প্রহরী দ্রুত চলছে। তার হাতের নাগালের মধ্যে ইসফিনিসের বিগলিত হৃদয়ের কথা সে জানে না। ভিতরের উদ্যানে পৌঁছে একটি আসন দেখিয়ে প্রহরী তাকে অপেক্ষা করতে বলল।

উদ্যানে সুন্দর সুন্দর বাতি উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। ফুল, পাতার সুবাস চারদিকে। ঘাসে ঢাকা পথের শেষ প্রান্তে যেখানে সেকেনেনরার মূর্তি ছিল সেখানে সে নতুন একটি মূর্তি দেখল, যার মাঝে শৈল্পিক স্পর্শ নেই। বিশালাকৃতির মোটা এক মানুষের মূর্তি, বিশাল মাথা, বাঁকানো নাক, দীর্ঘ দাড়ি এবং বড় বড় বিস্ফারিত চোখ। তার সন্দেহ নেই যে সে পশুপালকদের রাজা আপোফিসের মূর্তির সামনে। রাগ ও ঘৃণায় সে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে রইল মূর্তিটির দিকে। গ্রীষ্ম ও বসন্তে পুরো পরিবার এখানে কত সুখে কাটিয়েছে তা তার মনে পড়ছে।

www.pathagar.com

তার দাদা ও পিতা পাশা খেলায় মগ্ন থাকত, নেফেরতারি বসত রানি সেটকিমুস ও আহোটেপের মাঝখানে, আর সে বসত টেটিশেরির কোলে। উপভোগ্য আলাপ আলোচনা, আবৃত্তির পাশাপাশি পাকা ফল খেতে খেতে তাদের সময় গড়িয়ে যেত। ইসফিনিস এভাবে একটি একটি করে স্মৃতির পাতা উল্টাচ্ছিল, এমন সময় একজন লোক এসে বলল, "আপনি কি প্রস্তুত ?"

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত জনাব।"

লোকটি তার সামনে স্থান নিয়ে বলল, "আমাকে অনুসরণ করুন।" সে তাকে অনুসরণ করল এবং তার ভৃত্যরাও ইতিমধ্যে এসে পড়েছিল, তারাও চলল পিছু পিছু। রাজকীয় মিলনায়তনের সামনে উপস্থিত হওয়ার পর তাকে আরেকবার অপেক্ষা করতে হলো ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য। উচ্চ হাসি, নাচের শব্দ ও বাদ্যের প্রচণ্ড সুর তার কানে বাজছে। পানীয় পরিবেশনকারীদের দেখল সোরাহি ও পানপাত্র বয়ে নিতে এবং তার মনে হলো লোকগুলো ভোজ উৎসবের আচরণও জানে না এবং রাজাও তাদের মর্যাদা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে সযত্ন নন। ফলে তারা তাদের জান্তব প্রকৃতিতে ফিরে গেছে। ভৃত্যদের একজন তার নাম ধরে ডাকলে সে তা অনুসরণ করে মিলনায়তনের কেন্দ্রস্থলে গেল। চারদিকে উপবিষ্ট দামি পোশাক পরা অভিজাতরা কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলছে তার উপর এবং সে বিব্রত হলো। খানজার তার সম্পর্কে ও তার উপহার সম্পর্কে লোকগুলোকে বলার কারণে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যাপারে। এর ফলে রাজাও তাকে গুরুত্ব দেবেন এটি তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে তার অনুসারীদের থামতে বলে সিংহাসনের কাছে একা গেল এবং মাথা অবনত করে অনুগত দাসের মতো নিবেদন করল, "ঈশ্বরতুল্য প্রভু, নীলের অধিপতি, সমগ্র মিশরের মহান ফারাও, পূর্ব ও পশ্চিমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি।"

গম্ভীর, প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করার মতো কণ্ঠে রাজা উত্তর দিলেন, "আমি তোমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মঞ্জুর করছি, ভৃত্য।'

ইসফিনিস সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং তার পিতা ও পিতামহসহ পূর্বপুরুষরা যে সিংহাসনে বসতেন সেখানে উপবিষ্ট লোকটিকে একনজর দেখেই বুঝতে পারল উদ্যানে এ লোকটিরই মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তার লাল মুখ, চোখ এবং সামনে রাখা পানপাত্র দেখে তার আর সন্দেহ ছিল না যে পশুপালকদের রাজার মধ্যে মদিরার প্রভাব সুস্পষ্ট। রানি তার ডানপাশে আর রাজকন্যা আমেনরিদিস বামপাশে আসীন। রাজ পোশাকে সজ্জিতা রাজকন্যাকে দেখে তার মনে হলো যেন চাঁদের উজ্জ্বল কিরণ, তিনি শান্তভাবে কিন্তু অহংকারী ভঙ্গিতে ইসফিনিসকে দেখছিলেন।

www.pathagar.com

রাজা তার দিকে তাকালেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে এবং ভারি গলায় বললেন, "ঈশ্বরের নামে বলছি, এ মুখ আমাদের অভিজাতদের একজন হওয়ার উপযুক্ত।' ইসফিনিস পুনরায় তাকে কুর্নিশ করে বলল, "ফারাও-এর ক্রীতদাসদের একজনকে এ মর্যাদা প্রদান করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন।"

রাজা অট্টহাসি দিয়ে বললেন, "আমি দেখছি, তুমি চমৎকার কথা বলতে পারো। মিষ্টি কথা দিয়ে তোমার লোকেরা আমাদের সহানুভূতি ও অর্থ লাভ করতে চায়। সেথ দেবতা তার বিজ্ঞতায় শক্তিশালী প্রভুকে তরবারি দান করেছেন এবং বাকপটুতা দিয়েছেন দুর্বল দাসকে। কিন্তু এসবের সাথে তোমার কী সম্পর্ক ? আমার বন্ধু খানজার আমাকে বলেছেন যে তুমি আমার জন্য নুবিয়া থেকে একটি উপহার এনেছ। আমাকে সেটি দেখাও।"

ইসফিনিস কুর্নিশ করে একপাশে সরে দাঁড়াল এবং তার লোকদের ইশারা করলে দুজন একটি হাতির দাঁতের বাক্স এনে সিংহাসনের সামনে স্থাপন করল। সে এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ডালা খুলে খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি ও রত্নপাথর খচিত ফারাও এর দ্বৈত মুকুট বের করল। সকলের চোখে পড়ল মুকুটটি এবং বিস্ময় ও প্রশংসার ধ্বনি তুলল। আপোফিসের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে, তিনি অজান্তেই নিজের মুকুট খুলে দু'হাতে নতুন মুকুটটি নিয়ে তার টাক মাথায় স্থাপন করলেন। মনে হলো তিনি সম্পূর্ণ নতুন রূপে সেজেছেন। রাজা অত্যন্ত খুশি এবং সন্তুষ্টির সুস্পষ্ট ছাপ তার চেহারায়। তিনি বললেন, "বণিক তোমার উপহার গৃহীত হয়েছে।"

ইসফিনিস শ্রদ্ধাভরে মাথা নোয়াল এবং তার লোকদের দিকে ফিরে আবার ইশারা করলে তারা সাথে বয়ে আনা পালকির কাপড় তুলে ধরল। পালকিতে গাদাগাদি করে বসেছিল তিনটি বামনাকৃতির মানুষ। বামনদের আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত এবং অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে গলা লম্বা করে দেখতে লাগল। তরুণ বণিক তাদেরকে বলল, "তোমাদের প্রভু ফারাও এর সামনে অবনত হও।" তিন বামন লাফ দিয়ে নেমে একসারিতে দাঁড়িয়ে ধীর পদক্ষেপে সিংহাসনের সামনে গিয়ে তিনবার করে কুর্নিশ করল ফারাওকে। এরপর ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়াল। রাজা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "এই জীবগুলো কী হতে পারে ?"

"ওরা মানুষ, আমার প্রভু। দক্ষিণ নুবিয়ার শেষ প্রান্তে তাদের উপজাতির বাস। তারা বিশ্বাস করে যে পৃথিবীতে একমাত্র তারা ছাড়া অন্য কোনো মানুষ নেই। তারা যদি আমাদের কাউকে দেখে তাহলে বিস্ময়ে তাদের জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায় এবং অবাক হয়ে একে অন্যকে বলে। এই তিনজনকে আমি লালন করেছি এবং ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। প্রভু তাদের মধ্যে আনুগত্য দেখতে পাবেন এবং বিনোদনেরও উৎস তারা।" রাজা তার বিশাল মাথা নাড়িয়ে হাসলেন

www.pathagar.com

প্রচণ্ড শব্দে এবং বললেন, "কেউ যদি দাবি করে যে সে সবকিছু জানে তাহলে সে আহম্মক। যুবক, তুমি আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছ, তুমি আমার আনুকূল্য লাভ করবে।"

ইসফিনিস কুর্নিশ করে পিছু হটে এল। মিলনায়তনের কেন্দ্রস্থলে যখন পৌঁছল তখন কেউ তার পথ আটকে হাত আঁকড়ে ধরেছে। হাতের মালিককে দেখতে সে ঘাড় ফিরাল দাড়ি ও গোঁফধারী সুন্দর সামরিক পোশাক পরিহিত এক লোককে দেখে তার শিরায় ক্রোধ টগবগ করতে লাগল। লোকটির লাল মুখ, উন্মত্ত দৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছিল যে সে কতটা মাতাল। সে তার প্রভুকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের জাতীয় ভোজ উৎসবে বীরত্বের সংঘাতের যে কৌশল তা দেখে আমাদের প্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদের পবিত্র ঐতিহ্যেরও তা অংশ। আমি মহান প্রভুর সম্মানে একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়তে চাই, যা দর্শকদের আনন্দ দেবে।"

রাজা তার পুরু ঠোঁটে পানপাত্র তুলে বললেন, "এই মিলনায়তনের মেঝের উপর যোদ্ধাদের রক্ত প্রবাহিত হলে তা যথার্থই আমাদের একঘেয়েমি দূর করবে! কিন্তু সেনাপতি রুখকে সেই সুখী মানুষ, যাকে তুমি তোমার শত্রুতা দ্বারা সম্মানিত করবে?"

মাতাল সেনাপতি ইসফিনিসকে দেখিয়ে বললেন, "প্রভু, এ যুবকই হবে আমার প্রতিপক্ষ।" অনেক অভিজাতের মতো স্বয়ং রাজাও অবাক হলেন এবং রুখকে প্রশ্ন করলেন, "এই নুবিয়ান বণিক কী করে তোমার ক্রোধ সঞ্চার করল?"

"সে এক কৃষক মহিলাকে উদ্ধার করেছে, যে মহিলা সরাসরি আমাকে অপমান করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। তার মুক্তিপণ হিসেবে পঞ্চাশ টুকরা সোনা পরিশোধ করে সে তাকে শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে।"

রাজা আবার সজোরে হেসে উঠলেন এবং মিলনায়তন থেকে হাসির রেশ শেষ না হতেই সেনাপতিকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি তোমার প্রতিপক্ষ হিসেবে একজন কৃষকের সাথে লড়তে ইচ্ছুক?"

"প্রভু, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি বেশ সুগঠিত দেহের অধিকারী, তার পেশি সুদৃঢ়। তার হৃৎপিণ্ড যদি পাখির মতো না হয়ে থাকে, তাহলে আমি তার নীচু জন্মের কারণেই চোখ বন্ধ করে রাখতাম উৎসবের আনন্দে আমার ভূমিকা রাখতে।"

খানজার একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তার ভাই বিচারক সামনুতের দিকে তাকালেন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে। পাশাপাশি উপলব্ধি করলেন তিনিই সেনাপতির কৌতূহল জাগিয়েছেন ইসফিনিসের উপস্থিতি সম্পর্কে তাকে জানিয়ে। পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ করতে পারেননি তিনি। সেনাপতিকে নিবৃত্ত করার কথা ভেবে তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, "সেনাপতি, একজন কৃষক বণিকের সাথে লড়ে আপনি যে পদকগুলো ধারণ করেছেন, সেগুলোরই শুধু ক্ষতি হবে।"

www.pathagar.com

সেনাপতি রুখ উত্তর দিলেন, তার পরামর্শ উপেক্ষা করে, "একজন কৃষকের সাথে লড়াই করা আমার জন্য যদি লজ্জার হয়ে থাকে, তাহলে একজন ভৃত্যকে আমার সাথে মোকাবেলা করতে দেয়া ছিল অপমানজনক। কিন্তু আমি যখন দেখছি যে ফারাও এই বণিককে তার অনুগ্রহ প্রদান করেছেন তখন আমি তার সাথে সদাচরণ করছি এবং তাকে সুযোগ দিচ্ছি নিজেকে রক্ষা করার জন্য।"

সেনাপতির কথা যারা শুনছিল তারা ভাবল যে তিনি যা বলছেন তা সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত। তারা আশা করল যে বণিক যুদ্ধে সম্মত হবে এবং তারা তা দেখবে, উৎসবের আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে। ইসফিনিস বুঝে উঠতে পারছিল না যে এই বিপত্তি থেকে কী করে নিস্কৃতি পাবে। এক মুহূর্তে উপস্থিত লোকদের মাঝে তার পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়ার আগ্রহ অনুভব করছিল, কিন্তু এ ভাবনায় তার রক্ত শিরায় ফুটছিল। এরপর সে টেটিশেরি ও লাতুর উপদেশের কথা ভাবল। সে যদি সেনাপতির হাতে নিহত হয়, তাহলে যে ফল সে প্রায় তুলে ফেলেছে, তা সে হারাবে এবং এই অনুকূল সুযোগ তার পরিবারের জন্য আর আসবে না। এ ভাবনা তার রক্তকে শীতল করল এবং তার সিদ্ধান্ত দুর্বল হয়ে গেল। হে ঈশ্বর ! কী করে সে অস্বীকার করবে, আর কী করেই বা পালাবে। সে যদি লড়তে অস্বীকার করে তাহলে সেনাপতি তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, সকল চোখ তার দিকে তাকাবে ঘৃণায়। এবং তাকে দুই পায়ের মাঝে লেজ গুটিয়ে পালাতে হবে। তার হৃদয় ভেঙে যাবে, এমনকি সে যদি তার মহান লক্ষ্য অর্জনও করে। এ সময়ে সে সেনাপতির কণ্ঠ শুনতে পেল, "চাষা, তুমি আমাকে প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করেছ। তুমি কি আমাকে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ?"

ইসফিনিস নীরব, সে নিজেকে বিধ্বস্ত ও অসাড় ভাবছে। একটি কণ্ঠকে বলতে শুনল, "ছেলেটাকে ছেড়ে দাও ! যুদ্ধের কিছু সে জানে না।" আরেকজন বলল, "আরে ছেড়ে দাও ! একজন যোদ্ধা লড়াই করে আত্মার সাথে, তার দেহের সাথে নয়।" এসব কথা ইসফিনিসকে ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং সে তার কাঁধের উপর একটি হাত অনুভব করল। একটি কণ্ঠ তাকে বলছিল, "তুমি যোদ্ধা নও। অতএব, তুমি যদি একটি অজুহাত দাও তাহলে তাতে তোমার অপমানিত হওয়ার কিছু থাকবে না। সে তাকিয়ে দেখল লোকটি খানজার এবং অনুভব করল তার হাতের স্পর্শে তার দেহে কম্পন বয়ে গেছে, কারণ সে হাত তার পিতামহকে হত্যা করেছে। ভয়ংকর একটি মুহূর্ত। সিংহাসনের দিকে তাকাল সে এবং দেখল রাজকন্যা আমেনরিদিস আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রোধ তখন তাকে পেয়ে বসেছে এবং সে কী করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসচেতন হয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলল, "আমি সেনাপতিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি তার অবস্থান থেকে নেমে আমার সাথে লড়াই করতে চাওয়ার জন্য। তিনি আমার দিকে যে হাত বাড়িয়েছেন আমি তা গ্রহণ করছি।"

www.pathagar.com

লোকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল এবং রাজা হেসে আরেক পাত্র পানীয় নিলেন। সকল দৃষ্টি তখন দুই প্রতিপক্ষের দিকে। সেনাপতি প্রতিশোধ স্পৃহায় তাকালেন ইসফিনিসের দিকে এবং তাকে বললেন, "তুমি কি তরবারি দিয়ে লড়বে ?"

সে সম্মতিতে মাথা অবনত করলে সেনাপতি তাকে একটি তরবারি দিলেন। ইসফিনিস তার আলখেল্লা খুলে ফেললে তার দীর্ঘ, সুদৃঢ় শরীর সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। তাকে একটি ঢালও দেয়া হলো। সেনাপতির কাছ থেকে সে মাত্র এক হাত দূরত্বে দাঁড়ানো এবং তাকে দেখতে মন্দিরের মূর্তিগুলোর একটির মতো মনে হচ্ছে, যে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

রাজা দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু করতে ইশারা করলে দুজনই তরবারি খাপমুক্ত করল। প্রথম আঘাত হানলেন ক্রুদ্ধ সেনাপতি, শত্রুর উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত, তার মনে হয়েছিল, এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। কিন্তু যুবক বিদ্যুৎ গতিতে সরে গেলে সে আঘাত নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। সেনাপতি তাকে দম নেয়ার সুযোগ দিচ্ছিলেন না, তার মাথা লক্ষ্য করে আরেকটি আঘাত করলেন, যা যুবক প্রতিহত করল তার ঢাল দিয়ে। মিলনায়তনের সকল অংশ থেকে প্রশংসাধ্বনি উঠলে সেনাপতি উপলব্ধি করলেন যে তিনি এমন এক প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করছেন যে ভালোভাবে যুদ্ধের কৌশল জানে। তিনি সতর্ক হয়ে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন নতুন কৌশলে। তারা পরস্পরকে আক্রমণ করছে, লড়ছে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং আবার যুদ্ধে ফিরে আসছে। সেনাপতি অতি ক্রুদ্ধ এবং সহিংস আর তার প্রতিপক্ষ যুবক বিস্ময়করভাবে শান্ত, আস্থার সাথে শত্রুর হামলা প্রতিহত করছে। প্রতিবার দক্ষতার সাথে সে সেনাপতির উপর আঘাত হানার পর সেনাপতি আরো বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন। প্রত্যেকে বুঝতে পারল যে ইসফিনিস নিজেকে প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম এবং নিজের কৌশলের কারণ ছাড়া অহেতুক প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানছে না। তার দক্ষতা অত্যন্ত সাদাসিধে এবং তাতেই প্রতিপক্ষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, যা দর্শকদের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সেনাপতি রুখ বেপরোয়া হয়ে উঠলেন এবং বারবার হামলা করতে লাগলেন ইসফিনিসের উপর, সহিংসতায় ও প্রচণ্ড শক্তিতে, তাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে না, আস্থায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ইসফিনিস দক্ষতার সাথে শুধু হামলা ঠেকিয়ে যাচ্ছে, তার মাঝেও সীমাহীন আস্থা, কখনো মেজাজ খারাপ করছে না এবং দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো প্রশান্ত ভাব বজায় রেখেছে। বেপরোয়া সেনাপতির মাঝে হতাশা দানা বাঁধতে শুরু করেছে এবং তিনি সচেতন হয়ে উঠেছেন যে তার অবস্থান কতটা বিব্রতকর হতে যাচ্ছে, কারণ পরিস্থিতি ক্রমেই ঝুঁকির দিকে চলে যাচ্ছে। যে হাতে তিনি তরবারি ধারণ করে আছেন সেটি উঁচু করে সকল শক্তি জড়ো করে তিনি ইসফিনিসের উপর মরণাঘাত হানলেন, তিনি নিশ্চিত যে প্রতিপক্ষের নিজেকে রক্ষার সুযোগ সীমিত। কিন্তু তিনি হতবাক হয়ে গেলেন যে ইসফিনিস তার

www.pathagar.com

তরবারির গোড়ায় চমৎকার একটি আঘাত হানার ফলে তার হাতের তালু জখম হয়ে যাওয়ায় মুঠি শিথিল হলো। এ অবস্থায় যুবক তরবারিতে দ্বিতীয় আঘাত করায় সেটি সেনাপতির হাত থেকে ছুটে ফারাও-এর সিংহাসনের কাছে পতিত হলো। রুখের প্রতিরক্ষার আর কোনো সুযোগ নেই, তার হাত থেকে রক্ত ঝরছে। তিনি ক্রোধ দমনে অপারগ কিন্তু দর্শকরা আনন্দে ফেটে পড়ছে। বণিকের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসায় ধ্বনি দিচ্ছে। সেনাপতি চিৎকার করে বললেন, "তুমি কেন তরবারির আঘাতে আমাকে খতম করে দিচ্ছ না, ওহে চাষা ?"

ইসফিনিস শান্তভাবে বলল, "তা করার কোনো কারণ দেখছি না আমি।"

সেনাপতি দাঁতে দাঁত চেপে রাজাকে সামরিক ভঙ্গিতে সালাম দিয়ে মিলনায়তন ছেড়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে হাসলেন রাজা এবং ইসফিনিসকে কাছে আসতে ইশারা করলেন। ইসফিনিস তরবারি ও ঢাল প্রহরীদের একজনের হাতে দিয়ে সিংহাসনের কাছে গিয়ে অবনত হলো। রাজা তাকে বললেন, "তোমার যুদ্ধ তোমার বামুন মানুষগুলোর মতোই অদ্ভুত। তুমি কোথায় যুদ্ধ শিখেছ ?"

"মহামহিম রাজা, নুবিয়ায় একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে তার বহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব ব্যাপার, যদি সে না জানে যে কী করে নিজের ও তার সঙ্গীদের প্রতিরক্ষা করতে হয়।"

রাজা বললেন, "কেমন একটি দেশ ! আমরা যখন মরুভূমির শীতার্ত উত্তরের দিকে ঘুরে বেড়াতাম তখন আমরাও নারী-পুরুষ সকলে শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলাম। কিন্তু যখন থেকে প্রাসাদে বাস করতে শুরু করেছি, সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাটাচ্ছি, পানির বদলে মদ্যপান করছি, তখন থেকে শান্তি আমাদের কাছে ভালো মনে হচ্ছে। আর এখন আমাকে দেখতে হলো যে আমার সেনাবাহিনীর সেনাপতি এক চাষি বণিকের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলেন।"

কথা বলার সময়ে রাজার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল এবং তিনি হাসছিলেন। খানজার সিংহাসনের কাছে এসে রাজাকে কুর্নিশ করে বললেন, "প্রভু, এই যুবক সাহসী এবং সে আমাদের নিরাপত্তা লাভের যোগ্য।"

ফারাও মাথা নাড়িয়ে বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন খানজার। যুদ্ধটি ছিল প্রকাশ্য এবং সম্মানজনক। আমি তাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছি।"

খানজার ভাবলেন, এ এক চমৎকার সুযোগ। তিনি বললেন, "প্রভু, সিংহাসনের জন্য এই যুবক ব্যতিক্রমী সেবাদানের জন্য প্রস্তুত। সে নুবিয়ার মূল্যবান সম্পদের বিনিময়ে মিশরের খাদ্যশস্য নিতে চায়।"

রাজা মুহূর্তের জন্য খানজারের দিকে তাকালেন এবং মাথার উপর যুবকের দেয়া মুকুটের কথা ভেবে দ্বিধামুক্ত হয়ে বললেন, "এ ব্যাপারে তাকে আমার অনুমতি দেয়া হলো।"

www.pathagar.com

খানজার তাকে কুর্নিশ করলেন, ইসফিনিস ফারাও-এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিল তার রাজকীয় পোশাকের প্রান্তভাগ চুম্বনের জন্য। এরপর বিনয়ের সাথে দাঁড়াল এবং সিংহাসনের পানে তাকানোর ইচ্ছা প্রতিহত করে দরজা পর্যন্ত পিছিয়ে এল। সাফল্যের আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু নিজেকে বলল, "আমি অবাক হচ্ছি যে লাতু যদি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা জানতে পারেন তাহলে তিনি কী বলবেন ?"

ইসফিনিস ও তার ভৃত্যরা মধ্যরাতের পর জাহাজে ফিরে এল। লাতু তখনো না ঘুমিয়ে তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। খবর শোনার জন্য উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ নিয়ে ইসফিনিসের দিকে এগিয়ে এলেন। ইসফিনিস তাকে তার সাফল্য এবং প্রাসাদে তাকে যে দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছিল তা খুলে বললেন। লাতু তাকে বললেন, "চলুন, আমরা আমাদের সাফল্যের জন্য আমুন দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কিন্তু আমি যদি আপনাকে খোলাখুলি না বলি যে আপনার ক্রোধ ও অহংকারের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনি যে গুরুতর ভুল করেছেন তাহলে আমার কর্তব্যের সাথে প্রতারণা করা হবে। রাগের মাথায় আপনি আমাদের মহান আশাকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার মতো কিছু করতে পারেন না। এমনকি সেনাপতি আপনাকে আঘাত করলেও না। রাজা আপনাকে অপদস্থ করলেও না। আপনার কিছুতেই ভুললে চলবে না যে এখানে আমরা দাস, আর তারা আমাদের মনিব। এখানে আমরা এমন কিছু চাইতে এসেছি, যা তাদের মালিকানায়। আপনাকে সকল পরিস্থিতিতে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত থাকতে হবে। এবং সর্বোপরি সেই শাসনকর্তার প্রতি আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান থাকতে হবে, যিনি আপনার পিতামহকে হত্যা করেছেন ও সমগ্র মিশরের উপর চরম আঘাত হেনেছেন। মিশরের জন্য, যাদের আমরা পিছনে ফেলে এসেছি এবং নাপাতায় যারা আমাদের জন্য উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছে ও প্রার্থনা করছে তাদের জন্য আপনাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।"

বৃদ্ধ লাতু নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না, তিনি আবেগে কেঁদে ফেললেন। এরপর জাহাজে তার প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রার্থনায় রত হলেন।

পরদিন সকালে তারা দুজন এবানার কুটিরে গেলেন তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী। সেখানে এবানা, তার পুত্র আহমোসি, কিছু বন্ধু, যাদের মধ্যে ছিলেন সেনেব, হাম, দিব ও কোম, তারা তাদেরকে স্বাগত জানালেন। খবর শোনার জন্য সকলে আগ্রহী। হাম বললেন, "আমাদের হৃদয় অধৈর্য হয়ে আছে, আমাদের মাঝে উদ্বেগ সত্ত্বেও আশায় আমাদের হৃদয় জ্বলছে। কাছাকাছি কুটিরগুলোতে আমরা শত শত বন্ধুকে রেখে এসেছি, যারা সারা রাত চোখের পাতা এক করেনি।"

ইসফিনিস মধুর হেসে বলল, "বন্ধুরা, সুসংবাদ আছে। রাজা আমাদেরকে মিশর ও নুবিয়ার মধ্যে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

আনন্দের ছাপ দেখা গেল তাদের চেহারায়, আশার আলো জ্বলে উঠল চোখে। লাতু বললেন, "এখন কাজ করার সময় উপস্থিত হয়েছে। অতএব, তুচ্ছ কোনো কিছু নিয়ে সময় নষ্ট করা যাবে না। জেনে রাখুন যে পথ দীর্ঘ। অতএব, যত বেশি সংখ্যক সম্ভব লোক জড়ো করতে হবে। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে আমাদের যাত্রায় যোগ দেয়ার জন্য। আমাদের কী পরিমাণ লাভ হবে তা বলে তাদেরকে আকৃষ্ট করুন এবং তাদের কাছে কিছুতেই সত্য প্রকাশ করবেন না। আমরা বরং সীমান্ত অতিক্রম করার পরই তাদেরকে আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে বলব। আমার সন্দেহ নেই যে তাদেরকে আমরা অনুগত দেখতে পাব, যা আমরা থেবস এবং মিশরের সকল অধিবাসীর মধ্যে বরাবর দেখেছি। আপনারা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।"

উৎসাহ ও বিশ্বাসের বোধ নিয়ে গোপনে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। পুরুষরা জেলের বেশ ধারণ করে জাহাজের উদ্দেশে গিয়ে জাহাজের উপরে ও পাটাতনের নিচে সম্ভাব্য স্থানে নিজেদেরকে মানিয়ে নিল। ইসফিনিসের সামনে সমস্যা দাঁড়াল মহিলা ও শিশুদের নিয়ে যে কী করে তাদেরকে পুরুষদের মতো ছদ্মবেশ ধারণ করাবে। তাদেরকে পিছনে ফেলে যাবে যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য। বিষয়টি যে ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সে পরামর্শ করল। কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না। এবানার পুত্র আহমোসি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, "প্রভু ইসফিনিস, পুরুষদের সমন্বয়ে আমাদেরকে অজেয় একটি বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। মহিলারা এই বাহিনী গঠনের ব্যাপারে বিলম্ব ঘটানোর কারণ হতে পারে না। বিজয়ী বেশে থেবসে ফিরে আসা পর্যন্ত তারা এখানে অপেক্ষা করলে কোনো ক্ষতি হবে না। তাদেরকে সাথে নিয়ে গেলে যুদ্ধের জন্য আমরা আবার যখন আসব তখন তাদেরকে নুবিয়ায় থাকতে হবে। তাদেরকে যতটা বেদনা ও দুর্দশা সহ্য করতে হবে তারা আমাদের মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার অংশীদারিত্ব বলে বিবেচনা করতে হবে।"

এবানা পুত্রের কথায় প্রভাবিত, তিনি বললেন, "চমৎকার মতামত। এখানেই থাকব আমরা। থেবসের জনগণের সাথে আমাদের ভাগ্য বরণ করে নেব। যদি মরতে হয়, মরব। বাঁচলে একসাথে বাঁচব...।"

কেউ আর দ্বিধা করল না। মহিলারা তাদের স্বামী ও পুত্রদের বিচ্ছেদ মেনে নিল। অশ্রু বিসর্জন এবং প্রার্থনা ও আশার উচ্ছ্বাস নিয়ে তারা সকলকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত। কয়েকটি দিন ইসফিনিস কোনো বিশ্রাম নিতে পারেনি। লোকদের সাথে, পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে নুবিয়াগামীদের সংগঠিত করছিল। আশার স্বপ্ন দেখার পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিল। ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহায় তার হৃদয় জ্বললেও ধৈর্য ধারণের মতো স্থিরতা তার ছিল। এসব সত্ত্বেও তার হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষার তোলপাড় ছিল তা চেপে রাখতে হচ্ছিল তাকে। ভালোবাসা দিয়ে ঘৃণার শক্তিকে দুর্বল করে ফেলতে চায় সে।

www.pathagar.com

তেরো

দক্ষিণের শাসনকর্তা শেষ পর্যন্ত ইসফিনিসকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন যখন খুশি তখন সীমান্ত পেরিয়ে মিশরে প্রবেশের অনুমোদনসহ। এক শীতল ভোরে তার জাহাজগুলো নোঙর তুলে পাল মেলে দিল। সামনের জাহাজের পাটাতনে ইসফিনিস, লাতু ও আহমোসি বসেছে। তাদের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন। আহমোসির চোখে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় নির্গত অশ্রুর উপস্থিতি তখনো ছিল। ইসফিনিস গভীর কল্পনায় আচ্ছন্ন— সে ভাবছিল থেবস ও থেবসবাসীর কথা, পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরী, শত ফটকের নগরী, যার স্তম্ভসারি উঠে গেছে স্বর্গের পানে, এর সুবিশাল মহান মন্দির, সুউচ্চ প্রাসাদ, সুপ্রশস্ত দীর্ঘ রাজপথ, উন্মুক্ত স্থান, দিনরাত ধরে ব্যস্ত বাজার— সব কিছু মিলিয়ে আমুন দেবতার থেবস সুমহান। দশটি বছর যাবৎ আমুন দেবতার মন্দির থেবসবাসীর জন্য রুদ্ধ, থেবসবাসীরা আজ বন্দি। বর্বররা দখল করে নিয়েছে পবিত্র থেবসকে, যারা ক্ষমতায় বসেছে মন্ত্রী, বিচারক, অভিজাত হিসেবে। নগরবাসীরা তাদের মুখ ঘষছে সেইসব লোকের আবর্জনায়, যারা বিগত দিনে তাদের দাস ছিল। ইসফিনিস তাদের বিক্ষত হৃদয়ের গভীর থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। জাহাজের খোলে গাদাগাদি করে থাকা লোকগুলোর কথা ভাবল, সকলে একটি আশা দ্বারা তাড়িত, যারা বংশ পরম্পরায় মিশরকে ভালোবেসে এসেছে সেই ভালোবাসা দ্বারা তাড়িত। কীভাবে তারা তাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের পিছনে ফেলে আশায় বুক বেঁধেছে। আহমোসির মতো সাহসী যুবকরা তাদের আকাঙ্ক্ষা চেপে রেখেছে, যাদের মুখের রেখায় সুস্পষ্ট হয়ে আছে দৃঢ়তা। এসব ভাবনার ভিড়ে তার মনের প্রান্তে ভেসে উঠল মনোমুগ্ধকর একটি অবয়ব, নিজের দিকে তাকিয়ে লাতুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে তার চোখ আড়াল করল। সে কী ভাবছে তা যদি বৃদ্ধ জানতে পারেন, তাহলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। অবাক হলো সে যে কী করে রাজকন্যার অবয়ব তার ভাবনায় স্থান করে নিয়েছে, তাকে কিছুতেই ভাবনা থেকে সরিয়ে দিতে পারছে না। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সে নিজেকে বলল, "প্রেম ও ঘৃণার লক্ষ্য অভিন্ন হবে তা কি সম্ভব ?" বিষণ্নতা দেখা দিল তার চোখে। আবার নিজেকে বলল, "আমার ক্ষেত্রে যাই হোক, আমি তার উপর আর চোখ ফেলব না। ফলে আমার অশান্ত হওয়ার কিছু থাকবে না। পৃথিবীতে এমন কী আছে যা বিস্মৃতিকে পরাজিত করতে পারে ?" লাতু তার স্বপ্নে বাধা দিলেন কণ্ঠে উদ্বেগ ফুটিয়ে, "উত্তর দিকে দেখুন ! একটি নৌবহরকে দ্রুত এদিকে আসতে দেখছি।"

ইসফিনিস ও আহমোসি পিছনে ফিরে দেখল পাঁচটি নৌযান ঢেউ ভেঙে দ্রুতবেগে আসছে। তারা বুঝতে পারছিল না কারা জাহাজগুলোর আরোহী, কিন্তু

www.pathagar.com

দ্রুততার কারণে তাদের নিকটবর্তী হলে ইসফিনিস প্রথম জাহাজে দণ্ডায়মান লোকটিকে চিনতে পারল। উৎকণ্ঠিতভাবে সে বলল, "সেনাপতি রুখ।"

লাতুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং আরো বেশি উদ্বেগে তিনি বললেন, "আপনি কি মনে করেন সে আমাদেরকে ধরে ফেলবে?"

ইসফিনিস বুঝে উঠতে পারছিল না যে কী জবাব সে দেবে। জাহাজগুলোর দিকে দুশ্চিন্তা নিয়ে তাকিয়ে ছিল সে। নানা ধরনের আশংকা কাজ করছিল তার মাঝে। তিনি প্রশ্ন করলেন, "ওই কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটি কি আমাদের যাত্রা বিলম্বিত করার চেষ্টা করবে?"

ইসফিনিসের মনে হলো যে তার ভুলের পরিণতি এখনো তার পিছু ছাড়েনি এবং তার জাহাজ বহরের উপর একটি দুর্দশা নেমে আসতে যাচ্ছে। অথচ সে নিরাপদ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার পর্যায়ে ছিল। তার চোখ সেনাপতি রুখের বহরের উপর। সেনাপতির জাহাজটির গতি এত দ্রুত যে তার বহরের অন্য চারটি জাহাজকেও অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। প্রতিটি জাহাজের পাটাতনে সৈনিক দণ্ডায়মান, যাদের উপস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করছিল যে তাদের উদ্দেশ্য ভালো নয়। প্রথম জাহাজটি তার জাহাজের পাশে এলে সে দেখল সেনাপতি নিষ্ঠুরভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চিৎকার শুনল, "জাহাজ থামিয়ে নোঙর ফেলো।"

সেনাপতির অন্য জাহাজগুলো তাদের গতি পাল্টে একটি ব্যূহ তৈরি করল। ইসফিনিস তার নাবিকদের নির্দেশ ছিল দাঁড় টানা বন্ধ করে নোঙর ফেলতে। তারা নির্দেশ পালন করল, শঙ্কার সাথে লক্ষ করছিল পশুপালকদের সৈন্যভরতি জাহাজগুলোর দিকে, যেন তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। ইসফিনিস ভয় করছে যে ঘৃণায় অন্ধ সেনাপতি তার জাহাজ বহরের উপর প্রতিশোধ নেবে এবং এর ফলে তার সকল মানুষের আশা নিরাশায় পরিণত হবে। সে তার সঙ্গীকে বলল, "লোকটি যদি আমার মাথা চায়, তাহলে তার সাথে নতুন সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার ধারণা খুব খারাপ নয়। আমার যদি মৃত্যু হয়, তাহলে লাতু, আপনি একই পথ অবলম্বন করবেন, ক্রোধ যাতে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে আমাদের সব আশার পরিসমাপ্তি ঘটবে।"

হতাশা ও ক্ষোভে বৃদ্ধ তার হাত চেপে ধরলেন। ইসফিনিস দৃঢ়তার সাথে বলছিল, "লাতু, আপনি গতকাল আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশই আজ আমি আপনাকে দিচ্ছি। অবিজ্ঞোচিত ক্রোধ প্রশমন করুন। আমাকে আমার ভুলের মাসুল দিতে দিন। কাল যদি আপনি আমার পিতার কাছে ফিরে যান, তাহলে তাকে আমার মৃত্যুর জন্য শোক জানানোর পাশাপাশি আপনার সাথে নেয়া মিশরের সৈন্যদের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাবেন, আমার সাথে আমাদের আশার বিষয়ের চাইতে বরং আপনার ফিরে যাওয়া উত্তম।"

www.pathagar.com

তাকে উদ্দেশ্য করে সেনাপতির চিৎকার তার কানে এল, "চাষা, জাহাজের মধ্যস্থলে এসে দাঁড়াও।"

যুবক লাতুর হাত আঁকড়ে ধরল এবং দৃঢ় পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করল। সেনাপতি রুখ তার নিজের জাহাজের পাটাতন থেকে চিৎকার করছিল, "তুমি আমার হাত থেকে তরবারি খসিয়ে দিয়েছিলে, যখন আমি মাতাল ছিলাম এবং আমার পা স্খলিত ছিল। মূর্খ চাষা, এখন আমি তোমার অপেক্ষা করছি বলিষ্ঠ হৃদয়ে ও স্থির হাতে।"

সেনাপতির প্রতিশোধ পরায়ণ প্রকৃতি সম্পর্কে সে উপলব্ধি করল যে তার মর্যাদার উপর যে কলঙ্ক পড়েছে তা তিনি মুছে ফেলতে চান। ইসফিনিস শান্তভাবে বলল, "সেনাপতি, আপনি কি লড়াই এ ফিরে যেতে চান ?"

অন্যজন উত্তর দিল, "অবশ্যই, দাস। আর এবার অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে তোমাকে নিজ হাতে আমি হত্যা করব।"

ইসফিনিস বলল, "আপনার হুমকিতে আমি ভীত নই। কিন্তু আপনি কি প্রতিশ্রুতি দেবেন যে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, আপনি আমার জাহাজগুলোর কোনো ক্ষতি করবেন না।"

সেনাপতি রুখ অবজ্ঞার সাথে বললেন, "আমার মনিবের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমি জাহাজ বহরকে ছেড়ে দেব। তোমার মৃতদেহ ছাড়াই সেগুলো চলে যেতে পারবে।"

"আপনি কোথায় লড়তে চান ?"

"আমার জাহাজের পাটাতনে।"

আর কিছু না বলে যুবক ছোট একটি নৌকায় লাফ দিয়ে শক্ত বাহুতে সেটির দাঁড় টেনে সেনাপতির জাহাজের কাছে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল এবং তার শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াল। যুবকের শান্ত ভাব, আস্থা ও মুখশ্রী সেনাপতির ক্রোধ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। একজন সৈনিককে ইশারা করার পর সে এগিয়ে এসে যুবককে একটি তরবারি ও ঢাল দিল। লড়াই-এর জন্য সে যখন প্রস্তুত তখন সেনাপতি তাকে বলল, "আজ আর কোনো ক্ষমা নেই, পারলে নিজেকে রক্ষা করো।" হিংস্র পশুর মতো আক্রমণ করলেন যুবককে। সশস্ত্র একদল সৈন্যের বেষ্টনীর মাঝে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো। পাশের জাহাজে গলুই-এর কাছে দাঁড়িয়ে লাতু ও আহমোসি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছিল। সেনাপতি পরপর কয়েকটি আঘাত হানলেন, যেগুলো ইসফিনিস দক্ষতার সাথে প্রতিহত করল। যুবক সেনাপতির ঢাল লক্ষ করে আঘাত করায় ঢালের উপর ক্ষত সৃষ্টি হলো। এরপর আরো কয়েক দফা আঘাত হানল প্রচণ্ড শক্তি ও কৌশলে, যা সেনাপতিকে পিছু হটতে বাধ্য করল এবং সে তাকে দম নেয়ার সুযোগ দিচ্ছিল না। বেপরোয়া ভাব

www.pathagar.com

দেখা গেল সেনাপতির চেহারায়, উন্মত্ত ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুবকের উপর। সে একপাশে সরে গিয়ে সেনাপতির গলা লক্ষ্য করে দর্শনীয় একটি আঘাত করলে তার হাত অবশ হয়ে গেল। আর হাত তুলতে পারছিলেন না তিনি, সোজা দাঁড়াতেও পারছেন না। মুখ থুবড়ে নিজের রক্তের উপর পড়ে গেলেন সেনাপতি। তার সৈন্যরা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল এবং দীর্ঘ তরবারি বের করে ইসফিনিসের উপর হামলার জন্য প্রস্তুত হলো। যে সেনা অধিকর্তা তাদের পরিচালনা করছিলেন তার ইশারার অপেক্ষা করছে তারা। ইসফিনিস নিশ্চিত যে তার সমাপ্তি আসন্ন, প্রতিরোধ প্রচেষ্টা অর্থহীন, বিশেষ করে অনেক সৈন্য তার দিকে তীর নিক্ষেপে উদ্যত। মৃত্যুর স্বাদ নেয়ার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন তার আর কী করার আছে এ পরিস্থিতিতে। তার পদতলে পড়ে থাকা সেনাপতির উপর থেকে একবারের জন্যও সে চোখ সরায়নি। এমনি চরম সংকট মুহূর্তে সে কাছেই ক্রুদ্ধ একটি কণ্ঠ শুনল, "অধিকর্তা, আপনার সৈন্যদের বলুন, তরবারি খাপে রাখতে।"

তার মনে হলো কণ্ঠটির সাথে সে পরিচিত। কণ্ঠের উৎস দেখতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেল একটি রাজকীয় নৌযান তাদের জাহাজের অতি নিকটে, রাজকন্যা আমেনরিদিস পাটাতনে দাঁড়ানো এবং তার সুন্দর চেহারায় ফুটে উঠেছে ক্রোধের রেখা।

সৈন্যরা তরবারি খাপে ভরে তাকে কুর্নিশ করল, ইসফিনিসও বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার আগে তাকে শ্রদ্ধা জানাল মাথা অবনত করে। সত্যিই রাজকন্যা তাকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সেনা অধিকর্তাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সে কি সেনাপতি রুখকে হত্যা করেছে?"

লোকটি সেনাপতির দেহের দিকে এগিয়ে তার হৃৎস্পন্দন অনুভব করলেন এবং গলা পরীক্ষা করে বললেন, "তার জখম বিপজ্জনক রাজকন্যা। কিন্তু এখনো তার শ্বাস-নিশ্বাস চলছে।"

শান্তভাবে আবার জানতে চাইলেন, "লড়াইটি কি যথাযথ ছিল?"

"জি হ্যাঁ, মহামান্য রাজকন্যা।"

রাজকন্যা ক্ষুব্ধভাবে বললেন, "তাহলে কী করে তোমরা একজন লোককে হত্যা করার কথা ভাবলে, স্বয়ং রাজা যাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন?"

সেনা কর্মকর্তার চেহারায় বিব্রতভাব দেখা গেল এবং তিনি নিরুত্তর রইলেন। রাজকন্যা নির্দেশের কণ্ঠে বললেন, "এই বণিককে ছেড়ে দাও এবং সেনাপতিকে প্রাসাদের চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যাও।"

লোকটি রাজকন্যার আদেশ প্রতিপালন করল। ইসফিনিস তার নৌকায় উঠে রাজকন্যার জাহাজের দিকে যেতে যেতে ভাবল, "কী করে রাজকন্যা একেবারে

www.pathagar.com

সঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন ?" জাহাজের পাটাতনে উঠল সে এবং দেখল যে রাজকন্যা তার প্রকোষ্ঠে চলে গেছেন। দৃঢ় পায়ে সে প্রকোষ্ঠের দরজার সামনে উপস্থিত হয়ে দাসীকে বলল ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য। মেয়েটি মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল হয়ে আবার ফিরল অনুমতি নিয়ে। দ্রুত স্পন্দিত হৃদয় নিয়ে সে জাহাজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দেখল রাজকন্যা বিলাসবহুল আসনে উপবিষ্ট, রেশমি তাকিয়ায় পিঠ হেলান দেয়া। তার মুখ যেন আলো ছড়াচ্ছে। সে তার সামনে মাথা অবনত করে সোজা হলো এবং তার চোখে পড়ল পান্নার হৃৎপিণ্ডসহ সোনার কণ্ঠহারটি। রাজকন্যা মধুর ও সুরেলা কণ্ঠে বললেন, "তুমি কি আমার কাছে এই কণ্ঠহারের মূল্য চাইতে এসেছ ?"

যুবক তার কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হয়েছে। আন্তরিকভাবে বলল, "অবশ্যই না। মহামান্য রাজকন্যা, আমি এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে, আমার জীবন ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। যতদিন জীবিত থাকব, আমি আপনার কাছে এজন্য ঋণী হয়ে থাকব।"

মধুর করে হাসলেন রাজকন্যা। এরপর বললেন, "সত্যিই, তোমার জীবনের জন্য তুমি আমার কাছে ঋণী। আমার এ কথায় তুমি অবাক হয়ো না। কারণ, আমি এমন একজন নই, যে প্রতারণায় অভ্যস্ত। আমি আজ সকালেই জানতে পারি যে, সেনাপতি একটি ছোট নৌবহর নিয়ে তোমার উপর হামলা করতে যাচ্ছে। আমিও এই জাহাজ নিয়ে চলে এসেছি এবং তোমার যুদ্ধের কিছুটা দেখেছি। এরপর উপযুক্ত মুহূর্তে হস্তক্ষেপ করে তোমার জীবন রক্ষা করেছি।"

রাজকন্যার মহানুভবতা তার কাছে তৃষ্ণায় মরণাপন্ন লোককে পানি দেয়ার মতো মনে হলো। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকাল। তার জীবন রক্ষার ব্যাপারে রাজকন্যার আকাঙ্ক্ষার ঘোষণায় সে অত্যন্ত সুখী। সে তার কাছে জানতে চাইল, "আমি কি আশা করতে পারি যে, আপনি আমাকে খোলামেলাভাবে বলবেন যে, আপনি কেন আমার জীবন রক্ষা করতে এই বিঘ্ন স্বীকার করতে গেলেন ? বিশেষ করে আমি যখন জানি যে আপনি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন।"

তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তর দিলেন, যেন তাকে বিব্রত করার চেষ্টাকে তিনি অসার প্রমাণিত করতে চাইছেন, "তোমাকে আমার কাছে ঋণী করতে।"

"এ এমন এক ঋণ, যা আমাকে ধনবান করেছে, দরিদ্রতর করেনি।"

রাজকন্যা তার নীল চোখে তাকালেন এবং তাকে অনুভব করতে দিলেন যে তার আর দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা নেই। তিনি বললেন, "তুমি কেমন মিথ্যাবাদী ! এভাবেই কি কোনো ঋণগ্রস্ত কোনো ঋণদাতাকে বলে এবং যখন কোথাও যাত্রা শুরু করতে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দেয়, যেখান থেকে সে আর কখনো ফিরে আসবে না ?"

www.pathagar.com

"মহামান্যা, বরং এর বিপরীতটাই সত্য। এটি এমন যাত্রা ছিল যেখান থেকে শিগগিরই সে ফিরে আসত।"

নিজেকে বলার মতো করে রাজকন্যা বললেন, "আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবছি যে, এই ঋণ থেকে আমি কি উপকার পেতে পারি ?"

স্পন্দিত হৃদয়ে সে তাকাল রাজকন্যার নীল চোখের দিকে এবং তাতে দেখতে পেল আত্মসমর্পণের দৃষ্টি এবং তিনি তাকে যে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন তার চেয়েও মধুর কোমলতা। উভয়ের মাঝখানে যে বাতাস তা ইসফিনিসের মনে হলো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং একটি জাদু তাদের দুই আত্মাকে একত্রে লীন হতে আকৃষ্ট করছে। সকল বাধাকে একপাশে সরিয়ে সে তার পায়ে পতিত হলো।

রাজকন্যার কপাল ও কানের উপর ছড়িয়ে থাকা সোনালি চুলগুলো জ্বলজ্বল করছিল। তিনি ইসফিনিসকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি দীর্ঘ সময়ের জন্য যাচ্ছ ?"

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে উত্তর দিল, "এক মাসের জন্য, রাজকন্যা।"

তার চোখে বিষণ্নতা নেমে এল, তিনি বললেন, "কিন্তু তোমার তো ফিরে আসার ইচ্ছা আছে, তাই না ?"

"আমি ফিরে আসব। আমার এই জীবনের কসম কেটে বলছি, যে জীবন প্রকৃতপক্ষে আপনার, এবং এই প্রকোষ্ঠের নামে বলছি, আমি ফিরে আসব।"

রাজকন্যা তার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আবার আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত।"

ইসফিনিস তার হাত চুম্বন করে বলল, "আবার আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত।"

লাতু প্রসারিত হাতে ও অশ্রুসজল চোখে ইসফিনিসকে স্বাগত জানালেন। আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আহমোসিও দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে তার কপাল চুম্বন করল। জাহাজগুলো পুনরায় নোঙর তুলে যাত্রা শুরু করল। তারা দেখল, রাজকন্যার জাহাজ উত্তর দিকে যাচ্ছে। পাটাতনের একপাশের প্রকোষ্ঠে গিয়ে তারা বসল শান্তভাবে, যেন কোনোকিছুই ঘটেনি।

ইসফিনিস নদী তীরের গ্রামে এবং ফসলের ক্ষেতে কর্মরত শক্তিশালী লোকগুলোকে দেখছিল, কিন্তু তার হৃদয় বারবার ফিরে যাচ্ছিল রাজকন্যার জাহাজের প্রকোষ্ঠে। লাতু কি কোনো কিছু সন্দেহ করেছেন ? তিনি এক মহান ব্যক্তিত্ব, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন এবং মিশরের জন্য ভালোবাসা ছাড়া সবকিছু পরিহার করেছেন। কিন্তু ইসফিনিস নিজেকে রাজকন্যার ভাবনা থেকে সরিয়ে নিতে পারছে না। সে কি ভুল করেছে না সঠিক কাজ করেছে ?

www.pathagar.com

চৌদ্দ

নৌবহর নিরাপদে মিশরের সীমান্ত অতিক্রম করল। ইসফিনিস তার লোকজনসহ দেবতা আমুনের কাছে একত্রে প্রার্থনা করে তাকে ধন্যবাদ জানাল তাদেরকে সাফল্যের পথে চালিত করার জন্য এবং তার কাছে নিবেদন করল যাতে তিনি তাদের আশা পূরণ করেন ও তাদের মহিলাদের সব ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কিছুদিন পর্যন্ত তাদের বহর দিনরাত উজানের পথে চলল এবং একদিন ছোট্ট একটি দ্বীপে যাত্রাবিরতি করল বিশ্রাম গ্রহণ ও মেরামত কাজের জন্য। লাতু জাহাজের সকলকে আহ্বান জানালেন জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে অবতরণ করতে। সকলে সমবেত হলে লাতু তার ডান পাশে ইসফিনিসকে রেখে বললেন, "ভ্রাতৃ সকল, আজ আমি আপনাদের কাছে একটি সত্য প্রকাশ করব, যা আপনাদের কাছ থেকে আমি গোপন রেখেছিলাম সকলের বোধগম্য কারণেই। জেনে রাখুন যে আমাদের পরলোকগত শাসক সেকেনেন-এর পরিবারের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে আপনাদের কাছে গিয়েছিলাম। আপনাদের বর্তমান রাজা কামোসি এখন নাপাতায় আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

লোকগুলো বিস্ময়ে অভিভূত হলো এবং অনেকে তাদের উচ্ছ্বাস দমন করতে না পেরে জানতে চাইল, "মহামান্য লাতু, আপনি যা বললেন, তা কি সত্য যে আমাদের রাজপরিবার এখন নাপাতায় ?"

উত্তরে তিনি হেসে শুধু মাথা নত করলেন। অন্যেরা প্রশ্ন করল, "আমাদের পবিত্র মাতা টেটিশেরিও কি সেখানে ?"

"হ্যাঁ, তিনিও সেখানেই আছেন এবং শিগগিরই তিনি স্বয়ং আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাবেন।"

"আর আমাদের রাজা সেকেনেনরার পুত্র কামোসি ?"

"তিনিও আছেন, আপনারা নিজেদের চোখে তাকে দেখবেন এবং নিজেদের কানে তার কথা শুনতে পাবেন।"

"যুবরাজ আহমোসির কথা বলুন। তিনি কোথায় ?"

লাতু হেসে ইসফিনিসকে দেখালেন আঙুল দিয়ে এবং মাথা অবনত করে বললেন, "আমি আপনাদের সামনে মিশরের উত্তরাধিকারী রাজপুত্র মহামান্য যুবরাজ আহমোসিকে পেশ করছি।"

অনেকে বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণ করল এবং বলল, "বণিক ইসফিনিসই কি যুবরাজ আহমোসি ?"

এবানার পুত্র আহমোসি যুবরাজের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে এবং তার পিছনে অবশিষ্ট লোকজনও তাকে অনুসরণ করে অবনত। অনেকে কাঁদছে, কেউ কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে, হৃদয়ের গভীর থেকে আসছে তাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস।

www.pathagar.com

পুনরায় যাত্রা শুরু করল জাহাজ বহর। যাত্রীদের আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। প্রত্যেকে চাইল যে জাহাজগুলো তাদেরকে নাপাতায় উড়িয়ে নিয়ে যাক, যেখানে তার দেবতুল্য রাজা কামোসি এবং পবিত্র মাতা টেটিশেরি তাদের অপেক্ষায় আছেন। বেশ কিছু দিন ও রাত অতিবাহিত হওয়ার পর সাধারণ কুটির ও মাঝারি মানের অট্টালিকায় শোভিত নাপাতা তাদের দৃষ্টি পথে এল। বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিল এবং বহর বন্দরে নোঙর ফেলার পর সবকিছু আরো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হলো। কিছু সৈন্য জাহাজগুলো দেখার পর সেখানকার শানকর্তার প্রাসাদে গেল খবর দিতে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে নদী তীরে বহু লোকের সমাগম হলো জাহাজ ও জাহাজে যারা এসেছে তাদেরকে দেখতে। যুবরাজ আহমোসি ও রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরকে সামনে রেখে মিশরীয়রা জাহাজ থেকে অবতরণ করল। দ্রুতগামী একটি রথ উপস্থিত হলো, যা থেকে নামলেন দক্ষিণের শাসনকর্তা রাউম। তিনি যুবরাজ ও তার সঙ্গীদের শুভেচ্ছা জানালেন এবং তাদেরকে অবহিত করলেন যে রাজা কামোসি প্রাসাদে অপেক্ষা করছেন। মিশরবাসীরা আনন্দে চিৎকার করল এবং যুবরাজের সাথে অগ্রসর হলো। বহু নুবিয়ানও তাদের সাথে আসছিল।

দক্ষিণের শাসনকর্তার প্রাসাদের আঙিনায় একটি শামিয়ানার নিচে আসীন রাজ পরিবারের সদস্যরা। অতিক্রান্ত দশটি বছরে তাদের মাঝে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। উদ্দেশের গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গির কঠোরতা এবং বিষাদ যে রেখাপাত করেছে সময় তা কখনো মুছে দিতে পারেনি। সময়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে রানিমাতা টেটিশেরি ও রানি আহোটেপের উপর। শরীর একটু ঝুঁকে পড়া ছাড়া পবিত্র মাতা আগের মতোই। তার চোখের উজ্জ্বলতা অটুট রয়েছে এবং তার চেহারায় বিজ্ঞতা ও ধৈর্যের ছাপ আরো পরিস্ফুট হয়েছে। আহোটেপের চুল পেকেছে, যা তার মাঝে আরো শ্রদ্ধাশীলতা ফুটিয়ে তুলেছে। দুঃখ ও উদ্বেগ তার সুন্দর মুখে ছাপ ফেলেছে।

রাজাকে সামনে পেয়ে মিশরবাসীরা আভূমি নত হয়ে তাদের সম্মান প্রদর্শন করল। যুবরাজ আহমোসি পিতার কাছে গেলেন, তার মা রানি সেটকিমুস, দাদি আহোটোপ ও রানিমাতা টেটিশেরির হস্তচুম্বন এবং স্ত্রী নেফেরতারির কপালে চুম্বন করলেন। অতঃপর রাজাকে সম্বোধন করে বললেন, "মহামহিম, দেবতা আমুন আমাদের উদ্দেশ্য সফল করেছেন। মুক্তিকামী সেনাবাহিনীর প্রথম অংশকে আপনার সামনে পেশ করছি।"

রাজার চেহারা পরম সন্তুষ্টিতে উজ্জ্বল হলো এবং মিশরবাসীদের অভিনন্দন জানাতে তিনি তার দণ্ড তুলে ধরলেন এবং জনতা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার কল্যাণ কামনা করে ধ্বনি তুলল। এরপর একজন করে এগিয়ে এসে তার হস্তচুম্বন

www.pathagar.com

করল। কামোসি বললেন, "ঈশ্বর তোমার জীবন দীর্ঘ করুন। তোমরা অসম সাহসী মানুষ, অন্যায় অবিচার তোমাদেরকে আমাদের কাছ থেকে পৃথক করেছিল, তোমরা সীমাহীন নিপীড়ন সহ্য করেছ, ঠিক আমরা যেভাবে সুদীর্ঘ দশটি বছর নির্বাসিত জীবনের তিক্ততা ভোগ করেছি। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা অসাম্য পরিহার করে তোমাদের প্রিয়জনদের বিচ্ছেদ সহ্য করেছ, গ্লানির অপছায়ার মাঝে বাস করেও নিরাপত্তার তালাশে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছ। আমি তোমাদেরকে সেভাবেই জানতে অভ্যস্ত এবং আমার পিতাও তাই জানতেন। তোমরা আমার হৃদয়কে আস্থা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করতে আমার পাশে সমবেত হয়েছ, যে হৃদয় ভাগ্যের নৈর্ব্যক্তিকতায় কম্পিত হয়েছে। দেবতা আমুনের আশীর্বাদের কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। রানিমাতা টেটিশেরির কাছে দেবতা স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হয়ে তাকে আদেশ দিয়েছেন আমার পুত্র আহমোসিকে তার পিতা ও পিতামহদের ভূখণ্ডে পাঠিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে যারা মিশরকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করে সেই পবিত্র ভূখণ্ডকে নিপীড়ন ও অবমাননা থেকে উদ্ধার করবে। স্বাগতম, মিশরের সৈন্যরা, স্বাগতম, কামোসির সৈন্যরা। আগামীকাল আরো অনেকে আসবে। আমরা ধৈর্যের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কাজে অবতীর্ণ হব। আমাদের আওয়াজ হোক 'সংগ্রাম, আমাদের আশা, মিশর এবং আমাদের বিশ্বাস দেবতা আমুন'।"

একযোগে সকলে বজ্রকণ্ঠে বলে উঠল, "সংগ্রাম, মিশর ও আমুন !" রানিমাতা টেটিশেরি উঠে কয়েক পা সামনে গিয়ে রাজদণ্ডে ভর হয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "বিষণ্ন ঐশ্বর্যমণ্ডিত থেবসের পুত্রেরা, তোমরা তোমাদের বৃদ্ধা মায়ের অভিনন্দন গ্রহণ করো এবং আমাকে সুযোগ দাও তোমাদেরকে একটি উপহার দেয়ার জন্য, যে উপহারটি আমি নিজ হাতে তৈরি করেছি, যাতে তোমরা এর ছায়ায় পরিশ্রম করতে পারো।"

তিনি তার হাতের দণ্ড দিয়ে জনৈক সৈনিকের দিকে ইশারা করলে সৈনিক জনতার দিকে এগিয়ে তাদেরকে বিরাট একটি পতাকা উপহার দিল, যাতে উৎকীর্ণ ছিল আমুন দেবতার মন্দিরের প্রতিকৃতি এবং সেটি শত ফটকশোভিত থেবসের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। আগ্রহী লোকগুলো পতাকা হাতে নিয়ে তাদের মায়ের উদ্দেশে প্রার্থনা উচ্চারণের সাথে তার নামে ও থেবসের নামে গগনবিদারী কণ্ঠে ধ্বনি তুলল। টেটিশেরি হাসলেন, তার মুখে বিজয়ের আলো ফুটল। তিনি বললেন, "প্রিয় পুত্রেরা, আমি তোমাদের বলতে চাই যে সেকেনেনরা যেদিন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন, সেদিন তিনি আমাদেরকে হতাশার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন এবং আমরা যাতে প্রার্থনা করতে ভুলে না যাই সেজন্যও নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা হতাশ হইনি, আমরা তার নির্দেশ পালন করেছি, যাতে

www.pathagar.com

আমরা থেবসের প্রাসাদ শীর্ষে আবার আমাদের পতাকা উড়তে দেখি এবং কামোসি সমগ্র মিশরের ফারাও হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আজ আমি আশার পরিপূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, তোমাদের তরুণ শক্তিশালী হাত আমার হাতের সাথে যুক্ত হয়েছে।"

জনতা আবার উচ্ছ্বসিত আওয়াজ তুলে চারদিক মুখর করে তুলল। অতঃপর রাজা কামোসি মিশরের মহান ব্যক্তিবর্গ, আমুন মন্দিরের পুরোহিত, মন্দির সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরের পক্ষে যতটা সম্ভব উত্তর দিচ্ছিলেন। এরপর যুবরাজ আহমোসি রাজার দিকে এগিয়ে দিলেন সেনাপতি পেপির পুত্র আহমোসি এবানাকে। রাজা কামোসি তাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "আমি আশা করি তোমার পিতা আমার কাছে যেমন ছিলেন, তুমিও আমার কাছে তেমনি থাকবে। তোমার পিতা ছিলেন সাহসী সেনাপতি, যিনি কর্তব্য পালনের জন্য জীবিত ছিলেন এবং কর্তব্য পালনকালেই মৃত্যুবরণ করেছেন।"

কামোসি নবাগতদের দ্বিপ্রহরের ভোজে আপ্যায়ন করলেন। এরপর তারা আগামী দিনের জন্য ভাবল। দশ বছরের মধ্যে নাপাতা প্রথমবারের মতো আনন্দ ও আশার মাঝে ঘুমাল।

www.pathagar.com

যুদ্ধে অবতীর্ণ আহমোসি

এক

নির্বাসনে রাজ পরিবারের জীবন হতোদ্যম ও তৎপরতাহীন ছিল না, বরং দূর ভবিষ্যতের জন্য কাজ ও প্রস্তুতির ব্যস্ততা ছিল। টেটিশেরির মতো নারী হতাশা বা বিশ্রাম জানেন না, তাকে কেন্দ্র করে সবকিছু আবর্তিত হতো। নাপাতায় পৌঁছেই তিনি দক্ষিণের শাসনকর্তা রাউমকে বলেন নুবিয়ার দক্ষ কারিগর ও নুবিয়ায় বসবাসরত মিশরীয় কারিগরদের নাপাতায় তলব করতে। রাউম তার লোকদের প্রেরণ করেন আগ্রো, এটলাল ও অন্যান্য নুবিয়ান শহরে, যারা কারিগর ও দক্ষ শ্রমিকদের সাথে নিয়ে আসে। বৃদ্ধা রানি রাজাকে নির্দেশ দেন তাদেরকে দিয়ে অস্ত্র, শিরস্ত্রাণ ও যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ তৈরি করিয়ে নিতে। এছাড়া জাহাজ ও রথ তৈরির জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন তিনি। তাকে উৎসাহ দেন এই বলে যে, "যারা তোমার সিংহাসন কব্জা করেছে, তুমি একদিন সেই শত্রুকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেবে এবং তোমার দেশ নিজ দখলে আনবে। সে দিনটি যখন আসবে সেদিন তোমাকে বিশাল একটি নৌবহর নিয়ে আক্রমণ চালাতে হবে, অনেক রথ থাকতে হবে তোমার, তাহলে শত্রু তোমার উপর জয়ী হতে পারবে না। এই শক্তি বলেই শত্রু তোমার পিতার উপর জয়ী হয়েছিল।"

বিগত দশটি বছর ধরে নাপাতা পরিণত হয়েছিল জাহাজ, রথ, সকল ধরনের অস্ত্র ও যুদ্ধ উপকরণ তৈরির কারখানায়। দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই পরিশ্রমের ফল বৃদ্ধি পেয়ে নতুন আশার স্তম্ভে পরিণত হয়। প্রথম জাহাজ বহরের সাথে লোকজন এসে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় অন্য সরঞ্জাম দেখতে পায় এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও সৎ আশাবাদ নিয়ে নিজেদেরকে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত করে। নাপাতায় পৌঁছার পরদিনই তাদেরকে মিশরীয় বাহিনীর সৈনিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে মিশরীয় সেনা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ ও বিভিন্ন সমরাস্ত্র ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু হয়। প্রশিক্ষণকালে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে।

www.pathagar.com

শক্তিশালী ও দুর্বল প্রত্যেকে পরিশ্রমী এবং প্রশিক্ষণে একাগ্র। রাজা কামোসি ব্যক্তিগতভাবে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ তদারক করেন এবং বিভিন্ন বিভাগে তাদের বিভাজন করেন। নৌবাহিনীর জন্য সবচেয়ে দক্ষ ও পারদর্শীদের নির্বাচন করেন তিনি এবং এ কাজে তাকে সহায়তা করেন যুবরাজ আহমোসি। তিন রানি ও তরুণী রাজকন্যা অন্য সকলের মতো কোনো না কোনো কাজে নিয়োজিত হতে অতি আগ্রহী। তারা তীর সোজা করেন অথবা সামরিক পোশাক সেলাই-এর কাজে নিয়োজিত থাকেন। সারাক্ষণ সৈনিক, কারিগর ও শ্রমিকদের সাথে মেলামেশা করেন। তাদের সাথে পানভোজন করেন তাদের উৎসাহিত করতে ও মনোবল চাঙ্গা রাখতে। রানিমাতা টেটিশেরিকে আত্মনিবেদিতভাবে কাজের উপর ঝুঁকে থাকতে দেখা কী অদ্ভুত। তিনি ক্লান্ত হন না। সৈন্যদের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে তিনি তাদেরকে আশার বাণী শোনান। তাকে দেখে লোকজন নিজেদের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। তার আশপাশে যাদের দেখতে পান তাদেরকে বলেন, "যাদের হৃদয় লোহার চেয়ে শক্ত নয় তারা যদি জাহাজ বা রথে আরোহণ করে তাহলে সেগুলো পরিণত হবে তাদের কবরে। দেখো, থেবসের লোকেরা কীভাবে কাজ করে। তাদের একজন দশজন পশুপালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

এবং সত্যি সত্যিই লোকগুলো রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত। তারা তাদের উত্তেজনা দ্বারা চালিত। তাদের ভালোবাসা-ঘৃণা তাদেরকে পরিণত করছে হিংস্র পশুতে, সাহসী যোদ্ধায়।

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর দ্বিতীয় নৌবহর প্রস্তুত করতে চলে গেছেন যে বহরে জাহাজ সংখ্যা থাকবে আগের চেয়ে দ্বিগুণ এবং জাহাজগুলো পরিপূর্ণ থাকবে সোনা, রুপা, বামন মানুষ এবং অদ্ভুত প্রাণীতে। রানিমাতা টেটিশেরি পরামর্শ দিয়েছেন যে কিছুসংখ্যক অনুগত নুবিয়ানকে থেবসের ঐশ্বর্য দেখাতে নিয়ে যাওয়া উচিত, যারা প্রকাশ্যে সেখানে দাস হিসেবে কাজ করবে, আর গোপনে থেবসবাসীকে সাহায্য করবে, তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবে এবং শত্রু যদি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তারা পিছন দিক থেকে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ ধারণায় রাজা খুশি হলেন এবং হুরেরও পছন্দ হলো এবং এই লক্ষ্যে তিনি কাজে লেগে গেলেন।

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর তার প্রস্তুতি সমাপ্ত করে যাত্রা শুরু করার অনুমতি চাইলেন। আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ তাড়িত যুবরাজ আহমোসি এই মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি চাইলেন যে বহরের নেতা হিসেবে তাকে এই অভিযাত্রায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু রাজা, যিনি যুবরাজ যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিল তা জানতে পেরেছেন, তিনি তাকে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাদ সাধলেন। তিনি তাকে বললেন, "যুবরাজ, তোমার কর্তব্য এখন তোমাকে নাপাতায় রাখতে চায়।"

www.pathagar.com

পিতার কথায় যুবরাজ বিস্মিত। তার বুকে যে আশা ছিল তা যেন জ্বলন্ত কয়লার উপর পানি ঢেলে নিভিয়ে ফেলার মতো মনে হলো। তিনি পিতাকে অনুনয়ের সুরে বললেন, "মিশর দেখে এবং সেখানকার লোকদের সাথে মিশে আমার হৃদয় স্বস্তিলাভ করবে, যা কিছু অসুস্থতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।"

রাজা বললেন, "যেদিন তুমি মুক্তিকামী সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে যোদ্ধা হিসেবে মিশরে প্রবেশ করবে, সেদিন তুমি পূর্ণ স্বস্তি পাবে।"

যুবক আরেকবার নিবেদন করল, "পিতা, শিগগিরই পুনরায় থেবসকে দেখতে পাব, এমন স্বপ্ন আমি প্রতিনিয়ত দেখে আসছি।"

কিন্তু রাজা সিদ্ধান্ত ঘোষণার মতো বললেন, "তোমাকে খুব দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। যুদ্ধের সূচনা হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো।"

যুবক উপলব্ধি করল যে রাজার কণ্ঠ তার শেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে এবং আবার নিবেদন করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন। অতএব সে মাথা অবনত করে তার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে চলে এল, যদিও যন্ত্রণাবিদ্ধ করছিল তার হৃদয়কে এবং হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। তার দিন কাটছিল কঠোর পরিশ্রমে এবং নিদ্রার আগে নিজের জন্য সংক্ষিপ্ত সময় থাকত তার। তখন তার একান্ত কক্ষে তার মধুর স্মৃতিগুলো রোমন্থন করত। রাজকীয় তরুণীর পাটাতনে মনোরম প্রকোষ্ঠের কথা কল্পনা করত এবং বিদায়ের ক্ষণে চোখে ধাঁধা লাগানোর মতো সৌন্দর্য ও পরম আবেগ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। এমন মুহূর্তে তার মনে হতো যে ওই সুরেলা কণ্ঠ তাকে তখনো বলেছে, "আবার আমাদের সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত।" হৃদয়ের অতল থেকে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসত তার এবং বিষাদে নিজেকে বলত, "ওই সাক্ষাৎ কখন হবে ? ওই সাক্ষাৎ ছিল বিদায়, কোনো মিলন তাকে অনুসরণ করতে পারে না।"

ওই দিনগুলোতে নাপাতা এমন একটি স্থান ছিল যেখানে একজন মানুষ নিজেকে ভুলে যেতে বাধ্য হতো এবং তার সকল মনোযোগ থাকত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজের প্রতি। থেবসের কথা, সেখানে যাদেরকে ছেড়ে এসেছে সেকথা মনে পড়লে তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বর্ধিত দৃঢ়তা নিয়ে কাজে লিপ্ত হতো। তারা বিশ্বাস করতে পারত না যে কাজ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনোকিছু আছে। তারা ভাবত আশা ছাড়া ভবিষ্যৎ নেই।

জাহাজ বহর আরো নতুন লোক নিয়ে ফিরে এল। আগের লোকগুলোর মতোই তারা নাপাতায় পৌঁছে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল এবং আওয়াজ তুলল, "কোথায় আমাদের রাজা কামোসি ? কোথায় আমাদের পবিত্র মাতা টেটিশেরি ? কোথায় আমাদের যুবরাজ আহমোসি ?" এরপর তারা সেনা শিবিরে যোগ দিল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে।

www.pathagar.com

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর যুবরাজ আহমোসিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, "এই চিঠিটি আপনার হাতে তুলে দেয়ার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।"

বিস্মিত আহমোসি জানতে চাইলেন, "চিঠির প্রেরক কে ?"

কিন্তু হুর বিষণ্ন নীরবতা পালন করলেন। যুবরাজ সহসা যে কথা ভাবলেন তাতে তার হৃদয় পাখা মেলতে শুরু করল। তিনি চিঠি খুলে স্বাক্ষর দেখলেন এবং চিঠি পড়তে শুরু করলে তার হৃদয়ের আগুন জ্বলে উঠল। চিঠিতে লেখা ছিল—

"তোমাকে জানাতে দুঃখ হচ্ছে যে আমি তোমার এক বামন মানুষকে আমার সাথে আমার একান্ত মহলে বসবাসের জন্য পছন্দ করে তার যত্ন নিয়েছি, তাকে সকল উপাদেয় খাবার খেতে দিয়েছি, সবচেয়ে সুন্দর জামা দিয়েছি পরতে এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করেছি, যাতে সে আমার অনুগত হয় এবং আমি তাকে ভালোবাসতে পারি। একদিন আমি তার অনুপস্থিতি লক্ষ করি এবং দাসী বালিকাদের নির্দেশ দেই তাকে খুঁজে বের করতে। তারা তাকে উদ্যানে তার ভাইদের সাথে দেখতে পায়। তার এ ব্যবহার আমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং আমি তার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তোমার পক্ষে কি আমার জন্য নতুন একটি বামন মানুষকে পাঠানো সম্ভব ? এমন একজনকে, সে জানে যে কীভাবে সৎ থাকতে হয়।

আমেনরিদিস"

চিঠি পড়া শেষ হলে আহমোসির মনে হলো যে তার হৃৎপিণ্ডে বর্শাবিদ্ধ হয়েছে এবং তার পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। হুরের দিকে তাকাল যুবরাজ, যিনি তাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন এবং তার মুখ দেখে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন যে চিঠিতে কী লেখা থাকতে পারে।

হুরের দিক থেকে ফিরে আহমোসি ভগ্ন হৃদয়ে তার পথে যেতে যেতে নিজেকে বলছিলেন যে তার পক্ষে রাজকন্যাকে বোঝানো অসম্ভব ব্যাপার যে মিশরে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি কীভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং তার নিজের দুঃখ ও আবেগ তাকে জানানোর কোনো সুযোগও নেই। অতএব, রাজকন্যা তাকে অসঙ্গতিপূর্ণ বামন মানুষ হিসেবেই দেখবেন।

দুঃখগুলোকে নিজের মাঝেই রাখলেন যুবরাজ। তার হৃদয়ে কী ঝড় বয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তার নিকটতম নেফেরতারি ছাড়া আর কারো জানা সম্ভব ছিল না। নেফেরতারি বুঝে উঠতে পারছিলেন না যে তার বিক্ষিপ্ত অবস্থা ও অন্যমনস্কতার কারণ কী। একদিন তিনি বললেন, "যুবরাজ আহমোসি, আপনি আপনার নিজের মাঝে নেই।"

www.pathagar.com

তার কথায় যুবরাজের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলো। নেফেরতারির বেণি নিয়ে খেলতে খেলতে হেসে বললেন, "হতে পারে, ক্লান্তিজনিত কারণে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমরা পর্বত অপসারণের মতো কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি ?"

নেফেরতারি মাথা নাড়লেন, কিন্তু কিছু বললেন না। আহমোসি তার নিজের পক্ষে যুক্তি দিয়ে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু নাপাতা কোনো মানুষকে তার দুঃখে নিমজ্জিত হওয়ার সুযোগ দেয়ার অবস্থা ছিল না। শহর জুড়ে ছিল কর্মব্যস্ততা, যা নাপাতায় আর কখনো দেখা যায়নি। মানুষের প্রশিক্ষণ চলছিল ; জাহাজ, রথ ও অস্ত্র নির্মিত হচ্ছিল এবং জাহাজ যাচ্ছিল সোনা বয়ে আর ফিরে আসছিল মানুষ নিয়ে। বহু দিন ও মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সুখী দিনটি এল। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই দিনটি এলে কামোসি তার দাদি টেটিশেরির কাছে গিয়ে তার কপালে চুম্বন করে উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, "সুখবর দাদিমা, মুক্তিকামী সেনাবাহিনী প্রস্তুত।"

দুই

যুদ্ধ প্রস্তুতির দামামা বেজে উঠল। সেনাবাহিনী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে জাহাজে আরোহণ করলে নৌবহরের জাহাজগুলোর নোঙর তোলা হলো। টেটিশেরি রাজা, যুবরাজ, সেনাপতিবৃন্দ, সেনা কর্মকর্তাদের তলব করে বললেন, "আজ আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুখের দিন। আপনাদের সকল সাহসী সৈন্যদের বলুন যে টেটিশেরি চান তারা তাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করুক এবং মিশরের গলায় যে পরাধীনতার শৃঙ্খল তা খান খান করে ফেলুক। প্রত্যেকের লক্ষ্য হোক 'আমেনহোটেপের মতো বেঁচে থাকো কিংবা সেকেনেনরার মতো মৃত্যুবরণ করো।' দেবতা আমুনের আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক এবং আপনাদের হৃদয়কে বলবান করুক।"

লোকগুলো তার শীর্ণ হাতে চুম্বন করলেন। রাজা কামোসি তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় বললেন, "আমাদের লক্ষ্য হবে 'আমেনহোটেপের মতো বেঁচে থাকা অথবা সেকেনেনরার মতো মৃত্যুবরণ করা।' আর আমাদের মাঝে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তারা মহৎ মৃত্যুবরণ করবে, আর যারা বেঁচে থাকবে তারা সম্মানজনক জীবনের অধিকারী হবে।"

নাপাতার রাজপরিবার, দক্ষিণের শাসনকর্তা রাউম সেনাবাহিনীকে বিদায় জানানোর জন্য বের হয়ে এলেন। দামামা বেজে উঠল, অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজল এবং সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ করল। রাজা কামোসি সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নিয়েছেন ভৃত্য পরিবৃত হয়ে। তার সাথে আছেন রাজ তত্ত্বাবধায়করা ও

www.pathagar.com

সেনাপতিবৃন্দ এবং তাদেরকে অনুসরণ করছে রাজ প্রহরীবাহী রথ। এগুলোর পিছনে রথের দীর্ঘ সারি, যেগুলোর চাকার শব্দ কান বধির করার মতো, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি বাতাসকে বিদীর্ণ করছে। তাদের পর স্থান নিয়েছে তীরন্দাজ বাহিনী এবং তাদের পিছনে বর্শা ও ঢালধারী পদাতিক বাহিনী। হালকা অস্ত্রধারী সৈন্যদের পিছনে রসদবাহী যান, যেগুলোতে আছে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য ও তাঁবু। একই সাথে নদীতে পাল তুলে দিয়েছে জাহাজ।

বাদ্যের তালে তালে সৈন্যরা এগিয়ে চলল। উত্তেজনা তাদের তারুণ্যে পূর্ণ ক্রুদ্ধ হৃদয়ে আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। দিনভর তারা পথ চলার পর অন্ধকার নেমে এলে যাত্রাবিরতি করল। কিন্তু ক্লান্তি যেন তাদেরকে স্পর্শ করেনি, তারা জানে যে পর্বত অপসারণও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। পথে তারা অতিক্রম করল সেমনা, বুহেন, ইবসাথলিস, ফাতাতজিস ও নাফিস। শেষ নুবিয়ান শহর দাপেদে পৌঁছা পর্যন্ত তাদের গতি রুদ্ধ হয়নি। এখানে আসার পর মিশরের সুবাসিত বায়ু তাদের মুখে পরশ বুলিয়ে গেল। শিবির সংস্থাপন করল তারা এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

রাজা ও তার সেনাপতিরা মিলে আক্রমণের প্রথম পরিকল্পনা ভালোভাবে তৈরি করল। আহমোসি এবানা পুরো নৌবহরে সবচেয়ে দক্ষ ব্যক্তি, যার উপর বহরের একটি অংশকে মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হলো, যেন এটি সীমান্ত প্রহরীদের দেখা জাহাজ বহরের মতোই, যা অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত তারা দেখেছে। দাপেদে সেনাবাহিনী পৌঁছার চতুর্থ দিবসের ভোরে ছোট একটি নৌবহর পাল তুলে মিশর সীমান্তে পৌঁছল সূর্যোদয়ের সময়ে। দীর্ঘ আলখেল্লা পরিহিত বণিকের বেশে জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে আহমোসি এবানা। প্রহরীদেরকে মিশরে প্রবেশের অনুমতিপত্র দেখিয়ে সে নিরাপদে জাহাজগুলো নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করল। সে জানত যে সীমান্তরক্ষীদের কাছে গুটিকয়েক জাহাজ রয়েছে এবং তাদের লোকসংখ্যা কম। তার পরিকল্পনা ছিল জাহাজগুলো আচমকা দখল করে বিগা দ্বীপ অবরোধ করে সেনাবাহিনী ও অবশিষ্ট জাহাজগুলোর মিশরে প্রবেশ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এরপর তার পক্ষে সাইনের উপর আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি আগেই দখল করা সহজ হবে। তার বহর বিগা দ্বীপের দক্ষিণ তীরের নিকটবর্তী হলো যেখানে পশুপালকদের জাহাজ নোঙর করা। ধনুকে তীর বাগিয়ে পাটাতনে অপেক্ষমাণ তার সৈন্যরা। আলখেল্লা খুলে ফেলল আহমোসি, এখন তার বেশ সেনা কর্মকর্তার এবং সৈন্যদের নির্দেশ দিল প্রতিপক্ষ জাহাজগুলোর প্রহরায় নিয়োজিত সৈন্যদের উপর তীর বর্ষণের। তারা ক্রমে জাহাজগুলোর নিকটবর্তী হলো এবং কোনো সাহায্য পৌঁছার পূর্বেই সেগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নিল। নদী তীরে যারা প্রহরায় ছিল তাদের উপর তীর বর্ষণ অব্যাহত রাখল, যাতে তারা

www.pathagar.com

তাদের জাহাজ উদ্ধারে আসতে না পারে। অতঃপর তারা দ্বীপ ও মূল ভূখণ্ডের মাঝখানে ব্যূহ রচনা করল যাতে দ্বীপ থেকে উত্তরের কোনো শহরের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হয়। বিগার সেনা ছাউনি থেকে সৈন্যরা বের হয়ে এসে নিজেদেরকে অবরুদ্ধ ও বন্দি অবস্থায় দেখতে পেল।

দিগন্তে মিশরীয় নৌবহর আবির্ভূত হওয়ার আগে আহমোসি এবানার যুদ্ধ পুরোপুরি শেষ হয়নি। বহরের গতি মিশর সীমান্ত এবং কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই জাহাজগুলো নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রম করে আহমোসির বহরের সাথে যোগ দিল এবং বিগার সৈন্যদের বাধ্য করল ছাউনির অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে।

স্থলপথ দিয়ে অগ্রসর হওয়া সেনাবাহিনীর প্রথম অংশ যখন মিশরীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করল, তখন বিগায় অবরুদ্ধরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে নবাগতরা হামলাকারী, জলদস্যু নয়। নৌবহরের সেনাপতি কামকাফ নির্দেশ দিলেন দ্বীপের উপর হামলা করতে। দ্বীপের সকল দিক থেকে হামলা পরিচালিত হলো। পশুপালকদের বাহিনী হতোদ্যম হয়ে পড়ল, অস্ত্র সমর্পণ করল তারা এবং তাদেরকে বন্দি করা হলো। আহমোসি এবানা বাহিনীর সামনে, বিজয়ী বেশে প্রবেশ করল দ্বীপের শাসনকর্তার প্রাসাদে। মিশরের পতাকা উত্তোলন করল প্রাসাদ শীর্ষে এবং তার সৈন্যদের নির্দেশ দিল সেখানকার কর্মকর্তা ও অভিজাতদের বন্দি করতে।

দ্বীপের কৃষক, শ্রমিক ও ভৃত্যেরা মিশরের সৈন্যদের দেখে নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। নারী পুরুষ দলে দলে হাজির হলো প্রাসাদের সামনে সেখানে কী ঘটছে দেখার জন্য। তাদের মাঝে আশা ও শঙ্কার দ্বন্দ্ব চলছিল। আহমোসি এবানা তাদের সামনে বের হয়ে বলল, "মিশরীয়দের ত্রাণকর্তা ও পশুপালকদের ধ্বংসকারী আমুন দেবতা আপনাদের উপর তার আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।"

দশ বছর ধরে না শোনা 'আমুন' শব্দটি তাদের কানে মধুবর্ষণের মতো ছিল, তাদের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হলো। কেউ কেউ জানতে চাইল, "আপনি কি আসলেই আমাদের রক্ষা করতে এসেছেন ?"

কম্পিত কণ্ঠে আহমোসি এবানা বলল, "আমরা আপনাদের রক্ষা করতে, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মিশরকে মুক্ত করতে এসেছি। আপনারা আনন্দ করুন। আপনারা কি এই প্রবল বাহিনীকে দেখতে পাচ্ছেন না ? এরা মুক্তিকামী বাহিনীর অংশ, আমাদের প্রভু শহীদ সেকেনেনরার পুত্র রাজা কামোসির বাহিনী তার লোকদের মুক্ত করে সিংহাসন অধিকারের জন্য এসেছে।"

বিস্মিত জনতা কামোসির নাম বারবার উচ্চারণ করতে লাগল। আনন্দ ও উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল তাদের মাঝে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তার নামে আওয়াজ তুলল। হাঁটু গেড়ে দেবতা আমুনের কাছে প্রার্থনায় মগ্ন হলো অনেকে। অনেকে

www.pathagar.com

আহমোসি এবানাকে প্রশ্ন করল, "আমাদের দাসত্ব কি সত্যি সত্যি শেষ হয়েছে ? আমরা কি আবার মুক্ত মানুষ, ঠিক দশ বছর আগে আমরা যেমন ছিলাম ? চাবুক ও দণ্ডের আঘাত সহ্য করার, কৃষক বলে অপমানিত হওয়ার দিন কি বিদায় নিয়েছে ?"

আহমোসি এবানা ক্রুদ্ধ হলো এবং উত্তেজিতভাবে বলল, "আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে, নিপীড়ন, দাসত্ব এবং চাবুকের দিন আর নেই এবং কখনো ফিরে আসবে না। এই মুহূর্ত থেকে আপনারা আমাদের শাসক, মিশরের প্রকৃত ফারাও কামোসির কল্যাণকর শাসনের অধীনে সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ। আপনাদের জমি ও বাড়ি আপনাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং যারা এই দীর্ঘ সময় ধরে এগুলো দখল করে ছিল তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে।"

যাতনাক্লিষ্ট লোকগুলো যেন আনন্দের নদীতে সাঁতার কাটতে লাগল, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মিলিত প্রার্থনা করছিল এবং যাদের প্রার্থনা স্বর্গে আমুন দেবতার কাছে এবং পৃথিবীতে কামোসির কাছে পৌঁছাচ্ছিল।

তিন

সকালের নির্মলতার মাঝে রাজা কামোসি, যুবরাজ আহমোসি, রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর এবং ফারাও-এর অন্যান্য সফরসঙ্গী দ্বীপে অবতরণ করলেন। দ্বীপবাসী অতি উৎসাহে তাকে স্বাগত জানিয়ে তার সামনে প্রণত হলো এবং তার পায়ের সামনে ভূমি চুম্বন করল। সেকেনেনরার স্মৃতির প্রতি, রানিমাতা টেটিশেরি ও যুবরাজ আহমোসির জন্য তাদের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। রাজা কামোসি হাত তুলে জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন, নারী, পুরুষ ও শিশুদের সাথে কথা বললেন, তাদের আনা বিভিন্ন ধরনের ফল খেলেন, পান করলেন। তার সফরসঙ্গী ও সেনাপতিদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পান করলেন মারিউত মদ্য। সকলে শাসনকর্তার প্রাসাদে গেলেন এবং রাজা সামার নামে তার এক অনুগত ব্যক্তিকে দ্বীপের শাসনকর্তা নিয়োগ করে একটি আদেশ জারি করলেন। তাকে দায়িত্ব দিলেন সকলের ক্ষেত্রে সুবিচার করতে এবং মিশরের আইন কার্যকর করতে। একই বৈঠকে সেনাপতিরা সম্মত হলেন যে প্রথমেই সায়িনকে আকস্মিক আক্রমণ করতে হবে এবং তা হতে হবে চরম আঘাত।

সেনাবাহিনীর সদস্যরা আগেভাগে ঘুমাল এবং জাগ্রত হলো ভোরের আগে এবং যাত্রা শুরু করল উত্তরের দিকে। নৌবহরও পাশাপাশি যাচ্ছে যাতে নীল নদ দিয়েও বেরুবার কোনো স্থান না থাকে। সৈন্যরা অন্ধকার ভেদ করে যাচ্ছে জাগ্রত তারার আলোতে পথ দেখে। ক্রোধের আগুন জ্বলছে তাদের বুকে, যা দূর হবে

www.pathagar.com

যুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা পূরণ করে। তারা যখন সায়িনের নিকটবর্তী হয়েছে তখন পূর্ব দিগন্তে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে। কামোসি রথ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে শহরের দিকে অগ্রসর হতে। তাদেরকে সহায়তা করবে তীরন্দাজ ও বর্শাধারী বাহিনী। একইভাবে নৌবহরকে নির্দেশ দিলেন শহরের পশ্চিম তীর অবরোধ করতে। বাহিনীগুলো তিন দিক থেকে একই সময়ে শহরের উপর হামলা চালাল। অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে রথ বাহিনী হামলায় অংশ নিয়েছে, যারা শহরের কৌশলগত অবস্থানগুলো সম্পর্কে জানেন। অতএব, তারা সুনির্দিষ্টভাবে সেনা ছাউনি ও নগররক্ষীদের সদর দফতরে চড়াও হলো। তাদেরকে অনুসরণ করেছে পদাতিক সৈন্যরা, যারা শত্রু সৈন্যদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে অল্প সময়ের মধ্যে রক্তের নদী প্রবাহিত হলো। পশুপালকরা শুধু নির্দিষ্ট কিছু স্থানে তাদের অবস্থান বজায় রাখতে পেরেছে এবং বেপরোয়াভাবে সে অবস্থানগুলো রক্ষার চেষ্টায় লিপ্ত। কিন্তু মিশরবাহিনীর আঘাতে শত্রুর পতন হতে লাগল সামান্য বাতাসে শরতে গাছের পাতা ঝরার মতো। নদীতে নৌবহরকে কোনো প্রতিরোধ মোকাবেলা করতে হয়নি, কারণ প্রতিপক্ষের কোনো জাহাজ পথে পড়েনি। নদী তীর নিরাপদ করার পর জাহাজ থেকে সৈন্য অবতরণ করে নিকটস্থ প্রাসাদগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়ে সেসবের মালিকদের আটক করল, যাদের মধ্যে ছিলেন শহরের প্রশাসক, বিচারকবৃন্দ এবং উল্লেখযোগ্য অভিজাতবৃন্দ। একই বাহিনী ফসলের মাঠের ভিতর দিয়ে সোজা চলল নগরীর দিকে।

যুদ্ধে আকস্মিকতা বিজয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। এর ফলে পশুপালকদের অসংখ্য সৈন্য মারা পড়ল। সূর্য দিগন্ত রেখা ছাড়িয়ে উপরে উঠলে নগরী পরিস্ফুট হলো। পশুপালক বাহিনীর অনেকে নিশ্চয়ই সেনাছাউনি ও প্রাসাদ দখলের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। রাস্তা ও ছাউনিতে মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। মাঠে ও শহরতলিতে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে সেকেনেনরার পুত্র কামোসি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সায়িনে প্রবেশ করে শহরটির দখল নিয়েছেন এবং এর ফলে সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় লোকজন পশুপালকদের উপর চড়াও হয়ে এমনকি বিছানায় তাদেরকে হত্যা করছে। তাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করছে, নির্দয়ভাবে প্রহার করছে। বহু পশুপালক ভয়ে পালাতে শুরু করেছে। আপোফিসের হামলার সময় মিশরবাসী যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল, এখন পশুপালকরা তেমন অবস্থায় পতিত হয়েছে। কিন্তু শিগগিরই সৈন্যরা শান্ত হলো এবং শৃঙ্খলা ফিরে এল। রাজা কামোসি সেনাবাহিনীর সামনে স্থান নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন। মিশরের পতাকা উড়ছিল তাদের হাতে। রক্ষীরা এগিয়ে যাচ্ছিল বাদক দলের সাথে। জনতা কামোসিকে অভ্যর্থনা জানাতে ভিড় করল। মহান একটি দিন ছিল এটি।

www.pathagar.com

সেনা কর্মকর্তারা রাজাকে জানাল যে অসংখ্য তরুণ, যাদের সাথে রাজার সাবেক সেনাবাহিনীর অনেক সদস্যও রয়েছে তারা উৎসাহ প্রদর্শন করছে যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য। কামোসি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে শাউ নামে একজনকে দায়িত্ব দিলেন যুদ্ধে যেতে আগ্রহী লোকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দিতে, যাতে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। সেনাপতিরা তাকে শত্রু বাহিনীর কাছ থেকে দখল করা রথ ও ঘোড়ার সংখ্যা সম্পর্কেও জানালেন।

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর প্রস্তাব করলেন যে অবিলম্বে তাদের রওয়ানা হওয়া উচিত, যাতে শত্রু দম নেয়ার সময় না পায়। তিনি বললেন, "আমাদের প্রথম প্রকৃত যুদ্ধ হবে ওমবোসে।"

কামোসি বললেন, "অবশ্যই হুর। শরণার্থীরা হয়ত এখনই ওমবোসের ফটকে আঘাত করতে শুরু করেছে। এখন থেকে আমাদের অবাক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমরা আমাদের শত্রুদের প্রস্তুত অবস্থায় দেখতে পাব। আপোফিস তার বর্বর বাহিনী নিয়ে আমাদের মোকাবেলা করতে পারবে হেইরাকনপলিসে। অতএব, এরপর আমাদের অদৃষ্টই সবকিছু।"

মিশরীয় বাহিনী অগ্রসর হলো স্থল ও নৌপথে। উত্তর দিকে ওমবোসের পথে। গ্রামগুলো অতিক্রম করতে তারা কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হলো না। কোথাও কোনো পশুপালকের সাক্ষাৎ মিলল না। রাজা নিশ্চিত যে শত্রুপক্ষ তাদের মালামাল গুছিয়ে ও পশুপাল নিয়ে ওমবোসের দিকে পালাচ্ছে। মুক্তিকামী সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে পথে নেমে এল কৃষক এবং তাদের বিজয়ী শাসককে অভিনন্দন জানিয়ে তার নামে ধ্বনি তুলল। ওমবোসের উপকণ্ঠে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত নোবাহিনীর গতি ছিল দ্রুততর। অনুসন্ধানী দল খবর আনল যে শত্রুবাহিনী নগরীর দক্ষিণ দিকে জড়ো হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং তাদের একটি নৌবহর ওমবোসের পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাজা উপলব্ধি করলেন যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এখানেই হবে। তিনি শত্রুবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা জানতে চাইলে অনুসন্ধানীরা সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না। কারণ তারা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেছে। মেহের নামে এক তরুণ সেনাপতি বললেন, "প্রভু, আমি বিশ্বাস করি না যে ওমবোসের সৈন্য সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি হবে।"

রাজা কামোসি উত্তর দিলেন, "ওমবোসের বাসিন্দা, আমাদের এমন কর্মকর্তা ও সৈন্যদের আমার সামনে হাজির করো।"

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর ধারণা করতে সক্ষম হলেন যে রাজা কী চান। অতএব তিনি বললেন, "আমাকে মার্জনা করবেন প্রভু। বিগত দশ বছরে ওমবোসের চেহারা অনেক বদলে গেছে। যেসব সেনা ছাউনি গড়ে তোলা হয়েছে আগে সেগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। আমি নিজ চোখে সেগুলো দেখেছি যখন বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

পণ্যসহ নৌবহর নিয়ে এসেছি। পশুপালকেরা এখানে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে সম্ভবত সীমান্তের কাছাকাছি শহরগুলোকে নিরাপদে রাখার আশায়।"

সেনাপতি মেহের বললেন, "প্রভু, যে কোনো অবস্থায় আমাদেরকে হামলা চালাতে হবে ছোটখাটো বাহিনী নিয়ে, যাতে আমাদেরকে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন না হতে হয়।"

যুবরাজ আহমোসি এ অভিমত মেনে নিতে না পেরে পিতাকে বলল, "প্রভু, আমি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি। আমি মনে করি যে আমাদেরকে এমন বিপুল একটি বাহিনী নিয়ে হামলা করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ তা প্রতিরোধে সক্ষম না হয়। এ কৌশলে আমরা তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে পারব দ্রুততার সাথে। এর ফলে তারা এখন থেবসে যে সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে, তাদের উদ্যোগকেও আমরা হতাশ করতে সক্ষম হব। সেখানে আমরা শুধু তাদের নিয়েই যুদ্ধ করব, যারা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত এবং শত্রুও জেনে যাবে যে আমাদের সাথে যুদ্ধ মানে অনিবার্য মৃত্যু। আমাদের সৈন্যদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলার কোনো ভয় নেই। কারণ আমরা যে শহরগুলো দখল করব সেখান থেকে বহু লোক স্বেচ্ছায় আমাদের বাহিনীতে যোগ দিতে আসবে। ফলে আমাদের বাহিনী দ্বিগুণ আকৃতি লাভ করবে। অন্যদিকে শত্রুর যে লোকবল ক্ষয় হবে তা কোনোভাবেই তারা পূরণ করতে পারবে না।"

যুবরাজের পরিকল্পনা রাজার মনপূত হলো। তিনি বললেন, "থেবস দখলের লড়াই-এ আমার সৈন্যরা স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করবে।"

রাজা জানেন যে যুদ্ধে জয়ী হতে হলে নৌবহর বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নগরীর নদীতীর জুড়ে শত্রুর নৌবহর ব্যূহ রচনা করে আছে তার উপর হামলা চালিয়ে নদীতীর মুক্ত করতে, যাতে সেনাবাহিনীকে নদীর দিক থেকে হামলায় নিয়োজিত করা যায়। সেনাপতি কামকাফকে তিনি নির্দেশ দিলেন ওমবোসের পশ্চিমাংশে পশুপালকদের নৌবহরের উপর হামলা চালাতে।

এদিকে বিস্তীর্ণ সমতলে দুই বাহিনী মুখোমুখি অবস্থানে। পশুপালকদের সৈন্যরা রুক্ষ ও কৌশলী যোদ্ধা এবং মিশরীয়দের প্রতি তাদের চরম বিদ্বেষ। কিন্তু মিশরীয়দের শক্তি সম্পর্কে অনবহিত। প্রথমেই তারা হামলা করে বসল, মিশরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে একশো যুদ্ধ রথের একটি বাহিনীকে প্রেরণ করল। কামোসি পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দিলে তিন শতাধিক যুদ্ধরথ বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে গেল এবং শত্রুর রথগুলোকে অল্পসময়ের মধ্যে ঘিরে ফেলল। ধূলিধূসরিত হলো যুদ্ধক্ষেত্র, ঘোড়ার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেঁধে গেল। যুবরাজ আহমোসি শত্রুকে চরম শিক্ষা দিতে সংকল্পবদ্ধ। তিনি আরো দুশো যুদ্ধরথ প্রেরণ করলেন শত্রুর পদাতিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। তাদের পিছনে গেল তীরন্দাজ ও বর্শাধারী বাহিনী। রথের প্রচণ্ড গতি শত্রুর ব্যূহ অনায়াসে ভেদ করতে সক্ষম হলো। শত্রু সৈন্যরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ল এবং সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটে

www.pathagar.com

গেল। তীরের বর্ষণে তাদের অনেকে হতাহত হলো। যারা পালাচ্ছিল যুবরাজের সৈন্যরা তাদের পিছু নিয়ে তাদেরকে কচুকাটা করল। অবিশ্বাস্য রকমের সংক্ষিপ্ত সময়ে যুদ্ধে মিশরীয়দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

মিশরীয় বাহিনী ফটক ভেঙে ওমবোসে প্রবেশ করল এবং শত্রু সৈন্যদের অবশিষ্ট অংশকে বিনাশ করল। কর্মকর্তারা সৈন্যদের মাঝে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন হতাহতদের বয়ে আনতে। রাজা কামোসি যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে তার সেনাপতিদের বেষ্টনীর মাঝে অপেক্ষা করছেন। এ সময় খবর এল তার নৌবহর সাফল্যের সাথে শত্রুর জাহাজগুলোকে অকার্যকর করে দিয়েছে। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আমাদের সূচনা সাফল্যজনক।"

যুবরাজ আহমোসির পোশাক ধূলিতে আচ্ছন্ন, মুখে অনমনীয়তা, কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। তিনি বললেন, "আমি এর চেয়েও ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছি।"

কামোসি প্রশংসার দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাকে সেজন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না।"

রাজা তার রথ অবতরণ করলেন এবং কয়েক পা এগিয়ে পশুপালকদের মৃতদেহগুলোর কাছে থামলেন। তার সঙ্গীরা তাকে অনুসরণ করল। মৃতদেহ থেকে তখনো রক্ত গড়াচ্ছে, তাদের শ্বেত চেহারা তীর ও বর্শার আঘাতে বিদীর্ণ। তিনি তার সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন, "আপনারা মনে করবেন না যে এই রক্ত আমাদের শত্রুর, এ রক্ত আমাদের জনগণের রক্ত, যা তারা শুষে নিয়ে জনগণকে ক্ষুধায় নিপতিত করে মেরেছে।"

"কামোসির চেহারা বিষাদে ছেয়ে গেল, তিনি আকাশের পানে মুখ তুলে বললেন, "আমার পিতা এবং তোমাদের আত্মা শান্তিতে বাস করুক।"

এরপর তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, "থেবস ও আভারিসের যুদ্ধে আমাদের শক্তি পরীক্ষা হবে। সেখানে যদি আমাদের বিজয় হয়, তাহলে আমাদের মাতৃভূমিকে পশুপালকদের কবল থেকে পবিত্র দেখতে পাব এবং মিশর আমেনহোটেপের ঐশ্বর্যময় দিনে ফিরে যাবে। তখন আমরা আজকের মতো শত্রুর মৃতদেহের স্তূপের সামনে দাঁড়াব।"

রাজা কামোসি তার রথের কাছে ফিরে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মৃতদেহের স্তূপ থেকে বিদ্যুৎ গতিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল একজন শত্রু সৈন্য এবং রাজার দিকে তার ধনুক তাক করে তীর ছুড়ে দিল। যা অদৃষ্টে ছিল কোনোকিছুতেই তা রোধ করা সম্ভব হলো না, ফলে লোকটিকে আঘাত হানার আগেই সে তীর ছুড়লে তা বিদ্ধ হলো রাজার বুকে। রাজাকে ঘিরে ধরা লোকগুলো চিৎকার করল এবং তাদের তীর ছুড়ল হিকসস যোদ্ধাকে লক্ষ্য করে। সকলে মনোযোগী হলো আহত রাজাকে নিয়ে। কামোসি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে স্খলিত পায়ে টলতে টলতে পতিত হলেন যুবরাজের সামনে, যিনি চিৎকার করে উঠলেন, "শিগগির পালকি আনো এবং চিসিৎসককে তলব করো।"

www.pathagar.com

পিতার উপর ঝুঁকে তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "পিতা, পিতা ! আপনি কি আমাদের সাথে কথা বলবেন না ?"

দ্রুত চিকিৎসকের আগমন ঘটল, তার সাথে একটি পালকিও এল। সকলে ধরাধরি করে সতর্কতার সাথে তাকে পালকিতে উঠাল। চিকিৎসক তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার দেহ থেকে যুদ্ধসাজ ও অস্ত্র খুলে নিচ্ছিলেন তার ক্ষতস্থান উন্মুক্ত করার জন্য। সকলে নীরবে পালকি ঘিরে রেখেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে খবর ছড়িয়ে পড়লে কোলাহল বন্ধ হলো, যেন শক্তিশালী সেনাবাহিনী স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

চিকিৎসক সতর্কতার সাথে তীর অপসারণ করলেন, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হতে লাগল ফিনকি দিয়ে। যন্ত্রণায় বিকৃত হলো রাজার মুখ এবং যুবরাজের চেহারায় বিষণ্নতার আঁধার নেমে এল। তিনি ফিসফিসিয়ে হুরকে বললেন, "হে ঈশ্বর। রাজা প্রচণ্ড ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন।"

ক্ষতস্থান ধৌত করে তাতে ওষুধ প্রয়োগ করা হলো। কিন্তু রাজার অবস্থার কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হলো না। তার শরীর দৃশ্যত কাঁপছিল। তিনি আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ খুললেন, অন্ধকার, প্রাণহীন দৃষ্টি। আহমোসির বুক আরো স্তব্ধ ও কঠিন হয়ে গেছে। আপন মনে বললেন, "পিতা, কী করে আপনি এভাবে বদলে যেতে পারেন ?" আহমোসির উপর স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজার চোখ তাকে ঘিরে রাখা লোকগুলোর উপর ঘুরছিল। চোখে কিছুটা প্রাণ ফিরে এসেছে। দুর্বল ও অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি বললেন, "এক মুহূর্ত আগেও আমি ভেবেছি যে আমি আভারিসে যাচ্ছি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যে এখানেই আমার যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটুক, এখানে ওমবোসের ফটকে।"

বিষাদে কাতর আহমোসি বললেন, "পিতা, আপনার পরিবর্তে ঈশ্বর আমার আত্মা নিন।"

রাজা তার দুর্বল কণ্ঠে বললেন, "তা কখনো হয় না। তুমি নিজের প্রতি সতর্ক থেকো। কারণ, এ সময় তোমার প্রয়োজনই অধিক। আমার চেয়েও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করো, আর মনে রেখো, আভারিস জয় করার আগে তুমি হাল ছেড়ে দিতে পারবে না। আভারিসই পশুপালকদের শেষ দুর্গ, সেটির পতন ঘটলে শত্রু আমাদের ভূখণ্ড থেকে বিদায় নেবে।"

রাজার জন্য চিকিৎসক শঙ্কিত। কারণ কথা বলতে তাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হচ্ছে। তিনি ইশারা করছেন, যাতে রাজা চুপ করে থাকেন। কিন্তু রাজা তার অভিজ্ঞতার উচ্চতর জগতে হারিয়ে গেছেন, তিনি বললেন, "টেটিশেরিকে বলবে যে আমি আমার পিতার মতো সাহসী মানুষ হিসেবেই তার কাছে চলে গেছি !"

পুত্রের দিকে হাত বাড়ালে যুবরাজ তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলে রাজা তার কাঁধে হাত রাখলেন। এরপর তার আঙুলগুলো শিথিল হয়ে গেল, তিনি নিস্প্রাণ হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

চার

চিকিৎসক রাজার দেহ ঢেকে দিলেন। সকলে হাঁটু গেড়ে বসল তার উদ্দেশে বিদায়ের প্রার্থনা করতে। প্রার্থনা শেষ করে তারা উঠে দাঁড়াল। রাজ তত্ত্বাবধায়ক সকল বাহিনী প্রধান ও পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছে খবর পাঠালেন এবং তারা উপস্থিত হলে তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, "সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদেরকে অত্যন্ত বেদনার সাথে আমাদের রাজা কামোসির মৃত্যুর খবর ঘোষণা করতে হচ্ছে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে তার জীবন উৎসর্গ করেছেন, যে যুদ্ধ ছিল মিশরের জন্য, যে উদ্দেশে তার পিতাও তার পূর্বে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। ঈশ্বর তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে দেবতা ওসিরিসের পাশে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বিদায় নেয়ার আগে তিনি আমাদের উপর পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, যাতে আভারিসের পতন না হওয়া পর্যন্ত এবং শত্রু আমাদের পবিত্র ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ বন্ধ না করি। এই সুমহান পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্য আমি আমার শোক জ্ঞাপন করছি এবং একই সাথে সেকেনেনরার দৌহিত্র ও কামোসির পুত্র সেনাপতি আহমোসিকে আমাদের নতুন রাজা হিসেবে ঘোষণা করছি। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন ও তাকে বিজয় দান করুন।"

সেনাপতিরা কামোসি'র মৃতদেহকে সামরিক কায়দায় সম্মান প্রদর্শন করল এবং নতুন রাজা আহমোসিকে কুর্নিশ করার পর হুর তাদেরকে নিজ নিজ সৈন্যদের কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। একই সাথে তাদেরকে বললেন রাজার মৃত্যু ও নতুন রাজার দায়িত্ব গ্রহণের বিষয় সকলকে জানাতে।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হুর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন কামোসির মৃতদেহবাহী পালকি কাঁধে তুলতে। অশ্রু মুছে তিনি বললেন, "ওসিরিসের পাশে আপনার আত্মা সুখে ও শান্তিতে থাকুক। বিজয়ী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে আপনি ওমবোসে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা, আপনি শহরে প্রবেশ করবেন শবাধারে উঠে। যেভাবেই হোক, আপনি আমাদের মাঝে মহান।"

সেনাবাহিনী ওমবোসে প্রবেশ করল সামনে রাজার শবাধার রেখে। নগরীতে দুঃখজনক সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। বিজয়ের আনন্দ ও মৃত্যুজনিত দুঃখ একাকার হয়ে গিয়েছিল। মুক্তিকামী সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে দলে দলে লোক ছুটে আসছে, একই সাথে তারা পরলোকগত রাজাকে বিদায় জানাচ্ছে আনন্দ ও বিষাদে। জনতা যখন নতুন রাজা আহমোসিকে দেখল তখন নীরবে তার উদ্দেশে অবনত হলো, কিন্তু কোনো শুভেচ্ছা ধ্বনি কেউ উচ্চারণ করল না। ওমবোসের পুরোহিতরা রাজার মৃতদেহ গ্রহণ করলেন। আহমোসি মানুষের দৃষ্টিপথের আড়াল হয়ে টেটিশেরির কাছে একটি চিঠি লিখলেন তার পিতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী এবং একজন দূতের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

মিশরীয় নৌবহরের আনন্দ ও দুঃখের খবর নিয়ে এল দূতেরা। তারা জানাল, তাদের বহর পশুপালকদের বহরকে পরাজিত করে কিছু জাহাজ আটক করেছে। কিন্তু যুদ্ধে সেনাপতি কামকাফ নিহত হয়েছেন এবং তার মৃত্যুর পর আহমোসি এবানা নৌবহরের দায়িত্ব নিয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছেন এবং পশুপালকদের সেনাপতিকে নিজ হাতে হত্যা করেছেন। আহমোসি এবানাকে পুরস্কৃত করতে রাজা তাকে নৌবহরের সেনাপতি নিয়োগ করে আদেশ জারি করলেন।

পিতার সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি অনুসরণ করে রাজা আহমোসি তার বন্ধু হামকে ওমবোসের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তার উপর দায়িত্ব দিলেন নগরী পুনর্গঠন ও সক্ষমদেহী লোকদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের। রাজা রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরকে বললেন, "আমরা সৈন্যদের নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হব। কারণ, পশুপালকরা যদি শান্তির সময়ে আমাদের জনগণের উপর নিপীড়ন চালাতে পারে, তাহলে যুদ্ধের সময়ে তাদের উপর অত্যাচার দ্বিগুণ করবে। তাদের নিপীড়িত হওয়ার সময় আমরা যতটা সংক্ষিপ্ত করতে পারি সে চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।"

রাজা আহমোসি শাসনকর্তা হামকে তলব করে তার সঙ্গী ও সেনাপতিদের উপস্থিতিতে বললেন, "যেদিন আমি বণিকের বেশে মিশরে এসেছিলাম, সেদিনই শপথ নিয়েছিলাম যে আমি মিশরীয়দের জন্য মিশর গ্রহণ করব। তাহলে এখন থেকে এ দেশ পরিচালনার লক্ষ্য এটাই হোক এবং আমাদের নির্দেশনামূলক নীতি হোক এ ভূখণ্ড থেকে শ্বেতাঙ্গ মুক্ত করা, যাতে একজন মিশরীয় ছাড়া আর কেউ এখানে শাসন করতে না পারে এবং মিশরীয় ছাড়া আর কেউ সম্পত্তির মালিক না হতে পারে। এই ভূখণ্ড হোক ফারাও-এর ভূখণ্ড এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে কৃষকরা ভূমি ভোগ করবে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে অবশিষ্টাংশ ব্যয় করবে দেশের কল্যাণকর কাজে। আইনের কাছে সকল মিশরীয় সমান এবং মেধার যোগ্যতা ছাড়া তাদের কেউই তার ভাইয়ের উপরে নয়। এই দেশে দাস হিসেবে থাকবে শুধুমাত্র পশুপালকরা। সবশেষে, আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি আমার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়ে তার পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করতে।

পাঁচ

ভোরে সেনাবাহিনী ওমবোস থেকে রওয়ানা হলো। জাহাজ বহরও পাল তুলল। মিশরীয় বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করে যাচ্ছিল সর্বত্র উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে। এভাবে তারা অ্যাপোলোনোপলিস ম্যাগনার উপকণ্ঠে পৌছাল, যেখানে

www.pathagar.com

তারা প্রস্তুত হলো নতুন এক যুদ্ধে নিজেদেরকে লিপ্ত করার জন্য। কিন্তু কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তারা নগরীতে প্রবেশ করল। নীলের স্রোতের অনুকূলে জাহাজবহর চলেছে ভাটির দিকে, তারা কোনো শত্রু জাহাজের সাক্ষাৎ পেল না। সদা সতর্ক হুর রাজাকে পরামর্শ দিলেন পূর্ব দিকে মাঠের মাঝখান দিয়ে অনুসন্ধানী বাহিনী পাঠাতে, যাতে সেনাবাহিনীকে কোনো ফাঁদে পড়তে না হয়। সেনাবাহিনী ও নৌবহর অ্যাপোলোনোপলিস ম্যাগনায় রাত্রি যাপন করে ভোরে শহর ত্যাগ করল। রাজা ও তার রক্ষীরা বাহিনীর সম্মুখভাগে, অনুসন্ধানী দলের পিছনে। হুর রাজার ডান পাশে একটি রথে। তার সাথে যারা আছেন তারা এই এলাকার সাথে পরিচিত। রাজা হুরকে প্রশ্ন করলেন, "আমরা কি এখন হেইরাকনোপলিসের উদ্দেশে যাচ্ছি ?"

রাজ তত্ত্বাবধায়ক উত্তর দিলেন, "আপনি যথার্থ বলেছেন। থেবসের আগে এটি একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান এবং এখানেই সমশক্তিসম্পন্ন দুটি বাহিনীর মধ্যে প্রথম প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হবে।"

দুপুরের আগে খবর এল যে মিশরীয় নৌবহর পশুপালকদের নৌবহরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। জাহাজ সংখ্যার দিক থেকে ধারণা করা হলো শত্রুর পুরো বহর মোকাবেলা করছে মিশরের জাহাজগুলোকে। বলা হলো যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। রাজা পশ্চিমদিকে ঘুরলেন, তার সুন্দর মুখে আশার অভিব্যক্তি। হুর বললেন, "প্রভু, পশুপালকেরা নৌ যুদ্ধকৌশলে নবিশ।"

রাজা কোনো উত্তর দিলেন না। সূর্য যখন মধ্য গগনে তখন সেনাবাহিনী আরো অগ্রসর হয়েছে। রাজা আহমোসি ধ্যান ও ভাবনার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তার পরিবারের দৃশ্য ভেসে উঠল— তারা যখন রাজা কামোসির হত্যার সংবাদ পাবেন তখন তাদের অবস্থা কী হবে, তার মা সেটকিমুস কতটা আঘাত পাবেন, তার দাদি আহোটেপ কেমন যাতনা ভোগ করবেন এবং পবিত্র মাতা টেটিশেরি কীভাবে আর্তনাদ করবেন এবং তার পত্নী নেফেরতারি, যে এখন মিশরের রানি সে কীভাবে কাঁদবে। প্রিয় ঈশ্বর ! কামোসি নিহত হয়েছেন চক্রান্তের ফলে। এভাবে সেনাবাহিনী সাহস ও অভিজ্ঞতার কাছে পরাস্ত হয়েছে। তার উপর উত্তরাধিকার অর্পিত হওয়ার অর্থ বহু দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে তার কাঁধে। এরপর কল্পনা তাকে নিয়ে গেল থেবসে, যেখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আপোফিস এবং জনগণ সকল ধরনের নিপীড়নের শিকার। খানজারের কথা মনে পড়ল তার। সাহসী ও ভয়ংকর শাসনকর্তা, তার দাদার এই হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তার আত্মা বিশ্রাম নিতে পারবে না। এরপর সে রাজকন্যা আমেনরিদিসের কথা ভাবল, জাহাজের প্রকোষ্ঠের কথা মনে পড়ল যেখানে উভয়ে আবেগের শিকার হয়ে পড়েছিল। নিজেকে তিনি বললেন, "এখনো

www.pathagar.com

কি সে সুদর্শন বণিক ইসফিনিসের স্মৃতি ধারণ করে আছে এবং আশা করছিল যে সে তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।"

হুর এ পর্যায়ে একটু কাশলেন, তার মনে হলো যে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মিশরকে আমেনরিদিসের লোকদের থেকে বিমুক্ত করার অভিযানে এসে তার কথা মাথায় আনা ঠিক নয়। তিনি চেষ্টা করলেন ভাবনা পরিত্যাগ করতে এবং তার দৃষ্টি পড়ল তার বিশাল বাহিনীর উপর, যা তার পিছনে দিগন্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। তার ভাবনা ফিরে গেল নীল নদে যে যুদ্ধ চলছিল সেখানে। দূতরা এসে খবর দিল যে, ভয়াবহ নৌযুদ্ধে উভয় পক্ষে অসংখ্য লোক নিহত হচ্ছে এবং দুপক্ষই এখন পর্যন্ত সমান শক্তিতে লড়ে যাচ্ছে। ফলাফল সম্পর্কে ধারণা করা অসম্ভব ব্যাপার। রাজার কপাল কুঞ্চিত হলো এবং উদ্বেগ চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। হুর বললেন, "উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই, পশুপালকদের নৌবহরকে অনায়াসে কাবু করা যাবে এমন দুর্বল তারা নয়, কিন্তু আমাদের নৌবহর চূড়ান্ত যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।"

রাজা বললেন, "আমাদের পরাজয় ঘটলে আমরা অর্ধেক যুদ্ধে হেরে যাব।"

হুর উত্তর দিলেন, "আর যদি আমরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করি এবং আমি নিশ্চিত জয়ের আশাই করছি, তাহলে আমরা পুরো যুদ্ধেই জয়ী হব।"

সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী হেইরাকনপলিস থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে উপনীত হলো। বিশ্রাম নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য যাত্রাবিরতি প্রয়োজন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই খবর এল যে অগ্রবর্তী বাহিনী শত্রুর বিক্ষিপ্ত বাহিনীর সাথে লড়াই এ জড়িয়ে পড়েছে। আহমোসি বললেন, 'পশুপালকেরা বিশ্রাম নিয়েছে। সন্দেহ নেই যে এখন তারা আমাদের সাথে লড়াইকে স্বাগত জানাবে।"

তিনি আদেশ দিলেন অগ্রবর্তী বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য রথ বাহিনী প্রেরণ করতে। সেনাপতিদের ডেকে তিনি আদেশ দিলেন যে কোনো সময়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে।

জীবনে প্রথমবার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়ার মতো কঠিন দায়িত্বের বোঝা তার কাছে ভারি হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তিনি সচেতন যে এই শক্তিশালী বাহিনীর রক্ষাকর্তা তিনি এবং মিশরের অদৃষ্টও নির্ভর করছে তার উপর। তিনি হুরকে বললেন, "আমাদের উচিত পশুপালকদের রথবাহিনী ধ্বংস করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা।"

হুর উত্তর দিলেন, "দুটি বাহিনীই সে চেষ্টা করবে। আমরা যদি শত্রুর রথগুলো ধ্বংস করতে সক্ষম হই এবং যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে থাকতে পারি, তাহলে পশুপালকদের বাহিনী আমাদের তীরন্দাজদের শিকার হবে।"

www.pathagar.com

রাজা আহমোসি যখন যুদ্ধে তার সৈন্যদের বিপর্যয়ের কথা ভাবছিলেন, ঠিক তখনই নীল নদের দিক থেকে দূত এসে রাজাকে জানাল যে মিশরীয় নৌবহর গুরুতর পরিস্থিতিতে পড়েছে। নৌ সেনাপতি আহমোসি এবানা ভাবছেন যে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার জন্য জাহাজ বহর নিয়ে পশ্চাদপসরণ করা উত্তম। চিন্তা করার সময় পাওয়ার আগেই পুনরায় খবর এল যে শত্রু সৈন্যরা তাদের আঘাত শুরু করেছে। এ অবস্থায় রাজা হুর ও অন্যান্য সঙ্গীদের বিদায় জানিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং রথ বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন হামলা চালানোর জন্য। তার বাহিনী তিন দিক থেকে অগ্রসর হলো। তাদের গতি ও আওয়াজ ছিল ভূপৃষ্ঠকে ভূমিকম্পের মতো প্রকম্পিত করার মতো। পশুপালকদের বাহিনীকেও তারা অগ্রসর হতে দেখল। রথ বাহিনী যেন প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো ধেয়ে আসছে। মিশরীয়দের ক্রোধের সীমা পরিসীমা নেই। তারা দীর্ঘদিন ধরে শত্রু দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে। বজ্রের মতো ধ্বনি তুলল তারা, "আমেনহোটেপের মতো বেঁচে থাকো অথবা সেকেনেনরার মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করো !" এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। যুদ্ধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা তাদেরকে তৃষ্ণার্ত করে তুলেছিল। উভয় পক্ষ প্রবলভাবে লড়তে লাগল। কোনো পক্ষেই বর্বরতার কোনো সীমা ছিল না। রক্তের প্রবাহে মাটি লাল বর্ণ ধারণ করল। সৈন্যদের চিৎকার, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনির সাথে একাকার হয়ে গেছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ পরিপূর্ণ নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতা নিয়ে অব্যাহত ছিল। অন্ধকার যখন আকাশকে ঢেকে ফেলল, দুই বাহিনী তখন পিছু হটল। নিজ নিজ ছাউনিতে ফিরে গেল। রক্ষীদের বেষ্টনীর মাঝখানে অবস্থান নিয়ে রাজা এগিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা তাকে যুদ্ধের সময়ে রক্ষা করেছে। তার লোকদের সাথে মিলিত হলেন তিনি। সবার সামনে ছিলেন হুর। রাজা তাদেরকে বললেন, "ভয়াবহ যুদ্ধে আমাদের বেশ কিছু সাহসী বীর নিহত হয়েছে।"

এরপর তিনি জানতে চাইলেন, "নীলের যুদ্ধের কোনো খবর কি আসেনি ?"

হুর উত্তর দিলেন, "দুই নৌবহর এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।"

"আমাদের বহরের কি নতুন কোনো খবর আছে ?"

হুর আবার বললেন, "তারা সারা দিন যুদ্ধ করে পশ্চাদপসরণ করছিল। কিন্তু অধিকাংশ জাহাজ শত্রুর জাহাজের সাথে মই দিয়ে আটক ছিল, ফলে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। যুদ্ধ এখনো চলছে এবং আমরা খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।"

রাজার চেহারায় ক্লান্তি দেখা গেল। তিনি তাকে ঘিরে রাখা লোকদের বললেন, "চলুন, আমরা সকলে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে যে তিনি নীল নদে যুদ্ধরত আমাদের ভাইদের সহায়তা করুন।"

www.pathagar.com

ছয়

সেনাবাহিনী খুব ভোরে নিদ্রা থেকে জেগে উঠে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। গুপ্তচরেরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আনল— সারা রাত ধরে শত্রু শিবিরে তৎপরতা লক্ষ করা গেছে। কেউ কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রু শিবিরের অতি নিকটবর্তী হয়েছিল তারা জানাল যে, ভোরের পূর্ব পর্যন্ত শত্রু বাহিনী হেইরাকনপলিসে নতুন সৈন্য ও অসংখ্য রথের সমাবেশ ঘটিয়েছে। রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর বললেন, "প্রভু, দুশমন তাদের বাহিনীর বড় অংশ এখানে জড়ো করছে পুরো বাহিনী নিয়ে আমাদের উপর আঘাত হানার উদ্দেশে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমরা যদি হেইরাকনপলিসের ফটক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারি তাহলে কোনো কিছুই আমাদের অগ্রাভিযান বিলম্বিত করতে পারবে না।"

নীল নদের দিক থেকে সুখবর এল। রাজা জানতে পারলেন যে তার নৌবহর প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং শত্রু তাদের পরিকল্পনায় সফল হতে পারেনি। সৈন্যরা শত্রুর বহু জাহাজ হটিয়ে দিয়েছে এবং তারা এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য হারিয়েছে।

দিনের আলো ফুটে উঠলে দুই বাহিনী পরস্পরের দিকে অগ্রসর হলো। মিশরীয় রথ বাহিনী সর্বাগ্রে। তারা আওয়াজ তুলল, "আমেনহোটেপের মতো বেঁচে থাকো অথবা সেকেনেনরার মতো মৃত্যুবরণ করো।" ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষ তীর, বর্শা ও তরবারির প্রয়োগ করছিল সমতালে। রাজা আহমোসি লক্ষ করলেন, যুদ্ধের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে যারা লড়ছে, তাদের দক্ষতা অতুলনীয়। যেখানে প্রয়োজন সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে ও শৃঙ্খলার সাথে সৈন্যদের প্রেরণ করছে। তিনি সেনাপতিকে দেখতে পেলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে যুদ্ধপরিচালনাকারী হেইরাকনপলিসের শাসনকর্তা নয়, বরং স্বয়ং আপোফিস। মোটা গড়ন, দীর্ঘ দাড়ি ও খাড়া নাক, যাকে তিনি থেবসের প্রাসাদে রত্নপাথর খচিত মুকুট উপহার দিয়েছিলেন। রাজা আহমোসি বীরত্বের সাথে লড়লেন। তার সামনে যেসব অশ্বারোহী পড়েছে চোখের পলকে তাদেরকে ভূপাতিত করেছেন। যুদ্ধ চলছিল, নতুন নতুন সৈন্য আসছিল হতাহতদের স্থান পূরণ করতে। দিন শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধের সহিংসতা ও ব্যাপকতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। কিন্তু উভয় বাহিনীর সৈন্যরা যখন ক্লান্ত ও বিধ্বস্তপ্রায় ঠিক সেই মুহূর্তে পশুপালকদের এক সারি রথ প্রচণ্ড বেগে হামলা চালিয়ে বসল মিশরীয় সারির বাম অংশে এবং সে হামলা প্রতিহত করা অসম্ভব ছিল। তাদের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে ঘিরে ফেলা অথবা পদাতিকদের উপর চড়াও হওয়া। আহমোসি উপলব্ধি করলেন যে এই নির্ভীক সেনাপতি মিশরীয় সৈন্যদের ক্লান্ত হওয়ার জন্য

www.pathagar.com

অপেক্ষা করেছে এবং উপযুক্ত সুযোগ বুঝে হামলা চালিয়েছে। তিনি ভয় করলেন যে প্রতিপক্ষ তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে এবং পুরো বাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে তার লোকদের নির্মমভাবে হত্যা করবে ; তখন তিনি এমনভাবে প্রতিহামলার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে দুশমনের সেনাপতিকে বেষ্টনীর মধ্যে আটকে ফেলা যায়। পরিস্থিতি এমন সংকটজনক যে খুব বেশি চিন্তাভাবনা করার সুযোগ নেই। সৈন্যদের তিনি নির্দেশ দিলেন হামলা চালাতে এবং বিস্ময়কর গতিতে শত্রুর উপর আপতিত হয়ে যুদ্ধের গতিকে নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করলেন। প্রচণ্ড চাপে দুশমন পিছু হটতে বাধ্য হলো। একই সাথে আহমোসি কিছুসংখ্যক রথ পাঠালেন তার ব্যূহের বাম দিকে হামলাকারী শত্রুকে মোকাবেলা করতে। এ সময় আহমোসি শত্রুর সাহসী সেনাপতিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হলেন। দক্ষিণের শাসনকর্তা খানজার। তার প্রচণ্ড আক্রমণে বহু মিশরীয় সৈন্য নিহত হলো, বিশেষত যারা রথ বাহিনীর অংশ ছিল। এর কিছুক্ষণ পরই দিবাবসানে যুদ্ধ সমাপ্ত হলো এবং রাজা ও সৈন্যরা ছাউনিতে চলে গেল। রাজা আহমোসি ক্রুদ্ধভাবে বলছিলেন, "খানজার, আমরা খুব শিগগির মুখোমুখি হব।" ছাউনিতে সৈন্যরা প্রার্থনার সাথে তাকে স্বাগত জানাল, যাদের মধ্যে তিনি আহমোসি এবানাকেও দেখতে পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন, "সেনাপতি, খবর কী ?"

আহমোসি এবানা উত্তর দিল, "বিজয়ের খবর এনেছি প্রভু। আমরা পশুপালকদের নৌবহরকে পরাস্ত করে তাদের চারটি বড় বড় জাহাজ দখল করেছি এবং অর্ধেক জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি। বাদবাকি জাহাজ আমাদের হামলায় পালিয়ে গেছে।" রাজার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আহমোসি এবানার পিঠে হাত রেখে বললেন, "তুমি যে বিজয় অর্জন করেছ, তাতে মিশরের জন্য যুদ্ধের অর্ধেক বিজয় হাসিল হয়েছে। তোমার ব্যাপারে আমি গর্বিত।"

আহমোসি এবানার মুখ লাল হলো এবং সে বলল, "প্রভু, সন্দেহ নেই। আমরা এই বিজয়ের জন্য উচ্চ মূল্য দিয়েছি। কিন্তু এখন আমরা নীল নদের নিয়ন্ত্রক।" রাজা আহমোসি বললেন, "শত্রু আমাদের চরম ক্ষতিসাধন করেছে এবং আমার ভয় হচ্ছে যে আমরা এ ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারব না। এই যুদ্ধে তারাই জয়ী হবে, যারা প্রতিপক্ষের রথ বাহিনীকে ধ্বংস করতে পারবে।"

মুহূর্তের জন্য রাজা চুপ থেকে আবার বললেন, "আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের শাসনকর্তারা সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন এবং জাহাজ ও রথ নির্মাণ করছেন। কিন্তু রথ চালনাকারী সৈন্যদের প্রশিক্ষণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে যুদ্ধে আমাদের সহায়ক হতে পারে একটি কৌশল যে আমাদের পদাতিকরা শত্রুর রথের মোকাবেলা না করেই তাদের সাহসিকতা প্রদর্শন করবে।"

www.pathagar.com

সাত

ভোরে সৈন্যরা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। রাজা আহমোসি তার যুদ্ধসাজ পরিধান করে সেনাপতিদেরকে তার তাঁবুতে স্বাগত জানালেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি খানজারের সাথে একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর রাজার কথায় শঙ্কিত হয়ে বললেন, "প্রভু, একটি বেপরোয়া আঘাতে আমাদের পুরো উদ্যোগ বিফলে যাবে এমন হতে দেয়া যায় না।"

সেনাপতিদের প্রত্যেকে রাজাকে অনুনয় করল যে তারা খানজারের সাথে লড়বে। কিন্তু রাজা তাদের প্রস্তাব নাকচ করলেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং হুরকে বললেন, "কোনো দুর্ঘটনাই আমাদের উদ্যোগকে ব্যর্থ করতে পারবে না, সে দুর্ঘটনা যত মারাত্মকই হোক না কেন। আমার পতন হলেও কিছু আসে যায় না। আমার সেনাবাহিনীতে সেনাপতির এবং আমার দেশে সৈন্যের কোনো ঘাটতি নেই। সেকেনেনরার ঘাতকের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ আমি হাতছাড়া হতে দিতে পারি না। অতএব, আমাকে তার সাথে যুদ্ধ করতে এবং একটি মহান আত্মার কাছে আমার যে ঋণ তা পরিশোধ করতে দিন। পরলোকগত সেকেনেনরা পশ্চিম গগন থেকে আমাকে দেখছেন, আমি যদি তার জন্য কিছু না করি তাহলে ঈশ্বর আমার কাপুরুষতার কারণে আমাকে অভিশাপ দেবেন।"

রাজা একজন সেনা কর্মকর্তাকে প্রতিপক্ষের কাছে পাঠালেন তার ইচ্ছার কথা জানাতে এবং লোকটি দুটি বাহিনীর অবস্থানের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে চিৎকার করে বলল, "দুশমন, মিশরের ফারাও সেনাপতি খানজারের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পুরনো হিসাব চুকাতে ইচ্ছুক।"

খানজারের বাহিনীর একজন সৈনিক বের হয়ে এসে বলল, "যে নিজেকে ফারাও বলে দাবি করছে তাকে বলো যে সেনাপতি খানজার কখনো তার শত্রুকে তরবারির আঘাতে মৃত্যুর সম্মান দিতে অস্বীকার করেন না।"

আহমোসি চমৎকার একটি ঘোড়ায় আরোহণ করলেন, খাপে ভরে নিলেন তরবারি এবং বর্শাটি যথাস্থানে নিয়ে ঘোড়া চালালেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এবং দেখতে পেলেন যে তার প্রতিপক্ষ এগিয়ে আসছে ধূসর রঙের একটি ঘোড়ায় উঠে। অহংকারী খানজারের দেহ যেন সুদৃঢ় পাথরের মতো। ধীরে ধীরে তারা নিকটতর হলেন এবং তাদের ঘোড়া পরস্পরকে যখন প্রায় স্পর্শ করছিল তখন তারা থামলেন। দু'জন যখন দু'জনকে দেখছিলেন খানজারের চোখেমুখে বিস্ময় আর লুকিয়ে থাকল না। তিনি চিৎকার করে বললেন, "হে ঈশ্বর, কে আমার

www.pathagar.com

সামনে ? এটা কি বামন মানুষ ও মুক্তার ব্যবসায়ী ইসফিনিস নয় ? কী পরিহাস ? এখন তোমার ব্যবসা কোথায়, বণিক ইসফিনিস ?"

আহমোসি তার দিকে শান্তভাবে তাকালেন এবং বললেন, "ইসফিনিস আর নেই সেনাপতি খানজার" এবং তরবারি দেখিয়ে বাক্য শেষ করলেন, "এটি ছাড়া এখন আমার আর কোনো ব্যবসা নেই।" খানজার তার উত্তেজনা দমন করে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে তুমি কে ?"

আহমোসি পূর্ববৎ শান্তভাবে বললেন, "আমি আহমোসি, মিশরের ফারাও।"

খানজার জোরে হেসে উঠলেন, যা পুরো এলাকা জুড়ে প্রতিধ্বনিত হলো। তিনি ব্যঙ্গাত্মক সুরে বললেন, "কে তোমাকে মিশরের শাসক হিসেবে নিয়োগ করল, যখন তোমারই উপহার দেয়া দ্বৈত মুকুট একজন রাজা ধারণ করেন, যাকে তুমি হাঁটু গেড়ে সেই উপহার দিয়েছিলে ?"

আহমোসি বললেন, "আমি তার দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত যিনি আমার পিতাকে এবং তার আগে আমার পূর্বপুরুষদের নিয়োগ করেছিলেন। সেনাপতি খানজার, আপনি জেনে নিন যে, আপনাকে যে হত্যা করবে, সে সেকেনেনরা দৌহিত্র।"

খানজারের মুখ গম্ভীর হলো। তিনি শান্তভাবে বললেন, "সেকেনেনরা ! ওই লোকটিকে আমার মনে আছে, যার দুর্ভাগ্য ছিল আমার অধঃপতন চেয়েছিলেন তিনি। হ্যাঁ, এখন আমার সবকিছু মনে পড়ছে— আমার উপলব্ধির এই ধীরতার কারণে আমাকে মার্জনা করো। আমরা হিকসসরা যুদ্ধক্ষেত্রের বীর, আমরা তরবারির ভাষা ছাড়া কোনো ধরনের ধূর্ততায় পারঙ্গম নই। তোমরা মিশরীয়রা সিংহাসন দাবি করছ, কিন্তু রাজার পোশাক ধারণ করার সাহস দেখানোর আগে তোমাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে বণিকের বেশ ধারণ করতে হয়েছে। এখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কিন্তু ইসফিনিস তুমি কি আসলেই আমার সাথে একা লড়তে চাও ?"

আহমোসি প্রবলভাবে বললেন, "আমাদেরকে যেমন খুশি তেমন বস্ত্রই পরিধান করতে দিন, কারণ সবই আমাদের বস্ত্র। মিশরে আগমনের পূর্বে আপনারা তো কখনো কোনো বস্ত্র ধারণ করেননি। আমাকে আর ইসফিনিস বলে ডাকবেন না, যেহেতু আপনি জেনে গেছেন যে আমি আহমোসি, কামোসির পুত্র, যে কামোসি ছিলেন সেকেনেনরার পুত্র। আভিজাত্যে মহৎ ও সুপ্রাচীন এক বংশের উত্তরাধিকারী, ঐশ্বর্যশালী থেবস থেকে যার উদ্ভব। আমরা কখনো আশ্রয়হীন মরুভূমিতে মেষপাল চড়িয়ে ঘুরিনি। আমি অবশ্যই আপনার সাথে একা লড়তে চাই। আমি যে মহৎ ব্যক্তির ঋণ নিয়ে আছি তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আমার পক্ষ থেকে সম্মান দিচ্ছি আপনাকে।"

খানজার চিৎকার করে বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে কল্পনা তোমাকে তোমার নিজের গুরুত্ব সম্পর্কেও অন্ধ করে দিয়েছে। তুমি কি মনে করছ যে

www.pathagar.com

সেনাপতি রুখের সাথে লড়াই এ বিজয়ী হওয়াই আমাকে মোকাবেলা করার যোগ্যতা দিয়েছে তোমাকে ? ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, ওহে কল্পনা বিলাসী যুবক। লড়াই করতে তুমি কোন অস্ত্র ব্যবহার করতে চাও ?"

বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে আহমোসি বললেন, "আপনি চাইলে আমি তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করতে পারি।"

খানজার তার প্রশস্ত কাঁধ কুঞ্চিত করে বললেন, "তরবারি আমার প্রিয় বন্ধু।"

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন খানজার এবং রশি এক সৈনিকের হাতে দিয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করে ডান হাতে নিলেন। বাম হাতে ধরলেন ঢাল। আহমোসিও অনুরূপ তরবারি ও ঢাল হাতে নিয়ে মাত্র দু'হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা কি শুরু করতে পারি ?"

খানজার হেসে উত্তর দিলেন, "এই মুহূর্তগুলো কী চমৎকার, যখন জীবন ও মৃত্যু ফিসফিস করে। শুরু করো, যুবক !"

রাজা আহমোসি প্রচণ্ড সাহসে ভর করে প্রবল প্রতিপক্ষের উপর আঘাত হানতে এগিয়ে গেলেন এবং তার হানা আঘাত ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন। খানজারও পাল্টা আঘাত হানল আহমোসির উপর এবং মুখে বললেন, "তোমার তরবারি চালনা চমৎকার ইসফিনিস। আমার ঢালের উপর তোমার তরবারির আঘাত যেন মৃত্যুর সুরধ্বনি ছিল। চমৎকার ! মৃত্যুর দূতদের আমি স্বাগত জানাই। আমি যখন মৃত্যুর থাবার মাঝে খেলি তখন কতবার কত সহজে মৃত্যু আমাকে কামনা করেছে, কিন্তু পরে নিজেই হতবাক হয়ে চলে গেছে, কারণ শেষ পর্যন্ত মৃত্যু উপলব্ধি করে যে আসলে সে এসেছে অন্য কারো জন্য।"

লড়তে লড়তে কথা বলা থামায় না লোকটি, যেন সে সুনিপুণ নৃত্যশিল্পী, যে নাচের সময়ে গান গায়। আহমোসি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে তার প্রতিপক্ষ একগুঁয়ে ও শক্তিশালী, যার পেশি ইস্পাতের মতো, কুশলী শত্রু, পায়ে তার বিদ্যুতের গতি, আঘাত করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী এবং তার উদ্দেশে প্রতিটি আঘাত এড়াতে অতি দক্ষ। তিনি জানেন আঘাতগুলো ঘাতক, যার কোনো নিরাময় নেই। তা সত্ত্বেও তিনি খানজারের মারাত্মক একটি আঘাত ঢালে প্রতিহত করলেন এবং সেই সাথে অনুভব করলেন ও দেখলেন যে প্রতিপক্ষ আস্থার সাথে হাসছে। তাকে হাসতে দেখে আহমোসির মাঝে ক্রোধ টগবগিয়ে উঠল এবং তিনি সকল শক্তি জড়ো করে তরবারির ঘা হানলেন, যা খানজার গ্রহণ করলেন তার ঢালে। তিনি তার স্নায়ু ও ইচ্ছাশক্তিকে সামলে আহমোসিকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার এই দৃঢ় তরবারি কোথায় তৈরি হয়েছে ?"

আহমোসিও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বললেন, "অনেক দক্ষিণে, নাপাতায়।" খানজার আরেকটি আঘাত ঠেকিয়ে বললেন, "আমার তরবারি তৈরি হয়েছে মেম্ফিসে এবং এটি তৈরি করেছে মিশরীয় কারিগররা। যে লোকটি এই তরবারি

www.pathagar.com

তৈরি করেছে তার কোনো ধারণা ছিল না যে সে আমাকে একটি অস্ত্র দিচ্ছে, যা তার শাসককে আমি হত্যা করতে ব্যবহার করব, যে নিজের জন্য ব্যবসা ও যুদ্ধ করে।"

আহমোসি উত্তর দিলেন, "আগামীকাল ওই লোকটি কত সুখী হবে যখন সে জানতে পারবে যে এটি তার দেশের শত্রুর জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে।" তিনি আরেকটি বড় ধরনের আঘাত হানার সুযোগ খুঁজছেন এবং কথা বলার পাশাপাশি বিদ্যুৎ গতিতে পরপর তিনটি প্রচণ্ড আঘাত হানলেন প্রতিপক্ষের উপর। খানজার তার ঢাল ও তরবারি দিয়ে আঘাতগুলো ঠেকালেও কয়েক পা পিছু হটতে বাধ্য হলেন। রাজা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে আপতিত হলেন তার উপর। শত্রুর উপর আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগলেন। এ পরিস্থিতি খানজার তার তরুণ প্রতিপক্ষকে পরিহাস করা থামালেন, তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। ভ্রু কুঞ্চিত করে তিনি আঘাত সামলাতে ব্যস্ত এবং তাকে অকল্পনীয় দক্ষতা ও সাহসের সাথে প্রতিটি আঘাত মোকাবেলা করতে হচ্ছিল। এই পর্যায়ে তার তরবারি যুবকের শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করল এবং পশুপালকদের সেনাপতি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন এই ভেবে যে তিনি তার একগুঁয়ে প্রতিপক্ষকে শেষ করে ফেলেছেন। আহমোসির নিজেরও মনে হলো যে তিনি খানজারের আঘাতে আহত হয়েছেন কি না। কিন্তু কোনো ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করছেন না তিনি এবং শক্তি সঞ্চয় করে খানজারের উপর পাল্টা তরবারি হানলেন, যা আঘাত করল খানজারের ঢালে। আঘাত এত প্রচণ্ড যে খানজারের হাত থেকে ঢাল খসে পড়ল, তার হাত কাঁপছিল। দুই পক্ষের সৈন্যরা আনন্দ ও ক্রোধের ধ্বনি দিতে লাগল। আহমোসি লড়াই থামিয়ে তার প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসলেন। খানজার তখনো তরবারি ঘুরাচ্ছিলেন যে তিনি ঢাল ছাড়াই লড়তে প্রস্তুত। আহমোসি তার নিজের ঢাল এ পাশে নিক্ষেপ করলেন। খানজারের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে তিনি উচ্চারণ করলেন, "যথার্থই রাজার তুল্য মহত্ত্ব!"

আবার যুদ্ধ শুরু হলো। তরবারির আঘাত তারা মোকাবেলা করছেন দক্ষতার সাথে। কিন্তু আহমোসি অনেক ক্ষিপ্র। একটি প্রচণ্ড আঘাতে তরবারির হাতল থেকে খানজারের মুঠি শিথিল হলো এবং তরবারি পড়ে গেল মাটিতে। আঘাত লেগেছে খানজারের গলায়, তিনি বিধ্বস্ত অট্টালিকার মতো পতিত হলেন। ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন রাজা এবং শ্রদ্ধার সাথে বললেন, "শাসনকর্তা খানজার, আপনি সত্যিই একজন বীর যোদ্ধা।"

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে খনজার বললেন, "তুমি যথার্থ বলেছ। আমার পর কোনো যোদ্ধাই আর তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।"

www.pathagar.com

আহমোসি খানজারের তরবারি নিয়ে মৃতদেহের পাশে রেখে তার ঘোড়ায় উঠে শিবিরে ফিরে এলেন। তিনি জানেন যে পশুপালকদের বাহিনী এখন প্রতিশোধ স্পৃহায় লড়বে। রথ বাহিনীর কাছে পৌঁছে তিনি বললেন, "তোমরা আমাদের অমর ধ্বনি উচ্চারণ করো, সৈনিকবৃন্দ 'আমেনহোটেপের মতো বেঁচে থাকো, অথবা সেকেননরার মতো মৃত্যুবরণ করো।' আর মনে রেখো, এই যুদ্ধের ফলাফলের সাথেই চিরদিনের মতো জড়িয়ে আছে আমাদের ভাগ্য। কোনো ধরনের দুর্বলতার কারণে যাতে আমাদের ধৈর্য ও সংগ্রামের বছরগুলো ব্যর্থ হয়ে না যায়।"

এরপর তিনি আক্রমণ করলেন, প্রতিপক্ষও ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ চলল।

পরবর্তী দশটি দিবস এভাবে যুদ্ধ অব্যাহত রইল।

আট

দশম দিন যুদ্ধশেষে সন্ধ্যায় রাজা আহমোসি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। সেনাপতি ও বিশিষ্টজনদের তলব করলেন তিনি। খানজারের পতনে যদিও দুশমন বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু তাদের রথবাহিনী এখনো অপ্রতিরোধ্য এবং মিশরীয়দের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তিনি ভয় করছেন যে ধীরে ধীরে তার নিজস্ব রথবাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে। সেদিন তিনি বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ ও বিষণ্ন যে তার অসংখ্য রথচালকের পতন হয়েছে, যারা মৃত্যুর মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল, নিজেদের ভাগ্যের ব্যাপারে তারা ছিল নৈর্ব্যক্তিক। তিনি নিজের সাথে কথা বলার মতো উচ্চারণ করলেন, "হেইরাকনপোলিস, হেইরাকনপোলিস। আমার অবাক লাগছে যে, তোমার নাম কি আমাদের বিজয় অথবা আমাদের পরাজয়ের সাথে যুক্ত হবে?"

উপস্থিত অন্যেরাও কম ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ নয়। কিন্তু রাজার সুন্দর মুখে ক্লান্তি ও উত্তেজনা দেখে তারা শঙ্কিত। রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর বললেন, "প্রভু, আমাদের রথ চালকেরা প্রতিপক্ষের রথ বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে লড়ছে এবং তাদের প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহার করছে। আমাদের যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, তাতে আমাদের ভয় করার কোনো কারণ নেই। আমরা যদি শত্রুর উপর শিগগিরই বিজয় অর্জন করতে পারি, এবং তাদের রথগুলোকে ধ্বংস করতে পারি, তাহলে তাদের পদাতিকরা কিছুতেই আমাদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। তারা তাদের দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নেবে আমাদের অবশিষ্ট রথের হামলা থেকে বাঁচতে।"

www.pathagar.com

রাজা বললেন, "আমার আসল লক্ষ্য শত্রুর রথ বাহিনীকে ধ্বংস করা এবং আমাদের রথ বাহিনীর বড় একটি অংশকে রক্ষা করা, যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থায়ী প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে, ঠিক যেভাবে পশুপালকেরা থেবসের উপর হামলার ক্ষেত্রে করেছিল। কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের সৈন্যরা মারা পড়বে এবং আমরা দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব, যা থেকে কোনো নগরীই রক্ষা পাবে না।"

তিনি সর্বশেষ ক্ষয়ক্ষতির হিসাব পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিলেন, যা একজন কর্মকর্তা তখন হাজির করেছে। মিশরীয় রথ বাহিনী এক-তৃতীয়াংশ রথ ও সৈন্য হারিয়েছে। আহমোসির চেহারা বিবর্ণ হলো, তিনি তার সহকর্মীদের দিকে তাকালেন, তাদের চোখেমুখেও হতাশা। তিনি বললেন, "আমাদের আর মাত্র দুই হাজার রথ অবশিষ্ট আছে। শত্রুর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কি আপনাদের কোনো ধারণা আছে?"

সেনাপতি দিব বললেন, "আমি ধারণা করতে পারছি না প্রভু। কিন্তু আমাদের ক্ষতির চেয়ে কোনো অংশে কম হবে না। আমাদের চেয়ে বরং বেশিই হবে।" রাজা তার মাথা নিচু করে মুহূর্তের জন্য ভাবনায় মগ্ন হলেন, এরপর বললেন, আগামীকাল সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। সন্দেহ নেই যে, আগামীকালই চূড়ান্ত একটি দিন। আমাদের শত্রুরাও নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং আমাদের মতোই সন্দিহান, অথবা আমাদের চেয়েও বেশি। যাই হোক, আমাদেরকে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না এবং আমরাও কাউকে দোষ দেব না। ঈশ্বর সাক্ষী যে, আমরা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে যুদ্ধ করেছি এবং জীবনের জন্য কোনো পরোয়া করিনি।"

দিব বললেন, "আমাদের নৌবহর এখন যুদ্ধ করছে না। অতএব, শত্রুর পিছন দিকে সৈন্য অবতরণ করানোর জন্য আমরা জাহাজগুলো ব্যবহার করতে পারি। হেইরাকনপোলিস ও নেকেবের মধ্যবর্তী এলাকায়!"

আহমোসি এবানা বলল, "আমাদের নৌবহর নীল নদে পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু আমরা শত্রু অবস্থানের পিছনে সৈন্য অবতরণ করানোর ঝুঁকি নিতে পারি না, যদি তাদের পুরো বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। এখন যুদ্ধ রথ বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে এবং শত্রুর অবশিষ্ট সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনের অংশে সতর্ক অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছে।"

ওমবোসের একজন পুরোহিত বললেন, "প্রভু, আমাদের কি সংরক্ষিত রথ বাহিনী নেই?" আহমোসি উত্তর দিলেন, "আমরা ছয় হাজার রথ এনেছিলাম, যা প্রস্তুত করা হয়েছিল অনেক ধৈর্য ও পরিশ্রমে। মাত্র বারো দিনের যুদ্ধে আমরা চার হাজার রথ হারিয়েছি।"

হুর বললেন, "প্রভু, সায়িন, ওমবোস ও অ্যাপোলোনোপলিস ম্যাগনায় নিরলসভাবে রথ তৈরি ও রথ যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ চলছে।"

www.pathagar.com

আহমোসি এবানা তার স্বভাবসুলভ উৎসাহে বলল, "পবিত্র মাতা টেটিশেরি আমাদের যে ধ্বনি উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিলেন, 'আমেনহোটেপের মতো বেঁচে থাকো, অথবা সেকেনেনরার মতো মৃত্যুবরণ করো,' সেটিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের রথ বাহিনীকে অবদমিত করা যাবে না, আর আমাদের পদাতিকরা যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর আপনাকে মিশরে পাঠিয়েছেন, তা নেহায়েত খামখেয়ালি করে পাঠাননি।"

তরুণ সেনাপতির কথায় উপস্থিত সকলে আশ্বস্ত হলো। রাজা হাসলেন। সেনাবাহিনী রাত্রি যাপন করল এবং সকালে জেগে উঠে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। দিনের প্রথম আলো ফুটে উঠলে রথ বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে গেল। রাজা ও তার রক্ষীরা কেন্দ্রস্থলে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে যুক্ষক্ষেত্র শূন্য। আরো নিবিড়ভাবে তাকিয়ে লক্ষ করলেন, হেইরাকনপলিসের প্রাচীর দেখা যাচ্ছে এবং কোথাও একজন শত্রু সৈন্য নেই। তার বিস্ময় দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলো না। তার কিছু গুপ্তচর এসে জানাল যে আপোফিসের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং রাতের মধ্যে হেইরাকনপলিস ত্যাগ করে উত্তরের দিকে চলে গিয়েছে। সেনাপতি মেহেব বললেন, "আমাদের সামনে এখন সত্য স্পষ্ট হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে পশুপালকদের রথবাহিনী পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং আপোফিস তার পদাতিকদের সাথে আমাদের রথের মোকাবিলার চেয়ে দুর্গে আশ্রয় নেয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছে।"

সেনাপতি দিব আনন্দের সাথে বললেন, "প্রভু, হেইরাকনপলিসের যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি।" রাজা আহমোসি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মনে করেন যে মেঘ আসলেই কেটে গেছে ? আসলেই আর কোনো বিপদ নেই বলে কি আপনার বিশ্বাস ? শুধু একটু বলুন যে, আমরা শত্রুর রথ বাহিনীকে ধ্বংস করেছি, এর বেশি কিছু নয়।"

সেনাবাহিনীর মাঝে খবর ছড়িয়ে পড়লে সকলে আনন্দে ফেটে পড়ল। সেনাপতি ও রাজ অনুচরবৃন্দ রাজা আহমোসিকে অভিনন্দন জানাল বিজয়ের জন্য। সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে আহমোসি হেইরাকনপলিসে প্রবেশ করলেন। পশুপালকদের প্রতিশোধ থেকে রক্ষা পেতে যারা মাঠের দিকে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে রাজাকে অভ্যর্থনা জানাল। মুক্তিকামী সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাল গগনবিদারি আওয়াজ তুলে।

রাজা আহমোসি প্রথমেই দেবতা আমুনের উদ্দেশে প্রার্থনা করলেন, যিনি তার বিজয়ের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যখন রাজা হতাশায় ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

নয়

বারো দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মিশরীয় বাহিনী কয়েক দিন হেইরাকনপলিসে বিশ্রাম নিল। আহমোসি নগরী পুনর্গঠন উদ্যোগ স্বয়ং তত্ত্বাবধান করে সেখানে একজন মিশরীয়কে প্রশাসন, কৃষি জমি, বাজার ও মন্দিরের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। পশুপালকদের দ্বারা নিপীড়িত নগরবাসীকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন।

এরপর সেনাবাহিনী উত্তরের দিকে যাত্রা করল, নৌবহরও একই সাথে পাল তুলল। সেদিনই বিকেলে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তারা প্রবেশ করল নেখেবে। পরদিন ভোর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে আবার রওনা হলো এবং পথিমধ্যে যে জনপদগুলো দখলে আনল সেখানে মিশরের পতাকা উত্তোলন করল। তিন দিন পর তারা লাটোপলিস উপত্যকার প্রান্তে উপনীত হলে রাজা ও তার সেনাপতিরা ভাবলেন যে, শত্রু এই স্থানে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে থাকতে পারে। অগ্রবর্তী একটি বাহিনীকে তিনি সামনে পাঠালেন এবং নদীর পশ্চিম উপকূলে নৌবহর সতর্ক অবস্থায় থাকল। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রতিরোধ ছাড়াই নগরীতে প্রবেশ করল। নগরবাসী তাদেরকে জানাল যে আপোফিসের বাহিনী কীভাবে তাদের নগরী অতিক্রম করে গেছে। তারা আহতদের বয়ে নিয়েছে এবং যেসব হিকসস নগরীতে বাড়িঘরের মালিক ছিল তারা তাদের মালামাল নিয়ে তাদের রাজার বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছে আতঙ্কিত অবস্থায়।

সেনাবাহিনীর যাত্রা অব্যাহত রইল এবং নগরী ও জনপদ পিছনে ফেলে তারা যাচ্ছিল কোনো ধরনের প্রতিরোধের মুখোমুখি না হয়েই। এভাবে তারা টার্ট ও হারমনথিসে পৌঁছল। মিশরীয় বাহিনীর প্রত্যেকে উন্মুখ ছিল যে শত্রুর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে এবং তারা তাদের বুকে পুষে রাখা দুঃখ ও ক্রোধ মেটাতে পারবে। পাশাপাশি তারা পরিতৃপ্ত ছিল বিভিন্ন জনপদে পতাকা উত্তোলন করে যে, অন্তত তাদের ভূখণ্ডের পবিত্র একটি জায়গা তারা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। গান গাইতে গাইতে তাম্রবর্ণ পায়ের আওয়াজে মাটি কম্পিত করে তারা এগিয়ে যাচ্ছিল। থেবসের উপশহর হাবুর প্রাচীরের কাছে উপনীত হয়ে তারা থামল। অগ্রবর্তী বাহিনী নগরীতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রবেশ করল এবং প্রতিটি সৈন্যের হৃদয়ে অদ্ভুত কম্পন সৃষ্টি হলো। কারণ, হাবু ও থেবস একটি দেহের দুটি অঙ্গের মতো। সেনাবাহিনীর বহু সৈনিক এখানকার বাসিন্দা। তারা চত্বরে ঘুরাফিরা করল এবং আনন্দে চিৎকার করল, ভালোবাসায় লোকদের আলিঙ্গন করল। এরপর আবার তারা যাত্রা শুরু করল উত্তর দিকে, তাদের হৃদয় আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর এবং আত্মা ধাবিত অনিবার্য লক্ষ্যের পানে, যে লক্ষ্য তাদের ভাগ্যের সাথে জড়িত। সামনে যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে সে যুদ্ধে নির্ধারিত হবে মিশরের ইতিহাস ও ভাগ্য। তারা এক উপত্যকায় উপস্থিত হলো, যে উপত্যকা পরিচিত 'আমুনের পথ' নামে এবং

www.pathagar.com

সামনে যত অগ্রসর হচ্ছিল, উপত্যকা আরো বিস্তৃত হচ্ছিল। অবশেষে তারা উপনীত হলো বহুসংখ্যক ফটক সমৃদ্ধ এক প্রাচীরের সামনে, যে প্রাচীন পূর্ব থেকে পশ্চিমে লম্বমান এবং প্রাচীর ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে স্তম্ভ সারি, মন্দিরের প্রাচীর এবং সুউচ্চ অট্টালিকা। সবকিছুই ঘোষণা করছে নগরীর ঐশ্বর্য। সৈন্যদের স্মৃতি তাদের উত্তেজনার সাথে একাকার হয়ে তাদের হৃদয় ছাপিয়ে গেল। তাদের সম্মিলিত চিৎকার প্রতিধ্বনিত হলো, 'থেবস ! থেবস !' প্রতিটি জিহ্বায় নামটি উচ্চারিত হচ্ছে, তাদের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল উষ্ণ অশ্রু। তারা কাঁদছিল, তাদের সাথে কাঁদছিল বৃদ্ধ হুর।

মিশরীয় বাহিনী শিবির সংস্থাপন করল, আহমোসি দাঁড়ালেন শিবিরের কেন্দ্রস্থলে, টেটিশেরি থেবসের যে পতাকা তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেটি তার উপরে উঠছে পতপত করে। তিনি পতাকার দিকে তাকালেন, তার চোখে স্বপ্ন এবং মুখে উচ্চারণ করলেন, "থেবস, থেবস, ঐশ্বর্যের ভূমি, আমার পিতা ও পূর্বপুরুষদের আশ্রয়। তুমি উচ্ছ্বসিত থাকো, কারণ আগামীকাল তোমার গগনে নতুন একটি দিনের অভ্যুদয় ঘটবে।"

দশ

রাজা তলব করলেন সেনাপতি আহমোসি এবানাকে এবং বললেন, "আমি তোমার উপর থেবসের পশ্চিম তীরের দায়িত্ব অর্পণ করছি। হয় তুমি সেদিকে আক্রমণ করবে, অথবা অবরোধ করবে, যা তোমার কাছে যথার্থ বলে মনে হয়। চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতি বিচার করে তুমি তোমার পরিকল্পনা নেবে।"

অন্যান্য সেনাপতিরাও যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরিতে ব্যস্ত। সেনাপতি মেহেব বললেন, "থেবসের প্রাচীর দুর্ভেদ্য, এর ফলে যুদ্ধে প্রচুর লোকক্ষয়ের আশঙ্কা রয়েছে। নগরীর দক্ষিণের ফটকগুলোই নগরীতে প্রবেশের একমাত্র পথ।"

সেনাপতি দিব বললেন, "নগরীতে হামলাকারীদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হলো নগরী অবরোধ করে নগরবাসীকে ক্ষুধার্ত রেখে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। কিন্তু আমরা থেবসকে এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষুধার্ত রাখার কথা ভাবতে পারি না। অতএব, আমাদের জন্য একটি পথই খোলা, তা হচ্ছে, প্রাচীরের উপর হামলা চালানো। আমাদের কাছে মই এবং উঁচু বুরুজ পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই, যা দিয়ে প্রাচীরে হামলা সহজতর হয়। তবে আশা করছি শিগগিরই এ উপকরণগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছবে। যাহোক, থেবসের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হলেও আমরা আনন্দের সাথে তা দেব।"

www.pathagar.com

আহমোসি বললেন, "আপনারা যথার্থ বলেছেন। আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়, কারণ প্রাচীরের ওপারে আমাদের লোকজনই আবদ্ধ আছে এবং সময় নষ্ট করা হলে তারা নিষ্ঠুর দুশমনের বর্বর প্রতিশোধের শিকার হবে।"

সেদিনই মিশরের নৌবহর থেবসের পশ্চিম তীরের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে দেখল পশুপালকদের নৌবহর। হেইরাকনপলিসের নৌযুদ্ধের সময় যে জাহাজগুলো পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল সেগুলোই থেবসের নদীপ্রান্তে মোতায়েন করা হয়েছে। মিশরীয় নৌবহর বিলম্ব না করে পশুপালকদের জাহাজের উপর হামলা চালাল এবং উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মিশরের জাহাজ ও সৈন্য সংখ্যা পশুপালকদের তুলনায় অধিক থাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে ছিল।

আহমোসি তীরন্দাজ ও বর্শা নিক্ষেপকারী বাহিনীকে প্রেরণ করলেন দুশমন বাহিনীর বিরুদ্ধে। প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ থেকে তারা তীর চালাল। কিন্তু দুশমন ভিতরে অবস্থান করে অস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। তারা প্রাচীরের উপর থেকে মিশরীয় সৈন্যদের উপর অবিরাম তীর বর্ষণ করতে লাগল। ফলে তাদের পিছু হটার কথা, কিন্তু যুদ্ধ সমানে চলছিল। রাজার শিবির থেকে দলে দলে সৈন্য এগিয়ে এসে দুর্ভেদ্য প্রাচীরে হামলা অব্যাহত রেখেছিল। তারা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে লড়ছিল এবং তার চরম মূল্যও দিচ্ছিল। বিপুল সংখ্যক লোক ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে সেদিনের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। রাজা আহমোসি শঙ্কার সাথে হতাহতদের দেখে বেপরোয়া ক্রোধে চিৎকার করলেন, "আমার সৈন্যরা মৃত্যুকেও পরোয়া করেনি এবং মৃত্যু তাদের উপর দিয়ে যেন ফসল তুলেছে।"

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখে রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর বলে উঠলেন, "কী ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছে প্রভু ! আমি তো যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র শুধু মৃতদেহ দেখতে পাচ্ছি।" সেনাপতি মেহেব-এর মুখ অন্ধকার, পোশাক ধূলিমাখা। তিনি বললেন, "হামলার প্রচণ্ডতায় আমরা মৃত্যুর দিকে তাকাতে পারিনি।"

আহমোসি বললেন, "আমি আমার বাহিনীকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারি না। আমার কাছে উত্তম মনে হয়, যদি আমরা প্রতিরক্ষা ব্যূহের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক সৈন্য পাঠাতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা প্রাচীরের ওপারে শত্রুর উপর ধ্বংস চাপিয়ে দিতে পারি।"

মিশরীয় নৌবহর শত্রুর অবশিষ্ট জাহাজগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে মর্মে খবর পৌঁছার পর রাজা আহমোসি সহসা উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সেদিনই সন্ধ্যায় নাপাতায় পরিবারের কাছে পাঠানো তার দূত ফিরে এল টেটিশেরির কাছ থেকে একটি বার্তা নিয়ে। আহমোসি সেটি পাঠ করলেন,

"টেটিশেরির পক্ষ থেকে আমার দৌহিত্র ও প্রভু, মিশরের ফারাও, কামোসির পুত্র আহমোসির প্রতি, যার জীবনকে মহামহিম ঈশ্বর রক্ষা করবেন আমি এই প্রার্থনা করি, এবং ঈশ্বর তাকে সত্যের পথে পরিচালনা করবেন, হৃদয়কে সত্যের

www.pathagar.com

প্রতি নিবদ্ধ রাখতে এবং তার হাতে শত্রুকে নিধন করতে সক্রিয় রাখবেন। আপনার দূত আমার কাছে অসম সাহসী কামোসির মৃত্যু সংবাদ এবং আমার উদ্দেশে তার শেষ কথাগুলো বলেছে। আমার মনে হয়েছে যে আপনি যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন আপনাকে কিছু কথা বলা প্রয়োজন যা আমরা সকলে হৃদয়ে পোষণ করছি। কারণ, আমি সংক্ষিপ্ত জীবনে দু'বার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি। ভয়াবহ যুদ্ধের চুল্লিতে যে বসবাস করে এমন একজনের কাছে শোক অচেনা কিছু নয়, যেখানে জীবন সস্তায় বিক্রি হয় এবং সাহসী মানুষ মৃত্যুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য ধেয়ে যায়। আমি আপনার কাছে লুকাতে চাই না যে, আমার হৃদয় দুঃখ ও যাতনায় পরিপূর্ণ হলেও একজন দূত আমার কাছে কামোসির মৃত্যু সংবাদ এনেছে এবং আমাদের সেনাবাহিনীর বিজয় কামোসির চেয়েও মূল্যবান, যদি তিনি আমাদের পরাজয়ের খবর নিয়ে আসতেন। অতএব, আপনি আপনার অভিযান চালিয়ে যান, ক্ষমাশীল ঈশ্বর আপনাকে তার দায়িত্বে নিয়েছেন এবং আমার হৃদয়ের প্রার্থনা এবং আমাকে যারা পরিবেষ্টন করে আছে, যদিও তারা দুঃখে নিমজ্জিত, তবুও তারা একই প্রার্থনা করছে, যাতে ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেন। প্রভু, আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমরা দাবোদ শহরের উদ্দেশে রওয়ানা দিচ্ছি, যেটি আমাদের দেশের সীমান্তের নিকটবর্তী, যাতে আমরা আপনার দূতের কাছাকাছি থাকতে পারি। বিদায় !"

আহমোসি পত্রটি পাঠ করলেন। প্রতিটি লাইনের আড়ালে তিনি অনিয়ন্ত্রিত ব্যথা ও জ্বলন্ত আশা দেখতে পাচ্ছিলেন। যে মুখগুলো তিনি নাপাতায় ছেড়ে এসেছিলেন, সেগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল— পক্ব কেশ ও শীর্ণ মুখের অধিকারিণী টেটিশেরি, তার দাদিমা আহোটেপের বিষণ্ন মুখ, তার মা সেটকিমুসের কমনীয় কান্তি এবং বড় বড় চোখ বিশিষ্ট নেফেরতারি। মনে মনে আহমোসি বললেন, "প্রিয় ঈশ্বর, আমরা যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিযানে নেমেছি, শত দুঃখ যাতনার মাঝেও টেটিশেরি তা বিস্মৃত হবেন না। আমিও যাতে সবসময় তার বিজ্ঞতা স্মরণে রেখে এটিকে আমার মন ও হৃদয়ের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে নিতে পারি।"

এগারো

পশুপালকদের জাহাজগুলোকে আটক করে মিশরীয় নৌবহর থেবসের পশ্চিম তীর অবরোধ করে রাখল। নীল নদ থেকে যে প্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল, সেখানকার বাসিন্দাদের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে মিশরের জাহাজগুলোর সদম্ভ অবস্থান। নদী তীরের হিকসস দুর্গের সাথে তাদের তীর বিনিময় চলছিল। কিন্তু মিশরীয়রা

www.pathagar.com

দুর্গ আক্রমণের উদ্যোগ নিল না। কারণ দুর্গগুলো সুরক্ষিত এবং অতি উঁচু। অন্যদিকে ফসলের মওসুম বলে নদীর পানির স্তর বেশ নিচুতে। তারা অবরোধ আরোপ করেই সন্তুষ্ট ছিল। আহমোসি এবানার হৃদয় পড়ে ছিল নগরীর দক্ষিণ দিকে, যেখানে জেলেরা বসবাস করে এবং যেখানে একটি কোমল হৃদয় তার ভালোবাসায় স্পন্দিত হচ্ছে। সে ভাবল যে ওই স্থানটি তার জন্য থেবসে প্রবেশের উপযুক্ত স্থান হতে পারে। কিন্তু পশুপালকেরা তার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি সতর্ক। তারা মিশরীয়দের কাছ থেকে নদী তীর দখল করে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাদের সৈন্য মোতায়েন করল।

রাজা আহমোসি তার সমগ্র বাহিনীকে হামলায় নিয়োজিত না করা উত্তম বিবেচনা করে একটি উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলকে পাঠালেন যুদ্ধক্ষেত্রে, যারা দীর্ঘ ঢাল দ্বারা সজ্জিত। তারা প্রাচীর প্রতিরক্ষাকারীদের সাথে কৌশলগত একটি লড়াই এ লিপ্ত হলো। তারা তাদের প্রচলিত দক্ষতা প্রদর্শন করছিল নিরলসভাবে এবং এভাবে কয়েক দিন ধরে লড়াই অব্যাহত ছিল। কিন্তু কোনো ফলাফল আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল না এবং যুদ্ধ সমাপ্তি লক্ষণও দূরে ছিল। রাজা কিছুটা অস্থির হয়ে উঠলেন এবং তার সেনাপতিদের বললেন, "আমরা শত্রু বাহিনীকে কোনো অবস্থাতেই একটি রথ বাহিনী পুনর্গঠন করার সুযোগ দেব না।" তিনি তরবারির হাতল আঁকড়ে ধরে বললেন, "আমি এখন সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দিচ্ছি। যদি বিপুল জীবনহানি ঘটে, তাহলে আমরাও আমাদের জীবন দেব। যারা মিশর মুক্ত করার জন্য শপথ নিয়েছে, জীবন দেয়া তাদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। আমি দক্ষিণের শাসনকর্তাদের কাছে দূত প্রেরণ করছি, যাতে তারা অবরোধ টিকিয়ে রাখার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং সুসজ্জিত অবরোধ বুরুজ নির্মাণ করে।"

রাজা আদেশ জারি করলেন আক্রমণের এবং বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তীরন্দাজ ও বর্শাধারী সৈন্যদের মোতায়েন ব্যবস্থা তদারক করলেন। তার প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি হলো একটি কেন্দ্র ও দুটি শাখা নিয়ে। ডানদিকে দায়িত্বে ন্যস্ত করা হলো সেনাপতি মেহেবকে এবং বামদিকে সেনাপতি দিবকে। বিরাট তরঙ্গের মতো এগিয়ে যেতে লাগল মিশরের সেনাবাহিনী। প্রাচীরের উপর থেকে দুশমনের তীর বর্ষণে কোনো সৈন্যের পতন ঘটলে সাথে সাথে স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিল নতুন সৈন্য। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে প্রাচীরের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। উভয়পক্ষে প্রচুর সৈন্য ক্ষয় হলো। আরো কয়েক দিন ধরে এই কৌশলে যুদ্ধ চলল এবং মৃতের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। এ পর্যায়ে মিশরীয় বাহিনীর ডান অংশ দুশমনের উপর চাপ বৃদ্ধি করল এবং প্রাচীরে তীর নিক্ষেপের ফাঁকা স্থানগুলো থেকে তীর বর্ষণ বন্ধ করতে সক্ষম হলো। কিছুসংখ্যক সাহসী কর্মকর্তা এ সুযোগে তাদের সৈন্যদের নিয়ে প্রাচীরে মই স্থাপনে সক্ষম হলো এবং মই-এর সাহায্যে দ্রুত উপরের দিকে উঠতে লাগল শত্রুর উদ্দেশে তাদের সঙ্গীদের

www.pathagar.com

অবিশ্রাম তীর বর্ষণের আড়ালে। পশুপালকেরা প্রাচীরের হুমকিপূর্ণ অংশ লক্ষ করে সেদিকে শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগ দিল। রাজা তার সৈন্যদের হামলার সাফল্যে সন্তুষ্ট। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি সেনাপতিদের বললেন, "অবরোধ আরোপের পর প্রথমবারের মতো থেবসের প্রাচীরে আমার সৈন্যরা জীবন দিচ্ছে।"

এবং বাস্তবিকপক্ষেও এই অভিযানের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তী দু'দিন পর্যন্ত যুদ্ধের কৌশল একই ধরনের ছিল। মিশরীয় বাহিনী প্রাচীরের আরো দুটি অংশে চাপ বৃদ্ধি করে সেখানে শত্রুর অবস্থান দুর্বল করে ফেলল এবং তাদের মনে হচ্ছিল যে শিগগিরই পূরণ হবার মতো একটি আকাঙ্ক্ষা। এই পর্যায়ে সায়িনের শাসনকর্তা শাউ-এর কাছ থেকে একজন দূতের আগমন ঘটল, যার সাথে সকল ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সৈন্যদল, যারা অতি সম্প্রতি তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। তাছাড়া একটি জাহাজে তারা এনেছে অবরোধ সরঞ্জাম, মই এবং অবরোধ করার জন্য সুউচ্চ বুরুজ। রাজা আহমোসি সৈন্যদের অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন। বিজয়ের আশা দ্বিগুণ অনুভব করছেন তিনি এবং নবাগত বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন শিবিরের সম্মুখস্থ মাঠে কুচকাওয়াজ করার জন্য, যাতে সকল সৈন্য তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে পারে এবং নতুন আশায় বুক বাঁধে।

পরদিন যুদ্ধ ভীতিকর রূপ ধারণ করল। মিশরীয়রা তাদের সকল শক্তিকে কাছে লাগাল এবং উদারভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে লাগল। শত্রুর উপরও তারা প্রচুর ক্ষতি চাপিয়ে দিতে সক্ষম হলো, যাদেরকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ক্লান্ত ও হতাশ এবং একে একে তাদের তরবারি খসে পড়তে লাগল। সেনাপতি মেহেব তার প্রভুকে বলতে সক্ষম হলেন যে, "প্রভু, আগামীকাল আমরা প্রাচীর দখল করতে পারব।"

সকল সেনাপতি তার কথায় সুর মেলালেন। আহমোসি তার পরিবারের কাছে একজন দূতকে পাঠালেন, তাদেরকে হাবুতে উপনীত হওয়ার জন্য। যেখানে মিশরের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। তিনি আশা করছেন যে নিকট ভবিষ্যতে থেবস দখল করা মাত্রই যাতে তারা থেবসে প্রবেশ করতে পারেন। রাজা রাতটি অতিবাহিত করলেন প্রচণ্ড বিশ্বাস ও আশা নিয়ে।

বারো

প্রতিশ্রুত দিনের আবির্ভাব হলো এবং মিশরীয়দের মাঝে যুদ্ধের উন্মাদনা টগবগ করছিল। যুদ্ধ ও বিজয়ের সংগীত অনুরণিত হচ্ছিল তাদের হৃদয়ে। বিভিন্ন দলে বিভক্ত সেনাবাহিনী তাদের অবরোধ সরঞ্জামের আড়ালে অবস্থান নিয়ে প্রাচীর

www.pathagar.com

অভিমুখে এগিয়ে গেল এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল তাদের লক্ষ্য। সহসা একটি স্থানে তাদের দৃষ্টি স্থির হলো, তারা এমন কিছু দেখল, আগে কখনো যা দেখেনি। বিস্ময় ও দ্বিধায় তারা চিৎকার করে উঠল এবং পরস্পরকে দেখতে লাগল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। নগর পরিবেষ্টনকারী প্রাচীরে শৃঙ্খলিত নগ্ন দেহ ঝুলছিল। পশুপালকেরা মিশরীয় রমণী ও শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে নিজেদেরকে মিশরের সৈন্যদের তীরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। এই ঢালের পিছনে তারা অবস্থান নিয়ে পশুপালকদের সৈন্যরা হাসছিল ও বিদ্রূপ করছিল। নগ্ন নারী, তাদের ঝুলে থাকা চুল এবং বেঁধে রাখা শিশুদের দেখে মিশরীয় বাহিনী কাতর হয়ে পড়ল, কারণ এ বাহিনীর সদস্যরাই তো ঝুলিয়ে রাখা নারীদের স্বামী ও পুত্র। তাদের হাত ঝুলে পড়ল, তাদের অস্ত্র অকেজো হয়ে গেল। এ ভয়াবহ খবর রাজার কাছে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখল। আকাশে বিদ্যুতের চমকের মতো তীব্রভাবে রাজা গ্রহণ করলেন খবরটিকে। রাগে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "কী জঘন্য বর্বরতা ! শিশু ও নারীর দেহের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে ভীরু কাপুরুষেরা !"

রাজার সেনাপতি ও অন্যান্যের মাঝে স্তব্ধ নীরবতা। কেউ কোনো শব্দ উচ্চারণ করছিল না। দিনের আলো ফুটে উঠলে প্রাচীরে ঝুলানো নারী ও শিশুদের দেহ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলে সৈন্যদের ত্বকে যেন আগুনের তাপ অনুভূত হলো, রাগে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, তাদের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপছিল এবং তাদের আত্মা চলে গেল নিপীড়িত বন্দি ও যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ানো তাদের সাহসী কিন্তু অসহায় সৈন্যদের কাছে। রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর আর্তনাদ করে উঠলেন, "আহা, বেচারিরা ! তীরের আঘাতে তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত না হলেও দিন ও রাতের নির্মমতা তাদেরকে শেষ করে দেবে।"

রাজা আহমোসিও দ্বিধাগ্রস্ত। বন্দিদের দিকে তিনি আতঙ্কে ও বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। বন্দিদের নগ্ন দেহ শত্রুকে রক্ষা করবে। এ পরিস্থিতিতে কী করতে পারেন তিনি ? গত কয়েক মাসের যুদ্ধ ব্যর্থতার হুমকিতে উপনীত হয়েছে, আর দীর্ঘ দশ বছরের আশা আকাঙ্ক্ষা নিরাশায় পর্যবসিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কী পরিকল্পনা কাজে লাগতে পারে ? তিনি কি তার লোকদের মুক্তি দিতে অথবা নিপীড়ন করতে এসেছেন ? তাকে কি ক্ষমার জন্য কিংবা যাতনা দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে ? বিষাদে তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, "স্বর্গীয় দেবতা আমুন ! এ যুদ্ধ তোমার উদ্দেশে এবং যারা তোমাকে বিশ্বাস করে তাদের উদ্দেশে। আমাকে বলো, আমি কী করব।" নীল নদের দিক থেকে আগত একটি রথের শব্দ তার প্রার্থনায় বিঘ্ন ঘটাল। তিনি ও তার সঙ্গীরা রথ আরোহীর পানে তাকিয়ে দেখতে পেলেন আহমোসি এবানার আগমন ঘটেছে। সে রথ থেকে অবতরণ করে রাজাকে কুর্নিশ করল এবং তার কাছে জানতে চাইল, "প্রভু,

www.pathagar.com

আমাদের বাহিনী আজ পশুপালকদের উপর হামলা চালাচ্ছে না কেন ? আমাদের সৈন্যদের কি এতক্ষণে থেবসের প্রাচীরের উপর থাকার কথা নয় ?"

আহমোসি এবানাকে প্রাচীরের দিকে দেখিয়ে বিষণ্ন ও ভারি কণ্ঠে রাজা বললেন, "সেনাপতি, তুমি নিজের চোখেই দেখে নাও !"

তারা যেমনটি আশা করছিল, আহমোসি এবানা প্রাচীরের দিকে না তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, "শত্রুর নৃশংস ও বর্বর কর্ম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিই আমাকে অবহিত করেছে। কিন্তু এই বর্বরতার সাথে আপস করে কি আমরা আপোফিসের সহযোগিতাকারী হব ? বিশেষ করে আমরা যখন তাকে ভালোভাবে জানি। আমাদের কিছু নারী ও শিশুর জন্য কি আমরা থেবসের জন্য এবং মিশরের জন্য আমাদের যুদ্ধ পরিহার করব ?"

রাজা আহমোসি তিক্ততার সাথে বললেন, "তুমি কি ভাবছ যে এইসব নিপীড়িত মহিলা ও তাদের সন্তানদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলার জন্য আমার আদেশ দেয়া উচিত ?"

সেনাপতি উৎসাহ ও আস্থার সাথে উত্তর দিলেন, "জি হ্যাঁ, আমার প্রভু। এই যুদ্ধে এটা হবে তাদের আত্মত্যাগ। তারা আমাদের সাহসী সৈন্যদের সমতুল্য, যারা সবসময় আত্মত্যাগ করছে। তারা আমাদের সার্বভৌম শাসক সেকেনেনরা ও রাজা কামোসির মতোই। আমরা তাদের ব্যাপারে এতটা ভাবলে আমাদের যুদ্ধ অর্থহীন হয়ে যাবে। প্রভু, আমার হৃদয় বলছে যে ওই হতভাগ্য বন্দিদের মধ্যে আমার মা এবানাও আছেন। আমার অনুভূতি যদি আমার সাথে প্রতারণা না করে, তাহলে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে আমার মা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন যে তিনি সবকিছুর উপরে আপনার হৃদয়ে তার ও তার হতভাগ্য বোনদের জন্য দয়া প্রদর্শনের চেয়ে থেবসের প্রতি ভালোবাসাকে স্থান দেবেন। আপনার বাহিনীতে এ ক্ষত নিয়ে থাকা আমি একমাত্র সৈনিক নই, আরো অসংখ্য বীর একইভাবে আহত। অতএব, আমাদের সকলের উচিত আমাদের হৃদয়কে বিশ্বাসের অস্ত্রে বলীয়ান করা এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে আঘাত হানা।"

রাজা আহমোসি দীর্ঘক্ষণ ধরে নৌবহরের সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর ফ্যাকাসে মুখে তাকালেন তার সঙ্গীদের দিকে। হুর শান্ত কণ্ঠে বললেন, "প্রভু, আহমোসি এবানা যথার্থ বলেছেন।"

সেনাপতিরা সকলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন, "জি হ্যাঁ, সেনাপতি আহমোসি এবানা সত্য কথাই বলেছেন। আমাদের হামলা করা উচিত।"

রাজা সেনাপতিদের দিকে তাকিয়ে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, "সেনাপতিবৃন্দ, আপনারা আপনাদের সৈন্যদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বলুন যে তাদের শাসক, যিনি মিশরের জন্য তার পিতামহ ও পিতাকে হারিয়েছেন এবং

www.pathagar.com

দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও যার কোনো দ্বিধা নেই, তিনি আপনাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন থেবসের প্রাচীরে হামলা চালানোর জন্য। যে প্রাচীরে তারা ঢাল হিসেবে ঝুলিয়ে দিয়েছে আমাদের রক্ত ও মাংস। কিন্তু যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে প্রাচীরের দখল নিতেই হবে।"

সেনাপতিরা চটজলদি তাদের নিজ নিজ বাহিনীর কাছে গেলেন এবং বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। সৈন্যরা গম্ভীর মুখে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বের হয়ে এল। সেনাপতিরা আওয়াজ তুললেন, "আমেনহোটেপের মতো বেঁচে থাকো অথবা সেকেনেনরার মতো মৃত্যুবরণ করো।" যুদ্ধ শুরু হতে বিলম্ব ঘটল না। পশুপালকদের সৈন্যরা প্রাচীরের উপর থেকে তীর বর্ষণ করতে লাগল, যার পাল্টা উত্তর দিল মিশরের তীরন্দাজরা। তাদের নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হতে লাগল তাদেরই রমণীদের স্তনে ও শিশুদের বুকে। রক্ত বাধাহীনভাবে প্রবাহিত হতে লাগল। যে মহিলারা তখনো জীবিত ছিল তারা মাথা দুলিয়ে তাদের সম্মতি জানানোর সুরে চিৎকার করে উঠছিল, "আমাদের আঘাত করো। ঈশ্বর তোমাদের বিজয় দান করুক এবং আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করো।"

মিশরীয়রা পাগল হয়ে উঠল। তারা ক্ষমাহীন হয়ে উঠেছে এবং তাদের হৃদয়ে জেগেছে রক্তের তৃষ্ণা। তাদের ক্রুদ্ধ চিৎকার উপত্যকার সকল দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বজ্রের মতো অথবা সিংহের গর্জনের মতো। মৃত্যুর কোনো পরোয়া না করে তারা সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেন তারা সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে এবং নরকের কলকাঠিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধ ভয়াবহ, তীরের বর্ষণ প্রবল এবং বুক ও গলা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল ঝরনাধারার মতো। প্রতিটি হামলাকারীর মাঝে এমন উন্মাদনা কাজ করছিল যে তাদের বর্শা কোনো পশুপালকের বুকে বিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা কিছুতেই অবদমিত হচ্ছিল না। দুপুরের আগে মিশরীয় বাহিনীর ডানদিকের অংশটি শত্রু বাহিনীর বেশকিছু সংখ্যক প্রতিরক্ষা অবস্থান স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হলো এবং কিছু সাহসী সৈন্য প্রাচীরে মই লাগিয়ে অদম্য চিত্তে উপরে উঠে যুদ্ধক্ষেত্রের সংঘাতকে নিয়ে গেল সুরক্ষিত প্রাচীরে, যেখানে তাদের অনেকে ভিতরের কার্নিশে স্থান করে নিল। এই পর্যায়ে তারা শত্রু সৈন্যের সাথে বর্শা ও তরবারি দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এক একটি তরঙ্গের মতো হামলা চালানো হচ্ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে। রাজা আহমোসি সতর্ক দৃষ্টিতে তার সৈন্যদের সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধ অবলোকন করছিলেন এবং প্রয়োজন বিবেচনা করে অগ্রবর্তী দলের শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন আরো সৈন্য পাঠিয়ে। সৈন্যদের প্রাচীরের কেন্দ্রস্থল এবং ডানদিকের আরো দুটি অংশে আরোহণ করতে দেখে রাজা বললেন, "আমার সৈন্যরা দানবতুল্য কাজ করছে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, সমগ্র প্রাচীর দখলে নেয়ার আগে অন্ধকার আমাদের গ্রাস করবে এবং আগামীকাল আবার আমাদেরকে প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।"

www.pathagar.com

রাজা নতুন সৈন্যদের প্রতি আদেশ জারি করলেন হামলা অব্যাহত রাখতে এবং তার সৈন্যদের চাপ প্রায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর রক্ষাকারীদের উপর এত বৃদ্ধি পেল যে প্রাচীর শীর্ষে আরোহণের নতুন নতুন পথ খুলে গেল তাদের সামনে। পশুপালকদের সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাশা চরমে উঠেছে, কারণ মিশরীয় সৈন্য এত অধিক সংখ্যায় নিহত হওয়ার পরও তারা দেখছিল যে নিহত সৈন্যদের স্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসছিল নতুন সৈন্যরা। মিশরীয়রা প্রাচীরে মই লাগিয়ে উপরে উঠে আসছে ঠিক পিপীলিকার সারি যেমন গাছের গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। প্রতিরোধ এত দ্রুত ভেঙে পড়ল যে কেউ তা কল্পনাও করতে পারেনি। আহমোসি এবানার সৈন্যরা প্রাচীরের সকল অংশ দখল করেছে এবং এর পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। রাজা যখন আরো সৈন্য পাঠাতে যাচ্ছেন, তখন গোয়েন্দা বাহিনীর একজন কর্মকর্তা তার কাছে এল অত্যন্ত উচ্ছ্বসিতভাবে। রাজার সামনে অবনত হয়ে বলল, "আনন্দের খবর এনেছি প্রভু, আপোফিস ও তার সেনাবাহিনী পলাতকের মতো থেবসের উত্তরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।" রাজা অবাক হয়ে উক্ত কর্মকর্তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি যা বলছ সে সম্পর্কে তুমি কি নিশ্চিত ?"

লোকটি দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিল, "আমি পশুপালকদের রাজার অশ্বচালিত যান ও তার প্রহরীদের নিজ চোখে দেখেছি, যাদেরকে অনুসরণ করছে তার সৈন্যরা।"

আহমোসি এবানা বলল, "আমাদের সৈন্যদের হামলার প্রচণ্ডতায় আপোফিস নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছে যে প্রাচীর রক্ষার চেষ্টা অর্থহীন। তার সৈন্যরা যেহেতু নগরীর ভিতর থেকে ভালোভাবে প্রাচীর রক্ষা করতে পারছে না, অতএব পলায়ন করাকেই উত্তম বিবেচনা করেছে।"

হুর বললেন, "সন্দেহ নেই যে সে জেনে গেছে যে যোদ্ধাদের নারী ও শিশুদের আড়ালে আড়ালে আশ্রয় নেয়াটা তার দুষ্কর্মের আরো একটি বিপর্যয়কর দিক ছিল।"

হুর তার কথা শেষ করার আগেই নৌবহর থেকে একজন দূতের আগমন ঘটল। রাজাকে কুর্নিশ করে সে বলল, "প্রভু, থেবসে দাবানলের মতো বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজ থেকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে কৃষক ও নুবিয়ানদের সাথে প্রাসাদ মালিকরা প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। প্রাসাদ মালিকদের সাথে আছে তাদের রক্ষীরা।

আহমোসি এবানা উৎকণ্ঠিত হয়ে দূতকে বলল, "জাহাজগুলো কি তাদের দায়িত্ব পালন করেছে ?"

"অবশ্যই করেছে, আমাদের জাহাজগুলো তীরের নিকটবর্তী নিয়ে প্রাসাদরক্ষীদের উপর বেপরোয়াভাবে তীর বর্ষণ করেছে, যাতে তারা যুদ্ধ থেকে নিষ্কৃতি না পায়।"

www.pathagar.com

সেনাপতির মুখ স্বাভাবিক হলো এবং রাজার অনুমতি প্রার্থনা করল, যাতে সে নৌবহরে ফিরে গিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার করতে পারে। রাজা তাকে অনুমতি দিলেন এবং আনন্দের সাথে হুরকে বললেন, "প্রাসাদ মালিকরা এবার তাদের সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না।"

হুর আনন্দে মেশানো কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "আপনি যথার্থ বলেছেন প্রভু এবং শিগগিরই ঐশ্বর্যময় থেবস তার ফটক আপনার কাছে উন্মুক্ত করবে।"

"কিন্তু আপোফিস তার সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে গেছে।"

"অ্যাভারিসের পতন না হওয়া পর্যন্ত এবং শেষ পশুপালক মিশর থেকে বিতাড়ন না করা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ থামাব না।"

রাজা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। তিনি দেখলেন তার সৈন্যরা প্রাচীরে লাগানো মই-এ এবং প্রাচীরের উপরে যুদ্ধ করছে এবং নতুন শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে আসা পশুপালকদের সৈন্যদের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। তীর ধনুক ও বর্শাধারী সৈন্যরা বিপুল সংখ্যায় উপরে উঠছে এবং বিভীষিকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে পশুপালকদের উপর। খুব বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি, তিনি দেখলেন তার সৈন্যরা প্রাচীর শীর্ষ থেকে হিকসসদের পতাকা নামিয়ে ফেলেছে এবং সেখানে পতপত করে উড়ছে থেবসের পতাকা। এরপর তিনি দেখলেন, থেবসের মূল ফটক উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং সৈন্যরা তার নামে ধ্বনি দিতে দিতে জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে সে ফটক দিয়ে। নিচু কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন, "থেবস, আমার রক্তের প্রস্রবন, আমার প্রথম বাসস্থান, আমার আত্মার খেলাঘর, তোমার হাত প্রসারিত করো এবং তোমার সাহসী ও আত্মোৎসর্গ করতে ব্রতী সন্তানদের তোমার বুকে ধারণ করো!" হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা অশ্রু আড়াল করার জন্য তিনি তার মাথা নিচু করলেন। তার ডান পাশে দাঁড়ানো হুর প্রার্থনা শেষে চোখ মুছলেন। তার গাল সিক্ত ছিল অশ্রুতে।

তেরো

আরো সময় অতিবাহিত হলো, সূর্য পশ্চিম গগনে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। সেনাপতি মেহেব ও দিব এলেন রাজার কাছে, আহমোসি এবানাও তাদের সাথে। তারা শ্রদ্ধাভরে কুর্নিশ করলেন রাজাকে এবং বিজয়ের জন্য রাজাকে অভিনন্দন জানালেন। রাজা বললেন, "আমরা পরস্পরকে অভিনন্দন জানানোর আগে আমাদের বীর সৈনিক, নারী ও শিশুদের মৃতদেহগুলোর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে, যারা থেবসের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। তাদের সকলকে আমার সামনে জড়ো করো।"

www.pathagar.com

ধূলি ও রক্তমাখা মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে, প্রাচীরের উপরে এবং ফটকের পিছনে। লোহার শিরস্ত্রাণ মাথা থেকে গড়িয়ে পড়েছে এবং মৃত্যুর ভয়াবহ নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তারা। সৈন্যরা অত্যন্ত ভক্তির সাথে মৃতদেহগুলো সংগ্রহ করে এনে শিবিরের একপাশে নিয়ে পাশাপাশি শুইয়ে দিল। মহিলা ও শিশুদের মৃতদেহগুলোও আনল তারা, যাদের শরীর তাদেরই তীরেই আঘাতে শতচ্ছিন্ন হয়েছে, তারা সে দেহগুলো পৃথক স্থানে রাখল। রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরের সাথে রাজা এগিয়ে গেলেন শহিদদের বিশ্রাম স্থলের দিকে। সেনাপতি ও অন্যান্য পদস্থ অনুসারীরাও গেলেন। মৃতদেহগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে তিনি তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হলেন, তার সঙ্গীরাও অনুরূপ শ্রদ্ধা জানালেন মৃতদের প্রতি। এরপর ধীর পায়ে তিনি অতিক্রম করলেন মৃতের সারির সামনে দিয়ে। মৃত রমণী ও শিশুদের সারির সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে বিষণ্নতার ছায়া অন্ধকার করল তার চোখমুখ। বিষাদের মাঝে তিনি শুনতে পেলেন আহমোসি এবানার চাপা আর্তনাদ, "মা !"

রাজা পিছনে ফিরে দেখলেন সেনাপতি আহমোসি এবানা একটি মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। বেদনাক্লিষ্ট তার চেহারা। রাজা মৃতদেহটির পানে তাকালেন এবং দেখতে পেলেন সেটি এবানার মৃতদেহ। তার পুরো অবয়বে মৃত্যুর ভীতকর ছায়া। রাজা তার সেনাপতির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, হৃদয়ে আবেগ ও বিষাদ নিয়ে। এ নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তার, যার দেশপ্রেম সম্পর্কে তিনি ভালোভাবে জানতেন, যে নারী সাহস ও মেধা দিয়ে পুত্র আহমোসিকে লালন করেছেন, যিনি তার সেরা সেনাপতি। রাজা স্বর্গের পানে মুখ তুলে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, "হে স্বর্গীয় দেবতা আমুন, হে বিশ্বস্রষ্টা, জীবনদাতা, সবকিছুর উন্নত পরিকল্পনাকারী, যারা তোমার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তোমার কাছে ফিরে গেছে, তারা এখন তোমার দায়িত্বে। আমাদের পৃথিবীতে তারা জীবিত ছিল অন্যের জন্য এবং অন্যের জন্যই তারা মৃত্যুবরণ করেছে। তারা আমার হৃদয়ের প্রিয় অংশ। তাদেরকে তোমার ক্ষমাশীলতা দান করো এবং পৃথিবীর পর তাদের সুখী চিরন্তন জীবন দিয়ে তাদের এ জগতের ক্ষতি পূরণ করে দাও !"

রাজা ফিরে এলেন রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরের কাছে এবং তাকে বললেন, "রাজ তত্ত্বাবধায়ক, আমি ইচ্ছা পোষণ করছি যে এই মৃতদেহগুলো থেবসের পশ্চিম দিকের সমাধিস্থলে সংরক্ষণ করা হোক। আমার জীবনের শপথ করে বলছি যে, তারা থেবসের ভূমির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা এ ভূমির জন্য তাদের জীবন দিয়েছে।"

এ সময়ে একজন দূত উপস্থিত হলো, যাকে রাজা তার পরিবারের কাছে দাবোদে প্রেরণ করেছিলেন। দূত তাকে একটি বার্তা দিল। বিস্মিত রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন, "আমার পরিবার কি হাবুতে ফিরে এসেছে ?"

www.pathagar.com

দূত উত্তর দিল, "না প্রভু, তারা এখনো আসেনি।"

রাজা চিঠিটি মেলে ধরলেন। টেটিশেরির চিঠি, যাতে লেখা—

"প্রভু, দেবতা আমুনের আশীর্বাদে বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। আমার এ বার্তা আপনার হস্তগত হোক, যার কাছে থেবস তার ফটক উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যাতে মুক্তিকামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে তিনি নগরীতে প্রবেশ করতে পারেন এবং আহত সৈনিকদের সেবা ও সেকেনেনরা ও কামোসির আত্মাকে সুখী করতে পারেন। আমরা দাবোদ ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে আমি দীর্ঘসময় ধরে ভেবে দেখেছি যে আমাদের জন্য সর্বোত্তম পথ হলো আমাদের নিপীড়িত জনগণের যাতনার অংশীদার হওয়া, যারা এখানে আমাদের সাথে নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছে। তাদের মাঝে বিচ্ছেদের বেদনা আছে, গৃহকাতরতা আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে বেঁধে রাখা এসব শৃঙ্খল খান খান হয়ে না যাচ্ছে, তাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি না পাচ্ছে, আমরা পূর্ণ নিরাপত্তায় মিশরে প্রবেশ করতে না পারছি এবং সুখ ও শান্তিতে তাদের সাথে থাকতে না পারছি, ততদিন আমরা এখানে কাটাব। দেবতার দায়িত্বে ও যত্নে থেকে আপনি আপনার পথে এগিয়ে যান, নগরীগুলো মুক্ত করুন, দুর্গগুলো দখল করুন এবং সমগ্র মিশরকে শত্রুমুক্ত করুন, যাতে তাদের একজনও এই পবিত্র ভূমিতে না থাকে। এরপর আমাদের তলব করলে আমরা নিরাপদে সেখানে উপনীত হব।"

রাজা আহমোসি তার মাথা তুলে চিঠিটি ভাঁজ করে কিছুটা অসন্তুষ্টভাবে বললেন, "টেটিশেরি বলেছেন যে মিশরকে শেষ পশুপালক থেকে মুক্ত করার আগে তিনি মিশরে প্রবেশ করবেন না।"

হুর বললেন, "মিশরকে পুরোপুরি মুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা যাতে যুদ্ধ বন্ধ না করি আমাদের পবিত্র মাতা তাই চান।"

রাজা তার কথায় সম্মতির মাথা নাড়লেন এবং হুর প্রশ্ন করলেন, "প্রভু কি আজ সন্ধ্যায় থেবসে প্রবেশ করবেন না?"

রাজা উত্তর দিলেন, "আমি প্রবেশ করব না, হুর। আমাদের সেনাবাহিনী নিজেদের মতো নগরীতে প্রবেশ করবে। আমি আমার পরিবারের সাথে প্রবেশ করব, যখন পশুপালকদের নগরী থেকে পুরোপুরি বহিষ্কার করব। দশ বছর আগে যেমন এখান থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম, একইভাবে আমরা একত্রে নগরীতে প্রবেশ করব।"

"নগরবাসী নিদারুণ হতাশার মধ্যে পতিত হবে।"

"কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলবেন যে আমি পশুপালকদেরকে আমাদের সীমান্তের বাইরে ধাওয়া করব, যারা আমাকে ভালোবাসে তারা আমাকে অনুসরণ করতে পারে।"

www.pathagar.com

রাজা তার তাঁবুতে ফিরে এলেন। তার ইচ্ছা ছিল সেনাপতিদের উদ্দেশে আদেশ জারি করা যে তারা যাতে সামরিক বাদ্যের তালে সনাতন পদ্ধতিতে নগরীতে প্রবেশ করে। কিন্তু সহসা এক সেনা কর্মকর্তার আবির্ভাব হলো, যিনি রাজার কাছে এসে বললেন, "প্রভু, বিদ্রোহের একদল নেতা আমাকে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যাতে আমি তাদের পক্ষ থেকে আপনার অনুমতি গ্রহণ করি তাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে। বিদ্রোহের সময় তাদের অধিকার করা সম্পদ থেকে তারা আপনাকে উপহারও দিতে আগ্রহী।"

রাজা আহমোসি হেসে তাকে বললেন, "তুমি কি নগরীর অভ্যন্তর থেকে এসেছ?"

"জি হ্যাঁ, প্রভু।'

"আমুন দেবতার মন্দিরের দরজা কি খোলা হয়েছে?"

"বিদ্রোহিরা দরজা উন্মুক্ত করেছে, প্রভু।"

"তাহলে প্রধান পুরোহিত আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসেননি কেন?"

"প্রভু, তারা বলেছেন যে, তারা একটি শপথ গ্রহণ করেছেন যে মিশরের পবিত্র ভূমিতে এমনকি একজন দাস অথবা একজন বন্দি হিসেবেও যদি কোনো পশুপালকের উপস্থিতি থাকে তাহলে তারা তাদের আশ্রয় ত্যাগ করবেন না।"

রাজা হেসে বললেন, "ঠিক আছে। আমার লোকদের ডাকো।"

লোকটি রাজার তাঁবু ত্যাগ করে নগরীতে গেল এবং ফিরে এল বিপুল সংখ্যক লোককে নিয়ে, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে। প্রতিটি দল বয়ে এনেছে উপঢৌকন। কর্মকর্তা অনুমতি চাইল প্রথম দলের প্রবেশের জন্য, শুধুমাত্র কোমর থেকে লম্বিত একখণ্ড বস্ত্র ছাড়া তাদের পরনে আর কিছুই নেই। তাদের মুখভাবই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কী কঠোরতা মোকাবেলা করতে হয় তাদেরকে এবং কেমন দারিদ্র্যের মধ্যে তারা বাস করে। তাদের সামনে কিছুসংখ্যক পশুপালকও ছিল, যাদের মাথা খালি, অবিন্যস্ত দাড়ি এবং ভুরুতে বিষণ্নতার ছাপ। মিশরীয়রা আভূমি নত হয়ে শ্রদ্ধা জানাল রাজাকে। যখন তারা মুখ তুলল, রাজা দেখতে পেলেন যে তাদের চোখ দিয়ে ঝরছে সুখ ও আনন্দের অশ্রু। তাদের নেতা বলল, "প্রভু আহমোসি, মিশরের মহান ফারাও, দেশের মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তা এবং সুউচ্চ বৃক্ষের মহিমামণ্ডিত শাখা, যে বৃক্ষের শিকড় ঐশ্বর্যময় থেবসের জন্য জীবন দিয়েছে এবং যিনি আমাদের জন্য এনেছেন ক্ষমাশীলতা এবং আমরা অতীতে যে দুষ্কর্ম করেছি সেগুলো সংশোধন করতে এসেছেন...।"

আহমোসি তাদেরকে হাতের ইশারায় থামিয়ে হাসলেন, "স্বাগতম, আমার মহান জনগণ, যাদের আকাঙ্ক্ষা আমার আকাঙ্ক্ষা, যাদের বেদনার উৎস আমার

www.pathagar.com

বেদনার যেখানে উৎপত্তি সেখানেই এবং যাদের ত্বকের বর্ণ আমার ত্বকের মতোই অভিন্ন।"

আগত লোকগুলোর মুখ উজ্জ্বল হলো এবং তাদের নেতা পশুপালকদের উদ্দেশে বলল, "ফারাও এর সামনে তোমরা অবনত হও হে অধম দাসেরা !"

লোকগুলো কোনো কথা উচ্চারণ না করে রাজাকে কুর্নিশ করল। লোকগুলোর নেতা আবার বলল, "প্রভু, এই পশুপালকেরা তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা কোনোরকম অধিকার ছাড়াই জমির মালিকানা হাতিয়ে নিয়েছিল, যেন তারা জমিগুলো বংশানুক্রমে লাভ করেছিল। তারা মিশরীয়দের অবমাননা ও নিপীড়ন করেছে, তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে এবং তাদেরকে দিয়ে নির্মম পরিশ্রম আদায় করিয়ে নিয়েছে। মিশরীয়দেরকে তারা দারিদ্র্যের শিকারে পরিণত করেছে। ক্ষুধা, অসুস্থতা ও অজ্ঞতার মাঝে নিক্ষেপ করেছে। তারা যখন মিশরীয়দের সম্বোধন করেছে তখন ঘৃণার সাথে 'কৃষক' বলে সম্বোধন করেছে এবং তারা ভান করেছে যে তাদেরকে বাঁচার সুযোগ দিয়ে অনুগ্রহ করছে। এরা ছিল গতকালের স্বেচ্ছাচারী এবং আজকের বন্দি। আপনার দাসানুদাসে পরিণত করার জন্যই এদেরকে এখানে এনেছি।"

রাজা হেসে তাদের উদ্দেশে বললেন, "আমি আপনাদের উপঢৌকনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

লোকগুলো রাজার সামনে দ্বিতীয়বার অবনত হয়ে তাঁবু ত্যাগ করল। সৈন্যরা পশুপালকদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল বন্দিদের বেষ্টনীতে। দ্বিতীয় দলটি অতঃপর রাজার তাঁবুতে প্রবেশ করল, যাদের সামনে বিশাল আকৃতির ফরসা চেহারাবিশিষ্ট ও ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এক লোক। তার পিঠ ও হাতে চাবুকের আঘাতের দাগ। রাজার সামনে লোকটি পতিত হলো তার নিপীড়কদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। সে এবং তার সাথে আগত লোকগুলো দীর্ঘক্ষণ ধরে রাজার সামনে অবনত হয়ে রইল। অবশেষে একজন বলল, "প্রভু, মিশরের মহান ফারাও, প্রভু আমুনের পুত্র। ছিন্ন বস্ত্রধারী এই লোকটি থেবসের শহররক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিল, যে লোকটি অতি তুচ্ছ কারণে তার নিষ্ঠুর চাবুকের আঘাত হানত আমাদের পিঠে। ঈশ্বর এখন তাকে আমাদের কাছে সোপর্দ করেছেন এবং আমরা আমাদের চাবুক দিয়ে তার পিঠে আঘাত করেছি তার চামড়া বিদীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। আমরা তাকে আপনার শিবিরে এনেছি, যাতে তাকে আপনার দাসে পরিণত করা হয়।"

রাজা লোকদের বিদায় দিলেন এবং সৈন্যরা পশুপালকদের নগররক্ষী প্রধানকে নিয়ে গেল। এরপর তৃতীয় দলকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন রাজা। তারা একটি লোককে নিয়ে এসেছে, যার উপর চোখপড়া মাত্র রাজা তাকে চিনতে

www.pathagar.com

পারলেন। থেবসের বিচারক সামনুত, খানজারের ভাই। রাজা তার দিকে শান্তভাবে তাকালেন, আর সামনুত তাকে দেখছিল বিস্মিত উদ্বেগে, যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। লোকগুলো রাজাকে কুর্নিশ করল এবং তাদের প্রতিনিধি তাকে বলল, "প্রভু ফারাও, আপনার কাছে আমরা যাকে এনেছি তিনি গতকালও থেবসের বিচারক ছিলেন। ন্যায়বিচার করার জন্য তিনি শপথ নিয়েছিলেন, কিন্তু শুধু অবিচার আর অন্যায় করেছেন। এখন তাকে সেই অন্যায়ের স্বাদই দেয়া হচ্ছে যে অন্যায় তিনি নিরীহ মানুষদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন।"

রাজা আহমোসি বিচারককে উদ্দেশ্য করে বললেন, "সামনুত, তুমি তোমার জীবন কাটিয়েছ মিশরবাসীদের বিচার করে, এখন তুমি নিজেকে প্রস্তুত করো যে তারা তোমার বিচার করবে।"

বিচারককে তিনি তার সৈন্যদের দায়িত্বে ন্যস্ত করে তার অনুগত লোকদের ধন্যবাদ জানালেন। শেষ দলটি এল। তারা উত্তেজিত এবং রাগে টগবগ করছে। তাদের মাঝখানে একজন লোক, যার আপাদমস্তক একটি কাপড় দিয়ে পেঁচানো। তারা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিতভাবে রাজাকে অভিনন্দন জানাল এবং তাদের মুখপাত্র বলল, "মিশরের মহান ফারাও, মিশরবাসীদের ত্রাণকর্তা ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী, আমরা সেইসব লোকদের একটি অংশ যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে পশুপালকরা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল থেবসের যুদ্ধে। ঈশ্বর আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন, যাতে আমরা আপোফিসের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। সেজন্য আমরা তার পিছু হটার সময় তার মহলে হামলা চালিয়ে এমন একজনকে অপহরণ করেছি যে আপোফিসের নিজের আত্মার চেয়েও প্রিয়। আমরা তাকে আপনার কাছে এনেছি যাতে আমাদের মহিলাদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, তার প্রতিশোধ আপনি নিতে পারেন এই মহিলার উপর অত্যাচার করে।"

লোকটি বস্ত্রে মোড়া অবয়বটির কাছে গিয়ে তার উপর থেকে আবরণ তুলে নিল এবং দেখা গেল নগ্ন এক রমণীকে, যার কোমর থেকে সংক্ষিপ্ত একটি বস্ত্র ঝুলছে। তার গায়ের রং ফরসা, স্বচ্ছ আলোর মতো এবং মাথাভরতি ঢেউ খেলানো চুল সোনালি সুতার মতো। একটি জটিল পরিস্থিতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও তার মুখে রাগ ও অহংকার ফুটে আছে। রাজা আহমোসির চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং সে তার দিকে। অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি বিড়বিড় করলেন, "রাজকন্যা আমেরিদিস !" তার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর তার নিজের আলখেল্লা খুলে মেয়েটির কাছে এগিয়ে তার শরীরের উপর সেটি ছুড়ে দিলেন। আহমোসি চিৎকার করে উঠলেন আগত লোকগুলোর উদ্দেশে, "তোমরা এই মহিলার সাথে দুর্ব্যবহার করেছ কেন ?"

www.pathagar.com

দলটির নেতা বলল, "সে খুনি আপোফিসের কন্যা।"

রাজা আহমোসি পরিস্থিতির জটিলতা সম্পর্কে সচেতন হলেন। উপস্থিত লোকগুলো প্রতিশোধ স্পৃহায় উত্তেজিত। তিনি শান্তভাবে বললেন, "তোমাদের পবিত্র উদ্দেশ্যকে ক্রোধ দ্বারা দুর্নীতিগ্রস্ত হতে দিয়ো না। সত্যিকার গুণের অধিকারী তারাই, যারা আবেগ ও ক্রোধের মুহূর্তে তার গুণাবলিকে কাজে লাগায়। তোমরা এমন এক জাতির লোক, যারা মহিলাদের শ্রদ্ধা করে ও বন্দিদের হত্যা করে না।"

তাদের একজন, যে তার আত্মীয়কে হারিয়েছিল এবং প্রতিশোধ নিতে পারেনি, সে বলল, "মিশরের ত্রাণকর্তা, এই রমণীর মস্তক আমরা যখন আপোফিসের কাছে পাঠাতে পারব, তখনই কেবল আমাদের ক্রোধ প্রশমিত হবে।"

রাজা আহমোসি বললেন, "তোমরা কি তোমাদের শাসককে আপোফিসের মতো নিরীহ মানুষের রক্তপাতকারী অথবা মহিলাদের হত্যাকারীর মতো হতে বলছ ? ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তোমরা শান্তিতে কাটাও।"

লোকগুলো ফারাওকে কুর্নিশ করে চলে গেল। রাজা তার রক্ষীদলের একজন কর্মকর্তাকে তলব করে তাকে নির্দেশ দিলেন রাজকন্যাকে রাজকীয় জাহাজে নিয়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাখার জন্য।

রাজার হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়েছিল। অলস বসে থাকতে অক্ষম হয়ে তিনি তার সেনাপতিদের উদ্দেশে আদেশ জারি করলেন তারা যাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বিজয়ীর বেশে থেবসে প্রবেশ করেন। রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরের কাছে ফিরে এলে তিনি দেখতে পেলেন, হুর তাকে বিস্মিত ও করুণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছেন।

পনেরো

যুদ্ধক্ষেত্র শূন্য হয়ে গেছে, রাজা তার দেহরক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে নীল নদের উদ্দেশে চলেছেন। তিনি তার রথচালককে নির্দেশ দিলেন দ্রুত রথ চালাতে। নিজের একান্ত স্বপ্ন ও ভাবনায় ডুবে গেছেন তিনি। আজ তার হৃদয় কেমন তীব্র এক আঘাতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কী বিস্ময় মোকাবেলা করতে হয়েছে তাকে। তার কখনো মনে হয়নি যে রাজকন্যা আমেনরিদিসের সাথে আবার তার সাক্ষাৎ হতে পারে। তাকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন এবং রাজকন্যা তার কাছে পরিণত হয়েছিল একটি স্বপ্নে এবং সে স্বপ্ন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তার রাতকে আলোকিত করে তুলেছিল এবং হঠাৎ করে

www.pathagar.com

আবার অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি পুনরায় তাকে দেখেন, অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এবং কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। ভাগ্য রাজকন্যাকে রাজা আহমোসির কৃপার শিকারে পরিণত করেছে এবং সহসা তাকে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করেছে। তার বুকে এই আলোড়ন তার হৃৎস্পন্দনও বৃদ্ধি করেছে। আবেগ জেগে উঠেছে তার মনে, মধুর স্মৃতি মনে পড়ছে এবং সেগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি তার আবেগের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু রাজকন্যা কি তাকে চিনতে পেরেছে ? সে যদি চিনতে না পারে তাহলে এখনো কি সেই সুখী ব্যবসায়ী ইসফিনিসকে তার মনে আছে, যার জীবন সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল এবং যাকে সে দুরুদুরু বক্ষে ও উদগত অশ্রু ঠেকিয়ে বলেছিল, "আবার আমাদের সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত !" এবং যাকে সে নির্বাসিত থাকতে স্মরণ করেছে, যাকে একটি বার্তাও পাঠিয়েছিল, যে বার্তার প্রতি ছত্রে ছত্রে লুকানো ছিল তার ভালোবাসা, ঠিক ছাইয়ের মাঝে যেমন লুকিয়ে থাকে আগুন। রাজকীয় জাহাজে ঠিক যেভাবে রাজকন্যার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়েছিল, তার হৃৎপিণ্ড কি এখনো স্পন্দিত হয়েছে ? হে ঈশ্বর ! কী করে এমন হচ্ছে যে তিনি সীমাহীন সুখের আশায় ছুটে যাচ্ছেন ? তিনি কি নিজের জীবনকে বিশ্বাস করতে পারছেন অথবা হৃদয়কে সন্দেহ করছেন ? রাজার চোখের সামনে ভেসে উঠল রাজকন্যার বিধ্বস্ত চেহারা, যখন তার লোকজন তাকে তার দিকে ঠেলে দিয়েছিল ? রাজার দৃঢ় দেহও কেঁপে উঠেছে এবং সে কম্পন তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেছে। তিনি তাকে ক্রুদ্ধ লোকগুলোর সামনে কল্পনা করলেন, যারা তার উদ্দেশে থুথু ফেলছিল, তাকে গালি দিচ্ছিল এবং তার পিতাকে অপমান করছিল এবং তার মনে পড়ল যে এসবের মাঝেও রাজকন্যার চেহারায় উদ্ভাসিত ছিল ক্রোধ, অহংকার। সে যদি জানতে পারে যে সে ইসফিনিসের বন্দি তাহলে কি তার ক্রোধ দূর হবে ? তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন, কারণ এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি আর কখনো হননি। তার রথ নদী তীরে উপনীত হলে তিনি রথ থেকে নামলেন এবং রাজ তরীতে আরোহণ করে যে কর্মকর্তার দায়িত্বে রাজকন্যাকে ন্যস্ত করেছিলেন তাকে তলব করলেন। তার কাছে জানতে চাইলেন, "রাজকন্যা কেমন আছেন ?"

"প্রভু, তাকে একটি প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছে এবং তার জন্য নতুন বস্ত্র দেয়া হয়েছে। তাকে খাবারও দেয়া হয়েছে, কিন্তু খাবার স্পর্শ করতে অস্বীকার করেছেন তিনি এবং সৈনিকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তাদেরকে দাস বলে সম্বোধন করেছেন। তবুও তার সাথে অত্যন্ত সদাচরণ করা হয়েছে। ঠিক যেভাবে আপনি আদেশ দিয়েছেন।"

রাজা একটু অস্বস্তি বোধ করলেন এবং ধীর পদক্ষেপে জাহাজের যে প্রকোষ্ঠে রাজকন্যা আমেনরিদিসকে রাখা হয়েছে সেখানে গেলেন। একজন প্রহরী দরজা খুলে

www.pathagar.com

দিল এবং রাজা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলে আবার দরজা বন্ধ করে দিল। প্রকোষ্ঠটি ছোট, কিন্তু সুন্দর করে সাজানো, ছাদ থেকে ঝুলছে বড় একটি বাতি। প্রবেশ পথের ডান পাশে উঁচু একটি আসনে সাধারণ বস্ত্র পরিহিত রাজকন্যা উপবিষ্টা। তিনি চুল বিন্যস্ত করেছেন, যা তার আটকাবস্থায় এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। রাজা হেসে তার পানে তাকালেন এবং দেখলেন যে রাজকন্যা বিস্ময় ও অবিশ্বাসের সাথে তাকে দেখছেন। দেখে স্পষ্ট মনে হচ্ছে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত এবং নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। রাজা আহমোসি তাকে শুভেচ্ছা জানালেন, "শুভ সন্ধ্যা, রাজকন্যা !"

রাজকন্যা কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু মনে হলো কণ্ঠ শুনে আরো দ্বিধাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত। যুবক রাজা প্রেম ও মোহগ্রস্ত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন রাজকন্যার দিকে, এরপর প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে ?"

আমেনরিদিস নিবিড়ভাবে আহমোসির পানে তাকালেন, চোখ তুলে তার শিরস্ত্রাণ দেখলেন, এরপর তার অস্ত্রগুলোর উপর চোখ ঘুরিয়ে এনে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কে ?"

"আমার নাম আহমোসি, মিশরের ফারাও।"

আমেনরিদিসের চোখে বিতৃষ্ণা দেখা গেল। রাজা তাকে আরো দ্বিধাগ্রস্ত করার জন্য মাথা থেকে শিরস্ত্রাণটি খুলে একপাশে নামিয়ে রাখলেন এবং নিজেকে বললেন যে 'রাজকন্যা নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে সক্ষম হবে না।' তিনি দেখলেন আমেনরিদিস অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার কোঁকড়ানো চুলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু রাজা নিজেই যেন চমকে গেছেন এমন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "আমার দিকে আপনি অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন, যেন আপনি এমন কাউকে জানেন যার সাথে আমার চেহারার মিল আছে ?"

আমেনরিদিস জানেন না যে কী বলবেন, ফলে কোনো উত্তর দিলেন না। রাজা তার কণ্ঠ শোনার জন্য উদগ্রীব এবং তার অসহায়ত্ব অনুভব করে বললেন, "ধরে নিন যে, আমি আপনাকে আমার নাম বললাম ইসফিনিস, তাহলে কি আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন ?"

ইসফিনিসের নাম শোনা মাত্র রাজকন্যা উঠে দাঁড়ালেন এবং চিৎকার করে বললেন, "ও, তুমি তাহলে ইসফিনিস !"

রাজা এক পা তার দিকে এগিয়ে প্রেমময় দৃষ্টিতে তার পানে তাকালেন এবং তার একটি হাত ধরে বললেন, "হ্যাঁ, আমি ইসফিনিস, রাজকন্যা আমেনরিদিস !"

এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমেনরিদিস বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আহমোসি হাসলেন এবং কোমল কণ্ঠে বললেন, "নামে কী আসে যায়। গতকাল আমার নাম ছিল ইসফিনিস। আজ আমাকে বলা হয় আহমোসি, কিন্তু আমি তো একজনই এবং একই হৃদয়ের অধিকারী।"

www.pathagar.com

"কী অদ্ভুত, কী করে তুমি বলতে পারো যে তুমি একই ব্যক্তি ? তুমি একজন ব্যবসায়ী যে ধাতব সামগ্রী ও বামন মানুষদের বিক্রি করতে, আর এখন তুমি যুদ্ধ করছ এবং রাজার পোশাক পরিধান করেছ।"

"কেন পরব না ? আগে আমি ছদ্মবেশে থেবসে ঘুরেছি, আর এখন আমার দেশকে মুক্ত করতে আমার লোকদের নেতৃত্ব দিচ্ছি এবং চুরি করে নেয়া সিংহাসন দাবি করতে এসেছি।"

রাজকন্যা দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে দেখলেন, যার অর্থ রাজা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন না। তিনি তার দিকে অগ্রসর হলে আমেনরিদিস তাকে হাতের ইশারায় নিবৃত করলেন। তার মুখভাব কঠোর হলো এবং তার চোখে অহংকারের ভাব দেখা গেল। রাজা হতাশ অনুভব করলেন এবং রাজকন্যার প্রত্যাখ্যান তার মনে দুঃখের সৃষ্টি ও তার আকাঙ্ক্ষার বুলবুলকে হত্যা করল, যে বুলবুল এতদিন ধরে তার বুকে গান গাইছিল। তিনি তাকে কঠোরভাবে বলতে শুনলেন, "আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।"

রাজা অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বললেন, "তুমি কি আমাকে স্মরণ করতে পারছ না।" কিন্তু যে ক্রোধের কারণে তার লোকেরা খ্যাত, সে ক্রোধ রাজকন্যার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। সে বলল, "আমার মনে আছে। এবং আমি সবসময় মনে রাখব যে তুমি অতি সাধারণ একজন গুপ্তচর।"

এ ধরনের অপমানজনক কথায় আহমোসির মুখ বিকৃত হলো। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বললেন, "রাজকন্যা, তুমি কি বুঝতে পারছ না যে একজন রাজার সাথে কথা বলছ তুমি ?"

"কেমন রাজা, যুবক ?"

আহমোসিও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। কঠোরভাবে তিনি বললেন, "মিশরের ফারাও।"

ঘৃণাভরে আমেনরিদিস উত্তর দিল, "তাহলে আমার পিতা তোমার প্রতিনিধিদের একজন, তাই না ?"

রাজা অতি ক্রুদ্ধ এবং অন্যান্য অনুভূতিকে ছাপিয়ে উঠেছে তার অহংকার। তিনি বললেন, "তোমার পিতা আমার প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য নন। তিনি অবৈধভাবে আমার দেশের সিংহাসন দখল করেছিলেন এবং আমি তাকে পরাজিত করেছি এবং থেবসের উত্তরের ফটক দিয়ে পালাতে বাধ্য করেছি। তিনি যাদেরকে নিপীড়ন করেছেন তাদের হাতে বন্দি হয়েছে তার কন্যা। আমাদের উপত্যকা থেকে পালিয়ে মরুভূমিতে আশ্রয় না নেয়া পর্যন্ত আমি তাকে তাড়া করব। তুমি কি তা বুঝতে পারছ ? আমার কথা যদি জানতে চাও, তাহলে বলতে পারি যে, আমি এই উপত্যকার বৈধ রাজা। কারণ ঐশ্বর্যময় থেবসের ফারাওদের

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী আমি। তাছাড়া আমি সেই বিজয়ী বীর যে শক্তি ও দক্ষতা দ্বারা তার দেশকে পুনরুদ্ধার করেছে।"

শান্ত কিন্তু ব্যঙ্গাত্মকভাবে আমেনরিদিস বলল, "তুমি কি তাদের রাজা হিসেবে গর্বিত, যারা মহিলাদের সাথে যুদ্ধে পারদর্শী ?"

"কী বিচিত্র ! তুমি কি আমার সেইসব লোকের কাছে ঋণী নও, যারা তোমার জীবন রক্ষা করেছে ? তুমি ছিলে তাদের কৃপার অধীনে। তারা যদি তোমাকে হত্যা করত, তাহলে তোমার পিতার প্রতিষ্ঠিত নীতির আদৌ লঙ্ঘন হতো না, যিনি নারী ও শিশুদেরকে তার প্রতিপক্ষের তীরের শিকারে পরিণত করেছিলেন।"

"তাহলে তুমি আমাকে ওইসব মহিলার সমতুল্য বলে বিবেচনা করছ ?"

"কেন তা করব না।"

"আমি মার্জনা ভিক্ষা করি রাজা। আমি নিজেকে কিছুতেই এমন ভাবতে পারি না যে, আমি তোমার নারীদের অথবা তোমার লোকদের কারো সমতুল্য, বিশেষত যেখানে মনিবরাই দাসতুল্য। তুমি কি জানো যে আমাদের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়ে থেবস ছেড়ে যাওয়ার সময় কোনো ধরনের অপমান বোধ করেনি। বরং তারা বিদ্রূপ করে বলেছে, "আমাদের দাসেরা বিদ্রোহ করেছে, আমরা ফিরে এসে তাদের সাথে বোঝাপড়া করব ?"

রাজা তার মেজাজ আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হলেন না এবং রাজকন্যার উদ্দেশে চিৎকার করলেন, "কে দাস আর কে প্রভু ? তুমি কিছুই বুঝতে শিখোনি, মূর্খ বালিকা ! এই উপত্যকার বুকে তোমার জন্ম হয়েছে, যে স্থান মানুষকে ঐশ্বর্যবান ও সম্মানিত হতে অনুপ্রাণিত করে, কিন্তু তোমার জন্ম যদি এক শতাব্দী আগে হতো তাহলে তুমি জন্মগ্রহণ করতে অতি রুক্ষ, সভ্যতাবর্জিত উত্তরের শীতল মরুভূমিতে এবং কখনো শুনতে না যে কেউ তোমাকে 'রাজকন্যা' আর তোমার পিতাকে 'রাজা' বলছে। ওই মরুভূমিগুলো থেকে এসেছে তোমাদের লোকজন, আমাদের উপত্যকার সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিয়েছে এবং এই ভূখণ্ডের মহান লোকদের ভৃত্যে পরিণত করেছে। এরপর তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতায় তারা বলছে যে তারা রাজকন্যা, আর আমরা কৃষক ও ভৃত্য, তারা শ্বেতাঙ্গ আর আমরা বাদামি। আজ ন্যায় ও সুবিচার ফিরে এসেছে এবং প্রভুকে তার নিজ আসনে বসিয়েছে আর ভৃত্যেরা আবার ফিরে গেছে দাসে পরিণত হতে। গায়ের ফরসা রং তাদের স্মারক চিহ্নে পরিণত হবে যারা শীতল মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবে, আর বাদামি রং হতে মিশরের প্রভুদের প্রতীকে, যারা সূর্যের আলোতে পরিস্নাত। এটিই হচ্ছে বিতর্কের উর্ধ্বে সত্য।"

রাজকন্যার হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলছে এবং রক্ত উঠে এসেছে তার মুখে। ঘৃণাভরে আমেনরিদিস বলল, "আমি জানি যে আমার পূর্বপুরুষেরা উত্তরের মরুভূমি থেকে মিশরে এসেছে, কিন্তু কী করে তুমি ভুলে গেলে যে শক্তিবলে এই

www.pathagar.com

উপত্যকার প্রভুতে পরিণত হওয়ার আগেও ওইসব মরুভূমির প্রভু ছিলেন। তারা তখনো অহংকারী ও মর্যাদাবান জনগোষ্ঠীর মনিব ছিলেন, যারা তরবারি ছাড়া তাদের কোনো পথ জানত না এবং বণিকের পোশাকের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখত না, যাতে আজ তারা তাকে আক্রমণ করতে পারে গতকালই তার সামনে সে অবনত হয়েছে।"

অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিতে রাজা তার দিকে তাকালেন, যেন তাকে যাচাই করছেন এবং দেখলেন আমেনরিদিস অহংকার ও কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত এবং নিষ্ঠুরতা কখনোই কোমলতায় রূপ নিচ্ছে না, তার জনগণের বৈশিষ্ট্যের মতোই দম্ভ ও একগুঁয়েমির পুরোটাই তার মাঝে উপস্থিত। উত্তেজিত অবস্থায় তিনি অনুভব করলেন তাকে অবদমন করতে, বিশেষ করে রাজকন্যা তার আবেগকে তুচ্ছ বিবেচনা করায়। দাম্ভিকতা বজায় রেখে শান্তভাবে তিনি বললেন, "তোমার সাথে এ তর্ক করার কোনো কারণ নেই এবং আমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমি রাজা এবং তুমি একজন বন্দি।"

"তুমি চাইলে আমাকে বন্দি ভাবতে পারো, কিন্তু আমি কখনো নতি স্বীকার করব না।'

"সত্য হচ্ছে, তুমি আমার কৃপা দ্বারা রক্ষিত। অতএব, তোমার এমন সাহস থাকা উত্তম।"

"আমার সাহস আমাকে কখনো পরিত্যাগ করবে না। তোমার লোকদের কাছে জেনে নাও যে তারা আমাকে চক্রান্তমূলকভাবে আটক করেছে। তারা আমাকে আমার সাহস ও তাদের প্রতি আমার ঘৃণা সম্পর্কে বলবে, যা আমি অত্যন্ত সংকটপূর্ণ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও প্রদর্শন করেছি।"

তিনি তার প্রশস্ত কাঁধ কুঞ্চিত করলেন হতাশভাবে এবং শিরস্ত্রাণটি তুলে নিয়ে মাথায় পরলেন। পা বাড়ানোর আগে তিনি রাজকন্যাকে বলতে শুনলেন, "তুমি সত্য বলেছ যে আমি একজন বন্দি, কিন্তু তোমার জাহাজ বন্দিদের রাখার স্থান নয়। আমাকে নিয়ে আমার জনগোষ্ঠীর আরো যারা বন্দি রয়েছে তাদের সাথে রাখো।"

রাজা রাগে ও বেপরোয়াভাবে তার দিকে তাকিয়ে তাকে প্ররোচিত করতে ও আঘাত দিতে বললেন, "ব্যাপারটি তুমি যেভাবে কল্পনা করছ তেমন নয়। রীতি অনুযায়ী পুরুষ বন্দিদের দাসে পরিণত করা হয়, আর মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিজয়ী রাজার হারেমে।"

চোখ বড় বড় করে আমেনরিদিস বলল, "কিন্তু আমি একজন রাজকন্যা।"

"তুমি রাজকন্যা ছিলে, কিন্তু তুমি এখন সামান্য বন্দি।'

"যখনই আমার মনে হয় যে একদিন আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছিলাম, তখন আমার পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।"

www.pathagar.com

শান্তভাবে রাজা বললেন, "এ স্মৃতি তোমার মাঝে দীর্ঘদিন ধরে থাকুক। সে কারণেই আমি বিদ্রোহীদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করেছি, যারা চেয়েছিল তোমার ছিন্ন মস্তক আপোফিসের কাছে প্রেরণ করতে।"

তিনি পিঠ ঘুরিয়ে প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে এলেন ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত অবস্থায়। প্রহরীরা তাকে কুর্নিশ করল। তিনি নির্দেশ দিলেন জাহাজটি থেবসের উত্তর দিকে নিতে। ভারি পদক্ষেপে তিনি জাহাজের সামনের দিকে গেলেন। রাতের আর্দ্র বায়ুতে পূর্ণ করলেন তার বুক। জাহাজ নীলের ভাটির দিকে যাচ্ছিল অন্ধকার ভেদ করে।

নগরীর দিকে তাকালেন রাজা, তার আত্মার সংকট কাটাতে তিনি নগরী ছেড়ে পালাচ্ছেন। নগরীর পাশে নদী তীরে ভেড়ানো জাহাজগুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে, আর জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদগুলো— অন্ধকারে ডুবে আছে যেসবের মালিকেরা নগরী ছেড়ে গেছে। দূরে প্রাসাদ ও উদ্যানে মশাল বয়ে বেড়ানো উচ্ছ্বসিত নগরবাসী বিজয়সূচক ধ্বনি তুলছে, কোরাসে বিজয় সংগীত গাইছে। তার প্রশস্ত মুখে হাসি খেলে গেল এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে থেবস মুক্তিকামী বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ও ভোজে আপ্যায়িত করছে।

রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছে জাহাজ ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। রাজা লক্ষ করলেন, প্রাসাদে আলো জ্বালানো হয়েছে এবং জানালা দিয়ে আলো পড়েছে উদ্যানে। তিনি বুঝতে পারলেন রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর প্রাসাদকে প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। সেকেনেনরার প্রাসাদে তিনি যে কাজে নিয়োজিত ছিলেন সেই কাজে ফিরে গেছেন। তিনি প্রাসাদের ঘাট দেখলেন এবং পুরনো স্মৃতি ফিরে এল তার মনে। এখান থেকে এক রাতে একটি রাজকীয় জাহাজ তার পরিবারকে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর দক্ষিণে, তাদের পিছনে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল।

রাজা আহমোসি জাহাজের পাটাতনে পায়চারি করছিলেন। তার চোখ প্রায়ই রাজকন্যার তালাবদ্ধ প্রকোষ্ঠের উপর পড়ছিল। অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি সহকারে তিনি নিজেকে বললেন, "ওরা তাকে আমার কাছে আনল কেন ? কেন ওরা তাকে আমার কাছে আনল ?"

ষোলো

পরদিন সকালে রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর, সেনাপতিবৃন্দ এবং অন্যান্য পদস্থ অধিকারীরা থেবসের উত্তরে নোঙর করা রাজার জাহাজে এল তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। রাজা তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং তারা তাকে কুর্নিশ করল। হুর শান্তভাবে বললেন, "ঈশ্বর আপনার সকালকে আনন্দময় করুন, বিজয়ী রাজা !

www.pathagar.com

আমরা থেবসের ফটক পিছনে ফেলে এসেছি, যার হৃদয় আনন্দে উড়ছে এবং এর ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতার কপালের আলো দেখার আকাঙ্ক্ষায় কম্পিত হচ্ছে।"

আহমোসি বললেন, "থেবসকে আনন্দ করতে দিন। ঈশ্বর আমাদের বিজয় দান করলে অবশ্যই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে।"

হুর বললেন, "নগরবাসীর মধ্যে কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে তাদের শাসক উত্তরের দিকে রওনা হয়েছেন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছেন। প্রভু, তরুণদের উচ্ছ্বাসের ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চাইবেন না যে তারা কীভাবে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের ঘিরে ধরে তাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছে আহমোসির মুক্তিকামী বাহিনীতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার জন্য।'

রাজা হেসে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি আমুন দেবতার মন্দির পরিদর্শন করেছেন ?"

হুর উত্তর দিলেন, "অবশ্যই সেখানে গেছি প্রভু, আমরা সকলে একসাথে গেছি, এবং সৈন্যরাও সেখানে যেতে ব্যস্ত ছিল। তারা মন্দির প্রদক্ষিণ করেছে, মন্দির চত্বরের ধূলি মুখে ঘষেছে এবং পুরোহিতদের আলিঙ্গন করেছে। মন্দিরের বেদি অর্ঘ্যে উপচে গেছে, পুরোহিতরা আমুন দেবতার উদ্দেশে কোরাস গেয়েছে এবং তাদের প্রার্থনা মন্দিরের সকল প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সকলের হৃদয় ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছে এবং থেবসবাসী সম্মিলিত প্রার্থনা সমাবেশের আয়োজন করেছে। কিন্তু প্রধান পুরোহিত নোফের আমুন এখনো তার নির্জন বাস পরিত্যাগ করেননি।"

রাজা হাসলেন এবং লক্ষ করলেন যে নৌবহরের সেনাপতি আহমোসি এবানা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে বিমর্ষভাবে। তিনি ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন এবং সে তার প্রভুর কাছে এল। রাজা তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আহমোসি, তোমার যে যাতনা তা সহ্য করো এবং তোমার পরিবারের আদর্শ স্মরণ করো, 'সাহস ও ত্যাগ'।"

আহমোসি এবানা তার মাথা নত করল। রাজার সহানুভূতি তার বিষণ্নতা দূর করতে সহায়ক হয়েছে। রাজা তার অনুসারীদের বললেন, "আপনারা আমাকে বলুন যে আমি কাকে থেবসের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করব, যিনি এ নগরীকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালন করবেন ?"

সেনাপতি মেহেব বললেন, "এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি হতে পারেন বিজ্ঞ ও অনুগত হুর।"

কিন্তু হুর আপত্তি করলেন, "আমার দায়িত্ব আমার প্রভুর ভৃত্যদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তার উপস্থিতির স্থল থেকে নিজেকে অনুপস্থিত করা নয়।"

www.pathagar.com

আহমোসি বললেন, "আপনি যথার্থ বলেছেন, আপনাকে ছাড়া আমি কোনো কিছু করতে পারব না।"

অতঃপর হুর বললেন, "অত্যন্ত গুণসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি আছেন, যিনি তার বিজ্ঞতা ও চিন্তার মৌলিকতার জন্য খ্যাত। তিনি হচ্ছেন আমুন দেবতার মন্দিরের প্রতিনিধি টুটি-আমুন। প্রভু যদি ইচ্ছা করেন তাহলে থেবসের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করতে পারেন।"

আহমোসি বললেন, "আমরা তাকে থেবসের শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করছি।" রাজা অতঃপর সকলকে তার সাথে প্রাতরাশে আমন্ত্রণ জানালেন।

সতেরো

সৈন্যরা দিনের অবশিষ্ট সময় আহত সঙ্গীদের পরিচর্যা করে, বিশ্রাম ও বিনোদনে কাটাল। যেসব সৈন্য থেবসেরই বাসিন্দা, তারা তাদের বাড়ি যাওয়ার জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো এবং বাড়িতে পৌঁছে আপনজনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো। তাদের আনন্দ ও আবেগের প্রাবল্য এত অধিক ছিল যে থেবস পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডকে স্পন্দিত করছে বলে তাদের মনে হচ্ছিল। রাজা আহমোসি জাহাজ ত্যাগ করেননি। তিনি রাজকন্যার প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে ডেকে তার খোঁজখবর নিলেন। লোকটি জানাল যে বন্দি সারা রাত কোনো খাবার গ্রহণ করেনি। রাজা মনে করলেন যে রাজকন্যাকে ভিন্ন একটি জাহাজে স্থানান্তর করে বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের অধীনে ন্যস্ত করা সঙ্গত, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না তিনি। রাজার কোনো সন্দেহ নেই যে রাজকন্যার উপস্থিতিতে তিনি বিরক্ত এবং অভিজ্ঞ, প্রবীণ রাজ তত্ত্বাবধায়ক উপলব্ধি করতে পারছিলেন না যে আপোফিসের কন্যাকে রাজা এতটা সম্মান দিচ্ছেন কেন। আহমোসি বৃদ্ধের ভিতর বাহির সবকিছু জানেন, যার কাছে থেবসের জন্য সংগ্রাম ছাড়া আর কোনোকিছুর স্থান নেই। অপরদিকে তিনি নিজের আবেগকে দেখতে পাচ্ছেন তৃষ্ণার্ত এবং কানায় কানায় উপচানো। বদ্ধ প্রকোষ্ঠের উপর নজর রাখতে রাখতে তিনি ক্লান্ত, কিন্তু প্রকোষ্ঠের বাসিন্দার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা কিছুমাত্র হ্রাস পাচ্ছে না। ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও কিছুতেই তিনি রাজকন্যাকে মন থেকে দূর করতে পারছেন না। ক্রোধ প্রেমকে ধ্বংস করতে পারে না, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গোপন করে রাখতে পারে, ঠিক বাষ্প যেমন স্বচ্ছ আয়নাকে স্বল্পক্ষণের জন্য আবছা করে দিতে পারে এবং কিছুক্ষণ পরই আবছা অবস্থা কেটে গেলে আয়নার আসল স্বচ্ছতা ফুটে উঠে। যাহোক, তিনি হতাশার ফাঁদে পা দিলেন না। বরং নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিলেন যে এটা রাজকন্যার পরাজিত অহংকারের অবশেষ।

www.pathagar.com

একসময় তার ক্রোধের অবসান ঘটবে এবং তখন সে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে যে তার আড়ালে ছিল আসলে ভালোবাসা এবং রাজাকে তার প্রাপ্য ভালোবাসা দেবে, যেভাবে সে তার ক্রোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে। জাহাজের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ নারীই কি একদিন তার জীবন রক্ষা করে তাকে সহানুভূতি দেখায়নি ? এই কি সেই নারী নয়, যে তার অনুপস্থিতিতে কাতর হয়ে তাকে বার্তা প্রেরণ করেনি, যে বার্তায় লুকানো ছিল তার অবদমিত প্রেম ? শুধুমাত্র অহংকার ও ক্রোধের প্রকাশের কারণে কী করে তার এ আবেগগুলো হারিয়ে যেতে পারে ?

শেষ বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন রাজা আহমোসি, এরপর তার প্রশস্ত কাঁধ কুঞ্চিত করলেন যেন ব্যাপারটিকে তেমন আমলে নিচ্ছেন না। অতঃপর রাজকন্যা আমেনরিদিসের প্রকোষ্ঠের সামনে দাঁড়ালেন। প্রহরী তাকে কুর্নিশ করে দরজা খুলে দিলে তিনি বুকভরা আশা নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন রাজকন্যা অনড় বসে আছে, নীরব এবং বিতৃষ্ণা তার নীল চোখে। তার বিতৃষ্ণা রাজাকে ব্যথিত করল এবং তিনি নিজেকে বললেন, "থেবস নগরী তার সকল বিশালতা সত্ত্বেও রাজকন্যার কাছে অতি সংকীর্ণ, তাহলে এই ছোট্ট প্রকোষ্ঠে বন্দি হিসেবে সে কেমন অনুভব করছে।" রাজা তার সামনে স্থির দাঁড়ালেন, রাজকন্যা তার পিঠ সোজা করল এবং তার নির্লিপ্ত চোখ তুলল। তিনি কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "তোমার রাত কেমন কাটল ?"

আমেনরিদিস কোনো উত্তর দিলেন না, মেঝের দিকে চোখ নিবদ্ধ করলেন। রাজা আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টি ফেললেন তার মাথা, কাঁধ, স্তনের উপর এবং তার প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলেন। একই সাথে তিনি অনুভব করছিলেন যে তার আশার পরিপূরণ খুব দূরে নয়।

মনে হলো রাজকন্যা তার নীরবতা ভাঙতে চায় না, কিন্তু হঠাৎ সে মাথা সোজা করে উত্তর দিল, "এটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বাজে রাত।"

রাজা তার বিতৃষ্ণ কণ্ঠে কাতর না হয়ে প্রশ্ন করল, "কেন ? তোমার কি কোনো কিছুর ঘাটতি হয়েছিল ?"

কণ্ঠে কোনো পরিবর্তন না এনে সে উত্তর দিল, "আমার সবকিছুর ঘাটতি রয়েছে।"

"কীভাবে তা সম্ভব ? তোমার প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে আমি আদেশ দিয়েছি...।"

তার কথায় বাধা দিয়ে রাজকন্যা বলল, "এমন কথা আমাকে বলার প্রয়োজন নেই। যা কিছু আমি ভালোবাসি তার সবকিছুই অভাব এখানে। আমি আমার পিতার ঘাটতি, আমার লোকদের ঘাটতি এবং আমার স্বাধীনতার ঘাটতি অনুভব করছি, আর যা কিছু আমি ঘৃণা করি তার সবই এখানে আছে। এই বস্ত্র, খাদ্য, এই প্রকোষ্ঠ ও প্রহরী সবকিছু আমি ঘৃণা করি।"

www.pathagar.com

আরেকবার হতাশাগ্রস্ত হলো আহমোসি এবং অনুভব করলেন যে তার আশা ভেঙে যাচ্ছে এবং তার সকল আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে যাচ্ছে। তার মুখ কঠিন হয়ে পড়ল এবং রাজকন্যাকে বললেন, "তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে তোমার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেই ?"

সে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, "কখনো না।"

বিস্মিত হয়ে রাজা তার দিকে তাকালেন। কিন্তু আমেনরিদিস একই সুরে বলল, "আমি চাই না যে লোকজন বলাবলি করুক যে আপোফিসের কন্যা তার মহান পিতার শত্রুর কাছে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে অথবা তাকে আয়েশে রাখার জন্য একসময় কারো প্রয়োজন পড়েছিল।"

তার দম্ভ ও অহংকারে রাজার মাঝে ক্রোধ জাগল। তিনি বললেন, "তুমি তোমার দেমাক দেখাতে বিব্রত হচ্ছ না, কারণ তুমি আমার ভালোবাসার ব্যাপারে নিশ্চিত।"

"তুমি মিথ্যা বলছ !"

রাজার মুখ রাগে বিবর্ণ হয়ে গেল, আমেনরিদিসের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তুমি অতি অপরিণত, দুঃখ ও বেদনা সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। একজন রাজাকে অপমান করার শাস্তি কী হতে পারে তা কি তুমি জানো ? তুমি কি কখনো কোনো মহিলাকে বেত্রাঘাত করতে দেখেছ ? আমি যদি চাই তাহলে তোমাকে আমার সর্বনিম্ন অবস্থানের সৈনিকদের পদপ্রান্তে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা প্রার্থনায় বাধ্য করতে পারি।"

তার দিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে তার উপর হুমকির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেষ্টা করলেন তিনি এবং দেখলেন রাজকন্যার দৃষ্টিতে কঠোরতা যেন তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে সে দৃষ্টি। রাগ যেন তার উপর দিয়ে বাত্যা প্রবাহের মতো বয়ে গেছে, তার জাতিগত অহংকার বজায় রেখে সে বলল, "আমরা এমন এক জাতির লোক, যাদের হৃদয় ভয় বলে কোনো কিছু জানে না এবং মানুষের হাতে যদি স্বর্গও ধরা থাকে তাহলেও আমাদের অহংকার কিছুমাত্র হ্রাস পায় না।"

আহমোসিও ক্রুদ্ধ, তিনি নিজেকে বললেন, তার কি উচিত হবে তাকে অপদস্থ করার কোনো উদ্যোগ নেয়া ? কেন তিনি তাকে অপমান করে তার অহংকারকে ধূলির সাথে মিশিয়ে দেবেন না ? সে কি তার বন্দি নয়, যাকে তিনি তার দাসী বালিকাদের একজনে পরিণত করতে পারেন ? কিন্তু এমন ধারণার সাথে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারলেন না। তার তো আরো মধুরতম ও সুন্দর অভিলাষ আছে রাজকন্যাকে কেন্দ্র করে, অতএব, হতাশার পাশাপাশি তার নিজের অহংকার জেগে উঠল এবং ক্রোধ আরো বৃদ্ধি পেল। রাজকন্যাকে অপদস্থ করার চিন্তা তিনি পরিহার করলেন। বাইরের গাম্ভীর্য দিয়ে তিনি তার সত্যিকারের ভাবনাকে আড়াল করে উদ্ধতভাবে বললেন, "আমি যা চাই, সেজন্য তোমাকে

www.pathagar.com

নিপীড়ন বা অপমান করার প্রয়োজন পড়বে না, অতএব তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে তুমি নিপীড়িত হবে না। তাছাড়া তোমার মতো সুন্দরী দাসী বালিকাকে নিপীড়নের কথা ভাবা যে কারো জন্য অস্বাভাবিক।"

"না ! একজন গর্বিত রাজকন্যা !"

"তা তুমি ছিলে আমার হাতে বন্দি হিসেবে আসার আগে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাকে অত্যাচার করার চেয়ে বরং আমার হারেমে অন্তর্ভুক্ত করাকেই অগ্রাধিকার দেব। আমি যে সিদ্ধান্ত নেব তাই চূড়ান্ত।"

"তোমার জানা উচিত যে তোমার সিদ্ধান্ত তোমার নিজের জন্য এবং তোমার জনগণের জন্য ; আমার জন্য নয় এবং আমি বেঁচে থাকতে তুমি কখনো আমার গায়ে হাত দিতে পারবে না।"

রাজা এমনভাবে তার কাঁধ কুঞ্চিত করলেন যেন বিষয়টিকে আমলে নিচ্ছেন না। কিন্তু আমেনরিদিস বলে চলেছে, "আমাদের মাঝে সনাতনভাবে রীতি চলে এসেছে যে আমাদের কেউ যদি চরম দুর্দশায় পতিত হয় এবং তা থেকে উদ্ধারের কোনো আশা না থাকে, তাহলে সম্মানের সাথে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে।"

বিদ্রূপের সাথে তিনি বললেন, "তাই নাকি ? কিন্তু আমি তো থেবসের বিচারকদের দেখেছি, যাদেরকে আমার কাছে তাড়িয়ে আনা হয়েছিল, তারা আমার সামনে হাঁটু গেড়ে অবনত হয়েছে, নাকে খত দিয়েছে এবং তাদের চোখ ক্ষমা ও করুণা কামনা করেছে।"

তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং নীরবতার কোলে আশ্রয় নিল সে। রাজা আহমোসি তার আর কোনো কথা শুনতে না পেরে তিক্ততার যাতনা ভোগ করছিলেন। জাহাজের প্রকোষ্ঠ ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি বললেন, "খাদ্য গ্রহণ থেকে তোমার বিরত থাকার কোনো কারণ নেই।"

ক্রুদ্ধ ও অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় তিনি প্রকোষ্ঠ ছেড়ে গেলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে অন্য একটি জাহাজে স্থানান্তরের। কিন্তু তার রাগ দ্রুত প্রশমিত হলো। তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে যখন একা তখন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং এ ব্যাপারে কোনো আদেশ দিলেন না।

আঠারো

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর রাজার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হয়ে বললেন, "প্রভু, আপোফিসের কয়েকজন দূত আপনার সামনে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছে।"

আহমোসি বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন, "ওরা কী চায় ?"

www.pathagar.com

হুর বললেন, "ওরা বলছে যে ওরা আপনার জন্য একটি চিঠি এনেছে।"

তিনি বললেন, "ওদেরকে এখনই তলব করুন।"

রাজ তত্ত্বাবধায়ক প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করে একজন কর্মকর্তাকে পাঠালেন দূতদের সাথে আনতে। প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে দূতদের আগমন ঘটল। দূতের সংখ্যা তিনজন, সামনে নেতা এবং তাকে অনুসরণকারী দুজন হাতির দাঁতে তৈরি একটি বাক্স বয়ে এনেছে। তাদের দীর্ঘ আলখেল্লাই প্রমাণ করছে যে তা আপোফিসের কর্মকর্তা, গায়ের রং ফরসা এবং মুখভরতি দীর্ঘ দাড়ি। রাজাকে শুভেচ্ছা জানাতে তারা হাত তুলল, মাথা অবনত করল না। সুস্পষ্ট নির্লিপ্ততায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। আহমোসি গর্বিত ঢঙে শুভেচ্ছার উত্তর দিয়ে বললেন, "তোমরা কী চাও?"

তাদের নেতা উদ্ধত ও অচেনা সুরে বলল, "সেনাপতি....।"

হুর তাকে কথা শেষ করার সুযোগ দিলেন না এবং তার স্বভাবসুলভ শান্ত কণ্ঠে বললেন, "আপোফিসের দূত, আপনি মিশরের ফারাও-এর সাথে কথা বলছেন।"

লোকটি বলল, "যুদ্ধ এখনো চলছে এবং ফলাফল এখনো নির্ধারিত হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সৈন্যবল আছে এবং আমাদের হাতে অস্ত্র আছে, ততক্ষণ আপোফিস কোনো অংশীদার ছাড়াই মিশরের ফারাও।"

আহমোসি রাজ তত্ত্বাবধায়কের প্রতি ইশারা করলেন তাকে শান্ত থাকার জন্য এবং দূতদের বললেন, "তোমরা যে উদ্দেশে এসেছ সে সম্পর্কে বলো।"

দলনেতা বলল, "সেনাপতি, থেবস থেকে আমাদের প্রত্যাহারের দিনে কৃষকরা আমাদের মহান রাজা, মিশরের ফারাও এবং দেবতা সেথের পুত্র আপোফিসের কন্যা মহামান্যা আমেনরিদিসকে অপহরণ করেছে। আমাদের প্রভু জানতে ইচ্ছা করেছেন যে তার কন্যা কি জীবিত আছেন অথবা কৃষকরা তাকে হত্যা করেছে।"

"তোমাদের মনিব কি স্মরণ করতে পারেন যে থেবস অবরোধের সময়ে তিনি আমাদের মহিলা ও শিশুদের সাথে কী আচরণ করেছেন? তার কি মনে নেই কীভাবে তিনি তাদেরকে তাদেরই পুত্র ও স্বামীদের তীরের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যার ফলে তাদের দেহ আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমাদের কাপুরুষ সৈন্যরা তাদের পিছনে আশ্রয় নিয়েছে?"

লোকটি চকিত উত্তর দিল, "আমার প্রভু যা করেছেন তার দায়দায়িত্ব তিনি স্বীকার করেন না। যুদ্ধ হচ্ছে আমৃত্যু সংঘাত এবং পরাজয় এড়াতে ক্ষমাশীলতার কোনো স্থান নেই।"

আহমোসি বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "বরং যুদ্ধ হচ্ছে পুরুষের মাঝে দ্বন্দ্ব, যার ফলাফল নির্ধারিত হয় যে শক্তিশালী তার দ্বারা, আর যে দুর্বল সে যাতনা ভোগ করে। আমাদের জন্য এটি হচ্ছে এমন এক সংঘাত, সেখানে আমাদের

www.pathagar.com

বীরত্বকে অবদমন করতে দেয়া উচিত নয়। আর ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা যদি ধরা যায়, তাহলে আমার বিস্ময় জাগছে যে কী করে রাজা তার কন্যার ব্যাপারে জানতে চান, যখন এটিই যুদ্ধ সম্পর্কে তার অভিমত।"

দূত হতাশা ফুটিয়ে বলল, "আমার প্রভু কেন জানতে চেয়েছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি ক্ষমা প্রার্থনাও করেননি এবং নিজেও ক্ষমায় বিশ্বাস করেন না।"

মুহূর্তের জন্য ভাবলেন আহমোসি। আপোফিস কেন তার কন্যা সম্পর্কে জানতে চেয়েছে সে উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি যে ধারণা করতে পারছেন না এমন নয়। অতএব তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং ঘৃণার সাথে বললেন, "তোমাদের মনিবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বলো যে কৃষকরা আদর্শ মানুষ, যারা নারীদের হত্যা করে না, আর মিশরীয় সৈন্যরা তাদের বন্দিদের হত্যা করা অত্যন্ত নীচু মানের কাজ বলে বিবেচনা করে। আপোফিসের কন্যা একজন বন্দি, যে তাকে আটককারীদের উদারতা ভোগ করছে।"

লোকটির চেহারায় স্বস্তির ভাব দেখা গেল এবং বলল, "আপনার কথা দ্বারা আপনার বহু সহস্র লোকের জীবন রক্ষা পেল, যাদের মাঝে মহিলা ও শিশু আছে, যাদেরকে রাজা বন্দি হিসেবে রেখেছেন, যাদের জীবন রাজকন্যা আমেনরিদিসের জীবনের কাছে পণবন্দি।"

আহমোসি বললেন, "এবং তাদের জন্য রাজকন্যার।"

লোকটি মুহূর্তখানেক নীরবতা পালন করে বলল, "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে নিজ চোখে দেখার আগে প্রত্যাবর্তন না করতে।"

হুরের চেহারায় বিরক্তি দেখা গেল, কিন্তু আহমোসি দূতকে বললেন, "তুমি নিজেই তাকে দেখতে পাবে।"

দলনেতা তখন তার দুই সঙ্গীর বয়ে আনা বাক্সটি দেখিয়ে বলল, "এই বাক্সে রাজকন্যার কিছু পোশাক আছে। আপনি কি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন এটি তার কক্ষে রেখে আসতে ?"

রাজা একটু চুপ থেকে বললেন, "তোমরা তা করতে পারো।"

কিন্তু হুর, রাজার দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বললেন, "আমাদের অবশ্যই প্রথমে কাপড়গুলোর তল্লাশি নিতে হবে।"

রাজা তার তত্ত্বাবধায়কের কথায় সম্মতি দিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেন বাক্সটি তার সামনে রাখতে, যিনি নিজ হাতে বাক্স খুলে ভিতরের জিনিসগুলো বের করলেন, একটি একটি করে পোশাক নামিয়ে রাখলেন। এমনটি করার সময় ছোট একটি বাক্স তার হাতে পড়ল, যা তিনি খুললেন এবং দেখতে পেলেন তাতে রয়েছে পান্নার হৃৎপিণ্ড শোভিত কণ্ঠহার। রাজার হৃদয় কম্পিত হলো এবং তিনি স্মরণ করলেন যে তিনি যখন ইসফিনিস নামে পরিচিত ছিলেন এবং রত্নপাথর

www.pathagar.com

বিক্রি করতেন তখন কীভাবে রাজকন্যা আরো অনেক অলংকারের মধ্য থেকে এই কণ্ঠহারটি তুলে নিয়েছিল। তার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল। যা হোক, হুর এ সময় বললেন, "বন্দিশালা কি এমন অলংকারের উপযুক্ত স্থান ?"

দূত উত্তর দিল, "এই কণ্ঠহারটি রাজকন্যার অতি প্রিয় অলংকার। সেনাপতি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমরা এটা রেখে যেতে পারি, তা না হলে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারি।"

আহমোসি বললেন, "এটি রেখে যাওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই।"

রাজা তার কর্মকর্তাদের দিকে ফিরে তাদেরকে আদেশ দিলেন দূতদের সাথে নিয়ে রাজকন্যার প্রকোষ্ঠে যেতে। দূতরা আগে আগে গেল এবং কর্মকর্তারা তাদেরকে অনুসরণ করল।

উনিশ

সেই সন্ধ্যায় দক্ষিণাঞ্চল থেকে প্রচুর সৈন্য এসে উপস্থিত হলো, যারা সম্প্রতি অ্যাপোলোনোপলিস ম্যাগনা ও হেইরাকনপলিসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা সাথে এনেছে জাহাজ ভরতি অস্ত্রশস্ত্র ও অবরোধ সরঞ্জাম, যেগুলো পাঠানো হয়েছে ওমবোস থেকে। জাহাজগুলো থেবসের বন্দরে ভিড়ল। দলটির নেতা রাজাকে শুভ সংবাদ দিলেন যে একটি রথবাহিনী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্বারোহীরা শিগগিরই এসে পৌঁছাবে। থেবস ও হাবুর বহু লোক সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এর ফলে আহমোসির বাহিনীর যে লোকক্ষয় হয়েছিল তা পূরণ হয়ে আগেকার সৈন্য সংখ্যার চেয়েও বৃদ্ধি পেল এবং অভিযানের প্রথম দিন সীমান্ত অতিক্রমের সময় তাদের মোট সংখ্যার চেয়েও অধিক দাঁড়াল সৈন্য সংখ্যা। রাজা থেবসে আর বেশিদিন থাকার প্রয়োজন দেখছেন না। অতএব, তিনি ভোরে উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন সেনাপতিদের। সৈন্যরা থেবস ও থেবসবাসীকে বিদায় জানাল, বিনোদন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে শান্তভাবে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো। দিনের সূচনায় সৈন্যরা বাঁশিতে ফুঁ দিল এবং বিশাল সেনাবাহিনী সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো এগিয়ে চলল। সম্মুখভাগে রাজা তার অগ্রবর্তী বাহিনীর সাথে এবং রথবাহিনী ও অন্যান্যরা তাকে অনুসরণ করছে। আহমোসি এবানার নেতৃত্বে নৌবহর নীলের পানি কেটে চলতে লাগল উত্তর পানে। সকলে যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র, তাদের ইচ্ছাশক্তি লোহার মতো দৃঢ় হয়েছে একের পর এক বিজয় অর্জনের ফলে। গ্রাম দিয়ে অতিক্রম করতে সেনাবাহিনী কৃষক ও অন্যান্য মানুষের সংবর্ধনা লাভ করছিল, পতাকা ও গাছের ডাল নেড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল। কোনো অঘটন ছাড়াই শানহুরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তাদের

www.pathagar.com

যাত্রা অব্যাহত ছিল। সন্ধ্যায় গেসই শহরের ফটক তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। সকলে গেসইতে রাত্রিযাপন করল। ভোরে আবার তারা রওনা হলো। দ্রুত পা চালাল তারা এবং শিগগিরই কপটোস উপত্যকা শেষে শহর দেখতে পেল। এখানে বিষণ্ন নীরবতা আচ্ছন্ন করল সেনাদলকে, কারণ তাদের স্মৃতিতে পরাজয়ের ঘটনা জেগে উঠেছে, দশ বছর আগে এই উপত্যকায় থেবসের বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। আহমোসির মনে পড়ল তার বীর পিতামহ সেকেনেনরার কথা, যার রক্তে সিক্ত হয়েছিল এই উপত্যকার মাটি। উপত্যকার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে তিনি নিজেকে বললেন, "আমি অবাক হচ্ছি যে কোথায় তার পতন ঘটেছিল ?" তিনি রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, অশ্রু টলমল করছে তার চোখে। আহমোসি আরো কাতর হয়ে পড়লেন। তাকে বললেন, "কী বেদনাদায়ক স্মৃতি !"

কম্পিত কণ্ঠে এবং কষ্টে শ্বাস নিয়ে হুর উত্তর দিলেন, "আমি যেন শহিদ বীরদের আত্মার উপস্থিতি আঁচ করতে পারছি, যাদের দ্বারা এই পবিত্র স্থানের বাতাস পূর্ণ হয়ে আছে।"

সেনাপতি মেহেব বললেন, "আমাদের পিতারা এই স্থানে কত রক্ত প্রবাহিত করেছে !"

হুর তার চোখ মুছে রাজাকে বললেন, "প্রভু, চলুন আমরা আমাদের শহিদ শাসক সেকেনেনরা ও তার সাহসী সৈন্যদের জন্য প্রার্থনা করি।"

আহমোসি, তার সেনাপতিবৃন্দ, অন্য নেতৃবৃন্দ তাদের রথ থেকে অবতরণ করে এক সাথে নিবিষ্টচিত্তে প্রার্থনা করলেন।

বিশ

সেনাবাহিনী কপটোস শহরে প্রবেশ করল এবং নগর প্রাচীরের উপর উড়তে লাগল মিশরের পতাকা। সেকেনেনরার স্মৃতিতে সৈন্যরা দীর্ঘক্ষণ ধরে ধ্বনি দিচ্ছিল। মিশরীয় বাহিনী অতঃপর কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই দেনদারায় উপনীত হলো। একইভাবে দখলে এল ডিওসপলিস পারভা। তারা এগিয়ে চলল অ্যাবিডোসের দিকে, যেখানে পশুপালকদের বাহিনীর সাথে তাদের মোকাবেলা হবে বলে তারা ধারণা করেছিল। কিন্তু কোনো শত্রু সৈন্যের সাক্ষাৎ মিলল না। আহমোসি বিস্মিত হয়ে নিজেকেই বললেন, "আপোফিস কোথায়, তার শক্তিশালী সেনাবাহিনীই বা কোথায় ?"

হুর বললেন, "সম্ভবত তিনি আমাদের রথের সাথে তার পদাতিকদের মোকাবেলা চান না।"

www.pathagar.com

"তাহলে আমরা কতদিন আর তাদেরকে ধাওয়া করব ?"

"কে জানে প্রভু ? অ্যাভারিসের প্রাচীরের সামনে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত হয়ত আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সেটি হচ্ছে দুর্ভেদ্য দুর্গ, যার প্রাচীর তৈরি করতে একশো বছর সময় লেগেছে এবং আমাদের সৈন্যরা এর ভিতরে প্রবেশ করার পূর্বে হয়ত মিশরকে চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

মুক্তিকামী সেনাবাহিনীর কাছে অ্যাবিডোস নগরীর ফটক উন্মোচিত হলো এবং বিজয়ীর বেশে নগরীতে প্রবেশ করে তারা সেদিনের জন্য সেখানে বিশ্রাম নিল।

রাজা আহমোসি যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করছিলেন, অংশত চূড়ান্ত একটি যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য এবং অংশত তার আত্মায় যে ঝড় বইছে তা ভুলে যেতে এবং হৃদয়ে যে দুঃখ তা মুছে ফেলতে তিনি একটি যুদ্ধের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছিলেন। কিন্তু আপোফিস তাকে সে সুযোগ দিতে চাইছিলেন না, অতএব, তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে তার চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তার একগুঁয়ে বন্দির উপর এবং হৃদয় তাকে টানছে বন্দির দিকে, যদিও বন্দি তাকে কোনো আমল দিচ্ছে না, বরং তার ব্যাপারে অশুভ ইচ্ছা পোষণ করে আছে। তিনি তার স্বপ্নের কথা স্মরণ করলেন, যখন তিনি ভেবেছেন যে তার জীবনে তখনই সুখের মুহূর্ত আসবে যখন বন্দি তাকে আপন ভাববে এবং বন্দিবাহী জাহাজটিকে তিনি প্রেমের স্বর্গে পরিণত করতে পারবেন। এরপর তিনি বন্দির একগুঁয়েমি এবং তার ক্রোধের কথা ভাবলেন, যা তাকে কী অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং তাকে অসুস্থ মানুষে পরিণত করেছে। তাকে বঞ্চিত করে রেখেছে অতি সুস্বাদু, পরিপক্ব ফলের স্বাদ গ্রহণ থেকে, যা আহরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তার ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিরোধ, এর প্রাবল্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অহংকারের প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে স্রোতের তোড়ের মতো ভেসে যাচ্ছে। জাদুময় মোহনীয়তায় সৃষ্ট প্রকোষ্ঠের জাহাজে গেলেন তিনি এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন। রাজকন্যা আমেনরিদিস তার শয্যায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে মেম্ফিসের অতি সুন্দর একটি পোশাক পরে। মনে হলো আহমোসির পদশব্দ সে চিনতে পেরেছে, কারণ সে মাথা তোলেনি এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে মেঝের উপর। রাজার প্রেমময় দৃষ্টি পড়ল তার সিঁথিকাটা চুল, ভুরু, অবনত চোখের পাতার উপর এবং তিনি তার বুকে অনুভব করলেন বজ্রের গর্জন, আকাঙ্ক্ষা তাকে টানছিল নিজেকে তার উপর আছড়ে ফেলে সকল শক্তি দিয়ে দু'হাতে তাকে প্রবলভাবে চেপে ধরতে। কিন্তু রাজকন্যা সহসা মাথা তুলল এবং নির্লিপ্তভাবে তাকাল, কিন্তু যেখানে বসা ছিল সেখানেই বসে রইল স্থিরভাবে। রাজা তাকে বললেন, "দূতরা কি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল ?"

আবেগহীন কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "জি হ্যাঁ"

www.pathagar.com

তার দৃষ্টি প্রকোষ্ঠের চারদিকে ঘুরে স্থির হলো হাতির দাঁতের বাক্সটির উপর। তিনি বললেন, "আমি তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলাম তোমার কাছে বাক্সটি পৌঁছে দিতে।"

সৌজন্যবর্জিত ও রুক্ষভাবে সে বলল, "ধন্যবাদ।"

রাজা কিছুটা ভালো বোধ করলেন এবং বললেন, "এই বাক্সে পান্নার হৃৎপিণ্ড শোভিত কণ্ঠহারটি ছিল।"

রাজকন্যার ঠোঁট কেঁপে উঠল এবং মনে হলো সে কথা বলতে চায়, কিন্তু সহসা সিদ্ধান্ত পাল্টাল এবং দ্বিধাগ্রস্তের মতো মুখ বন্ধ করল। আহমোসি কোমল কণ্ঠে বললেন, "দূতেরা বলেছে যে এই কণ্ঠহারটি তোমার খুব প্রিয়।"

রাজকন্যা প্রবলভাবে তার মাথা নাড়ল, যেন তার বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগ অস্বীকার করছে। এরপর বলল, "এটা সত্য যে আমি এটি প্রায়ই গলায় পরেছি, কারণ প্রাসাদের ওঝা এতে তাবিজ ভরে দিয়েছিল, যা কোনো ক্ষতি ও অশুভ থেকে বাঁচাতে পারে।"

রাজা তার খোলামেলা বক্তব্যে একটু বিরক্ত হলেও খুব গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, "ও, আমি ধারণা করেছিলাম অন্য কোনো কারণে, যা এই রাজকীয় জাহাজের কাছে সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে।"

তার মুখ লাল হয়ে উঠল এবং রেগে বলে উঠল "গতকালের খেয়াল আজ আমি স্মরণ রাখি না। এবং আমার সাথে তোমার এমনভাবে কথা বলা উচিত একজন বন্দির সাথে শত্রুর যেভাবে কথা বলা উচিত।"

তিনি দেখলেন আমেনরিদিসের মুখভাব কঠিন ও নিষ্ঠুরতার ছাপ ফুটে উঠেছে। অতএব রাজাকে আরেকবার হতাশার স্বাদ গ্রহণ করতে হলো। যা হোক, আবেগ দমন করার চেষ্টায় তিনি বললেন, "তুমি কি জানো না যে আমরা আমাদের দুশমনের নারীদের প্রাসাদের হারেমে অন্তর্ভুক্ত করে থাকি।"

আমেনরিদিস তীক্ষ্ণভাবে উত্তর দিল, "আমার মতো কাউকে অবশ্যই নয়।"

"তুমি কি খাদ্য গ্রহণ না করার হুমকিতে ফিরে যাবে ?"

"এখন আর আমার তা করার কোনো কারণ নেই।"

রাজা তাকে সন্দিগ্ধভাবে দেখলেন এবং বিদ্রূপাত্মকভাবে বললেন, "তাহলে কীভাবে তুমি নিজেকে রক্ষা করবে ?"

সে তাকে দেখাল যে তার হাতে ছোট্ট একটি অস্ত্র আছে, যা আঙুলের নখের চেয়ে বড় হবে না এবং দৃঢ়তার সাথে বলল, "দেখো ! এটি বিষ মাখানো একটি অস্ত্র। এটি দিয়ে আমার ত্বকে সামান্য একটি আঁচড় দিলেই আমার রক্তে মিশে যাবে বিষ এবং মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু হবে আমার। দূতেরা আমাকে অতি সংগোপনে এটি দিয়েছে, যা তোমার প্রহরীরা লক্ষ করেনি। এখন আমি জানি যে

www.pathagar.com

আমার পিতা আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন, যাতে আমি নিজেকে কোনো অসম্মান বা হামলা থেকে বাঁচাতে পারি।"

আহমোসি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ভ্রুকুটি করে বললেন, "তাহলে এটিই ছিল বাক্সটির রহস্য। নোংরা দাড়িওয়ালা পশুপালকের কথায় যে বিশ্বাস করে সে নরকে যাক ! চক্রান্ত তোমার শিরায় রক্তের মতোই প্রবাহিত। যা হোক, আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুমি তোমার পিতার বার্তাকে ভুল বুঝেছ, কারণ তিনি তোমাকে এই অস্ত্র পাঠিয়েছেন যাতে তুমি নিজেকে হত্যা করতে পারো।"

সে এমন ভঙ্গিতে তার মাথা নাড়ল, যেন তার সাথে বিদ্রূপ করছে, "তুমিই আপোফিসকে বুঝতে পারোনি। আমার সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকা ও সম্মানজনকভাবে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তিনি আর কোনো কিছুই গ্রহণ করবেন না। তার শত্রুকে তিনি স্বয়ং হত্যা করবেন, কারণ তিনি শত্রুকে হত্যা করতে অভ্যস্ত।"

আহমোসি তার পা দিয়ে মেঝেতে আঘাত করলেন এবং বেপরোয়া হয়ে বললেন, "এত ঝামেলা করে কী লাভ ? অসার দম্ভ ও অহংকারে অন্ধ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত প্রকৃতির একজন সামান্য দাসী বালিকার কাছে আমার প্রয়োজন কতটুকু ? আগে আমি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভেবেছি, কিন্তু বাস্তবে সে সবের সাথে তোমার কোনো মিল নেই। অতএব, সকল বিভ্রান্তির অবসান হোক।"

রাজা ঘুরে দাঁড়ালেন এবং প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে এলেন। প্রহরীদের প্রধানকে তলব করে বললেন, "রাজকন্যাকে কঠোর প্রহরাধীনে অন্য একটি জাহাজে স্থানান্তর করা হোক।"

অন্ধকার মুখে চোখ নিচের দিকে রেখে আহমোসি জাহাজ পরিত্যাগ করলেন এবং রথে আরোহণ করে শিবির অভিমুখে চললেন।

একুশ

করার মতো কোনো কাজ না থাকায় রাজা অস্থির হয়ে উঠেছেন। সেনাপতিদের তিনি নির্দেশ দিলেন নিজেদের প্রস্তুত করতে। দ্বিতীয় দিন ভোরে সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্য যাত্রা শুরু করল। জাহাজ বহরও একই সাথে রওয়ানা হলো। দু'দিনের মধ্যে তারা টলেমাইসে পৌঁছল। কাছাকাছি কোথাও শত্রুর কোনো নিশানা খুঁজে পাওয়া গেল না, অতএব, অগ্রবর্তী বাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে নগরীতে প্রবেশ করল এবং সেনাদল অনুসরণ করল তাদের পদাঙ্ক। থেবসের আওতাধীন সর্ব উত্তরের নগরী প্যানোপলিসও বিনা বাধায় মিশরীয় বাহিনীর দখলে এল। রাজার কাছে খবর আনা হলো যে প্যানোপলিস মিশরীয়দের হাতে এসেছে এবং তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, "থেবস রাজ্য পুরোপুরি পশুপালকদের কবলমুক্ত হয়েছে !"

www.pathagar.com

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর বললেন, "এবং শিগগিরই সমগ্র মিশর তাদের থেকে মুক্ত হবে।" সেনাবাহিনী বিজয়ী বেশে গর্বিত ভঙ্গিতে দেশপ্রেমমূলক সংগীতের সুর বাজাতে বাজাতে নগরী মাঝে প্রবেশ করল। নগর প্রাচীরের উপর মিশরের পতাকা উত্তোলন করা হলো এবং সৈন্যরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, মানুষের সাথে মেলামেশা করতে লাগল, আনন্দে গান গাইছিল। প্রতিটি হৃদয়ে আনন্দ উৎসারিত হচ্ছিল। রাজা তার সেনাপতিদের জাঁকজমকপূর্ণ ভোজে আমন্ত্রণ করলেন এবং ভোজ শেষে সকলকে পরিবেশন করা হলো মারিউত মদিরা। রাজা তার সঙ্গীদের বললেন, "আগামীকাল আমরা উত্তরের রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করব এবং মিশরের পতাকা প্রথমবারের মতো এর প্রাচীরে উত্তোলন করা হবে বিগত একশো বছর অথবা তারও বেশি সময় পর।"

সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠল এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তার নামে ধ্বনি দিল। সেদিনই বিকেলে অগ্রবর্তী বাহিনীর সৈন্যরা দেখতে পেল যে উত্তর দিক থেকে একটি রথবহর নগরীর দিকে ছুটে আসছে। সৈন্যরা তাদেরকে অনায়াসে পরিবেষ্টন করে ফেলে তাদের গন্তব্য জানতে চাইল। রথ বহরের একজন বলল যে তারা আহমোসির উদ্দেশে প্রেরিত আপোফিসের দূত। সৈন্যরা তাদেরকে নগরীতে নিয়ে এল। রাজা আহমোসি তাদের আগমন বার্তা শুনে নগরীর শাসনকর্তার প্রাসাদে গেলেন এবং রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর, সেনাপতি মেহেব, দিব ও আহমোসি এবানাকে তলব করে সিংহাসনে বসলেন। সেনাপতি ও সুসজ্জিত সেনাদল তাকে ঘিরে আছে। এরপর তিনি দূতদের প্রবেশের অনুমতি দিলেন। মিশরীয়রা ধৈর্যহারা হয়ে অপেক্ষা করছে যে দূতরা এবার তাদের সাথে কী বয়ে এনেছে। পশুপালক রাজার দূতরা প্রবেশ করল। তাদের মাঝে সেনা অধিকারী ও রাজ তত্ত্বাবধায়কও আছে। তাদের কারো পরনে সামরিক পোশাক, আবার কারো পরনে বেসামরিক পোশাক। তাদের প্রত্যেকের দাড়ি দর্শনীয়। আহমোসি যেমনটি আশা করেছিলেন দূতদের মধ্যে তেমন অনমনীয়তা ও একগুঁয়েমির ভাব দেখতে পেলেন না। বরং তারা রাজার সিংহাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে একত্রে শ্রদ্ধার সাথে তাকে কুর্নিশ করল, যার ফলে রাজা বিস্মিত হয়ে প্রায় কিছু বলে ফেলছিলেন। এরপর তাদের নেতা বলল, "ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, থেবসের রাজা। আমরা উজান, মধ্য ও ভাটির মিশরের ফারাও এর দূত হিসেবে আপনার কাছে এসেছি।"

আহমোসি তাদের দিকে তাকালেন এবং তার বুকে যে আলোড়ন তার কোনোকিছু তার চেহারায় প্রকাশ পেল না। শান্তভাবে তিনি বললেন, "আপোফিসের দূতবৃন্দ, ঈশ্বর আপনাদেরকেও দীর্ঘ জীবন দান করুন। আপনারা কী চান?"

www.pathagar.com

দূতরা একটু অসন্তুষ্ট বলে মনে হলো, যেহেতু রাজা তাদের প্রভুর খেতাবগুলোকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। যা হোক, তাদের নেতা বললেন, "হে রাজা, আমরা যুদ্ধ করার মানুষ। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা বড় হয়েছি এবং যুদ্ধের রীতির মাঝেই আমরা বেঁচে আছি। আমরা সাহস ও উদ্যমের মাঝে টিকে থাকি এবং আপনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও তা জানেন। আমরা বীরের প্রশংসা করি এবং তিনি আমাদের শত্রু হলেও। আমরা তরবারির বিচার মেনে নিই, তা আমাদের বিরুদ্ধে গেলেও। আপনি বিজয়ী রাজা এবং আপনার রাজ্যের সিংহাসন পুনর্দখল করেছেন। এ সিংহাসন দখলের অধিকার আপনার রয়েছে, ঠিক আমাদেরও যেমন বাধ্যবাধকতা আছে আপনাকে তা সমর্পণ করার। এটি আপনার রাজ্য এবং আপনি এর শাসক। ফারাও আপনাকে তার অভিনন্দন জানিয়ে আপনার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন রক্তপাতের অবসান ঘটানোর এবং সকলের জন্য সম্মানজনক নিষ্পত্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য। যাতে দক্ষিণ ও উত্তরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, যা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।"

দূতদের বক্তব্য রাজা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তিনি দৃশ্যত শান্ত, কিন্তু ভিতরে বিস্মিত। অতঃপর মুখপাত্রের দিকে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কি সত্যি সত্যিই শান্তির পক্ষে বলতে এসেছেন ?"

লোকটি উত্তর দিলেন, "আমরা সে উদ্দেশেই এসেছি, রাজা।"

রাজা আহমোসি দৃঢ়কণ্ঠে সিদ্ধান্ত ঘোষণার মতো জানালেন, "এ ধরনের শান্তি আমি প্রত্যাখ্যান করছি।"

"আপনি যুদ্ধের জন্য এতটা আগ্রহী কেন, রাজা ?"

আহমোসি বললেন, "আপোফিসের দূতবৃন্দ, এই প্রথম আপনারা একজন মিশরীয়কে শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করেছেন এবং প্রথমবারের মতো আপনারা জোর দিয়ে কথা বলছেন না। কারণ, আপনারা তা আর পারছেন না। আগে আপনারা মিশরীয়দের সাথে এমন আচরণ করেছেন, যা দাসদের জন্য সংরক্ষিত। আপনারা কি জানেন, কেন ? কারণ আপনারা পরাভূত হয়েছেন। আপনারা যখন জয়লাভ করেছিলেন তখন আমার দেশবাসী আপনাদের চোখে ছিল পশু, আর আপনাদের পরাজয়ের সময় ভীরুতা প্রদর্শন করছেন। আপনারা প্রশ্ন করছেন, কেন আমি যুদ্ধে এতটা আগ্রহী। আমার উত্তর হচ্ছে— থেবস পুনরায় লাভের জন্য আমি আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিনি, কারণ আমি আমার ঈশ্বরকে কথা দিয়েছি এবং আমার জনগণকেও বলেছি যে, অন্যায় ও অবিচারের জোয়াল থেকে আমি মিশরকে মুক্ত করব এবং মিশরের স্বাধীনতা ও গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব। এখন যিনি আপনাদেরকে পাঠিয়েছেন, তিনি যদি সত্যি সত্যিই শান্তি চান, তাহলে তার উচিত মিশরকে তার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তার লোকদের নিয়ে উত্তরের মরুভূমিতে চলে যাওয়া।"

www.pathagar.com

দূতদের নেতা কিছুটা উদ্ধত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "এটিই কি আপনার চূড়ান্ত উত্তর ?"

আহমোসি দৃঢ়তার সাথে কঠোরভাবে বললেন, "এই লক্ষ্যেই আমরা আমাদের সংগ্রাম শুরু করেছি এবং এর চূড়ান্ত অর্জনের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম শেষ হবে।"

দূতরা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের নেতা বললেন, "আপনি যেহেতু যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করছেন, তখন আমাদের ও আপনার মধ্যে অবিরাম যুদ্ধই হবে, যতক্ষণ না ঈশ্বর আমাদের উভয়ের উপর যুদ্ধের অবসান চাপিয়ে দিচ্ছেন।"

তারা রাজাকে কুর্নিশ করে ভারি পদক্ষেপে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

বাইশ

রাজা আহমোসি প্যানোপলিসে পুরো দুটি দিন অবস্থান করলেন। এর পর অগ্রবর্তী বাহিনীকে পাঠালেন আপোফিসের রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য। শক্তিশালী বাহিনী নগরীর উত্তরদিকে অগ্রসর হলো এবং শত্রুর ছোটখাটো বাহিনীর সাথে তাদের মোকাবেলা হলো এবং সেগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে প্যানোপলিসে শিবির সংস্থাপনের পথ প্রস্তুত করল। আহমোসি এমনভাবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রসর হলো যা মিশর আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। সৈন্যসংখ্যা এবং সরঞ্জামের দিক থেকে সুবিশাল এ বাহিনী। মিশরীয় নৌবাহিনীও একই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে বিপুল বহর নিয়ে। পথে গুপ্তচরেরা আহমোসিকে অবহিত করল যে পশুপালকদের বিশাল সেনাবাহিনী আফ্রোদিতোপলিসে শিবির স্থাপন করেছে। তাদের সংখ্যা রাজাকে উৎকণ্ঠিত করল না। তিনি রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠানোর জন্য আপোফিসের এখনো কোনো রথবাহিনী আছে ?"

হুর বললেন, "আপোফিস যে তার রথ ও রথচালকদের অধিকাংশই হারিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি তার কাছে যথেষ্ট সংখ্যক রথ থাকত, তাহলে সেগুলোকে যুদ্ধে পাঠানোর পরিবর্তে আমাদের সাথে নিষ্পত্তির জন্য অথবা শান্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তাব পাঠাত না। যাই হোক না কেন, আমার কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার যে রথবাহিনীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি সে হারিয়েছে তা হচ্ছে আস্থা ও আশা।"

শত্রুশিবিরের নিকটবর্তী না পৌঁছা পর্যন্ত রাজার সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত ছিল। যুদ্ধের খবর সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত দূতদের দিগন্তে দেখা গেল। রাজা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে রথবাহিনী প্রস্তুতি নিতে লাগল যুদ্ধক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ঝাঁপিয়ে পড়তে। আহমোসি তার সেনাপতিদের উদ্দেশে বললেন, "আমরা সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করব যে ভূমি একশো বছর বা তারও বেশি সময় ধরে আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আমাদেরকে এমন প্রচণ্ড এক আঘাত হানতে হবে, যাতে আমরা দাসে পরিণত আমাদের ভাইদের যাতনার অবসান ঘটাতে পারি। আমাদের বীরত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের জন্য এ যুদ্ধ লড়তে হবে। ঈশ্বর আমাদেরকে এ জন্য লোকবল দিয়েছেন এবং আমাদের মাঝে আশার সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে আমাদের শত্রুকে পরিত্যাগ করেছেন তাদের বিলুপ্তি ঘটাতে। সেকেনেনেরা ও কামোসির মতো আমিও আপনাদের নেতৃত্বে রয়েছি এ কাজ সমাধা করতে।

অগ্রবর্তী বাহিনীকে রাজা হামলার নির্দেশ দেয়ার পর তারা ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দুশমনের উপর এবং তিনি লক্ষ করছিলেন যে কীভাবে দুশমন এ হামলা মোকাবেলা করে। তিনি দেখলেন যে দুশমনের প্রায় দুশো রথ তার অগ্রবর্তী বাহিনীকে ঘিরে ফেলার জন্য ছুটে আসছে। প্রথম হামলায় রথগুলোকে অকার্যকর করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সকল দিক থেকে দুশমনের রথবাহিনীর উপর হামলা চালালেন। পশুপালক বাহিনী উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো যে মিশরের বিপুল বাহিনীর সামনে তাদের পক্ষে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না। এ পরিস্থিতিতে আপোফিস তার রথবাহিনীকে সাহায্য করতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন তীরন্দাজ ও বর্শাধারী বাহিনীকে। প্রচণ্ড এক যুদ্ধ শুরু হলো, কিন্তু পশুপালকদের সাহস তাদের কোনো কাজে লাগল না এবং শিগগিরই রথবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল।

মিশরীয় বাহিনী রাত্রিযাপন করল অনিশ্চয়তার মধ্যে যে আপোফিস তার পদাতিক বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে কি না অথবা তার সাথে পালিয়ে যাবে কি না, যেমনটি আপোফিস করেছিল হেইরাকনপলিসে। সকালে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল, যখন রাজা দেখলেন যে পশুপালকদের সেনাবাহিনী তাদের অবস্থান দখল করার জন্য তীর-ধনুক ও বর্শা বাগিয়ে এগিয়ে আসছে। হুরও আপোফিসের বাহিনীকে লক্ষ করলেন এবং রাজাকে বললেন, "এখন দৃশ্যপট বদলে গেছে, প্রভু। সবকিছু এখন তাদের বিরুদ্ধে এবং আপোফিসের একমাত্র লক্ষ্য আমাদের রথবাহিনীকে ধ্বংস করা। দশ বছর আগে কপটোসের দক্ষিণে আমাদের রাজা সেকেনেনরার বিরুদ্ধেও তারা একইভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।"

রাজা উচ্ছ্বসিত হয়ে রথবাহিনীকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে সহায়তা করবে বর্শাধারী ও অন্যান্য বাহিনীর নির্বাচিত সৈন্যরা। রথবাহিনী পশুপালকদের অবস্থানের দিকে ধেয়ে গেল, তাদের পথ নির্বিঘ্ন করছিল তাদের

www.pathagar.com

পিছন থেকে তীরন্দাজ বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর। শত্রু ব্যূহ যেখানে ভেঙে যাচ্ছিল সেখানে মিশরীয়রা ঢুকে পড়ছিল দুশমনের উপর হামলা আরো জোরদার করার জন্য। তারা পশুপালকদের হতাহত করছিল বিপুল সংখ্যায়। পশুপালক বাহিনী অমিত বিক্রমে লড়লেও শরতের বাতাসে শুকনো পাতার মতো ঝরে পড়ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল মিশরীয়রা। আহমোসি ভয় করলেন যে আপোফিস উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজবে। অতএব তিনি একই সময়ে আফ্রোদিতোপলিসে হামলা চালালেন, নদীতীর নির্বিঘ্ন রাখতে সজাগ থাকল তার নৌবহর। প্রাচীরের অভ্যন্তরে তিনি জীবনের কোনো নিশানা অনুভব করলেন না, কারণ তাকে ঠেকানোর জন্য পশুপালকদের বাহিনী এগিয়ে আসেনি। গুপ্তচরেরা খবর আনল যে মিশরীয় বাহিনীর অগ্রাভিযান বিলম্বিত করার জন্য ছোট্ট একটি বাহিনীকে রেখে আপোফিস সদলবলে নগরী পরিত্যাগ করেছেন।

হুর রাজাকে বললেন, "আজকের পর তাদের যে কোনো প্রতিরোধ প্রচেষ্টা অসাড় প্রমাণিত হবে। আপোফিস হয়ত দ্রুত অ্যাভারিসে পৌছতে চাইছেন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নেয়ার জন্য।"

আহমোসি দীর্ঘক্ষণ মানসিক যন্ত্রণায় কাটালেন না। দুশো বছর ধরে যে নগরী তার জনগণের জন্য নিষিদ্ধ ছিল সেটি বিজয়ের আনন্দ ছিল সীমাহীন। তিনি নগরী পরিদর্শন ও নগরবাসীর সাথে বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠলেন।

তেইশ

মিশরের সেনাবাহিনী এগিয়ে চলেছে, কোথাও কোনো প্রতিরোধ নেই। নগর ও গ্রাম সেনাবাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, রাজাকে অভিনন্দিত করছে। তারা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে দুশো বছর পর দেবতারা তাদের উপর থেকে ক্রোধ প্রত্যাহার করেছেন এবং তাদের শত্রুকে যিনি বিতাড়ন করেছেন, তিনি তাদেরই একজন লোক, যার আগমন ঘটেছে ফারাওদের ঐশ্বর্য ফিরিয়ে আনার জন্য। আহমোসি দেখলেন যে পশুপালকরা তাদের প্রাসাদ ও ভূসম্পত্তি ছেড়ে যা তাদের পক্ষে বয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে তা নিয়ে নগরী ছেড়েছে। সকলের কাছে তিনি জানতে পারলেন আপোফিস তার লোকদের নিয়ে উত্তরের দিকে দ্রুত পালিয়েছেন। পরবর্তী এক মাসে আহমোসি হাবসিল, লাইকোপলিস, কুসাই দখল করে হারমোপলিসে এসে থামলেন। হারমোপলিসে প্রবেশ তার ও সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ এ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন পবিত্র মাতা টেটিশেরি। পশুপালকরা দখল করে নেয়ার আগে প্রাচীন প্রাসাদে তার জন্ম হয়েছিল।

www.pathagar.com

হারমোপলিসের মুক্তির উৎসব উদযাপন করলেন রাজা আহমোসি, তার সাথে যোগ দিল তার সঙ্গীরা, সেনাপতিবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর সকল সদস্য। অতঃপর রাজা তার পিতামহীকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন তার প্রথম বাসস্থানের স্বাধীনতা উপলক্ষে। তিনি তাকে তার অনুভূতি, সেনাবাহিনী ও জনগণের অনুভূতির বিষয়েও জানালেন। রাজা, সেনাপতি ও অন্য পদস্থ কর্মকর্তারা চিঠিতে স্বাক্ষর করলেন।

সেনাবাহিনীর বিজয় অভিযান অব্যাহত রইল। একে একে তারা দখলে নিল টিটনাওয়ি, সিনোপলিস, হেবেনু এবং আরসিনো, এরপর পিরামিডের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল মেম্ফিসের দিকে। পথের কঠোরতা ও দূরত্বের প্রতি তারা যেন নির্বিকার, পথে আহমোসি তার লোকদের বন্দিত্ব মোচন করে তাদের মাঝে নতুন জীবনের সঞ্চার করলেন। হুর একদিন তাকে বললেন, "প্রভু, আপনার সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের মতো রাজনৈতিক দক্ষতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতাও অসীম। আপনি দখলকৃত নগরীগুলোর বৈশিষ্ট্যই পাল্টে দিয়েছেন। আপনি কিছু আচারবিধি তৈরি করে দিয়েছেন, যা পালন করতে হবে এবং দেশপ্রেমিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন। উপত্যকার শিরায় আবার জীবনের প্রবাহ শুরু হয়েছে এবং জনগণ প্রথমবারের মতো মিশরীয় শাসক ও বিচারকদের দেখছে। অবনত মস্তক উঁচু হয়েছে এবং একজন মানুষ তার কৃষ্ণ চেহারার কারণে আর যাতনায় ভোগে না ও নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে না। বরং এখন তার চেহারাই তার শক্তির উৎস ও তার জন্য অহংকারের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দেবতা আমুন আপনাকে রক্ষা করুন হে সেকেনেনরার দৌহিত্র।"

রাজা আহমোসি আন্তরিকতার সাথে ও অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তার মাঝে কোনো হতাশা ও পরিশ্রান্ত হওয়ার চিহ্ন নেই। তার লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের জন্য কাজ করা, যাদেরকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা একবারে সর্বনাশ করে দিয়েছে। যারা এতদিন ধরে সম্মান বর্জিত, মর্যাদাহীন অবস্থায় ছিল। ভালোভাবে জীবনযাপন ও জ্ঞান সম্পর্কে যারা ধারণা বর্জিত ছিল।

পরিশ্রম ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজার হৃদয় তাকে তার ব্যক্তিগত উৎকণ্ঠা থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। প্রেম তাকে যাতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং অহংকার তাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। প্রায়ই তিনি তার পা মাটিতে আঘাত করে বলেন, "আমি ফাঁদে পড়েছি। সে হৃদয়হীন এক মহিলা।" তিনি আশা করেছিলেন যে কাজের চাপে তিনি ভুলে যাবেন এবং তার মনে শান্তি ফিরে আসবে, কিন্তু তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে তার চেতনা তাকে নিয়ে যাচ্ছে তার নৌবহরের পিছনের দিকে অবস্থানরত ঢেউ-এর উপর দোল খাওয়া একটি জাহাজে।

www.pathagar.com

চব্বিশ

ঐশ্বর্যময় স্মৃতি বিজড়িত অমর মেম্ফিসের পথে যথেষ্ট এগিয়ে গেছে মিশরীয় বাহিনী এবং নগরীর শ্বেত প্রাচীর দৃষ্টিপথে এসেছে। আহমোসি ধারণা করেছিলেন যে পশুপালকদের বাহিনী তাদের রাজধানী রক্ষায় প্রয়োজনে জীবন দেবে। কিন্তু তার ধারণা ভুল। অগ্রবর্তী বাহিনী বিনা বাধায় নগরীতে প্রবেশ করল। তিনি জানতে পারলেন যে আপোফিস তার বাহিনীকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে চলে গেছেন। আহমোসি উৎসবের সাথে মম্ফিসে প্রবেশ করলেন উত্তর দিক দিয়ে। এমন উৎসব অতীতে কেউ কখনো দেখেনি। লোকজন তাকে উৎসাহের সাথে ও পরম শ্রদ্ধায় অভ্যর্থনা জানাল, তার সামনে আভূমি নত হলো এবং তাকে সম্বোধন করল, "মেরেনপিতাহ-এর সন্তান" বলে। রাজা মেম্ফিসে অবস্থান করলেন কয়েকদিন পর্যন্ত এবং নগরীর বিভিন্ন অংশ, রাজার ও পণ্য প্রস্তুতের এলাকা পরিদর্শন করলেন। তিনটি পিরামিড প্রদক্ষিণ শেষে স্ফিংসের মন্দিরে প্রার্থনা ও অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। মেম্ফিস বিজয়ের আনন্দ ছিল সবকিছুর উপরে। আহমোসি বিস্মিত যে পশুপালকদের সেনাবাহিনী মেম্ফিস প্রতিরক্ষায় ব্যর্থ হলো কেন। সেনাপতি মেহেব তাকে বললেন, "আমাদের রথের সামনে তারা হেইরাকনপলিস ও আফ্রোদিতোপলিসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাতে তারা আর কখনো আমাদেরকে মোকাবেলা করতে সাহসী হবে না।"

রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুর আস্থার সাথে বললেন, "আমাদের কাছে রথবাহী জাহাজ নিয়মিত আসছে এবং দক্ষিণের এলাকাগুলো থেকে আসছে ঘোড়া। আর আপোফিসকে শুধু অ্যাভারিসের প্রাচীর নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হচ্ছে।"

মানচিত্র মেলে ধরে তারা আলোচনায় মগ্ন হলেন যে কী করে অ্যাভারিস দখল করা সম্ভব। সেনাপতি মেহেব বললেন, "সন্দেহ নেই যে শত্রু উত্তর দিক থেকে পুরোপুরি সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং পূর্ব দিকে সমবেত হয়েছে অ্যাভারিসের প্রাচীরের আড়ালে। আমাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে সেদিকেই যাওয়া উচিত।"

কিন্তু রাজা আহমোসি অত্যন্ত সতর্ক। তিনি লেনোপলিস হয়ে পশ্চিম দিকে ছোট একটি বাহিনী পাঠালেন। উত্তর দিকে আথরিবিসের দিকে পাঠালেন আরেকটি দলকে এবং মূল বাহিনী ও নৌবহর নিয়ে স্বয়ং অগ্রসর হলেন পূর্বদিকে ওনের পথে। তাদের দিবস ও রজনী অতিবাহিত হচ্ছিল পথে। কিন্তু উৎসাহ ও আশায় উদ্বেল সেনাবাহিনীর কারো মাঝে কোনো ক্লান্তি নেই। শত্রুর উপর শেষ আঘাত হেনে তারা ছিনিয়ে আনবে চূড়ান্ত বিজয়। তারা দেবতা রা'-এর অমর নগরী ওন-এ প্রবেশ করল। এরপর তারা গেল ফাকুসায় এবং অ্যাভারিসের পথে ফরবাইতাস নামে আরেকটি শহরের দখলও নিয়ে নিল। আপোফিসের তৎপরতার

www.pathagar.com

খবর তাদের কাছে আসছিল এবং তারা জানতে পারল যে পশুপালকদের সেনাবাহিনী অ্যাভারিস পর্যন্ত ছোট ছোট শহর ও জনপদ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে পশ্চাদপসরণের সময় সাথে নিয়ে গেছে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে। এ খবর আহমোসিকে ব্যথিত করল এবং বন্দিদের কাছে চলে গেল তার হৃদয়, যারা পশুপালকদের নিষ্ঠুর থাবার শিকার হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত দিগন্তে দেখা গেল অ্যাভারিসের পর্বত সদৃশ ভয়াবহ প্রাচীর। আহমোসি চিৎকার করে উঠলেন, "এটিই মিশরে পশুপালকদের শেষ দুর্গ !"

হুর তার দুর্বল চোখে প্রাচীর যাচাই করে রাজাকে বললেন, "এর দরজা ভেঙে ফেলুন প্রভু, তাহলেই মিশরের মনোরম মুখ শুধু আপনারই হবে।"

পঁচিশ

নীলের শাখা নদীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত অ্যাভারিস এবং এর প্রাচীর পূর্বদিকে এতটাই বিস্তৃত যে তা আর দৃষ্টিপথে পড়ে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে দুর্গবেষ্টিত সুরক্ষিত নগরী সম্পর্কে জানে এবং নগরবাসীদের কেউ সেখানে বা প্রাচীরে কোনো না কোনো কাজে জড়িত। তারা তাদের শাসককে বলল, "চারটি বৃত্তাকার এবং অতি পুরু প্রাচীর দ্বারা নগরী পরিবেষ্টিত, প্রাচীর ঘিরে আছে গভীর পরিখা, যেখানে নীল নদের পানি প্রবাহিত হয়। নগরীতে রয়েছে বড় বড় মাঠ, যেখানে সমগ্র নগরবাসীর কাজকর্ম সম্পন্ন হয়, যাদের একটি বড় অংশ সৈনিক। শুধুমাত্র মিশরীয় কৃষকদের সেখানে সমবেত হওয়ার অধিকার নেই। নীলের শাখা নদী থেকে নগরীতে পানির সরবরাহ আসে পশ্চিম প্রাচীরের তলদেশ দিয়ে। সেখান থেকে পানির প্রবাহ যায় নগরীর পূর্ব দিকে।

আহমোসি ও তার বাহিনী অবস্থান নিয়েছে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তারা দেখছে সুউচ্চ ভয়ংকর প্রাচীর, যার সামনে সৈন্যদের বামন মানুষ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। সৈন্যরা তাদের তাঁবু সংস্থাপন করল এবং দক্ষিণ প্রাচীর বরাবর অবস্থান নিল। মিশরীয় জাহাজের সারি নদীতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল দুর্গের পশ্চিম প্রাচীরকে সামনে রেখে। তারা তীরের সীমানার বাইরে অবস্থান নিয়েছে যাতে দুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত তীর তাদের ক্ষতি করতে না পারে। আহমোসি দুর্গ সম্পর্কে স্থানীয় কিছু লোকের বিবরণ শুনলেন এবং তিনি দুর্গের চারপাশের ভূমি, বিশেষ করে পশ্চিম দিকের প্রাচীর ও নদী পর্যবেক্ষণ করলেন, গভীর মনোযোগে। তার মন শান্ত হচ্ছিল না। তিনি একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পাঠালেন প্রাচীরের আশপাশের গ্রামগুলোতে এবং সেগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তার দুর্গ অবরোধ সম্পন্ন হলো। কিন্তু তিনি ও তার

www.pathagar.com

সৈন্যরা ভালোভাবে অবহিত যে অবরোধে কোনো লাভ হবে না। কারণ নগরী নিজস্ব সম্পদে সমৃদ্ধ এবং কোনো ফলাফল ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে অবরোধ। আর তিনি ও তার সেনাবাহিনী আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত ভয়াবহতার মধ্যে শুধু হতাশার শিকার হবেন। এ পরিস্থিতিতে একদিন দুর্গ প্রদক্ষিণকালে আহমোসির মাথায় একটি ধারণার উদয় হলো এবং তিনি সেনাপতি ও অন্য পদস্থ অধিকারীদের নিজ তাঁবুতে তলব করলেন আলোচনা করার জন্য। তিনি তাদেরকে বললেন, "আমাকে পরামর্শ দিন। আমার মনে হয়, অবরোধে আমাদের শুধু কালক্ষয় এবং আমাদের শক্তির অপচয় হবে। একইভাবে আমার মনে হয়, দুর্গের উপর হামলা করা অর্থহীন এবং আমাদের জন্য আত্মঘাতী হবে। শত্রু তো এমন অপেক্ষায় রয়েছে যে আমরা হামলা চালাব এবং তারা আমাদের সাহসী বীরদের হত্যা করবে অথবা তাড়া করে পরিখায় ফেলবে। এ অবস্থায় আপনাদের পরামর্শ কী ?"

সেনাপতি দিব মুখ খুললেন, "প্রভু, আমি বলতে চাই যে সেনাবাহিনীর একটি অংশ দুর্গ অবরোধ করে থাকুক এবং আমরা ধরে নেই যে যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। এরপর আপনি উপত্যকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে সংযুক্ত মিশরের ফারাও হিসেবে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।"

হুর এ ধারণায় বাদ সাধলেন এবং বললেন, "আমরা কী করে আপোফিসকে এভাবে নিরাপদে রেখে যেতে পারি, যার সুযোগ নিয়ে সে তার সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেবে এবং রথ তৈরি করবে আমাদের উপর নতুন উদ্যমে হামলা চালানোর জন্য।"

সেনাপতি মেহেব বললেন, "আমরা থেবসের জন্য চড়া মূল্য দিয়েছি এবং প্রকৃতিগতভাবে যুদ্ধ হচ্ছে চেষ্টা ও আত্মত্যাগ। তাহলে আমরা অ্যাভারিসের জন্য কেন মূল্য দেব না এবং থেবসের দুর্গে যেমন হামলা করেছি অ্যাভারিসেও অনুরূপ হামলা করব না ?"

সেনাপতি দিব বললেন, "আমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে পারি না। আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, পানিপূর্ণ পরিখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন চারটি বিশাল প্রাচীরের উপর হামলার অর্থ কোনো লাভ ছাড়া আমাদের সৈন্যদের ধ্বংস সাধন মাত্র।"

রাজা নীরব এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন। এরপর তিনি পশ্চিম প্রাচীরের নিচ দিয়ে প্রবাহিত নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "অ্যাভারিস সুরক্ষিত। এটি দখল করা বা নগরবাসীকে ক্ষুধার্ত রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু নগরীকে তৃষ্ণার্ত করে তোলা সম্ভব।"

সকলে নদীর দিকে তাকাল এবং সকলের চেহারায় বিস্ময়ভাব দেখা গেল। হুর শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, 'প্রভু, কী করে নগরীকে তৃষ্ণার্ত রাখা সম্ভব ?"

www.pathagar.com

আহমোসি শান্তভাবে বললেন, "নীলের পানিকে নগরী থেকে অন্যদিকে প্রবাহিত করে।"

লোকগুলো পুনরায় নদীর দিকে ফিরল। তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে কীভাবে এমন একটি নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা সম্ভব ! হুর প্রশ্ন করলেন, "কী করে এমন বিশাল একটি কাজ হাতে নেয়া সম্ভব ?"

রাজা বললেন, "আমাদের প্রকৌশলী ও শ্রমিকের অভাব নেই।"

"এজন্য কত সময় লাগবে, প্রভু ?"

"এক বছর, অথবা দুই বা তিন বছর। সময় গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার নয়। যেহেতু এটিই একমাত্র উপায়। ফারবাইথোসের উত্তর দিয়ে নীল নদের গতিপথ পরিবর্তন করতে হবে নতুন একটি খাল খননের মাধ্যমে, যেটি পশ্চিম দিকে মেন্ডেসের দিকে যাবে। এর ফলে আপোফিসকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং আমাদের সাথে যুদ্ধ করার মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। অ্যাভারিসে যেসব মিশরীয় রয়েছে তাদেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মধ্যে নিপতিত করার জন্য জনগণ আমাকে মার্জনা করবে বলে আমি আশা করি, ঠিক যেভাবে তারা আমাকে ক্ষমা করেছে থেবসে আমাদের নারী ও শিশুদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়ার জন্য।"

ছাব্বিশ

আহমোসি বিশাল উদ্যোগের জন্য প্রস্তুত। তিনি থেবসের খ্যাতিমান প্রকৌশলীদের তলব করে তার পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন। তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি চিন্তা করলেন এবং রাজাকে জানালেন যে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যদি তিনি তাদেরকে পর্যাপ্ত সময় ও এক হাজার শ্রমিক দেন। তারা তাকে আরো জানালেন যে দুই বছরের কম সময়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তিনি হতাশ হলেন না। তিনি বিভিন্ন নগরীতে বার্তা প্রেরণ করলেন এই মহা উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণের জন্য, যে কাজের উপর নির্ভর করছে দেশের মুক্তি এবং দুশমনের বহিষ্কার। শ্রমিক ও স্বেচ্ছাসেবকদের আগমন শুরু হলো দেশের সকল অঞ্চল থেকে এবং তাদের সংখ্যা পর্যাপ্ত হতেই কাজ শুরু হলো। রাজা স্বয়ং কাজ উদ্বোধন করলেন একটি কোদাল দিয়ে মাটি কেটে। তার পিছনে অসংখ্য বাদামি হাতের তৎপরতা আরম্ভ হয়ে গেল, যারা কোরাস গেয়ে কাজে মেতে উঠল।

রাজা ও সেনাবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কাজ ছিল না। সৈন্যরা প্রতিদিন তাদের সেনাপতিদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণে নিয়োজিত হতো। রাজা তার অবসর যাপন করতেন পূর্বদিকে মরুভূমিতে শিকার অভিযানে বের হয়ে অথবা

www.pathagar.com

খেলাধুলার আয়োজন করে। আবেগের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও এর প্রয়োজন ছিল। প্রতীক্ষার এই সময়ে একজন দূত এল পবিত্র মাতা টেটিশেরির একটি চিঠি নিয়ে। তিনি লিখেছেন,

"প্রভু, আমুন দেবের পুত্র। উজান ও ভাটির মিশরের ফারাও। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন এবং বিজয় দান করুন। ছোট্ট শহর দাবোদ আজ সুখ ও আনন্দের স্বর্গে পরিণত হয়েছে আপনার অপ্রতিরোধ্য বিজয়ের খবর দূতদের দ্বারা আনয়নের ফলে। আমরা দাবোদে গতকালের মতো আজ অপেক্ষা করছি না। কারণ আমাদের আশার নিকটবর্তী হয়েছে আমাদের প্রতীক্ষা। আমরা আজ একথা জেনে কত সুখী যে মিশর দাসত্ব ও অবমাননা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং মিশরের শত্রু ও নিপীড়ক তার দুর্গের প্রাচীরের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়েছে এবং হামলার অপেক্ষা করছে যে হামলায় সে ধ্বংস হয়ে যাবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার জ্ঞান ও ক্ষমাশীলতায় ইচ্ছা করেছেন যে তিনি আপনাকে একটি উপহার দেবেন। আপনি ঈশ্বরের বাণীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরায় এবং শত্রুকে অবদমিত করায় তিনি আপনাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, যে হবে আপনার চোখের আলো ও আপনার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আমি স্বর্গীয় দেবতার নামে তার নাম রেখেছি আমেনহোটেপ এবং তার পূর্বে তার পিতা ও পিতামহ এবং তার পিতার পিতামহকে যেভাবে কোলে নিয়েছি তাকেও সেভাবে আমার দু'হাতে ধারণ করেছি। আমার হৃদয় আমাকে বলছে যে সে হবে উত্তরাধিকারী যুবরাজ, যার সাম্রাজ্য হবে বিশাল ও মহান এবং বহু জাতি, ভাষাভাষী ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত, যা তার পিতা পুনরুদ্ধার করেছেন।"

আহমোসির হৃৎপিণ্ড যে কোনো পিতার মতোই দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল। তার বুকে আবেগের ঝরনা বইতে লাগল। আনন্দিত হয়ে উঠলেন তিনি এবং তার অবদমিত আবেগের যাতনা তিনি বিস্মৃত হলেন। তিনি তার লোকদের কাছে ঘোষণা করলেন যুবরাজ আমেনহোটেপের জন্মের কথা। দিনটি স্মরণীয় দিন বলে বিবেচিত হলো।

সাতাইশ

দিন অতিবাহিত হচ্ছিল অত্যন্ত ধীরে, যদিও সকলে বিশাল উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে ব্যস্ত ছিল। অতি নিবেদিতরা শক্ত হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাজে। কাজের যে বিঘ্ন, কিংবা সময়ের প্রতি কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। কারণ, এ কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়েই তাদের আশার পরিপূরণ নির্ভর করছে। এর ভিতর দিয়ে তাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে। অবরোধ আরোপের বেশ কয়েক মাস পর একদিন প্রহরীরা

www.pathagar.com

প্রাচীরের দিক থেকে একটি রথকে আসতে দেখল। রথের সামনে উড়ছে একটি সাদা পতাকা। প্রহরীরা রথ থামালে দেখা গেল যে রথের আরোহী আপোফিসের তিনজন তত্ত্বাবধায়ক। তারা কোথায় যাচ্ছে জানতে চাওয়া হলে তাদের নেতা বলল যে তারা রাজা আপোফিসের পক্ষ থেকে রাজা আহমোসির কাছে যাচ্ছে। প্রহরীরা অবিলম্বে খবর পাঠাল রাজার কাছে। রাজা তার ঘনিষ্ঠ মহলকে তলব করলেন এবং দূতদের প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আপোফিসের দূতবৃন্দ রাজা আহমোসির তাঁবুকে উপস্থিত হলো বিনয়ের সাথে ও মাথা নিচু করে, তাদের অহংকারের যৎসামান্যই অবশিষ্ট আছে তাদের মধ্যে। দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা আপোফিসের লোক নয়। রাজাকে কুর্নিশ করল তারা এবং তাদের নেতা তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্বোধন করলেন, "হে রাজন, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন।"

আহমোসি উত্তর দিলেন, "আপোফিসের দূতবৃন্দ, আপনাদের রাজা কী চান?"

দূতদের নেতা বললেন, "রাজা, যারা তরবারি ধারণ করে, তারা অভিযাত্রী। আপোফিস বিজয় কামনা করেন, কিন্তু তা মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করতে পারে। আমরা যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত। যুদ্ধ করেই আপনার দেশ আমরা হাসিল করেছিলাম এবং দুশো বছর ধরে সে দেশ শাসন করেছি। এ সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের প্রভু ছিলাম আমরা। কিন্তু অদৃষ্ট এভাবেই লেখা হয়েছে যে আমরা পরাজয় বরণ করব এবং আমাদের দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। রাজা, আমরা দুর্বল নই। আমরা যেভাবে বিজয়ের ফল আহরণ করেছি, একইভাবে পরাজয় মেনে নিতেও সক্ষম।"

আহমোসি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার লোকজন যে খাল খনন করছে আপনারা তার মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে আমাদেরকে তুষ্ট করতে এসেছেন।"

লোকটি তার বিশাল মাথা নাড়ল, "তা নয়, রাজা। আমরা কাউকে তুষ্ট করতে আসিনি, বরং আমরা পরাজয় মেনে নিতে এসেছি। আমার মনিব দুটি প্রস্তাব দিয়ে আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, এর যে কোনোটি আপনি বেছে নিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া এবং এর ফলে আমরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মরার জন্য প্রাচীরের আড়ালে অপেক্ষা করব না, বরং আপনার যেসব লোককে বন্দি করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করব। এ ধরনের তিরিশ সহস্রাধিক লোক রয়েছে। এরপর আমরা আমাদের মহিলা ও শিশুদের নিজ হাতে হত্যা করব এবং আপনার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের তিন লাখ সৈন্য পরিচালনা করব, যাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যারা জীবনকে ঘৃণা করে না এবং প্রতিশোধ স্পৃহা নেই।"

দূত চুপ করল, যেন দম নেয়ার জন্য। এরপর আবার বলতে শুরু করল, "অথবা আপনি রাজকন্যা আমেরিদিসকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন এবং সেই

www.pathagar.com

সাথে আপনার কাছে আমাদের অন্য যারা বন্দি হিসেবে আছে। আমাদের জীবন, সম্পদের নিরাপত্তা দেয়া হলে আমরা আপনার লোকদের ফিরিয়ে দিয়ে আমাদের মুখ ঘুরিয়ে অ্যাভারিস পরিত্যাগ করে যে মরুভূমি থেকে আমরা এসেছিলাম সেই মরুভূমিতে ফিরে যাব আপনার দেশকে আপনার মর্জি অনুসারে চালানোর সুযোগ দিয়ে। এর ফলে দুই শতাব্দী ধরে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলে আসছিল তার অবসান ঘটবে।"

লোকটি নীরব হলে রাজা উপলব্ধি করলেন যে দূত তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু উত্তর প্রস্তুত ছিল না কিংবা উত্তরটা এমন নয় যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেয়া যেতে পারে। অতএব তিনি দূতকে বললেন, "আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া পর্যন্ত কি আপনি অপেক্ষা করবেন না ?"

দূত উত্তর দিলেন, "আপনার যেমন ইচ্ছা, রাজা ! আমার প্রভু আমাকে দিনের শেষ প্রহর পর্যন্ত সময় দিয়েছেন।"

আটাইশ

রাজা আহমোসি তার সেনাপতি ও অন্য অধিকারীদের নিয়ে রাজকীয় জাহাজের প্রকোষ্ঠে বৈঠকে বসলেন এবং সকলের পরামর্শ কামনা করলেন। এ ব্যাপারে আলোচনা দীর্ঘ না করে সকলে সম্মত হলো। হুর বললেন, 'প্রভু, আপনি পশুপালকদের সেনাবাহিনীর সাথে বহু যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন এবং তারা আপনার বিজয় ও নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। এর দ্বারা আমরা অতীতে যে করুণ পরাজয় বরণ করেছিলাম সেই গ্লানি সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছেন। আপনি তাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য হত্যা করে আমাদের লোকক্ষয়ের বদলা নিয়েছেন। অতএব, আমরা যদি আমাদের তিরিশ হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করি এবং দুশমন আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে তাতে যদি আমাদের কোনো চেষ্টা নিয়োগ করতে না হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কেন অহেতুক যুদ্ধে নিয়োজিত হব, বিশেষত আমাদের মাতৃভূমি যখন চিরদিনের মতো মুক্তি লাভ করছে।"

সকলের মুখের উপর দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে আনলেন রাজা আহমোসি এবং ধারণাটি গ্রহণের ব্যাপারে সকলের মাঝে উৎসাহ রয়েছে বলে তার মনে হলো। সেনাপতি দিব বললেন, "আমাদের সৈন্যদের প্রত্যেকে পুরোপুরিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। আপোফিসের জন্য মরুভূমিতে প্রত্যাবর্তন মৃত্যুর চেয়েও বিপর্যয়কর শাস্তি।"

মেহেব বললেন, "আমাদের একমাত্র লক্ষ্য পশুপালকদের শাসন থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে উদ্ধার এবং তাদেরকে এ ভূখণ্ড থেকে বিতাড়ন করা। ঈশ্বর

www.pathagar.com

আমাদেরকে সেই লক্ষ্য অর্জনে সফল করেছেন। অতএব, আমাদের কী প্রয়োজন আমাদের নিজ নিজ বাসস্থান থেকে দূরে কাটানোর সময়কে প্রলম্বিত করা।"

আহমোসি এবানা বললেন, "আমরা রাজকন্যা আমেনরিদিস ও কিছুসংখ্যক আটক পশুপালকের বিনিময়ে তিরিশ হাজার বন্দির মুক্তি নিশ্চিত করব।"

রাজা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনে বললেন, "সবার মতামত গঠনমূলক। যাহোক, আমি মনে করি আপোফিসের দূতদের আরো কিছু সময় অপেক্ষা করা উচিত, যাতে তিনি মনে না করেন যে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে উন্নীত হওয়ার জন্য আমরা তাড়াহুড়া করছি অথবা যুদ্ধে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

তারা জাহাজ পরিত্যাগ করলেন। রাজা আহমোসি একা। তার আনন্দ করার সকল কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি অস্বস্তির মধ্যে এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারছেন না। তার যুদ্ধ বিজয়ের মুকুট ধারণ করেছে, তার পরাক্রমশালী দুশমন তার সাথে হাঁটু গেড়ে বসেছে এবং আগামীকাল আপোফিস তার মালামাল জড়ো করে সেই মরুভূমির উদ্দেশে চলে যাবেন, যেখান থেকে একদিন তার লোকজন মিশরে এসেছিল। অনিবার্য অদৃষ্ট তাকে এ পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য করেছে। তাহলে তিনি কেন উপলক্ষটি উদযাপন করছেন না ? তাছাড়া এমন তো নয় তার আনন্দ করার কারণ পুরোপুরি সফল হয়নি ? চরম মুহূর্তটি উপস্থিত হয়েছে, চিরদিনের জন্য বিদায়ের সেই মুহূর্ত। এমনকি এই মুহূর্তের আগে তিনি বেপরোয়া হয়ে গেছেন। যদিও রাজকন্যা কাছেই, ছোট্ট জাহাজটিতে। থেবসের প্রাসাদে ফিরে গিয়ে আগামীকাল তিনি কী করবেন, যখন রাজকন্যাকে অজানা মরুভূমির হৃদয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ? বিদায়ের আগে তাকে আরেকবার না দেখে তিনি কি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন ? 'না !' তার হৃদয় সাড়া দিল এবং সিদ্ধান্ত ও অহংকারের শিকল ছিন্ন করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের জাহাজ ছেড়ে একটি নৌকায় ওঠে বন্দি রাজকন্যার জাহাজের উদ্দেশে গেলেন। নিজেকে বললেন, "রাজকন্যা যেভাবেই তাকে অভ্যর্থনা জানাক না কেন, আমি তাকে অবশ্যই কিছু বলব।" তিনি রাজকন্যার জাহাজে উঠে তার প্রকোষ্ঠের দিকে এগোলে প্রহরীরা তাকে কুর্নিশ করে দরজা খুলে দিল। স্পন্দিত হৃদয়ে তিনি চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং চারদিকে দেখলেন। রাজকন্যা প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে একটি আসনে বসে আছে। রাজা আবার তার কাছে ফিরে আসবে তা রাজকন্যা দৃশ্যত আশা করেনি। তার চেহারায় বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল।

আহমোসি গভীর দৃষ্টিতে তার পানে তাকালেন, দেখলেন রাজকন্যা পূর্ববৎ সুন্দরী, তার হৃদয়ে রাজকন্যার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম যেদিন খোদাই

www.pathagar.com

হয়েছিল, আজও সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি নিজের ঠোঁট কামড়ে আমেনরিদিসকে বললেন, "সুপ্রভাত, রাজকন্যা।"

আমেনরিদিস তার দিকে তাকাল, তার বিস্ময় তখনো কাটেনি এবং মনে হলো সে জানে না যে কী উত্তর দিতে হবে। রাজা উত্তরের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেন না, শান্ত কণ্ঠে পুনরায় বললেন, "রাজকন্যা, আজ থেকে তুমি মুক্ত।"

তার মুখভাব নির্দেশ করল যে সে কিছু বুঝতে পারেনি। অতএব, রাজা আবার বললেন, "তুমি কি শুনতে পাওনি যে আমি কী বলেছি ? আজ তুমি মুক্ত। তোমার বন্দিত্বের অবসান ঘটেছে রাজকন্যা। এবং স্বাধীনভাবে তোমার চলে যাওয়ার অধিকার আছে।"

তার বিস্ময় বাড়ল এবং আশার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার চেহারায়। অধৈর্যের মতো রাজকন্যা বলল, "তুমি যা বলছ, তা কি সত্য ? তোমার কথা কি সত্য ?"

"আমি যা বলছি তা অবধারিতভাবে সত্য।"

রাজকন্যার মুখ উজ্জ্বল হলো, গালে ফুটে উঠল লাল আভা। হঠাৎ সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং প্রশ্ন করল, "কীভাবে তা হতে পারে ?"

"আহ ! তোমার চোখে আমি আমার অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি এমন আশা করছ না যে তোমার পিতার বিজয়ই তোমার মুক্তির কারণ ? তোমার চেহারা দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তার পরাজয় তোমার মুক্তি নিশ্চিত করেছে, তোমার দাসত্বের অবসান ঘটাচ্ছে।"

রাজকন্যার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তার মুখ দিয়ে কোনো কথা ফুটছে না। রাজা সংক্ষেপে আমেনরিদিসকে তার পিতার প্রস্তাব সম্পর্কে এবং সে প্রস্তাবে তার সম্মতির কথা জানালেন। এরপর তিনি বললেন, "শিগগিরই তোমাকে তোমার পিতার কাছে নেয়া হবে, যেখানে তিনি যাবেন সেখানেই তুমি যেতে পারবে। অতএব, আমাদের জন্য এটি আশীর্বাদধন্য একটি দিন।"

রাজকন্যার মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল, তার বৈশিষ্ট্যগুলো যেন জমাট বেঁধে গেল, চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিল। আহমোসি বললেন, "তুমি কি পরাজয়কে তোমার মুক্তির চেয়ে অধিক বিষাদময় বলে মনে করছ ?"

রাজকন্যা আমেনরিদিস উত্তর দিল, "আমার কারণে তোমার উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ আমরা মর্যাদাবান লোকের মতোই তোমার দেশ ছেড়ে যাব, ঠিক যেভাবে আমরা এখানে বাস করেছি।"

আহমোসি দৃশ্যত একটু অসন্তুষ্টির সাথে বললেন, "আমি তোমার দুর্দশায় উল্লসিত হচ্ছি না, রাজকন্যা। আমরাও একসময় পরাজয়ের তিক্ততার আস্বাদ পেয়েছি এবং দীর্ঘ যুদ্ধ আমাদেরকে তোমাদের সাহস ও বীরত্ব সম্পর্কে জানতে সাহায্য করছে।"

www.pathagar.com

খুশি হয়ে রাজকন্যা বলল, "আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, রাজা।"

প্রথমবারের মতো আহমোসি রাজকন্যার কণ্ঠে ক্রোধ ও অহংকার শূন্য কথা শুনলেন।

বিষণ্ন হেসে বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি যে তুমি আমাকে 'রাজা' বলে সম্বোধন করেছ, রাজকন্যা।"

দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমেনরিদিস উত্তর দিল, "কারণ, তুমি এই উপত্যকার রাজা এবং অন্য কারো সাথে তুমি এই রাজ্যে অংশীদার নও। কিন্তু আজকের দিনের পর আমাকে আর কখনো রাজকন্যা বলা হবে না।"

রাজা ব্যথিত হলেন, কারণ তিনি আশা করেননি যে আমেনরিদিস এমন ভেঙে পড়বে। তিনি ধারণা করেছিলেন পশুপালকদের পরাজয়ের খবরে রাজকন্যা আরো উদ্ধত হয়ে উঠবে। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আহমোসি বললেন, "রাজকন্যা, এ পৃথিবীর অভিজ্ঞতা হচ্ছে আনন্দ ও বেদনার তালিকা। তুমি জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ এর মধুরতা ও তিক্ততায় এবং এরপরও তোমার একটি ভবিষ্যৎ আছে।"

বিস্ময়কর কোমলতায় রাজকন্যা বলল, "বাস্তবিক পক্ষে আমাদের একটি ভবিষ্যৎ আছে। অজ্ঞাত মরুভূমির মরীচিকার পিছনে আমরা সাহসের সাথে আমাদের অদৃষ্টের মোকাবেলা করব।"

নীরবতা নেমে এল। তাদের চোখ মিলিত হলে রাজা তার চোখে পবিত্রতা ও কোমলতা পাঠ করলেন। প্রকোষ্ঠের রমণীকে তিনি স্মরণ করলেন, যে তার জীবন রক্ষা করে তাকে প্রেম ও ভালোবাসার মধু পান করিয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল, যেন তিনি তাকে তখন থেকে প্রথমবারের মতো দেখছেন। প্রচণ্ডভাবে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল। তিনি কাতরভাবে বললেন, "শিগগিরই আমরা বিচ্ছিন্ন হব এবং কোনোকিছুই আর তোমার মনে থাকবে না। কিন্তু আমি সবসময় মনে রাখব যে তুমি আমার প্রতি নির্দয় ও রূঢ় ছিলে।"

রাজকন্যার চোখেও বিষণ্নতার ছায়া এবং ম্লান হেসে সে বলল, "রাজা, তুমি আমাদের ব্যাপারে সামান্যই জানো। আমরা এমন মানুষ, যারা অবনত হয়ে থাকার যাতনার চেয়ে মৃত্যুকে সহজে মেনে নিতে পারে।"

"আমি কখনোই তোমাকে নিচু দেখতে চাইনি। আমি আশার মাঝে মগ্ন ছিলাম, আস্থা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম যে তোমার হৃদয়ে আমার স্থান রয়েছে।"

রাজকন্যা নিচু কণ্ঠে বলল, "আমার পিতার দুশমন ও আমাকে যে বন্দি করেছে তার জন্য যদি আমার হাত প্রসারিত করে দিতাম তাহলে কি আমার জন্য অপমানজনক হতো না ?"

www.pathagar.com

রাজা আহমোসি তিক্ততার সাথে বললেন, "প্রেম এ ধরনের কোনো যুক্তি জানে না।"

নীরবতার কোলে আশ্রয় নিল আমেনরিদিস। পরক্ষণেই, যেন রাজার কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এমনভাবে সে বিড়বিড় করল, "এজন্য আমি শুধু নিজেকেই দোষ দিতে পারি।"

রাজা তার কথা শুনতে পাননি। রাজকন্যা দৃষ্টি দূরে নিয়ে গেল। এরপর হাত বাড়িয়ে বালিশের নিচ থেকে পান্নার হৃৎপিণ্ড শোভিত কণ্ঠহারটি বের করে শান্ত ভাবে গলায় ধারণ করল সমর্পিত ভঙ্গিতে। রাজা স্থিরভাবে দেখছিলেন রাজকন্যার তৎপরতা এবং তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি তার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে দুহাত দিয়ে রাজকন্যার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বুকের সাথে মিশিয়ে ফেললেন। রাজকন্যা কোনো বাধা দিল না, করুণ কণ্ঠে শুধু বলল, "সতর্কতা অবলম্বন করো। এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।"

রাজকন্যাকে বেষ্টন করা রাজার হাতের চাপ আরো বৃদ্ধি পেল এবং কম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমেনরিদিস, তুমি কেমন করে একথা বলছ ? যে সুখ আবির্ভূত হওয়ার লগ্নেই হারিয়ে যাচ্ছে, তার মাঝে আমি কী করে সুখ আবিষ্কার করব ? না, আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

আমেনরিদিস তার পানে তাকাল সহানুভূতির দৃষ্টিতে এবং প্রশ্ন করল, "তুমি কী করবে ?"

"তোমাকে আমার পাশে রাখব।"

"তুমি কি জানো না যে তোমার সাথে আমার অবস্থানের অর্থ কী দাঁড়াবে ? তুমি কি তোমার তিরিশ হাজার মানুষ এবং আরো অনেক সৈন্যক্ষয় করবে আমার জন্য ?"

রাজা ভ্রুকুটি করলেন, তার চোখে অন্ধকার ছেয়ে গেল এবং তিনি বিড়বিড় করলেন, যেন নিজের সাথে কথা বলছেন, "আমার পিতা ও পিতামহ আমার জনগণের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আমি তাদেরকে আমার জীবন দিয়েছি। আমার হৃদয়ের সুখে কি তারা ঈর্ষান্বিত হবে ?"

রাজকন্যা বিষাদে মাথা নাড়াল এবং কোমলভাবে বলল, "আমার কথা শোন, ইসফিনিস— আমাকে তোমার ওই প্রিয় নামে ডাকতে দাও। কারণ, জীবনে এ নামটিকেই আমি ভালোবেসেছি। কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমরা বিচ্ছিন্ন হব। তুমি কিছুতেই তিরিশ হাজার মানুষের জীবন উৎসর্গ করতে পারো না, যাদেরকে তুমি ভালোবাসো। আর আমিও আমার পিতা ও আমার লোকদের ধ্বংসে সম্মত হতে পারি না। অতএব, আমরা যার যার যাতনার অংশ ভোগ করব।"

www.pathagar.com

আহমোসি তার দিকে বিভ্রান্তের মতো তাকালেন, যেন তিনি তার প্রেমের বিচ্ছেদ ও যাতনা সহ্য করতে পারছেন না। আশান্বিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "আমেনরিদিস, হতাশ হয়ো না এবং বিচ্ছেদের ভাবনা পরিত্যাগ করো। তোমার জিহ্বায় খুব সহজে বিচ্ছেদের উক্তি উচ্চারিত হতে শুনে আমার রক্তে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। আমেনরিদিস, আমাকে প্রতিটি দরজায় করাঘাত করতে দাও, এমনকি তোমার পিতার দরজায়ও। আমি কেন তার কাছে তোমার হাত প্রার্থনা করব না ?"

রাজকন্যা ম্লান হেসে আহমোসির হাত ধরে বলল, "হায় ইসফিনিস ! তুমি জানো না যে তুমি কী বলছ। তুমি কি ভাবছ যে আমার পিতা একজন বিজয়ী রাজার সাথে তার কন্যার বিয়েতে সম্মত হবেন যিনি তাকে পরাজিত করে যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশ থেকে তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন এবং যিনি তার সিংহাসনে বসেছেন ? আমার পিতাকে আমি তোমার চেয়ে ভালোভাবে জানি। অতএব, কোনো আশা নেই। একমাত্র পথ ধৈর্য ধারণ।"

তিনি রাজকন্যার কথা শুনলেন বিক্ষিপ্তভাবে। নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "যে এখন নিচু কণ্ঠে, ভাঙা গলায় কথা বলছে, সে কি আসলেই রাজকন্যা আমেনরিদিস, যার জন্যে তিনি তার অহংকার, ভর্ৎসনা সত্ত্বেও পৃথিবীকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান করেছেন।" সবকিছু তার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে এবং বমনযোগ্য লাগছে তার কাছে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন, "আমার অতি অধস্তন সৈনিকও তার প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রশ্নে ব্যথিত হবে।"

"তুমি রাজা এবং অন্যদের চেয়ে রাজার সুখ অধিক এবং কর্তব্য ভারি— বিরাটাকৃতির বৃক্ষের মতো, যেটি তার নিচের ছোট গাছপালার চেয়ে অনেক বেশি সূর্য রশ্মি ও বাতাস লাভ করে এবং ঝড় তুফানের প্রচণ্ডতাও তাকেই অধিক মোকাবেলা করতে হয়।"

আহমোসি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, "হায়, আমি কেমন বিপর্যস্ত। তোমাকে আমার জাহাজে প্রথম দেখেই আমি ভালোবেসেছি।"

রাজকন্যা চোখ নামিয়ে নিয়ে সহজভাবে সততার সাথে বলল, "সেই একই দিনে আমার হৃদয়েও প্রেম করাঘাত করেছে, কিন্তু আমি তা জেনেছি আরো পরে। সেনাপতি রুখ যে রাতে তোমাকে তার সাথে যুদ্ধে বাধ্য করেছিল তখন আমার অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে এবং তোমার জন্য আমার উদ্বেগ আমার দুর্বলতাকে প্রদর্শন করেছে। সারারাত আমি দ্বিধা ও ঝড়ের মাঝে কাটিয়েছি, আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমার নবজাত ভালোবাসা নিয়ে কী করব। কয়েকদিন পর আমার ভালোবাসা এত প্রবল হয়ে উঠে যে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।"

"এই প্রকোষ্ঠে। তাই নয় কি ?"

"জি হ্যাঁ।'

"হে ঈশ্বর ! তোমাকে ছাড়া কীভাবে আমি জীবন কাটাব ?"

www.pathagar.com

"ইসফিনিস, তোমাকে ছাড়া আমার জীবনও অসাড় হয়ে যাবে।"

রাজা তাকে বুকে চেপে ধরে তার গালে গাল মিশিয়ে রাখলেন, যেন তাদের স্পর্শই তাদেরকে বিচ্ছেদ থেকে রক্ষা করবে। আহমোসি সহ্য করতে পারছেন না যে তিনি তার ভালোবাসাকে সদ্য আবিষ্কার করেছেন এবং আবিষ্কারের মুহূর্তেই সেই ভালোবাসাকে বিদায় জানাতে হচ্ছে। এর সমাধান পাওয়ার জন্য তার ভাবনা চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু দেখল সকল দিকেই পথ অবরুদ্ধ হতাশা ও বেদনা দ্বারা। শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনা লাভের একটিই উপায় ছিল রাজকন্যাকে আরো দৃঢ়তার বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। একসময় উভয়েই উপলব্ধি করলেন যে সময় এসেছে বিচ্ছিন্ন হওয়ার। কিন্তু কেউ নড়লেন না এবং দু'জনে এক হয়ে রইলেন।

উনত্রিশ

রাজকন্যা আমেনরিদিসের জাহাজ ত্যাগ করলেন রাজা আহমোসি। তার পা যেন তাকে বহন করতে পারছে না। তিনি তার হাতে ধরা কোনোকিছুর দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলছিলেন, "আমার কাছে রেখে যাওয়ার জন্য আমার ভালোবাসার পাত্রীর এই নিদর্শন রইল। এটি সেই কণ্ঠহার। রাজকন্যা কণ্ঠহারের হৃৎপিণ্ড সদৃশ পান্নার লকেটটি রেখে এটি তাকে স্মারক হিসেবে দিয়েছেন। রাজা তার রথে আরোহণ করে সেনা শিবিরের উদ্দেশে চললেন, যেখানে রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরসহ অন্য পদস্থ লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হুর উৎকণ্ঠিতভাবে রাজাকে দেখলেন। আহমোসি তার তাঁবুতে গিয়ে আপোফিসের দূতদের তলব করলেন। তারা উপস্থিত হলে তিনি বললেন, "দূতবৃন্দ, আমরা আপনাদের প্রস্তাব সতর্কতার সাথে যাচাই করেছি। যেহেতু, আমার লক্ষ্য আমার দেশকে আপনাদের শাসন থেকে মুক্ত করা এবং আপনারা তা মেনে নিয়েছেন, সেজন্য আমি শান্তির সমাধান গ্রহণ করেছি, যাতে আর কোনো রক্তপাত না হয়। আমরা অবিলম্বে বন্দি বিনিময় শুরু করব, কিন্তু আপনাদের শেষ লোকটির অ্যাভারিস ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি খালের খনন কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেব না। এভাবে আমাদের দেশের ইতিহাসের এই কালো পৃষ্ঠা উল্টে যাবে।"

দূতদের নেতা মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, "আপনার সিদ্ধান্ত বিজ্ঞোচিত। কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়া যুদ্ধ মানুষ হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়া কিছু নয়।"

আহমোসি বললেন, "এখন আপনারা বন্দি বিনিময় ও নগরী খালি করে দেয়ার বিস্তারিত আলোচনা করুন আমাদের প্রতিনিধিদের সাথে।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্যেরাও উঠে তাকে কুর্নিশ করল শ্রদ্ধার সাথে। তিনি তাদের উদ্দেশে হাত তুলে বিদায় নিলেন।

www.pathagar.com

ত্রিশ

সেদিনই সন্ধ্যায় বন্দি বিনিময় সম্পন্ন হলো। অ্যাভারিসের একটি ফটক খুলে দেয়া হলে বন্দি মিশরীয় নারী পুরুষ দলে দলে বের হয়ে এল নগরী থেকে। তারা হাত তুলে উচ্ছ্বসিতভাবে চিৎকার করে রাজা আহমোসির জয়গান গাইছিল। রাজকন্যা আমেনরিদিসের নেতৃত্বে পশুপালকদের পক্ষের বন্দিরা ফটক দিয়ে প্রবেশ করল অ্যাভারিসে। তাদের মাঝে বিরাজ করছিল নীরবতা এবং চোখেমুখে পরাজয়ের গ্লানির ছাপ।

পরদিন সকালে আহমোসি ও তার সঙ্গীরা নিকটস্থ পাহাড়ে উঠে অ্যাভারিসের পূর্ব দিকের ফটক পানে তাকালেন। সেখান থেকে তারা শেষ মিশরীয় নগরী থেকে পশুপালকদের বিদায় প্রত্যক্ষ করবেন। তার সঙ্গীরা আনন্দ চেপে রাখতে পারছেন না। তাদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেনাপতি মেহেব বললেন, "শিগগিরই আপোফিসের তত্ত্বাবধায়কেরা এসে মহামান্য রাজার কাছে অ্যাভারিসের চাবি অর্পণ করবেন, ঠিক এগারো বছর আগে যেভাবে থেবসের চাবি আপোফিসের কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল।

সেনাপতি মেহেব যে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন তাই সত্য প্রমাণিত হলো। আপোফিসের প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়কেরা এসে রাজা আহমোসির হাতে একটি মেহগিনির বাক্স অর্পণ করলেন, যাতে ছিল অ্যাভারিসের চাবি। রাজা বাক্সটি গ্রহণ করে হুরের হাতে দিলেন এবং আপোফিসের লোকদের উদ্দেশে হাত উঁচু করলেন। তারা যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি নীরবে বিদায় নিল।

নগরীর পূর্বদিকে ফটকগুলো উন্মুক্ত হলো, ফটক খোলার শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো উপত্যকার চারদিকে, আর পাহাড়ের উপর থেকে পর্যবেক্ষকেরা তা দেখছিলেন নীরবে। নগরী পরিত্যাগকারী প্রথম দলটি ছিল রথ বাহিনী, যাদেরকে আপোফিস অগ্রবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব পালনের জন্য দিয়েছেন, যাতে অজানা পথ সম্পর্কে তারা ভালোভাবে খবর নিতে পারে। তাদের পরই মহিলা ও শিশুরা রয়েছে খচ্চর ও গাধার পিঠে এবং অনেকে পালকিতে। দীর্ঘ সময় লাগল তাদের নগরী খালি করতে। এরপর দেখা গেল অশ্বচালিত বাহন, যেগুলো ঘিরে রেখেছে প্রহরীরা এবং সেগুলো অনুসরণ করছে গরুর গাড়ি। পর্যবেক্ষকরা আন্দাজ করলেন যে এই বাহনগুলোতে আছেন আপোফিস ও তার পরিবারের সদস্যরা। আহমোসির হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল যখন তিনি রাজ পরিবারের বিদায় দেখছিলেন। তপ্ত অশ্রু ঠেকালেন তিনি। নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি, কোথায় থাকতে পারে রাজকন্যা। সেও কি তার মতোই তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব ? তিনি এ মুহূর্তে তাকে যেভাবে ভাবছেন, রাজকন্যাও কি অনুরূপ তার কথা ভাবছে ?

www.pathagar.com

তার মতোই কি রাজকন্যা অশ্রু চেপে রাখছে ? তিনি তার দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলেন অশ্বচালিত বাহনগুলোকে। অন্যান্য ফটক দিয়ে যে সৈন্যরা বের হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। অজানা গন্তব্যের পথে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি অনিমেষ তাকিয়ে রইলেন দিগন্তে।

হুরের কথায় যেন চমকে জেগে উঠলেন আহমোসি। তিনি বলছিলেন, "এই অমর মুহূর্তে আমার মহান শাসক সেকেনেনরা ও আমাদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত বীর কামোসির আত্মা সুখী এবং থেবসের সংগ্রাম, যেখানে কোনো হতাশা ছিল না, সে সংগ্রাম বিজয় লাভ করেছে।"

মুক্তিকামী মিশরীয় বাহিনী প্রবেশ করল দুর্ভেদ্য নগরী অ্যাভারিসে এবং উপযুক্ত স্থানে অবস্থান নিল। পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকল তারা। আহমোসির রথ বাহিনীকে নিয়ে অ্যাভারিসের পূর্বদিকে টানিস ও ডিফনায় প্রবেশ করলেন। সেখানে গুপ্তচরেরা তাকে অভিনন্দন জানিয়ে খবর দিল যে মিশর থেকে পশুপালকদের সর্বশেষ লোকটিও বিদায় নিয়েছে। অ্যাভারিসে ফিরে রাজা আদেশ দিলেন আমুন দেবতার উদ্দেশে সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠান আয়োজনের। সকলে সমবেত হলো, রাজা, সেনাপতি ও পদস্থ অধিকারীরা সম্মুখভাবে স্থান নিলেন। তারা হাঁটু গেড়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রভুর প্রার্থনা করলেন। আহমোসি তার প্রার্থনা শেষ করলেন এই কথাগুলো বলে, "হে দেবতা, আমি আপনার প্রশংসা করি ও ধন্যবাদ জানাই আমাকে রক্ষা করার জন্য এবং যে লক্ষ্য অর্জন করতে আমার পিতা ও পিতামহ আত্মদান করেছেন সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাকে সাহায্য করার জন্য। হে দেবতা, আমাকে সঠিক কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করুন এবং সিদ্ধান্তে অটল থাকার জন্য আমাকে সাহায্য করুন। আমি যাতে আমার লোকদের ক্ষত সারাতে পারি তাদেরকে যাতে প্রভুর উত্তম ভৃত্যে পরিণত করতে পারি, সেজন্য আমাকে শক্তি দান করুন, প্রভু।"

আহমোসি অতঃপর তার সেনাপতি ও অন্য পদস্থ ব্যক্তিদের তলব করে বললেন, "আজ যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং এখন আমাদের তরবারি খাপে ভরতে হবে। কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয়নি। আমি যখন বলি যে শান্তির জন্য আমাদের সতর্কতা বেশি প্রয়োজন এবং যুদ্ধের চেয়ে অধিক প্রয়োজন হচ্ছে প্রস্তুত থাকা। সেজন্য আমাকে আপনাদের হৃদয় দিন, যাতে আমরা মিশরকে নতুন করে গড়তে পারি।"

তিনি সকলের মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে আবার বললেন, "আমি আমার স্থানীয় সহযোগীদের নির্বাচন করার মাধ্যমে শান্তির জন্য আমার সংগ্রাম শুরু করতে চাই। সে জন্য আমি রাজ তত্ত্বাবধায়ক হুরকে আমার মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করছি।"

www.pathagar.com

হুর উঠে দাঁড়ালেন এবং রাজার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন ও তার হস্ত চুম্বন করলেন। রাজা তাকে বললেন, "আমার বিশ্বাস আমার প্রাসাদে হুরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন সেনেব। আর দিব হবেন রাজকীয় প্রহরী দলের প্রধান।"

রাজা তাকালেন মেহেবের দিকে এবং বললেন, "আপনি হবেন আমার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।"

এরপর রাজা ফিরলেন আহমোসি এবানার দিকে এবং ঘোষণা করলেন, "তুমি হবে মিশরীয় নৌবহরের প্রধান এবং তোমার সাহসী পিতা পেপির ভূসম্পত্তির মালিকানা তোমার উপর ন্যস্ত করা হচ্ছে।"

এ ঘোষণাগুলোর পর রাজা আহমোসি সকলের উদ্দেশে বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য এখন আমাদের সাম্রাজ্যের রাজধানী থেবসে ফিরে যান।" হুর একটু উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, "ফারাও কি তার সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে দিয়ে থেবসে প্রত্যাবর্তন করবেন না ?"

"না," তিনি ওঠার প্রস্তুতি নিয়ে বললেন। "আমার জাহাজ আমাকে দাবোদে নিয়ে যাবে, যাতে আমি আমার পরিবারের সাথে বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারি। সেখান থেকে আমি তাদের সাথে থেবসে ফিরে আসব, ঠিক যেভাবে আমরা একত্রে থেবস পরিত্যাগ করেছিলাম।"

একত্রিশ

রাজকীয় জাহাজ পাল তুলল, যেটির প্রহরায় ছিল আরো তিনটি যুদ্ধ জাহাজ। আহমোসি পাটাতনে তার আসনে বসে দূর দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছেন। তার চোখেমুখে বিষাদ ও বেদনার ছাপ স্পষ্ট। কয়েকদিন পর বিক্ষিপ্ত কিছু কুঁড়েঘরসহ ছোট্ট শহর দাবোদ দৃষ্টিপথে এল এবং দিবাবসানের মুহূর্তে জাহাজ তীরে নোঙর করল। রাজা ও তার প্রহরীরা মনোরম পোশাকে সজ্জিত হয়ে জাহাজ থেকে তীরে অবতরণ করলে সকলের দৃষ্টি পড়ল তাদের উপর এবং শিগগিরই একদল নুবিয়ান জড়ো হলো। নুবিয়ানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাজা এগিয়ে গেলেন দাবোদের শাসনকর্তা রাউমের প্রাসাদের উদ্দেশে। শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে ফারাও-এর একজন দূত সেকেনেনরার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। শাসক রাউমের কাছেও অবিলম্বে খবর পৌঁছল। রাজা প্রাসাদের সামনে উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন রাউম ও রাজপরিবার প্রাসাদ চত্বরে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি নিকটবর্তী হলে বিস্ময় ও আনন্দ তাদের সকলের জিহ্বা স্তব্ধ করে দিল। রাউম হাঁটু গেড়ে বসলেন আহমোসির সামনে এবং সকলে আনন্দে চিৎকার করে

www.pathagar.com

উঠল। তরুণী রানি নেফেরতারি প্রথমে ছুটে গেলেন তার দিকে এবং জড়িয়ে ধরে তার গাল ও ভুরুতে চুম্বন দিলেন। এরপর রাজার দৃষ্টি পড়ল তার মা রানি সেটকিমুসের উপর এবং এগিয়ে গিয়ে তিনি মাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং মায়ের চুম্বন লাভের জন্য গাল বাড়িয়ে দিলেন। তার দাদি রানি আহোটেপের পালা এল এবং রাজা তার কাছে গিয়ে তার হাত ও কপাল চুম্বন করলেন। সবশেষে তিনি গেলেন সেরা মানুষ, রানিমাতা টেটিশেরির কাছে, যার মাথার সব চুল সাদা এবং গালের ত্বকে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। আহমোসির হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল, তিনি রানিমাতাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললেন, "মা এবং সকলের মা।"

রানিমাতা তার হালকা ঠোঁটে আহমোসিকে চুমু দিয়ে তার পানে তাকিয়ে বললেন, "আমাকে সেকেনেনরার জীবন্ত প্রতিমূর্তি দেখতে দাও।"

আহমোসি বললেন, "রানিমাতা, বিরাট বিজয়ের খবর আপনার কাছে আনার জন্য আমি নিজেকেই দূত হিসেবে নির্বাচন করেছি। আপনি আমার কাছ থেকে খবর নিন যে, আমাদের মহান সেনাবাহিনী বিজয় লাভ করেছে এবং আপোফিসকে পরাস্ত করেছে। তাদেরকে সেই মরুভূমিতে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে, যেখান থেকে তারা এসেছিল এবং দাসত্ব থেকে সমগ্র মিশরকে মুক্ত করেছে। দেবতা আমুনের প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং এখন নিঃসন্দেহে সেকেননরা ও কামোসির আত্মা শান্তি লাভ করবে।"

টেটিশেরির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার ক্লান্ত চোখে আলো ফুটল। উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি বললেন, "আজ আমাদের বন্দিত্বের অবসান ঘটেছে এবং আমরা এখন থেবসে প্রত্যার্বতন করব। ঐশ্বর্যে পূর্ণ সার্বভৌম নগরীকে যেভাবে রেখে এসেছিলাম, আমি সে নগরীকে তেমনই দেখতে পাব। সেকেননরার সিংহাসনে আসীন দেখব আমার দৌহিত্রকে, আমেনহোটেপের সমৃদ্ধ জীবন পুনরায় বইতে থাকবে, যাতে বাধা পড়েছিল।

রানির সহায়তাকারী রমণী রে উপস্থিত হলো নবজাত যুবরাজকে কোলে নিয়ে এবং রাজার সামনে অবনত হয়ে যুবরাজকে এগিয়ে দিল, "প্রভু, আপনার শিশুপুত্র যুবরাজ আমেনহোটেপকে চুম্বন করুন।"

শিশুটিকে তিনি কোমল চোখে দেখলেন। আবেগে পরিপূর্ণ হলো তার হৃদয়। ছোট্ট শিশুকে দু'হাতে তুলে মুখের কাছে নিয়ে চুম্বন করলেন। আমেনহোটেপ পিতার দিকে তাকিয়ে হাসল এবং তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

রাজ পরিবার প্রাসাদে প্রবেশ করল এবং সন্ধ্যা অতিবাহিত করল অতীতের দিনগুলোকে স্মরণ করে।

www.pathagar.com

বত্রিশ

সৈনিকেরা পরিবারের মালামাল তুলল রাজকীয় জাহাজে এবং সকল সদস্য জাহাকে উঠল। রাজা আহমোসি দাবোদের শাসনকর্তা রাউম, সেখানকার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও দাবোদবাসীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। জাহাজ যাত্রা শুরু করার আগে তিনি রাউমকে ডেকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "সুযোগ্য শাসক রাউম, আমি নুবিয়া ও নুবিয়ার জনগণকে আপনার দায়িত্বে ন্যস্ত করছি। নুবিয়া ছিল আমাদের আশ্রয়, যখন আমাদের যাওয়ার মতো আর কোনো স্থান ছিল না, যখন আমাদের কোনো দেশ ছিল না। যখন আমাদেরকে সমর্থন করার মতো লোক ছিল সামান্য তখন নুবিয়া আমাদের সাহায্য করেছে, আমাদের অস্ত্র দিয়েছে এবং যখন যুদ্ধের ডাক এসেছে তখন জনবল সরবরাহ করেছে। তারা কী করেছে তা কখনো ভুলে যাব না এবং আমাদের যা প্রয়োজন দক্ষিণ মিশরের অনুরূপ প্রয়োজন পূরণ করতে অস্বীকার করব না।"

অতঃপর প্রহরী জাহাজগুলোর সামনে স্থান নিয়ে আহমোসির জাহাজ যাত্রা শুরু করল। জাহাজের প্রতিটি লোকের হৃদয়ে মিশরের মাটিতে পা রাখার ও মিশরের জনগণের সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সংক্ষিপ্ত সফরের পর জাহাজগুলো মিশরের সীমান্তে উপনীত হলে সেখানে অপেক্ষা করছিল অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা। দক্ষিণের লোকজন শাসনকর্তা শাউ-এর জাহাজে এবং অনেক নৌকায় এসে রাজ পরিবারকে বরণ করে নিল উচ্ছ্বসিতভাবে, নেচে, গেয়ে। বিগা, বিলাক ও সায়িনের পুরোহিতদের নিয়ে শাউ আরোহণ করলেন রাজার জাহাজে। তাদের সাথে গ্রামের প্রধান ও বিশিষ্টজনেরাও ছিল। তারা সকলে রাজার সামনে অবনত হলো এবং রাজার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনল। এরপর জাহাজ উত্তরের দিকে যাত্রা করল। নদী তীর থেকে জনতা হাত নেড়ে, বিজয় ধ্বনি তুলে রাজাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। প্রতিটি নগরী থেকে শাসনকর্তা, বিচারক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা জাহাজে উঠে তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল রাজাকে। এভাবে নদীপথ পাড়ি দিতে দিতে এক ভোরে দূর দিগন্তে ভেসে উঠল থেবসের সুউচ্চ প্রাচীর, বিশাল ফটক, অপূর্ব রাজকীয়তা। রাজপরিবারের সদস্যরা তাদের প্রকোষ্ঠ ছেড়ে জাহাজের সামনের অংশে ভিড় করল। আবেগের দৃষ্টিতে তারা তাকাল দিগন্তে। তারা বিড়বিড় করছিল, "থেবস ! থেবস !" রানি আহোটেপ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "প্রিয় ঈশ্বর ! আমি কল্পনা করতে পারিনি যে আমার চোখ আবার থেবসের প্রাচীর দেখতে পাবে।"

থেবসের দক্ষিণ অংশের দিকে অগ্রসর হলো জাহাজ। তীরে অপেক্ষা করছিল সৈনিক ও নগরীর গণ্যমান্য লোকজন। আহমোসি উপলব্ধি করলেন যে থেবস তার মুক্তিদাতাকে প্রথম শুভেচ্ছা জানাতে প্রস্তুতি নিয়েছে। পরিবারের সদস্যদের

www.pathagar.com

নিয়ে তিনি তার প্রকোষ্ঠে এসে আসন গ্রহণ করলেন। তীরে সৈনিকরা রাজকীয় জাহাজকে সামরিক অভিবাদন জানাল এবং নগরীর গুরুত্বপূর্ণ লোকজন জাহাজে উঠে এলেন, যাদের অগ্রভাগে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হুর, সেনাপতি মেহেব ও আহমোসি এবানা, প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক সেনেব ও থেবসের শাসনকর্তা টুটি আমুন। এরপর এলেন বয়োবৃদ্ধ পুরোহিত, যার মাথায় ধবধবে চুল এবং লাঠিতে ভর দিয়ে এসেছেন তিনি। সকলে তার সামনে অবনত হলেন। হুর বললেন, "প্রভু, মিশরের ত্রাণকর্তা, থেবসের মুক্তিদাতা, পশুপালকদের ধ্বংসকারী, মিশরের ফারাও, দক্ষিণ ও উত্তরের প্রভু ; থেবসের সকল বাসিন্দা ধৈর্যহারা হয়ে সেকেননরার দৌহিত্র ও কামোসির পুত্র ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাগত জানাতে তারা আপনাকে ও আপনার ঐশ্বর্যমণ্ডিত পরিবারকে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানাতে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে।"

আহমোসি হেসে বললেন, "ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন এবং সকল অনুগত লোকদের ও থেবসবাসীকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, যা আমার জীবনের শেষ পর্যন্ত জানাব।"

শ্রদ্ধাভাজন পুরোহিতকে দেখিয়ে হুর বললেন, "প্রভু, আপনার সামনে আমুন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহামান্য নোফের আমুনকে পেশ করার অনুমতি দিন।"

আহমোসি প্রধান পুরোহিতের পানে আগ্রহের সাথে তাকালেন এবং তার দিকে হাত বাড়িয়ে হেসে অত্যন্ত কোমলভাবে বললেন, "প্রধান পুরোহিত, আমি আপনাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত।"

নোফের আমুন মিশরাধিপতির হস্তচুম্বন করে বললেন, "প্রভু, মিশরের মহান ফারাও, আমুনের সন্তান, মিশরে নতুন জীবন সঞ্চারকারী এবং মহান শাসকদের পথ জাগ্রতকারী, আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম যে মিশরে অভিশপ্ত পশুপালকদের একজন সদস্যের অস্তিত্বও যদি থাকে, তাহলে আমি আমার কক্ষ পরিত্যাগ করব না। কারণ এই পশুপালকরা থেবসকে অবমাননা করেছে এবং এর মহান প্রভুকে হত্যা করেছে। আমি নিজের প্রতি অবহেলা করেছি, আমার মাথা ও দেহের কেশরাশি দীর্ঘ হয়েছে এবং পৃথিবীর প্রতি উদাসীন হয়ে আমি শুধুমাত্র আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য এক মুঠি খাদ্য গ্রহণ ও সামান্য পানি পান করেছি, যাতে আমি নোংরা স্থানে বসবাসকারী ক্ষুধা পীড়িত আমার লোকদের দুর্ভাগ্যে অংশীদার হতে পারি। এভাবেই আমি যাপন করেছি যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বর তার পুত্র আহমোসিকে মিশরে প্রেরণ করেছেন। আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত কার্যকরভাবে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের দেশ থেকে বিতাড়ন করেছেন। অতঃপর আমি নিজেকে ক্ষমা করে নির্জনবাস থেকে মুক্তি দিয়ে বের হয়ে এসেছি। যাতে আমি মহান রাজাকে স্বাগত জানাতে পারি ও তার জন্য প্রার্থনা করতে পারি।"

www.pathagar.com

রাজা তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। প্রধান পুরোহিত রাজার অনুমতি চাইলেন তার পরিবারের অন্যান্যের সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং রাজা অনুমতি দিলে পুরোহিত রানিমাতা টেটিশেরির কাছে গিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন। এরপর ফিরলেন রানি আহোটেপের দিকে, যার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন রাজা সেকেনেনরার শাসনের সময়ে। তিনি সেটকিমুস ও নেফেরতারিকে চুম্বন করলেন। প্রধানমন্ত্রী হুর বললেন, "প্রভু, থেবস তার মনিবের জন্য প্রতীক্ষা করছে, রাস্তার দু'পাশে সৈন্যরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রধান পুরোহিতের একটি অনুরোধ আছে।"

"আমাদের প্রধান পুরোহিতের সেই অনুরোধটি কী ?" রাজা জানতে চাইলেন।

নোফের আমুন শ্রদ্ধার সাথে নিবেদন করলেন, "রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করার পূর্বে প্রভুকে আমুন দেবতার মন্দিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।"

আহমোসি পূর্ববৎ হেসে বললেন, "পূরণ করার জন্য যথার্থই শুভ অনুরোধ।"

তেত্রিশ

আহমোসি জাহাজ থেকে অবতরণ করলেন। তাকে অনুসরণ করল রাজ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যেসব সৈনিক ও কর্মকর্তা প্রথম দিন থেকে তার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তারা নদী তীরে তাকে শুভেচ্ছা জানাল। রাজা সুন্দর একটি পালকিতে উঠলেন, রানিরা তাদের জন্য নির্ধারিত পালকিতে উঠলে বেহারারা সেগুলো কাঁধে তুলে নিল। তাদের সামনে যাচ্ছিল অশ্বারোহী রাজ প্রহরীরা। পিছনে রথে আরোহণ করে আসছিলেন অবশিষ্ট রাজ অধিকারীরা। সব শেষে আরেক দল প্রহরী। রাজকীয় শোভাযাত্রা থেবসের দক্ষিণ প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলের ফটক অভিমুখে চলল। পুরো পথ পতাকা ও ফুল দিয়ে সজ্জিত। দু'পাশে সুসজ্জিত সৈন্যরা দণ্ডায়মান।

রাজ পালকি ফটক পেরিয়ে চকচকে বর্শাধারী সৈনিকদের সারির মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। প্রাচীরের উপর দাঁড়ানো রক্ষীরা বিউগলে সুর তুলতেই ফুল ও মিষ্টিগন্ধী পাতার বর্ষণ হতে লাগল রাজা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্যের উপর। আহমোসি তার চারপাশে দৃষ্টি ফেলছিলেন এবং একটি দৃশ্য তাকে বিস্মিত করল, তিনি দেখলেন, যারা রাস্তা, প্রাচীর ও বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আছে তারা প্রত্যেকে অত্যন্ত নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও পরম আগ্রহের সাথে তাকে বরণ করে নিচ্ছে। তারা যে ধ্বনি তুলছে তা বেরিয়ে আসছে তাদের হৃদয় থেকে। রানিমাতা টেটিশেরিকে দেখে জনতা আরো উচ্ছ্বসিত। আমুন দেবতার মন্দিরে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল।

www.pathagar.com

মন্দিরের ফটকে রাজাকে অভ্যর্থনা জানালেন পুরোহিতরা, যারা তার দীর্ঘ জীবন কামনা করে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মন্দিরের স্তম্ভশোভিত মিলনায়তনে। সেখানে অর্ঘ্য নিবেদন করা হলো। পুরোহিতরা দেবতার উদ্দেশে কোরাস গাইলেন, যা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুরণিত হলো। অতঃপর প্রধান পুরোহিত রাজাকে বললেন, "আমাকে পবিত্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশের অনুমতি দিন, যাতে আমি আপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অতি মূল্যবান কিছু জিনিস আপনার কাছে হস্তান্তরের জন্য প্রস্তুত করতে পারি।'

আহমোসি তাকে অনুমতি দিলে তিনি অন্য পুরোহিতদের সাথে নিয়ে পবিত্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বের হয়ে এলেন। তার পিছনে পুরোহিতরা একটি শবাধার, একটি সিংহাসন ও একটি সোনালি বাক্স বয়ে এনেছেন। তারা সবকিছু স্থাপন করলেন রাজ পরিবারের সামনে এবং নোফের আমুন রাজার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় বললেন, "প্রভু, আপনার সামনে আপনার দেখার জন্য যে জিনিসগুলো রাখা হয়েছে সেগুলো পবিত্র রাজ্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। আমাদের অমর স্মৃতির কোঠায় বসবাসকারী বীর সেনাপতি পেপি দীর্ঘ বারো বছর পূর্বে এই নিদর্শনগুলো আমার দায়িত্বে নিরাপদে রাখার জন্য ন্যস্ত করেছিলেন, যাতে সেগুলো দুশমনের লোভী হাতের বাইরে থাকে। এই শবাধারটি আত্মদানকারী রাজা সেকেনেনরার, এতে রক্ষিত আছে তার পবিত্র দেহ, যার কাফনের নিচে মারাত্মক ক্ষত এবং প্রতিটি ক্ষতই সাহসিকতা ও বীরত্বের এক একটি অমর পৃষ্ঠার সাক্ষ্য। এই সিংহাসনটি তার ঐশ্বর্যময় সিংহাসন, যা তার পবিত্র কর্তব্য পালন করেছে, যখন তিনি এ সিংহাসন থেকে থেবসের প্রতিরোধ ঘোষণা করে বেছে নিয়েছিলেন সংগ্রামের কঠোরতা ও বিপদ। আর এই সোনালি আধারে রক্ষিত আছে মিশরের দ্বৈত মুকুট, যে মুকুট ধারণ করেছিলেন যুক্ত মিশর শাসনকারী আমাদের রাজা তিমাউস। রাজা সেকেননরা যখন আপোফিসের সাথে যুদ্ধ করতে যান তখন এটি তাকে দিয়েছিলাম। এ মুকুট পরে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং এই উপত্যকার ভালোভাবে জানে যে, কীভাবে তিনি এটি রক্ষা করেছেন। প্রভু, এই নিদর্শনগুলো সেনাপতি পেপির পবিত্র আমানত। আমি ঈশ্বরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে, তিনি আমাকে দীর্ঘ জীবন দান করেছেন, যাতে আমি এর প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করতে পারি। নিদর্শনগুলো আপন ঐশ্বর্যে টিকে থাকুক।"

সকলের চোখ পড়ল শবাধারের উপর। রাজ পরিবারের সদস্যবৃন্দসহ প্রত্যেকে শবাধারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনা করল। প্রার্থনা শেষে তারা ঘিরে ধরলেন শবাধার। নীরবতা আচ্ছন্ন করেছে তাদেরকে, কিন্তু শবাধারে শায়িত ব্যক্তিটিই যেন তাদের সাথে কথা বলছেন। টেটিশেরি

www.pathagar.com

প্রথমবারের মতো ক্লান্তি অনুভব করলেন। তাকে ধরে রেখেছেন স্বয়ং রাজা আহমোসি, অশ্রু তার দৃষ্টি থেকে শবাধারটি আড়াল করে রেখেছে। রানিমাতার শোকের যাতনা প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি নোফের আমুনকে বললেন, "শবাধারটি রাজা সেকেননরার মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় কবরে স্থাপন করার পূর্ব পর্যন্ত পবিত্র প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত রাখুন।"

প্রধান পুরোহিত রাজার অনুমতি নিয়ে তার অধীনস্ত পুরোহিতদের নির্দেশ দিলেন শবাধারটি মন্দিরে পবিত্র প্রকোষ্ঠে আগের মতোই রাখতে। এরপর তিনি সোনালি বর্ণের আধারটি উন্মুক্ত করে মিশরের দ্বৈত মুকুট হাতে নিয়ে আহমোসির দিকে অগ্রসর হলেন এবং তার কোঁকড়ানো চুলের উপর সেটি স্থাপন করলেন। সমবেত সকলে উল্লাসে ধ্বনি তুলল, "মিশরের ফারাও দীর্ঘজীবী হোন।"

নোফের আমুন রাজা ও রানিদের আমন্ত্রণ জানালেন পবিত্র আশ্রম পরিদর্শন করতে। তারা সকলে তার সাথে অগ্রসর হলেন। টেটিশেরি ভর করে আছেন আহমোসির হাতের উপর। তারা পবিত্র চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেন যে চৌকাঠ বর্তমান পৃথিবী থেকে পরবর্তী পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ঐশ্বরিক অস্তিত্বের উদ্দেশে তার সেখানে অবনত হলেন, পর্দার প্রান্তভাগ চুম্বন করলেন, যে পর্দা আমুন দেবতার মূর্তির সামনে টানানো এবং মাতৃভূমির বিজয় অর্জনে সাহায্য করার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও প্রশংসা করে প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন।

এরপর রাজা ও রানিরা মন্দির ত্যাগ করে যার যার পালকিতে উঠলেন। সিংহাসনটি উঠানো হলো বড় একটি বাহনে এবং শোভাযাত্রা রওনা হলো রাজপ্রাসাদের উদ্দেশে। রাস্তায় উৎফুল্ল জনতা ঈশ্বর ও আমুন দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে এবং রাজাকে স্বাগত জানিয়ে ধ্বনি দিচ্ছিল এবং রাজা ও তার পরিবারের সদস্যদের উপর পুষ্পবর্ষণ করছিল। শেষ বিকেলে তারা পৌঁছলেন পুরনো রাজপ্রাসাদে। টেটিশেরি আবেগাপ্লুত। তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে এবং নিশ্বাস অনিয়মিত বইছে। অতএব, তাকে পালকিতে তুলে প্রাসাদের পারিবারিক অংশে নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে তার সাথে যোগ দিলেন রাজা ও অন্য রানিরা। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তারা রানিমাতার সামনে বসলেন। তার মাঝে কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে এল এবং ইচ্ছাশক্তি ও বিশ্বাসের জোরে আবার তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং তার প্রিয় মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "আমার প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। প্রথমবারের মতো আমার হৃৎপিণ্ড আমার সাথে প্রতারণা করেছে। এ হৃদয়ের উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে এবং কত ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছে। তোমাদের সকলকে চুমু দিতে দাও, কারণ তোমরা যখন আমার বয়সে উন্নীত হবে, তখন কারো আশার অর্জন শেষ পর্যায়ে উন্নীত হবে।"

www.pathagar.com

চৌত্রিশ

সন্ধ্যা হলো এবং রাত ঘনিয়ে এল। কিন্তু থেবস যেন নিদ্রার কিছু জানে না, তারা উৎসবের আনন্দে জাগ্রত। রাস্তায় ও শহরতলিতে মশালের শিখা কাঁপছে, আর নগরবাসী চত্বরে জড়ো হয়ে আনন্দ উল্লাস করছে। বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসছে বাদ্যযন্ত্র ও সংগীতের সুর। সেই রাতে ক্লান্তি সত্ত্বেও আহমোসি ঘুমাতে পারলেন না। শয্যা যেন তার জন্য বিরক্তিকর। তিনি শয্যা ছেড়ে বারান্দায় গেলেন, যেখান থেকে রাজ উদ্যান দেখা যায়। তিনি হালকা আলোর নিচে একটি আসনে বসলেন। চাপা আঁধারে তার আত্মা বিক্ষিপ্ত, তার আঙুলের ডগা কোমলভাবে স্পর্শ করছে একটি সোনার কণ্ঠহার, যেটির উপর বারবার তার দৃষ্টি পড়ছিল, যেন তার ভাবনা ও স্বপ্ন উৎসারিত হচ্ছে সেই কণ্ঠহারটি থেকে।

তরুণী রানি নেফেরতারির আবির্ভাব হলো অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে। উত্তেজনা ও আবেগ রানির চোখ থেকে নিদ্রা কেড়ে নিয়ে গেছে। তিনি ধারণা করেছেন যে তার স্বামীও নিশ্চয়ই তারই মতো সুখী। তিনি রাজার পাশে বসলেন অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে। রাজা হেসে তার দিকে ফিরলেন এবং রানির চোখ পড়ল তার স্বামীর হাতে ধরে রাখা কণ্ঠহারটির উপর। তিনি বিস্মিত হয়ে সেটি হাতে নিয়ে বললেন, "এটি কি একটি কণ্ঠহার ? কী সুন্দর ! কিন্তু এটি ভাঙা।"

রাজা তার ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ ! কিন্তু কণ্ঠহারটি তার হৃদয় হারিয়েছে।"

"অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার ! কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেছে সেটি ?"

রাজা উত্তর দিলেন, "আমি শুধু জানি যে এটি হারিয়ে গেছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।"

রানি তার স্বামীর দিকে তাকালেন প্রেমময় দৃষ্টিতে এবং জানতে চাইলেন, "আপনি কি এটি আমাকে দেবেন ?"

তিনি বললেন, "আমি তোমার জন্য এর চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান এবং এর চেয়েও সুন্দর কিছু তোমার জন্য রেখেছি।"

"তাহলে এটির জন্য আপনি এত দুঃখ করছেন কেন ?"

স্বাভাবিক ও শান্তভাবে কথা বলার চেষ্টায় তিনি বললেন, "এটি আমাকে আমার প্রথম সংগ্রামের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন আমি বণিকের বেশে থেবসের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম এবং যখন আমার নাম ছিল ইসফিনিস। এটি আমার বিক্রয়যোগ্য পণ্যের একটি ছিল। কী মধুর স্মৃতি ! নেফেরতারি, আমি চাই যে তুমি আমাকে ইসফিনিস নামে ডাকো। কারণ, এ নামটি আমি ভালোবাসি এবং এ নামকে যারা ভালোবাসে আমি তাদেরকেও ভালোবাসি।"

www.pathagar.com

রাজা আহমোসি তার আবেগ লুকাতে মুখ একপাশে সরিয়ে নিলেন। রানি আনন্দে হাসলেন এবং সামনের দিকে তাকিয়ে দূরে ধীরগতিতে চলছে এমন একটি আলো দেখে সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রাজাকে বললেন, "ওই বাতিটির দিকে লক্ষ করুন।"

আহমোসি বাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, "রাজ উদ্যানের কাছে নদীতে ভাসমান নৌকার উপর রয়েছে বাতিটি।"

মাঝি সম্ভবত উদ্যানের আরো কাছে ভিড়াতে চাইছে তার নৌকা এবং প্রাসাদে নবাগত বাসিন্দাদের শোনাতে চাইছে তার কণ্ঠের সৌন্দর্য, যেন সে তার নিজস্ব কৌশলে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাতে চায়, থেবসবাসী তাদের নিজস্ব উপায়ে অভিনন্দন জানানোর পর। মাঝি তার কণ্ঠ আরো উঁচু করে রাতের নিস্তব্ধতায় গাইছিল, আর প্রতিটি লাইনের মধ্যবর্তী সময়ে বাঁশি বাজাচ্ছিল :

কত দীর্ঘ বছর আমি একা কক্ষে শুয়ে আছি
নিদারুণ অসুস্থতার যাতনায় ভুগছি,
পরিবার, প্রতিবেশী, চিকিৎসক, বৈদ্য
সবাই এসেছে, কিন্তু অসুস্থতার কাছে
চিকিৎসকদের দক্ষতা হার মেনেছে,
এরপর তুমি এলে, তোমার মোহনীয়তা
সবকিছুকে হার মানাল, কারণ
তুমি একাই জানো, কে আমি অসুস্থ ছিলাম।

মাঝির কণ্ঠ চমৎকার এবং কানে অতি শ্রুতিমধুর। আহমোসি ও নেফেরতারি নীরব রইলেন। রানি সহানুভূতি ও কোমল দৃষ্টিতে বাতির দিকে তাকিয়ে আছেন, আর রাজা আধবোজা চোখ নিবদ্ধ রেখেছেন দু'পায়ের মাঝে মেঝের উপর। স্মৃতি তার হৃদয়ে বিলাপ করছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঐতিহ্য
ISBN 978-984-8863-42-8